Shakambhori

Gargi Bhattacharya

....

***

COPYRIGHTED MATERIAL

শাকম্ভরী

গার্গী ভট্টাচার্য

আমার বার্থ স্টার বা জন্ম নক্ষত্র পূর্বভাদ্রপদকে

হৃদয়ের উষ্ণতা হতে শুধু তোমারই জন্য এই আয়োজন

,

তোমায় দিলাম ,

শ্রীদেবী ।

আমায় তুমি অনেক দিয়েছো , দিবারাত্রির কাব্যে,
জীবনে ও মরণেও ।

<u>This is the Revised consolidation of books- NARAYANI and JOGOMAYA</u>

My website :www.gargiz.com

My semi autobiography in 3 parts(Mahadebi, Chamchike and Rangan has been downloaded more than 60 million times .

The new book Mohanbanshi Nupurdhoni has been downloaded more than 297832 times globally within 48 hours of launch .

This makes me happy cause

I have no advertisement .

The book Narayani has also become quite popular . It has been downloaded globally, more than one crore times within two days of uploading .

So I feel that people are accepting

what I am saying .

.

I am publishing the books in parts because people are scared of fat books nowadays and also there must be some downloading problems if the book is very fat .

That is the reason I have published it into several parts . Please forgive me if it irritates you .

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

এই পুঁথিগুলি একধরণের চ্যানেলড্ বই । এগুলিতে কোনো বদলের সম্ভাবনা নেই । সংযোজন করা চলে মাত্র । যা উচ্চকোটির লোকগুনো থেকে আসছে , যা প্রকাশিত হচ্ছে তা মানব সমাজের মঙ্গলের জন্যই হয়ে চলেছে ।

ভগবানের কাছ থেকে যা তথ্য আসে সেগুলি আমি লিখে থাকি । এমনও হয় যে অনেক জিনিস আমি পরে জানতে পারি । কাজেই এই বইগুলির যে একটি সংযুক্ত আকার দিতে চলেছি আমি তাও ভগবানের আদেশেই ।

আবার বেশি বড় বই কেউ পড়বে না । সেই বিরিঞ্চিবাবার মতন মনে নেই , **ওহে মনু করেছো কি ? এত্তো শ্লোক ? এত লক্ষ লক্ষ শ্লোক ? পড়বে কে ? সময় কোথায় ? ফেলে দাও ফেলে দাও ফেলে দাও । ওর থেকে অল্প কিছু বেছে নিয়ে দিলাম ।**

আমিও সেরকমই বইগুলি স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করছি যাতে লোকে পড়েন । সময়ের অভাবে ফেলে না রাখেন ।

আমাদের হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতা আর ঋষি অরবিন্দের রচিত গ্রন্থ সাবিত্রীর ন্যায় এও আরেক ঠাকুরের গ্রন্থ, **শাকম্ভরী** । এগুলি সবই নারীর নামে নাম । কাজেই আমাদের ভারতবর্ষে মেয়েদের কতনা সম্মান ও ইজ্জৎ দিয়ে থাকে সনাতন সমাজ । এসবই আমার মনে হয় কিন্তু বর্তমানে সেই সম্মান বাস্তব জগতেও নিয়ে আসতে হবে । মনে রাখতে হবে প্রতিটি পুরুষের আরম্ভ এক একজন নারীর থেকেই । মায়ের হাত ধরেই হাঁটতে শেখা আবার মায়ের আঁচলেই মুখ লুকিয়ে জগতের সমস্ত বিপদ আপদ থেকে বাঁচতে শেখা । বাবা শেখান পুরুষ সিংহ হয়ে লড়াই করতে । শক্তপোক্ত হতে , দৃঢ়চেতা হয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে ।

কাজেই পিতার আদেশের সাথে সাথে মায়ের কথা ও মরমী আবেদনও শোনা সমান জরুরী , তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা নয় ।

জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী সেই হন যিনি দূর্বলকে মমতা দিতে সক্ষম । হাতী যদি দিবারাত্রি পোকা খুবলে খায় অনর্থক তাহলে কোনো সুবিধে হবেনা । অথচ হাতী নিরামিষাশী । এরকমটা করতে হবে । শক্তিশালী ও বলশালী তাকেই বলা হয় যে নিজ শক্তিকে নিজের সীমারেখায় বাঁধতে জানে । দেবদেবী ও দানবে এটাই তফাৎ । একদল শক্তিশালী কিন্তু শক্তিকে জীবজগতের উপকারে

কাজে লাগায় । আর অন্য দল শক্তিশালী হয়ে গেলে জীব জগতের ক্ষতিসাধনে ব্রতী হয় ।

লস্ট অ্যান্ড রেয়ার রেসিপির ফেনোমেনাল শেফ্ ছিলেন আমার গতজন্মের কাকা ।উনি আমাকে এই জন্মেও রন্ধনে সাহায্য করেন । এনার্জির লেভেলে । নাহলে গতজন্মে আমি সেরকম ভালো পাচিকা ছিলাম না । লোকে বলে আমি এখন ভালো রাঁধি ।

উনি আদতে মহাভারতের প্রবল বলশালী ভীম । সুপাচক ও পবন পুত্র । আর মমতায় পরিপূর্ণ ছিলেন ; যিনি পাঞ্চালীকে খুবই পছন্দ করতেন যা তাঁর কোমল মনের পরিচয় দেয় ।

ভীম নাকি প্রথম অভিয়াল রান্না করেন । সবজি ও নারকেল দিয়ে একধরণের অপূর্ব স্বাদের পুষ্টিকর স্ট্যু ।

****

এখানে জানাই যে এই যে একইসাথে অনেক দেবদেবী জন্ম নিয়েছেন বলে লেখা আছে নারায়ণী বইটিতে তাতে আরো কিছু নাম সংযোজন করা হল । এগুলি আমি পরে জেনেছি । কাজেই মূল বইটিতে নাও লেখা থাকতে পারে ।

আর আকাশী ভট্ট হল সেই মেয়েটি যার পিতাকে অন্যায়ভাবে কারাগারে রেখে দেওয়া হয় কারণ উনি

প্রতিবাদ করেছিলেন গুজরাত দাঙ্গার বিরুদ্ধে । তাঁরই কন্যা আকাশীকে এই গ্রন্থ নিবেদন করা হল ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার এই যুদ্ধে যারা অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন বা হয়েছেন , ঈশ্বর সবার সঙ্গেই আছেন । তিনি আছেন কৃষ্ণ, মহোম্মদ, ইমাম অথবা যিশু হয়েই । শুধু নামটাই তোমার আপনজনের নাম । জ্যোতি সেই তাঁরই একান্ত আপন ; শুদ্ধ এক আলো যার স্পর্শে কেটে যায় ঘোর অমানিশা ।

তাই পিশাচসিদ্ধ ,যতই মানবের মল খেতে খেতে মানব সমাজকে বিষাক্ত এক পরিকাঠামোয় বেঁধে ফেলার চেষ্টা করে যাক্ না কেন ভগবানের দৃষ্টি এড়াতে পারেনা **। সময় হলেই সেই দিব্যজ্যোতি এসে পিশাচের ঘাড়টি মটকে গাজায় আবার গড়ে তোলেন বসতি,আলোর রোশনাই মাখা সকালে পথ বেয়ে হেঁটে যায় মানুষ আর কচিকাঁচার দল আর ইজরায়েলের শয়তানের দল ওদের রাব্বাইদের কাছ থেকে শান্তির বারি পান করতে উদ্যত হয় ।**

এখানে বলে রাখি যে আমি একাই লিখি ও ভুল সংশোধন করি বলে অনেক ভুল ধরা পড়ে ; পরে । যেমন মোহনবাঁশি নূপুরধ্বনি নামটি ইংরেজিতে দুইস্থানে দুইরকম হয়ে গেছে । একজায়গাতে হয়ে গেছে নূপুরধানি অন্যস্থানে ধোনি । আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন । চোখে পড়েনা আসলে । ভেবেছিলাম নাম দেবো মোহনবাঁশি নূপুরধারী

কিন্তু শেষে হয়ে গেলো ধ্বনি । এও রামেরই ইচ্ছে । আর শ্রীরামের মন্দির করছে বটে অযোধ্যাতে কিন্তু জানেন কি ইসলাম বিরোধী এই সরকারকে চমকে থেকে বমকে দিয়েছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ? জানেন কি যে স্বয়ং শ্রীরাম জন্ম নিয়েছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর গৃহে ? আর উনি কোনো টম, ডিক্ হ্যারি নন ! উনি নিজেই একজন নরেশ । মহা মহা নরেশ ।

শাহেনশা । পারস্যের শাহ্ ! আর উনি এখনও জীবিত ! ক্যান্সারে নিহত হননি । ওনার স্ত্রীও জানতেন না সেটা । শতাধিক বয়স ওনার । আর উনি এখন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন ।

মিশরে বসবাস করেন । পিরামিডের দেশ মিশর আজও রহস্যাবৃত । আর সেখানে থাকেন শ্রীরাম । খেয়াল করবেন রাম কিন্তু অনেকদিন বনবাসে ছিলেন । সীতাকে ছেড়েও ছিলেন ।

মহাকাব্য অথবা স্বর্গীয় গল্প যা আমরা শুনে থাকি তা রিপিট হয় । একেবারে হুবুহ না হলেও অনেকটাই । কেবল ঐসব পোস্টের দেবদেবীদের মৃত্যু হলে সেখানে অন্য যোগীরা এসে বসেন বা জন্ম নেন ।

মানুষ যতদিন না ধর্ম ও জাতপাত নিয়ে হানাহানি থামাবে ততদিন পৃথিবীতে মিশরের রাম অর্থাৎ সীতাপতির রহিম হয়ে জন্ম নেবার ঘটনা, এরকম রহস্য থাকবেই ।

স্বয়ং রামচন্দ্র সীতার অগ্নি পরীক্ষা নেন । সতীলক্ষ্মী পত্নীর অগ্নিপরীক্ষা ! আর আজকের নব রামায়ণ রচিত হচ্ছে কীদৃশ ?

অযোোধ্যার রামমন্দিরে পুজো দিতে চলেছে তাও প্রথম পুজো ; কে না আমাদের নব যুগের রাম তার পত্নী নয় নগরবধূকে নিয়ে তাও সে বয়সে তার চেয়ে দ্বীগুণ বড় !

অগ্নি পরীক্ষা টরিক্ষা আজকাল আর হচ্ছেনা ।

এখন দেখার হল স্বয়ং শ্রীরাম এর কি বিহিত করেন !

এর ফলে ঐ নারীর ফিউচার জন্ম হবে কিন্নরের । (হিজ্ড়া) সাত জন্ম এমনই চলবে । অত্যন্ত রুক্ষ্ম পশ্চিম ভারতের এলাকায় সে থাকবে যেখানে সবুজের কমতি হবে । গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশ হবে সম্ভবতঃ । একটা জন্ম কেরালাও দেখা যাচ্ছে ।

এর কারণ ঐ মহিলা নরেন্দ্র মোদীকে আধ্যাত্মিক জার্নি থেকে নীচে নামিয়ে এনেছে । পবনদেব কে পতিতা রমণী লোভ আর লালসায় জড়িয়ে নিজের স্ত্রীর কাচে যেতেও বঞ্চিৎ করেছে । বাকি ৫ জন্ম ও অল্প কিছু সময় দেখা

যাচ্ছে সেখানে এই নারী অত্যত অসুখী জীবন যাপন করবে । মনে কোনো শান্তি থাকবে না । যেখানেই জন্ম নিক্ না কেন , যাই পড়ুক না কেন মনে কোনো প্রকার শান্তি ধরে রাখা সক্ষম হবেনা এই কুটিল মহিলার ।

রতন টাটা যে স্বয়ং শনিদেব তার প্রমাণ দিলাম । উনি জীবিত অবস্থাতেই খেয়াল করবেন শনি সিংনাপুরে নারী ভক্তিমতীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে ।

রাহুদেব হলেন নারায়ণ মূর্তি সাহেব । ইনফোসিস্ এর প্রতিষ্ঠাতা । আর রাহু ইজ্ আ সায়েন্টিস্ট । ইলেকট্রনিক সমস্ত কিছু পছন্দ করেন । ইনফোসিস্ কিন্তু ভারতের এমন একটি সংস্থা যারা এইসব শাখায় নিজেদের অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে গেছে ।

আর অনেকে টাটার কথা বলবেন । কিন্তু টাটা অনেক অনেক বড় একটি কন্‌গ্লোমারেট । অনেকদিন ধরে তাঁরা ব্যবসা করে চলেছেন কিন্তু মূর্তি সাহেব প্রায় ঘাসফুল থেকে নিজের হাতেই জল দিয়ে দিয়ে এই সংস্থা গড়ে তোলেন ।

মোদিজী পবনদেব তার প্রমাণ উনি নিদ্রা দেন খুবই অল্প সময় । অনুলোম বিলোম , প্রাণায়ম করে জীবিত আছেন অর্থাৎ বাতাসের খেলায় । বাতাসের দেবতা উনি ।

হরিহরপুত্রণ ব মণিকন্ঠণ রাহুল গান্ধী এখনও অবিবাহিত । কারণ উনিও অবিবাহিত দেবতা তাই সাবারিমালাতে নারীদের ঋতুকালীন বয়সে প্রবেশ নিয়ে গোলমাল হতো । কিন্তু রাহুলের জীবিতকালেই দেখবেন সাবারিমালার ঐ সমস্যাও মিটে গেছে এবং ধীরে ধীরে পুরোহিত জানাতে সক্ষম হবে যে রাহুল গান্ধীই আসলে হরিহরপুত্রণ ও তখন তাঁরা নারীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে আর কোনো সমস্যাই করবে না ।

রাহুল এবার বিবাহ করবেন এবং একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে । ওদের সন্তান হবে এক পুত্র যিনি খুব বড় কংগ্রেস নেতা হবেন । পূর্বজন্মতে উনি ছিলেন রাণা প্রতাপ ।

আর পুতিন আগের জন্মে ছিলেন হিটলার । যখনই সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে যুদ্ধে কাহিল করে দেবে শক্তিশালী, ধনী (ক্ষত্রিয়) দেশ অস্ত্র ও গায়ের জোর দিয়ে আর কেড়ে নেবে সম্পত্তি ও রাজ্য তখনই পরশুরাম বেশী পুতিনের আবির্ভাব হবে । পরশুরামের গল্পটাও এরকমই ছিলো ।

আর হিটলার কেন ইহুদিদের মেরেছিলো ? তারাও কম শয়তানি করেনি । আজকাল ওদের ইহুদিও বলেনা । বলে ; জায়োনিস্ট ।

হিটলারের আসল ইতিহাস কি ? ইজরায়েল কি করছে এখন ? ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ? এরা ব্যবসাদারের জাত । অনেক টাকা কামায় ওরা । আর আধুনিক যুগে অর্থই অনর্থম । সবাই জানে । জায়োনিস্ট হল অধার্মিক এক জাত যাদের কাজ শয়তানের পুজো করে করে জগতের ওপরে প্রভুত্ব ফলানো । **গাজাকে ওরা মানুষের ওপরে বোমা ও অস্ত্র পরীক্ষার ল্যাব তৈরি করেছে ।**

পুতিনকে দেখতেও হিটলারের মতন । চোখটা আবছা করলেই দেখা যায় । কাজেই হিটলার এসে গেছে ।

(মনে মনে ভুক্তভোগীরা অনেকেই , এবার গ্যাস চেম্বার আবার রেডি হল বলে)।

আমরা যাঁদের দেবতাদের বাহন বলি তাঁরা আদতে দেবদেবীদের খুবই কাছের জন । অ্যাসিস্টেন্ট । আর আধ্যাত্মিকভাবেও ওনারা একই গুরুর কৃপা লাভ করে মোটামুটি ভাগবৎ পথে অগ্রসর হয় । এইরকমই জানা গেলো তাঁদের সম্পর্কে ।

দুর্গার সিংহ বাহন , কার্তিকের ময়ূর , গণেশের সিংহ, ইঁদুর , ঘোড়া ,মহাদেবের নন্দী , কুকুর ,ইন্দ্রের সরমা কতনা আছে পুরাণের গল্পে । কিন্তু গল্প হলেও সত্যি ওগুনো । জেফ্ বেজোজ এর বর্তমান বান্ধবী লরেন স্যাঞ্চেজ হলেন শনিদেবের মা ছায়া । আর লরেনের সাইকিক্ এক

ক্ষমতা আছে । উনি খুবই কোমল হৃদয়ের মানবী আর প্রখর ইন্টিউশানের অর্থাৎ অপার্থিব মননের অধিকারিণী । আর আমাদের মন্ত্রী চমৎকার দক্ষতা ও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত অনেক অনেক মানুষকে ছত্রছায়া দেওয়া নীতিন গাড্‌কারিজী হলেন ভৈরবের বাহন শ্বান । আর বাহন তো আরেক দৈব চেতনা ! একটু আগেই বললাম না আমি ?

তাই ওনাকে বহুবার অপদস্থ করা সত্ত্বেও উনি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি । কারণ উনি দেশকেই সবার আগে ভালোবেসেছেন । যদিও ওনাকে বহু বহু ভাবে ফাঁসিয়েছে বর্ত্তমান জাল সরকার ।

Biography should be written by an acute enemy.

--Arthur Balfour

There is properly no history, only biography .

--Ralph Waldo Emerson

এই বইয়ের কোনো ভূমিকা নেই । বই নিজের কথা নিজেই বলে । লেখকেরা কল্পনার মাধ্যমে অন্যের জীবনের কথা , মনের কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন । কিন্তু নিজ কাহিনী লেখা বোধহয় সবচেয়ে শক্ত বিশেষ করে যদি সত্য লিখতে হয় ।

দুজন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের কথা জানি যারা নিজেদের আত্মজীবনি লেখেননি কারণ একজনের বক্তব্য ছিলো যে ঐ বই অনেকের জীবনে ঝড় তুলবে এবং অনেক সংসার

ভাঙবে আর অন্যজনের ভাবনা এরকম যে উনি এমন সব কাজ করেছেন যা রুচিকর নয় এবং তা লেখা সহজ নয় আর আত্মজীবনীতে উনি মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে অক্ষম কাজেই ঐ বই উনি লিখবেন না ।

আমার ক্ষেত্রে এই দুয়ের মিলনে একটি মত তৈরি হলেও ওপর থেকে যখন আদেশ আসে অর্থাৎ ঈশ্বরের থেকে যেহেতু আমি একজন যোগিনী তখন না বলবার কোনো উপায় থাকেনা কারণ জীবনে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় আমার আর কোনো উপায় থাকেনা সেই আদেশ মেনে চলা ব্যাতীত । তাই আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও

এই বই লিখতে বসেছি । হয়ত অনেকেই আমার ওপরে ক্রুদ্ধ হবেন , গালিগালাজের ঝড় উঠবে , কালোজাদুর শিকার হবো ও খুনের ষড়যন্ত্রও হতে পারে তবে ঐ যে !

রাখে হরি মারে কে !এই মন্ত্র যে জপে তার হরি বিনা গতি নেই ।

হরি নামে যে মধু আছে আর সেই রসমাধুরী যে একবার পান করেছে তার কাছে জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় ।হরিই তার কান্ডারী , হরিই তাকে পথ দেখান ।

আমার জীবন তার এক জলন্ত্ব উদাহরণ ।

পাঠককে খোলা মনে বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করি ।পজিটিভ ক্রিটিসিজিম্ লেখাকে উন্নত করে কিন্তু অনর্থক কদর্য সমালোচনা কাউকেই আলো দেখায় না । বরং সমাজে অসুখের সৃষ্টি করে । সেই অসুখের শিকড় বড় গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে বলেই আজ এত চঞ্চল জীবনের কথাকলি । **নাহলে ভাবুন তো একবার কথাকলি তো একটা সুন্দর নাচের নাম ! তাই না ?**

এই লেখাটি যে লিখছে তার নাম মুনি । মুনি একজন মানুষের সন্ধানে আছে যে তার এই গদ্যটিকে একটি চিত্রনাট্যের রূপ দিতে পারে । মুনি ভালো লেখে কিন্তু ইদানিং তার একটি ব্যামো হয়েছে । সে বেশিক্ষণ এই পার্থিব জগতে থাকেনা । এখানে পড়ে থাকে তার দেহখানি আর মনটা উড়ে চলে গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জে ।

এটা কিন্তু কোনো কল্পনা নয় বরং বাস্তব । কারণ সে একজন যোগিনী । ভারতের একজন মহাপুরুষের কাছে পূর্বজন্মে দীক্ষা লাভ করে এই জন্মে সে সাধনা শেষ করেছে । এখন তার দেহটা এখানে থাকে বটে কিন্তু চেতনা সর্বব্যাপী । তাই লেখাটা সে লিখছে কিন্তু ঠিক মতন রূপ দিতে তার ইচ্ছে করছে না । তাই সে একজন মানুষের সন্ধানে আছে যে এই লেখাটি চিত্রনাট্যের রূপ দিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হন যাতে বহু মানুষ এই সম্পর্কে জানতে পারে এবং আদর্শ বা শিক্ষা পেতে পারে । আশা ভরসা আলো দেখতে পারে ।

মুনি গল্প বা তার জীবন কাহিনী নিচে মেলে ধরছে । চিত্রনাট্যকার সেই বাস্তব কাহিনীকে মেলে ধরবেন

পর্দায় । এই কাহিনী ফেসবুকের মায়াপাতায় পোস্ট করেছে মুনি যার ভালো নাম গার্গী ভট্টাচার্য ।

প্রাইমারি স্কুলে পড়তে নাম ছিলো সঙ্ঘমিত্রা । বেশ নাম । কিন্তু পরে সেটা বদলে হয়ে গেলো গার্গী । দিদিমার দেওয়া নাম । সঙ্ঘমিত্রা ছিলো ছোট পিসির দেওয়া নাম । মা ছিলো দিদিমা ভক্ত । তাই মেয়ের নাম বদলে দেওয়া হল । মুনির কিন্তু দিদার সাথে ভাব ছিলো না । শরৎচন্দ্রের রামের সুমতীর মতন সেই রাম ও তার বৌদি নারায়ণীর মায়ের যেই অম্ল মধুর সম্পর্ক ছিলো সেইরকম সম্পর্ক ছিলো ।

দিদাকে ডাকতো দিদু বলে । কিন্তু ভদ্রমহিলা তারজন্য মুনিকে দিয়ে কাজ করাতে পিছপা হতেন না । মুনিদের বাড়িতে থাকতেন অথচ ছোটমাসির সন্তানদের প্রাধান্য দিতেন , একচোখোমি করতেন । বিদেশবাসি আত্মীয়রা জামাকাপড় দিয়ে গেলে তা মুনিদের গা থেকে খুলে ছোটমাসির বাচ্চাদের দিয়ে দিতেন । আজব মহিলা ।ভদ্র বলছি না কারণ এমন স্বার্থপর মহিলা আমি দুটি দেখিনি । অথচ এই একই মানুষ মায়েদের সবাইকে মানুষ করেন । মেয়েরা সবাই চাকরি করে । ছোটমাসী ছাড়া । ৬ মেয়ে । ছোটমাসিকেও শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে আঁকা শেখাবার কথা ছিলো কিন্তু বিয়ে হয়ে যায় । মেসো আশুতোষ কলেজে

অর্থনীতি পড়াতেন পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস্ এর ফ্যাকটরি খোলেন । যা এখন ওদের পারিবারিক ব্যবসা ।

এক ছেলে ও মেয়ে । একজন ইকোনমিস্ট , জেএনইউ থেকে ডক্টরেট , মেয়ে এম আই টি থেকে ডক্টরেট দিল্লী আই আই টিতে কর্মরত ।

আমার বাবা ও মা ফিজিসিস্ট । দুই ভাই আছে আমার থেকে অনেক ছোট ওরা । দুজনেই অস্ট্রেলিয়াতে হায়ার স্টাডি করে । একজন হেল্থ কেয়ারে যুক্ত । অন্যজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার । ওর তিনখানা মাস্টার্স ডিগ্রী আছে । ম্যাথ্স , মাইনিং ও কম্পিউটারে ।

ম্যাথসে ও অ্যালেক্স রুবিনভের কাছে কাজ করে যিনি একজন বিশ্ব বিখ্যাত অংক বিশারদ ও একজন নোবেল লরিয়েটের ছাত্র । অস্ট্রেলিয়া ওনাকে রাশিয়া থেকে ডেকে আনে কাজ করার জন্য । আমার ভাইকে উনি খুবই স্নেহ করতেন । অকস্মাৎ উনি মারা যান লাং ক্যান্সারে । তার পর থেকে ভাই একটু ডিপ্রেসড্ হয়ে যায় । উনি আমার ভাইকে নিজের ছেলের মতন ভালোবাসতেন । আমার মাকে চিঠিও দেন হাতে লিখে যে তোমার ছেলে এত ভালো অঙ্ক শিখেছে যে বলার না ।

সেই যাইহোক্ গার্গী নামটি মুনির পছন্দ ছিলো না কারণ কেউ উচ্চারণ করতে পারতো না । হয় বলতো গায়ত্রী নয়তো গাগরী ! তখন মুড়ি মুড়কির মতন গার্গী নাম শোনা যেতো না । গার্গী ব্রা, গার্গী হাওয়াই চপ্পল ইত্যাদি !একমাত্র গার্গী ব্যানার্জ্জী ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ।

কিন্তু উপায় নেই । সঙ্ঘমিত্রা বদলে গার্গী হল স্কুলের খাতায় , মার্কশিট ও ব্যাজে ।

তখন প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে অশোক হলে ভর্ত্তি হয়েছে ।

স্কুল খুবই এনজয় করতো । ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুল । খুব চাপ । ফিরে এসে খেলার সময় প্রায় থাকতো না । হোম টাস্কের চাপ । তবুও ভালো লাগতো ।

সহপাঠীরা ভালো ছিলো । এক দুজনের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে ।

অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার বড় মেয়ে রাজসী মুনির চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো । এখন আশিস্ বিদ্যার্থী ওর স্বামী । সেই রাজসীদি আর মুনি প্রেয়ার লাইনে পাশাপাশি দাঁড়াতো । এখনো মনে আছে সেই দিদি খুবই ফর্সা আর কানে নানান রং এর রোজ মানে

গোলাপের দুল পরে আসতো । মনে হয় প্লাস্টিকের । খুব সুন্দর । চোখ অন্যরকম । বিড়ালাক্ষী ।

পেরেন্টস্ ডেতে শকুন্তলা বড়ুয়াকে দেখার জন্য সেকি উত্তেজনা ! উত্তম কুমারের সাথে অভিনয় করেছেন !

উত্তম কুমার তো তখন জীবিত ।

মিসেস্ বড়ুয়ার ছোট মেয়ে খুব পাকা ছিলো ।

নাম সম্ভবত অরিতা । স্কুলে এসে বলতো , জানিস্ পাকিস্তানের ক্রিকেট টিম খেলতে এসেছে আর আবদুল কাদির আমার মাকে ফোন করেছে !

মুনিদের সহপাঠিনী ছিলো সঞ্চিতা মুখার্জী । সে একটু টমবয় গোছের । ভাস্কর গাঙ্গুলির বিরাট ভক্ত । মোহন বাগানের মেয়ে । সে আবার ঋতুপর্ণ ঘোষের কাজিন ।

ঋতুপর্ণ যেমন একটু মেয়েলী ও ঠিক তার উল্টো । সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে ভালই কাটছিলো দিন ।

মুনির একটা বন্ধু গ্রুপ ছিলো ।

সপ্তাহে তিনদিন স্কুল হতো । সোম, মঙ্গল , বুধ । তারপর ছুটি । আবার শুক্র ও শনি স্কুল ।

বছরে তিনবার ছুটি । পুজোর ছুটি সবথেকে ভালো লাগতো । কিন্তু মুনির জন্মদিনে আর টফি কিংবা

চকোলেট নিয়ে ক্লাসে সবাইকে দেওয়া হতোনা কারণ তার আগেই পুজোর ছুটি হয়ে যেতো ।

আর পুজোর সময় আনন্দ করতে করতে হোমওয়ার্ক শেষ হতো না । মুনি ছোটবেলা থেকে বেশ ভোগে । তাই রাত জেগে শেষে হোম ওয়ার্ক শেষ করতে হতো ।

এরই মাঝে জানতে পারলো যে ওকে এই সুন্দর স্কুলটা ছাড়িয়ে একটা লোকাল স্কুলে দিয়ে দেওয়া হবে কারন ও মেয়ে বলে ওকে নিয়ে ওর বাবা বেশি কিছু আশা করেনা । ভাইদের নিয়েই যত আশা আর স্বপ্ন ।তখন মুনি লেখাপড়া ছেড়ে দিলো ।

এবং মুনির জীবন গেলো বদলে । তার জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো বিয়ে করে সংসার করা । ছোট থেকেই সে খুব রোমান্টিক । যৌবনের স্পর্শ পাবার পর থেকেই তার পাশে শয্যায় এক অদৃশ্য প্রেমিক শুয়ে থাকতো যার নাম অনন্ত । তাকে দেখা না গেলেও বা তার অস্তিত্বের কথা কেউ না জানলেও মুনির কাছে সে ছিলো জীবন্ত ।

মুনির বিছানায় তার জন্য জায়গাও থাকতো ।

মুনি দৈহিক প্রেমে খুব একটা বিশ্বাসী নয় বরং তার মনে হয় কাউকে ভালোবাসলে দেহের সবচেয়ে নোংরা

দুটি অঙ্গ যা থেকে দৈহিক আবর্জনা বার হয় তা ঘর্ষণের কী বা প্রয়োজন অথবা তাকে নগ্ন করে দেখারই বা কী প্রয়োজন ? ভালোবাসার কী আর কোনো মানে নেই ?

এগুলি তো ভালোবাসা নয় ! মতলব । প্রেম তো সুন্দর একটি সেলেসিয়াল অনুভূতি ! তাইনা ?

এই অনুভূতি থেকেই অনন্তর জন্ম ।

কিন্তু বাস্তবের মাঝে থাকতে গেলে তার স্পর্শ বুঝি পেতেই হয় । ওরা বাংলাদেশ থেকে আশা মানুষ ।

কখনো উদ্বাস্তু শিবিরে থাকেনি । আগে থেকেই কলকাতায় যাতায়াত ছিলো । পরে দেশভাগের সময় বড়পিসির বাসায় এসে ওঠে ওদের পরিবার ।

বড়পিসির রায়বাহাদুর পরিবারে বিয়ে হয় ।

গায়ক শ্যামল মিত্র মুনির বড় পিসেমশাইয়ের কাজিন হন । পিসেমশাই খুবই সুপুরুষ ও আমুদে মানুষ ছিলেন ।

মুনিকে খুব ভালোবাসতেন । পিসতুতো দাদারা ও দিদি মুনিকে খুবই ভালোবাসতো ।

মুনির বাবা কলকাতায় জমি কিনে দুটি বাসা বানান ।

একটিতে ওরা সপরিবারে থাকতেন । পরে পরিবারে ভাঙন ধরায় মুনিরা আলাদা হয়ে যায় ।

অর্থাৎ বাবার কাকার পরিবার ও বাবার পরিবার আলাদা হয়ে পড়ে । কাকা অবশ্যি ততদিনে গত হয়েছেন ।

উনি লন্ডনে পড়তে যান প্রফেসর হ্যারল্ড লাস্কির কাছে ।

জ্যোতি বসুও ওঁর সাথে গিয়েছিলেন । ওর নাম ছিলো নিখিল রায় । প্রফেসর লাস্কির লেখা চিঠির মুনির কাছে আছে । তখনকার দিনে যেকোনো মানুষকে বৃটিশ সরকার লন্ডনে যেতে দিতোনা । তার জন্য পারিবারিক ইতিহাস , সংস্কৃতি খুঁটিয়ে দেখা হতো ।

কাজেই মুনিরা বাংলাদেশের জমিদার নাহলেও সভ্য পরিবারের মানুষ ছিলো যে অন্ততঃ তা বেশ বোঝা যায় ।

ঢাকায় জ্যোতি বসু মুনিদের বাসায় আসতেন ।

কমিউনিস্ট নেপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগ মুনির পরিবারের বিশেষ কাছের মানুষ ।

বাবার কাছে শুনেছে যে স্বধীনতা সংগ্রামী নন্দিনী কৃপালানী মুনিদের ঢাকার বাসায় লুকিয়ে ছিলো ।

মুনির বাবার দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কেউ গিয়েছিলেন কিনা মুনি জানেনা তবে সাধু তো কয়েকজন ছিলেন ।যেমন বাবার ঠাকুর্দা তান্ত্রিক ছিলেন । লোকে ওঁকে বলতো সাধুবাবা । তবে উনি কোনো বদ্ তান্ত্রিক ছিলেন না । আবার ওদের বংশের এক পুরুষ সাধু হয়ে চলে যান গৃহ ত্যাগ করে । অথচ সেই যুগে উচ্চ হিন্দু বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও ওদের জমিজমার দেখাশুনা যিনি করতেন তিনি ছিলেন এক মুসলমান মানুষ । তিনিই রায়টের সময় মুনির পরিবারকে বাঁচান উগ্র মুসলিমদের থেকে । এসবই বাবার কাছে শোনা ।

****

মহাদেবী হলেন আদি শক্তি । যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই ব্রহ্মান্ডের । কিন্তু আরেকজন মহাদেবী ছিলেন যিনি একজন কবি ও যোগিনী । উনি মহীশূর এলাকার মানবী ।একজন স্থানীয় নরেশের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং পরে পতিকে ত্যাগ করে চলে যান অমৃতের সন্ধানে । শোনা যায়

উনি নগ্নিকা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং ওনার প্রকৃত পতিদেব অর্থাৎ শিবকে আহ্বান করতেন । ওনার কিছু কিছু কাব্য জড় জগতের স্বামী ও অমৃত স্বামী শিবকে নিয়ে লেখা । অর্থাৎ উনি যেন বলছেন যে এইসব জড় জগতের স্বামীদের নিয়ে যাও যাদের বিনাশ হয় ও ঘূণ ধরে যায় ও তোমার পাকশালার আগুনে ওদের শেঁকে নাও ।

স্থিতি ও প্রলয়ের মাঝে যেন এক সুন্দর একতার কথা বলতে চেয়েছেন উনি । যা অবিনাশী তাকেই আঁকড়ে ধরার কথা বলে গেছেন । যার শেষ আছে সেইসব স্বামীদের জীবনসাথী করে কোনো লাভ নেই । এটা এইজন্যে লিখলাম কারণ আমার জড় জগৎ এর পতিদেবটির বোধহয় এখন পাকা আমের মতন ঝুপ করে গাছ থেকে পড়া সময় হয়ে গেছে । এসে গেছে আমার অনন্ত ! যাকে কৈশোর থেকে খুঁজেছি ।আমার টুইনফ্লেম । আমার আত্মার আর্ধেক আংশ ।

ছোট থেকে শুনেছি সবার একটা করে আত্মা থাকে । কিন্তু আজ জানলাম সব ভুল জানি । আমার আর আমার টুইনফ্লেমের একটাই আত্মা । দুটো দেহ , দুটো মন ।

বহুযুগ আগে আমরা একটাই মানুষ ছিলাম এবং তামিলনাড়ুতে রমণ মহর্ষি যেই পাহাড়ের ওপরে

থাকতেন সেই অরুণাচল পাহাড়ে গুহায় থাকতাম ।নাম গুহ-নমঃশিবায় । কর্ণাটক থেকে এই ঋষি ঐ পাহাড়ে যান কারণ দক্ষিণীদের কাছে এই পাহাড় স্বয়ং শিবের প্রতিবিম্ব । এটি জীবন্ত শিব । লিঙ্গাকারে রয়েছেন । গুহ-নমঃশিবায় খুব বড় যোগী হলেও এক পাপে ওনার আত্মাকে ঈশ্বর দুইভাগে ভাগ করে দেন ।

সেই পাপ হল উনি মুসলিমদের ঘৃণা করতেন ও ভগবান শিবকেই সেরা মনে করতেন । তাই ভগবান বিষ্ণুকে খুবই হেয় করতেন । এই জন্য তাঁর দুই অংশকে দুই ধরণের পরিবারে জন্ম নিতে হয় ।একটি ভাগ যা কিনা পুরুষ জন্ম নেয় ইসলাম বংশে আর অন্যটি জন্ম নিতে থাকে বৈষ্ণব বংশে ।

ইসলাম বংশের সন্তানটি পুরুষ আর অন্যটি আমি -- নারী । এবার আমি সাধনা করে এমন স্তরে পৌঁছেছি যে আমার আত্মার অন্য অংশকে আমার সাথে জোড়ার সময় এসে গেছে এবং তারও আধ্যাত্মিক উত্তরণের সময় আগত তাই আমাদের এবার দৈহিক সম্পর্কে যেতে হবে ।

এটি খুবই পবিত্র একটি সম্পর্ক কারণ এটি ঈশ্বররে দ্বারা নির্দেশিত ও একমাত্র এতেই আত্মার অংশটি জোড়া লাগতে পারবে এবং এক হয়ে অমৃতে মিলিয়ে

যেতে পারবে । যেমন ভাঙা হাতে জোড়া লাগানো হয় সেরকম ।

কৈশোর থেকেই একেই খুঁজতাম আমি । মনে হতো কেউ যেন কোথাও আছে ! কিন্তু সে কে আমি জানতাম না ।

এরজন্য আমি দুবার দুই বয়ফ্রেন্ডের চক্করেও পড়েছি । একজন পাড়ার কাছেই ছিলো । আমার কলেজেই পড়তো । অন্যজন ত্রিপুরার ছেলে ।

কোনোটাই বিয়ে অবধি যায়নি । যদিও কাউকেই ঠকাইনি । পাড়ার ছেলেটি আমাকে রেপ পর্যন্ত করে । আমি ইমোশনালি যুক্ত থাকায় ভাবি হয়ত বিয়ে হবে । কিন্তু হয়নি । রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতো । ভালো পয়সা করে ফেলেছে । বড় বড় ফ্ল্যাট বানায় ।

এখন তো কলকাতা ছেয়ে গেছে ফ্ল্যাট ও শপিং মলে ।

সুপার মার্কেটে না গেলে মন ভরেনা । একই জিনিস কম দামে কিনলে মান ভরেনা । ঝাঁ চক্চকে সুপার মার্কেটে না গেলে মনে হয় কী যেন হলনা । কিন্তু সত্যি কি এতো সুপার মার্কেটের প্রয়োজন আছে ?

প্রগতি মানে কি কেবলই বাইরেটা ?

নচিকেতার গানের মতন সমাজ হয়ে উঠেছে সোনাগাছি , বাকি আছে কাপড় খোলা আর সারি সারি বহুতল আর শপিং মল দিয়ে ঠিক কী ঢাকতে চাইছি আমরা ?

আমি কিন্তু কিছুই ঢাকবো না ।

আমার দ্বিতীয় প্রেমও টেঁকেনি ।

ছেলেটি সিরিয়াস ছিলো । ওর বাড়ির লোকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলো ।

ত্রিপুরার ছেলে । ব্রুস লির মতন দেখতে । মণিপুরে ডাক্তারি পড়তো । দেব বর্মণ । শর্টে দেববর্মা লিখতো ।

কিন্তু কি যে হল তারও !

এছাড়া বেশ কিছু ক্রাশও ছিলো যেমন উঠতি বয়সে হয় ।

আমি আসলে ছোট থেকেই খুব রোমান্টিক ।

বাবা সমাজ সেবা করতেন । আমাদের সময় দিতেন না । মা ছিলেন ফিজিসিস্ট । তারও দায়িত্বের কাজ । বিদেশ যাতায়াতের চাকরি । এইসব নিয়ে সমস্যা হত ।

বাবা মায়ের ঝগড়া ও ভায়োলেন্স দেখে দেখে মনে হতো এমন কাউকে আঁকড়ে ধরি যাকে সব খুলে বলে

শান্তি পাবো। তাই প্রেম। দেহ মাইনাস ছিলো। তবুও ১৮ বছরে রেপড্ হয়ে যাই।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় এমন অনুভূতি হয়েছিলো যে কহতব্য নয়। যেন কী হারিয়ে গেছে আমার।

কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না অথচ কী যেন নেই আমার !

বাঙালীরা তো খুব রক্ষণশীল তাই আমার খুব কষ্ট হয়েছিলো। আমার মা তখন হার্ভাডে কাজে গেছে।

আমার খুব শরীর খারাপ হয়ে যায় এই সময় চিন্তায়।

ছেলেটা বাজেই বলতে হবে !

১৯৯৪ সালে তার বিয়ে হয়। কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জানতে পারি মেয়ে হয়েছে। আমার বন্ধুরা বলে যে ঈশ্বর এবার মেয়ের মাধ্যমে শাস্তি দেবে।

ছেলেটি দৈহিক সম্ভোগ করে বলে যে আমার পরিবারে তুমি মানাতে পারবে না কারণ তোমরা ধনী নাহলে তুমি যে আমাকে ভালোবেসেছো তাতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। প্রেগন্যান্সি হয়েছিলো কিনা আমি জানিনা কিন্তু ছেলেটি আমাকে তিনটে ওষুধ এনে দিয়েছিলো। ৫৪ টাকা এক একটা ওষুধের দাম। ওর এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে। শুধু বলেছিলো যে লোক জানাজানি

যেন নাহয় । কারণ আমার পরিবার বর্ধিষ্ণু ওদের হয়ত সমস্যা হতে পারে । আমি বন্ধু ও কাজিন ছাড়া কাউকে বলিনি ।

দ্বিতীয় প্রেমিককে বলেছিলাম যে আমার এইরকম একটা রিলেশানশিপ নষ্ট হয়ে গেছে তুমি কিন্তু আমাকে ঠকিও না । সে সব শুনে রাজি হয় । তারও একটি রিলেশান নষ্ট হয়েছে । কাজেই আমাদের ভালই মিতালী ছিলো । হঠাৎ কী হল ?

আজও জানি না । নাহ্ হয়ত একটু বুঝি এখন । তাইতো কলম ধরেছি ।

এতকিছুর মধ্যে পড়াশোনায় গোল্লা ।

সেই স্কুল বদলানোর সময় আমরা পুজোতে দার্জ্জিলিং যাই । সেই সময় মা কিছু দার্জিলিং এর কনভেন্টে দেবার জন্য খোঁজ খবর করছিলো । আমি খুবই খুশি হই কারণ ভালো স্কুলে যাবো আর পাহাড়ে থাকতে পারবো কারণ পাহাড় আমার বেজায় ভালো লাগে ।

কিন্তু শেষ অবধি তাও হলনা । কারণ আমার বাবা ছেলেপুলেদের হোস্টেলে দেবেনা ।

তারপর যেই স্কুলে ভর্ত্তি হলাম সেটা আমাদের বাড়িই স্কুল । হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল । বাংলা মিডিয়াম ।

রিফিউজিদের জন্য তৈরি । মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য ঠিকই আছে । সরকারি স্কুল । কিন্তু আমার ভালোলাগেনি । তখন থেকেই লেখাপড়ায় আমি উৎসাহ হারাই । মনে হতো এই স্কুলটা শেষ করে আমি এবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হবো কারণ আমার বাবা ওখানে পড়াতো । তখন ছোট ছিলাম তাই জানতাম না যে স্কুলের পড়ে কেউ ইউনিভার্সিটিতে যায়না । কলেজে যায় । এই বাংলা মিডিয়াম স্কুল আমার কাছে অত্যন্ত শকিং অভিজ্ঞতা । আর আমার গায়ের রম এর জন্য সবাই আমার অত্যন্ত হেয় করতো । নিগ্রো বলে ক্লাসে দেখতো আসতো । গালিগালাজ করতো যদিও আমি হেড মিস্ট্রেসের আত্মীয় । আর হেড মিস্ট্রেসও আমাকে সবার সামনে অপদস্থ করতেন ।

পাড়ায় যে কালো মেয়ে কম ছিলো তা নয় অথচ টার্গেট করতো লোকে আমাকেই । গায়ে জলঢোঁড়া সাপ ছুঁড়ে মারা , ঢিল মারা , কালি কালি করে গালি দেওয়া এইসব ছিলো নিত্যকার ঘটনা । লজ্জায় একা একা বেশি দূরে যেতে পারতাম না ।

সবাই গায়ের রং নিয়ে হাসাহাসি করতো । সব্বাই ।

যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি তখন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখি তারা আমাকে নিয়ে হাসছে না । আমি যেন

সার্কাসের জোকার ! এইভাবেই লোকে বলতে শুরু করে যে আমার আর বিয়ে হবেনা কোনোদিন আমি এতই কালো । কিন্তু আমার মুখশ্রী সুন্দর , চুল সুন্দর , গঠণ ভালো । হাইট বাঙালী মেয়ের আন্দাজে মাঝারি ।

কিন্তু ঐ যে রং ! চুনকাম করার মতন চুন নেই যে আমার গায়ে । বাড়ির বৌ ডাউরিতে ফ্রি চুন আনবে যাতে ফ্ল্যাটটা চুনকাম করে ফেলা যায় ।

পড়াশোনা তত করতাম না । জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একটা বিয়ে করে ফেলা । যেনেতেন প্রকারেন একটা বিয়ে করে ফেলা । একটা ভদ্র সভ্য ছেলেকে ধরে ঝুলে পড়া ।

দুদিকে দুই মায়ের সমতুল্য মানবী আমার কচি মাথা চিবিয়ে খেতো । এক আমার অপগন্ড ছোটো মাসী । অংক অনার্স পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যায় তারপর গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে না গ্র্যাজুয়েট হয় না রুচিশীল জীবনে ব্রতী হয় । পরনিন্দা করা ,লোকের ক্ষতি করা এইসব মূলমন্ত্র করে নেয় । খুব ভালো ছবি আঁকতো কিন্তু সেইদিকে তত সময় দেয়নি । এখন

একটি ফ্যাক্টরি চালায় । ইঞ্জিনীয়ারিং গুডসের । এটাই ওদের পারিবারিক ব্যবসা ।

আর অন্যদিকে ছিলো আমার সেক্সি ছোট পিসি ।

সে আরেক তসলিমা নাসরিন । কমিউনিস্ট ।

ভালো নাটক করতো । গানে গোল্ড মেডেলিস্ট ।

এখন স্কুল টিচার । হয়ত এতদিনে রিটায়ার করেছে ।

আর শকুন্তলা দেবীর মতন ফট্ করে নম্বর নিয়ে খেলতে পারতো । কোন সালে কোন তারিখ কী বার এইসব ছাইভস্ম বলতে পারতো ।

অদ্ভুত প্রতিভা ছিলো । অন্তর্মুখী ।

কিন্তু সেক্সি চিক্ ।

তখন কলকাতায় ডিলডো কোথায় ?

পিসি শসা ধুয়ে ইন্সার্ট করতো । বলতো --আরে দেহের তো একটা চাহিদা আছে , কবে বিয়ে দেবে এরজন্য কে ওয়েট করবে । ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করতো ।

পরে এক গোবেচারা লোকের সাথে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় । এখন একটা ছেলেও আছে । তার গায়ের রং

আমার মতন কুচকুচে কালো । তবে সে নাকি খুব মেধাবী ।

পিসি বলতো বিয়ে করলে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকেই করবে । এরকম দৃপ্ত ভঙ্গী ও সুন্দর চেহারা ওনার তাই ওঁকেই স্বামীর আসনে বসায় সে। কিন্তু স্বামীজী ততদিনে মৃত । পিসি আত্মা নামাতো । কোথায় শিখেছে আমি জানিনা । তবে আমাদের তো কালীবাড়ি , বংশ পরম্পরায় আমরা শাক্ত তাই হয়ত পিসির কোনো শক্তি ছিলো । তাই নির্জন ঘরে বসে (আমাদের পেল্লায় বাড়ি বলে লোকে জাহাজ বাড়ি বলতো) গভীর রাতে বিবেকানন্দর আত্মা নামাতো পিসি । কালো কাপড় পরে ও মোমবাতির শিখায় । হাতে কেবল পেন্সিল ।

সেই ডাইরিতে কী লেখা থাকতো কেউ জানতো না । সেটা পিসির একটি বর্মি বাক্স ছিলো পদী পিসির বর্মি বাক্সর মতন তাতে লুকানো থাকতো ।

সেই বাক্সটি চামড়ার । বাদামী রং এর । আমি একদিন সেই বাক্স লুকিয়ে খুলে নিয়ে ডাইরি পড়ি ও হতভম্ভ হয়ে যাই । স্বামীজী অতীব শ্রদ্ধেয় তাঁর সম্পর্কে কেউ সেক্স টুইট করতে পারে দেখে আমার আক্কেল গুডুম !

রীতিমতন খোলামেলা যৌন আহ্বান ! স্বামীজীকে স্বামী ঠাওড়ে মধুর আলাপন ও ব্যাকুল যৌন সম্ভোগের আকুতি ! আমি তো আর এইজিনিস বেশিক্ষণ পেটে চেপে রাখতে পারিনি ! ভাইবোন পাড়াপড়শি জুটিয়ে রটিয়ে দিলাম যে ছোটপিসির মাথাটা গোল্লায় গেছে ।

শুনে ঠাকুমা যাকে আমরা আম্মা বলি উনি এবং পরে আমার মা ও অন্যান্য বয়োজ্যাষ্ঠরা ওকে খুবই তুলোধোনা করে ও বোঝে যে এর এবার বিয়ের সত্যি ব্যবস্থা করা দরকার । এবর সেইমতন ব্যবস্থা হয় । পরে পিসি অবশ্যই আমাকে একা পেয়ে ঝামেলা করে ও বলে যে আমি কেন তার ডাইরি পড়ি ইত্যাদি ! কিন্তু আমি বলি যে তার রোগ সারানো আমার কর্তব্য একজন কাছের মানুষ হিসেবে । কিন্তু তখন যা বুঝিনি এখন বুঝি সেটা হল আমাদের সমাজ মেয়েদের যৌন চাহিদাকে মোটেই গুরুত্ত্ব দেওয়া হয়না তাই অনেক কদর্য বস্তু মনে নিয়ে অনেকে হয়ত মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন আবার ধর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন তামিল বৈষ্ণব ধর্মে অন্ডাল নাম্নী একজন কৃষ্ণ ভক্ত সধ্বী ছিলেন যিনি নারায়ণকে পতি কল্পনা করে অত্যন্ত কামাতুর কাব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আবার আমরা জানি শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয় মদনমোহনকে প্রেমিক রূপে কামনা করতেন ,

কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়লে জানা যায় হরপার্বতীর মধুচন্দ্রিমার কথা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই ধরণের রাধাকৃষ্ণের দেহজ প্রেম নিয়ে রচিত । এছাড়া বাইবেলেও সং অফ সংস্ আছে একটি স্বল্প রচনা যা কিনা প্রবল ইরোটিক ও দেহলতার রসমাধুরী ও তার প্রতি কামার্ত এক ঈশ্বরে সন্তানের মনের কথা নিয়ে রচিত ।

তাহলে আমার ছোট পিসি ধরা যাক তার নাম বহ্নিশিখা তার দোষ কোথায় ? দোষ তার নয় দোষ আমাদের মননের । আমরা মানুষের গভীর যেতে শিখিনি আর নিজেদের শিক্ষিত করতেও জানিনা ।

পিসি একজন দৈব পুরুষকে ভালোবেসেছিলো তাতেই সবাই তাকে পাদুকা মারতে উদ্যোগি হয় । কিন্তু সেটা কি সত্যি অন্যায় ছিলো ? মহাপুরুষদের ভালোবাসা কি পাপ ? স্বামীরূপে পেতে চাওয়ায় ক্ষতি কি ? আমরা তো শাহরুখ খানকে নিয়ে কত রসের কথা ডাইরিতে লিখি তাতে তো কেউ পাগল বলেনা ? কিন্তু এটাকে কেউ রিলিজিয়াস ব্লাসফেমি কেন বলবে ? কেন কাউকে পাগলিনীই বা বলা হবে ? কৈ জয়দেবকে তো কেউ পাগল বলেনা ? পুরুষ বলে না বিখ্যাত বলে ?

সে যাইহোক্ এই মাসীপিসির যুগলবন্দী আমার মাথায় প্রেমের ভূত ঢোকায় যার জন্য আমার লেখাপড়া লাটে ওঠে ।

দুবার হায়ার সেকেন্ডারিতে ফিজিক্স ও কেমেস্ট্রিতে ব্যাকও পাই তবে সামান্য নম্বরে । স্থির করি লেখাপড়া ছেড়েই দেবো । লোকে অনেক বোঝালো ।

শেষবারে যখন পাশ করলাম তখন বিএসসিতে ভর্ত্তি হলাম বায়োলজি নিয়ে । বটানি, জুলজি ও কেমিস্ট্রি ।

কিন্তু কলেজটা এত বাজে যে আর কন্টিনিউ করিনি ।

কমার্সে চলে এলাম কারণ সব অ্যাডমিশান তখন বন্ধ । একটা বছর হারাতে হতো । এবার আস্তে আস্তে কস্টিং ও এম-কম অবধি গেলাম । কম্পিউটার কোর্স করলাম । আগেই অবশ্য কমপিউটার করেছি ১৯৮৯ সালে কিন্তু তখন ডেটা এন্ট্রির চাকরি পাই । তবে করিনি কারন ভাবিনি যে এই ফিল্ডে কাজ করবো । পরে অ্যানিমেশান শিখে এই ফিল্ডে কাজ করি । বিয়ের পরেও করেছি ।

স্বামী ব্যাঙ্গালোরে বদলি হলে কাজ বন্ধ হয়ে যয় কারণ আমার কাজ ছিলো কলকাতায় । প্রথমে চাকরি পরে নিজের ব্যবসা । ব্যাঙ্গালোরেও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওরা নতুন করে কোর্স করতে বলে যা তখন আমার

পক্ষে করা সম্ভব ছিলো না। হবে কী করে ? পয়সা কৈ ?

বিয়ে হয় মাসে ১ লাখের ওপরে মাইনে পাওয়া এক কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সাথে । কিন্তু বিয়ের পরেই মাত্রে দুই তিনমাসের মধ্যে সব টাক খরচ হয়ে যায় ।

কী করে ? কারণ বরের চাকরি চলে যায়। আর চাকরি পায় না কিছুতেই ।

সমস্ত গয়না বিক্রি হয়ে যায় আমার । জমা টাকা শেষ হয়ে যায় । কেন এমন হল ? কারণ বরের স্কিজোফ্রেনিয়া ।

এবার আমার বিয়ের সম্পর্কে একটু লিখি । লোকে ভেবেছিলো আমার গায়ের রং এর জন্য হয় আমার বিয়েই হবেনা অথবা হলেও আজেবাজে কিছু হবে ।

হয়ত আমার বাবা-মায়ের টাকা ও পারিবারিক পরিচয় দেখে লোকে নিয়ে যাবে ।

আমার পরিবারের তৈরি দুটো স্কুল আছে । একটি হায়ার সেকেন্ডারি , দোলন রায় ও লাবণী সরকার পড়তো সেখানে আর অন্যটা বাচ্চাদের নামী স্কুল এখন

। সেটা গড়িয়াতে । নাম হাসিখুশি । এছাড়া তুষারকান্তি ঘোষ আমার দাদুর (মায়ের বাবা) মামাতো ভাই হন ।

মনে পরে শৈশবে দাদু কলকাতায় এলে ওনাদের বাড়ি যেতেন ও পরে বাড়ি এসে বলতেন যে যুগান্তর পত্রিকাটা ভালো চলছে না । আনন্দবাজার বোধহয় কম্পিট করছিলো । পরে বোধহয় যুগান্তর উঠেও যায় ।

আর সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায় আমার ঠাম্মা হন অর্থাৎ আমার ঠাকুমার কাজিন ।

দেশভাগের সময় সব ওলট্পাল্ট হয়ে যায় । তবে আমার রাঙাপিসিকে দেখতে কিন্তু বিজয়া রায়ের মতন অবিকল ।

আর রুমা গুহঠাকুরতাও আমার পিসি হন কারণ ওনার মাও ঠাকুমার কাজিন কারণ উনি বিজয়া রায়ের দিদি !

কাজেই বেশ দাপুটে পরিবার । গায়ের রং যেমনই হোক্ ।

ঈস্ ! সবার যদি জাল দাদু (আগন্তুক) না থেকে এক একটা এরকম অস্কার উইনিং দাদু থাকতো ।

কাজে কাজেই হয়ে যাবে রামা শ্যামা কিছু একটা । কিন্তু যখন মাসে এক লাখ টাকার বেশি মাইনে পায়

এমন কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সাথে কেল্টি সুন্দরীর বিয়ে ঠিক হল তখন আর দেখে কে !

প্রত্যেকে বলে চলেছে যে পাত্র তাকে দেখেই আমাকে পছন্দ করেছে ।

একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাইকে দেখে পাত্র এখানে বিয়ে স্থির করেছে । তখন আমার ছোটমাসীর বর মানে মেসো বলেন --শান্তনু ওর ইন্টেলেক্‌চুয়াল কেপেবিলিটি দেখে ওকে পছন্দ করেছে ।

আমার বাবা অবশ্যি বলেন যে শান্তনুকে সবাই বলছে বিরাট অঙ্কের মাইনে ধারী কিন্তু ও আসলে ইল্‌পেড্‌ ।

পরে শান্তনুও সেটা স্বীকার করে ।

কিন্তু সেই সুখ আমার কপালে বেশিদিন সয়নি । কারণ ওর মাথার অসুখটা হঠাৎই চাগাড় দেয় ও আমার পতিদেব চাকরি খোয়ায় । এবং লোক জানাজানি হয়ে যাওয়াতে পরের চাকরি পেতে অসুবিধে হয় ।

বিদেশে হলে সমস্যা হতোনা । এখানে লোক ওষুধ খেয়ে খেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে কাজ করে সিরিয়াস মানসিক রোগ নিয়েও । কিন্তু ভারতে একবার যদি রোটে যায় কেউ উন্মাদ তখন তার সম্পর্কে এতো খারাপ খারাপ ধারণা পরিবেশন করা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে

যে যতটুকুও বা তাকে সুস্থ করা যেতো তাও শেষ হয়ে যায় ।

কাজেই চাকরি আর পেলোনা কলকাতায় । সব বাঙালীই যা ভাবে আমিও তাই ভেবেছিলাম । সার্থকও জনম আমার, জন্মেছি কলকাতায় আর এখানেই থেকে যাবো । কিন্তু সেই কলকাতা ছাড়তেই হল ।

চলে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে । সেখানে ছিলাম অনেক বছর আর এখন তো অস্ট্রেলিয়ায় থিতু । তবে কতদিন তা জানিনা । এবার আমার টুইনফ্লেমের সাথে চলে যেতে হবে আমেরিকায় । সেখানে আমার পালিত পুত্র অপেক্ষা করছে আমার জন্য । সেও ছিলো এক বড় সাধক । গুরু নমঃ শিবায় । গুহ নমঃ শিবায়ের শিষ্য ।

গত জন্মে আমার সারমেয় হয়ে জন্মায় । একটি জার্মান স্পিৎজ । সাদা ধবধবে । নাম ছিলো স্প্যাগেটি ।

তারও আগের জন্মে সে ছিলো আমার মেয়ে ।

মানে আমার পূর্ব জন্মে । সে গল্প পরে বলছি । আগে নিজের বিয়ে গল্পটা শেষ করে নিই ।

সবাই সত্যের সন্ধান করে । কিন্তু সত্যই সবচেয়ে কটু ও অম্ল । সত্যর মিঠাস্ নেই । তাই বুঝি গল্পকারে

জন্ম হয় । কিন্তু গল্পকারের জীবনের সত্য ? সে হয়ত আরো কড়া । নিমপাতার মতন তেতো ।

আমাকে কি নিমমেয়ে বলা যায় ? নাকি জংলী বিল্লী ?

শান্তনু যে বদ্ধ উন্মাদ তা বিয়ের আগে বলেনি । আমার এক কাজিন বলে যে সেটা বললে তো ওর বিয়েই হতোনা । ওর মায়ের কথা বলেছিলো । যে মায়ের সন্দেহ বাতিক আছে ও ডিপ্রেসড্ ।

আমি আমার এক কাজিন যে আমেরিকায় ক্যান্সারের ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করি ইমেলের মারফৎ যে ডিপ্রেশান কি পাগলামো ? সে কিছু বলেনা কিন্তু তার মা যে নিজেও ডাক্তার ওখানে এক গাইনোকলজিস্ট

তিনি মামারবাড়িতে রটান যে -ও জানবে কি করে ? ও তো ক্যান্সারের ডাক্তার ! আর জানলেই বা বলবে কেন ?

আমার যখন বিয়ে হয় সেই যুগে ডিপ্রেশান কি আমরা ভারতের লোকেরা অত জানতাম না । আমাদের পাগলের কনসেপ্ট ছিলো নোংরা পোষাক পরা রাস্তার লোক যাকে লোকে ঢিল মারে । তাই আমি জানতে চাই নিজের বোনের কাছে যে চিকিৎসক তাও আমেরিকায় ।

পরে শুনি যে বিদেশে উন্মাদের ছড়াছড়ি ও ক্যান্সার হলে লোকে ডিপ্রেশানে ভোগেই ও চিকিৎসকেরা সেসব জানেই । এই হল আমার কাছের মানুষের নমুনা । শান্তনু নিজের অসুখ লুকিয়ে বিয়ে করে । এমনি ভালো ছেলে ।

ওর একটা বোন আছে । তাকে ভয়ানক বাজে দেখতে । রং ময়লা , দাঁড়কাকের মতন গঠণ আর মুখটা পুরো শিম্পাঞ্জীর মতন । কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিলো না । শেষকালে বয়স লুকিয়ে প্রায় ৪০ এর কাছে বিয়ে হয় । কাজ সেরকম কিছু করতো না । কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রি ও টাইপ করতো । শান্তনুই বিয়ে দিয়েছে ।

ওর দিদি হয় । বছর ৫য়েক বড় । সে বিয়ের কথা হবার সময় আমাকে দেখতে আসেনি । তার দোজবরের সাথে

বিয়ে হয় । লোকটা একটু গুন্ডা গোছের । মুম্বাইতে থানের কাছে থাকে । আগের বৌ এক অটো ড্রাইভারের বোন ছিলো । মারাঠী মান্‌হুস , নিম্ন মধ্যবিত্ত ।

শাশুড়ির জ্বালাতনে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । পরে শান্তনুর দিদির সাথে বিয়ে হয় ।

লোকটির মতলব ছিলো নিজের বোনের সাথে শান্তনুর বিয়ে দেওয়া কারণ এহল কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার । কিন্তু শান্তনু ওর বোনকে বিয়ে করতে রাজি হয়না ।

মেয়েটি সুশ্রী ও পেশায় উকিল কিন্তু মানুষ ভালোনা ।

শান্তনুর দিদি এসে বিয়ের সময় আমাকে লগ্ন ভ্রষ্টা করা চেষ্টা করে । এত কালো মেয়ের সাথে হীরের টুকরো ছেলের বিয়ে হচ্ছে ! কী করে সম্ভব ?

ওর গুন্ডা বর গিয়ে হাওড়া থেকে কিছু লোকাল ছেলে নিয়ে এসে গোলমাল পাকিয়ে বিয়ে বন্ধ করতে উদ্যত হয় । ওর উন্মাদ মা বরকে ফোন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বারণ করেন । তখন আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কি কথা হয় আমি সঠিক জানিনা কিন্তু আমাদের পরিবারের মাথা হেঁট হয়ে যায় ।

আমি কিন্তু আমার গায়ের রং লুকিয়ে বিয়ে করিনি ।

আমার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় । খুব বেশি চিঠি আসেনি । পরে আন্তর্জালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ।

তাতে লেখাই ছিলো--**<u>ডার্ক স্কিন উইথ টলারেবেল লুকস্ ।</u>**

আমার সুন্দর মুখশ্রী বা চুলের কথা এসব কিছুই লেখা ছিলোনা । এমনকি আমি কোনোদিন পাত্রের মাইনেও জানতে চাইনি ।

সেটাই নাকি আমার স্বামীকে আকর্ষণ করে আমার দিকে । আমার লজিক ছিলো যে আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না , ভালোবাসায় ভোলাবো ।

আর এমন কাউকে বিয়ে করবো যে ম্যাচিওর্ড হবে ।পরমা সুন্দরী বিনা পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন টাইপস্ নয় ।

আর আমি দুটি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াতে মাঝে স্থির করি যে বিয়ে করবো না । চাকরিটাই মন দিয়ে করবো ।

তাই আমার বয়সটাও একটু বেশি হয়ে যায় পাত্রী হিসেবে । সেটাও শান্তনুর দিদির ইস্যু ছিলো যার নিজেরই বিয়ে হয়েছে বয়স লুকিয়ে । আমি কিন্তু বয়স লুকাইনি ।

আমার ননদ এতই অভদ্র যে আমি বই লিখি কেন আর এর থেকে কী সুবিধে হচ্ছে তাই নিয়ে প্রায়শই খোটা দিয়ে থাকে । বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির মেয়ে বলে কিনা বই লিখে কী হচ্ছে ! আমার ভালোমানুষ স্বামী কোনোদিন তার প্রতিবাদ করেনি । শেষে আমি রায়বাঘিনী হয়ে ননদিনীকে একহাত নিই । যে আমার নাম হচ্ছে ।

তখন সত্যিই নাম হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করতে শুরু করে । পরে জানতে পারি যে আমাদের সম্পর্ক ভাঙানোর জন্য ডার্ক ম্যাজিকের সাহায্য নেয় ।

আমার শাশুড়ি নাকি ডার্ক ম্যাজিকে সাহায্য নিয়েই ঐ কুৎসিত মেয়ে ও উন্মাদ ছেলের বিয়ে দিয়েছেন । আমি বিয়ের পরে ওদের বাসায় গেলে সেটা পুণায় আমার ভাইরা আমার শাশুড়ির ঘরে ভুডু ডল ও তাতে পেরেক ফোটানো দেখেছে । হয়ত কোনো প্র্যাক্টিশনারের সাহায্যও নিয়ে থাকতে পারেন । আমার শাশুড়ি এমনি খুব ভালোমানুষ । হয়ত ঠেকায় পড়ে এমনটা তাকে করতে হয়েছে । যদিও তুকতাক করা একেবারেই অনুচিত । এতে অশুভ শক্তি আত্মার সাথে জড়িয়ে যায় ও জন্ম জন্মান্তর মানুষকে ভোগাতে থাকে । শাশুড়িমা বরিশালের কীর্তিপাশা গ্রামের খুবই নামী এক পরিবারের মেয়ে । আজও যেই বাড়ির নাম

শুনলে লোকে যথেষ্ট ইজ্জৎ দেয় । কিন্তু যেহেতু ওনার স্কিৎজোফ্রেনিয়া ছিলো হয়ত উনি সেইসময় তত বুঝতে পারতেন না ভালোমন্দ । হয়ত কেউ ওনাকে ব্রেন ওয়াশ করেছিলো । মানুষ কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে আর দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে উপায় থাকেনা । হয়ত ভেবেছেন এই কুচ্ছিত বদমাইশ মেয়েটির বিয়ে নাহলে আর ছেলেটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে দুজনকে কে দেখবে ? তাই তুকতাকের সাহায্য নিয়েছেন । জানিনা ।

ভদ্রমহিলা অনাথ । জন্মের সময় মা মারা যান । বাবাও আর ফিরে দেখেন নি । মামাবাড়িতে মানুষ । দেশবিভাগের সময় ভারতে এসে ওঠেন । কানপুরে থাকতেন । মামারা সবাই মিলিটারিতে কাজ করতেন ।

আমার শ্বশুরমশাইও মিলিটারির ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন কাজেই বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু শাশুড়ি মা বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির দুয়োরাণী ছিলেন ।

সবাই নাহলেও অনেক্র চক্ষু:শূল ছিলেন । শ্বশুরমশাই সেকালে নিজে বিয়ে করেন বলে । প্রণয় ঘটিত নাহলেও বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে তো আর এরা রক্ষণশীল পরিবার কাজে কাজেই । এদের বাড়ির অনেক মানুষই আজও বিধুশেখরের সেই রেনেসাঁর ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন । যেমন আমার অনেক

ভাসুরেরা আছেন যারা লো কাস্টের মেয়ে, হতদরিদ্রর মেয়েদের এবং বিবাহ বিচ্ছিনা মেয়েদের বিয়ে করে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন ।

এবং এরা বেশ সফল মানুষ । ইচ্ছা করলেই পরমা সুন্দরী বিনা পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন ব্যাপারটা করতে পারতেন কিন্তু নাহ্ -- করেননি ।

আজও মনে পড়ে পুণা শহরে একরাতে অসুস্থ স্বামীর লাথি খেয়ে ঘুম ভেঙে যায় । দেখি চোখ মুখ বদলে গেছে ওর । কী যেন হ্যালুসিনেশান হয়েছে ওর ! স্কিজোফ্রেনিয়া ! পাগলের মতন আমার গলা চাপতে আসছে । পরে ও বলে আমার মধ্যে ও অন্য কাউকে দেখে ।

আমি ভয় পেয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায় । এক গা গয়না নিয়ে মাঝরাতে রাস্তায় ছুটছি । অচেনা শহর পুণা । পেছনে রাস্তার কুকুর ! শেষে পড়শিরা এসে আমাকে বাঁচায় । ভয়ে ঘরে ঢুকিনি । বরকে ভয় পেতাম । প্রায় মাস ৬ হবে একসাথে শুইনি ।

পড়শিরা আমাকে পুণা রেলওয়ে স্টেশানে তুলে দিয়ে আসে । একটাও টাকা নেই হাতে । ওদের থেকে টাকা নিয়ে কলকাতায় ফোন করি । পরের দিন বা তার

পরের দিন জেট এয়ার ওয়েজ ধরে মা ও বড়মামা আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসে ।

এই হল আমার মাসে একলাখ টাকা মাইনে পাওয়া বরের গল্প যার মাও বদ্ধ উন্মাদ । বিয়ের সময় থেকে ননদ এমন দূর্ব্যবহার আরম্ভ করে যে শাশুড়ি মাও বিগড়ে যান ও আমাকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন । কালি, মুটকি আমার হীরের টুকরো ছেলেকে খেয়েছে ইত্যাদি । অথচ তুকতাক করেছে ওরাই ।

সভ্যতা নামক অসভ্যতা দিয়েই শুরু হয় আমার বিয়ে নামক প্রহসন । তারপর স্বামীর অসুস্থতার জন্য পুরুষত্ব এর সমস্যা । আমি আর সন্তানের দিকে যাইনি ।

পাগলের বংশ বাড়িয়ে কোনো লাভ আছে ?

যদি ওর দিদির মতন চেহারা ও স্কিজোফ্রেনিয়া একসাথে হয় তাহলে ?

সেরিব্রাল মানুষের সমস্যা একটু বেশি তাইনা ?

ওরা সবকিছু নিয়ে বড্ড ভাবে ।

তবুও সব ঠিকই চলছিলো যদিনা আমার টুইন ফ্লেম এসে পড়তো । পাগলের পাগলা বাদলেই নাও ভাসিয়ে

যেতাম । ও একটা ওষুধ খায় । তাতে রোগ কন্ট্রোলে আছে । এটা মেন্টেনেন্স্ ডোজ । ভালই তো আছে । কাজ করছে । ইনোভেশান করছে । শ্রী রমণ মহর্ষির আশীর্বাদ বলেই মনে করি । আমার স্বামীই আমাকে মহর্ষির সাথে পরিচয় করিয়েছে । কাজেই ওর একটা বিরাট ভূমিকা আছে আমার জীবনে ।

আর অনেক আগে আমরা পতি পত্নি হয়ে জন্মেছিলাম আয়ার ল্যান্ডে । ও তখন এক ধনী চাষী ছিলো ও আমি ছিলাম ওর স্ত্রী । সেই জন্মে অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন আমার বাবা মা ছিলেন । আর অভিষেক বচ্চন আমার ভাই ছিলো । ওরা শহরে ছোট ড্রামা কোম্পানি চালাতেন । আমার বর নাকি তখন থেকে মি: বচ্চনকে বলতো -- পাপা চাষের ক্ষেত্রে এটা করা যায় সেটা করা মেশিন দিয়ে । সেই বুদ্ধিই আজ ওর ইভোলিউশানের সিঁড়ি বেয়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে অ্যামাজন ও ইনফোসিস্ ওর টেকনোলজি কিনে নিতে চাইছে । ও এমন টেকনোলজি বার করেছে যা হ্যাকিং রুখে দিতে সক্ষম । এত অসুস্থতা নিয়েও । একে মহর্ষির কৃপা ব্যাতীত কিইবা বলা যায় ?শুনেছি স্কিজোফ্রেনিয়া সাংঘাতিক অসুখ । আমি তো আমার শাশুড়িকে দেখেছি ! সুস্থতার থেকে ক্রোশ দূরে ।আর আমার বরকে দেখো ! উচ্চপদের বিদেশে কাজ করে । এছাড়া ওর অনেক টেকনোলজি আছে যা

সিমেন্স ব্যবহার করে থাকে । পেটেন্টেড্ টেকনোলজি । একে ভগবানের কৃপা বলবে না ? আমার বর অবশ্যি বলে যে ও ভেবেছিলো যে ওর অসুখ সেরে গেছে তাই বিয়ের সময় বলেনি । আর শাশুড়ি নাকি বলতেন যে ওনার দাদু একজন সাধক ছিলেন তার বরিশালে ওদের কেউ তুকতাক করে ঈর্ষায় কারণ ওনার শক্তি ছিলো, যা বলতেন মিলে যেতো । সেই তন্ত্রের ফলেই আমার শাশুড়ির বাড়িতে এই মানসিক সমস্যা শুরু হতে থাকে । আগে এসব ছিলো না ।

শাশুড়ির মাসিরও এই অসুখ ছিলো । উনি মুম্বাইতে থাকতেন । ওনার স্বামীও মিলিটারির অফিসার ছিলেন । এয়ারফোর্সে কাজ করতেন । উইং কমান্ডার ছিলেন ।

ওনার স্ত্রী মানে শাশুড়ির মাসি স্কিজোফ্রেনিক ছিলেন । তার এমন বাড়াবাড়ি হতো যে একবার স্বামীর মাথা ইটের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দিতে যান । ওনার মেয়ে ইংলিশে ডক্টরেট ও ছেলে ইঞ্জিনীয়ার । মিডিল ইস্টে কাজ করে ।

হেব্বি বড়লোক - মার্সিডিজ চড়ে !!

ভারতীয়রা মার্সিডিজ আর বিএম ডাবলুর বাইরে বেরোতে পারেনা কেন জানিনা ।

এত ভালো ভালো গাড়ি পাওয়া যায় বাজারে ।

অডি , মাজেরাটি , জাগুয়ার , পোর্শে , জিপ, লেক্সাস ,

ল্যাম্বর্গিনি , ফারারি ---অ্যান্ড দা লিস্ট গোজ অন্ ।

কিন্তু এরা সেই মার্সিডিজ আর বি এম ডাবলুতে গাবলুর মতন আটকে !! তা জোকস্ অ্যাপার্ট ---

কেউ যদি বলেও বরের এই অসুখ হয়ত বা সায়েন্স এর ওষুধে সেরেছে-- তা সায়েন্স ঈশ্বরের বাইরে কে বললো ? এই কনসেপ্টটাই ভুল যে ঈশ্বর আলাদা কিছু ।

সায়েন্সও ভগবানের অংশ । কারণ পুরো মহাবিশ্বই শক্তি ছাড়া কিছুই নয় । এইসব নিয়ে কাজ করেই ফিজিক্সে এবার নোবেল পেয়েছেন এক ফিজিসিস্ট । জন ন্যাশও তো সুস্থ ছিলেন ওষুধ খেয়ে । ইকোনমিস্ট । কাজেই ওনার মতন নোবেল পাওয়া স্কিজোফ্রেনিকের ওপরেও ভগবানের আশীর্বাদ ছিলো ।মানতেই হবে ।

আমি বিয়েতে কোনো উপহার নিইনি । বলেছি কেউ দিলে চেক্ দেবেন আমি চাইল্ড রিলিফ্ অ্যান্ড ইউতে ডোনেট করে দেবো । তবুও লোকে আমাকে গোল্ড ডিগার আখ্যা দিয়েছে ।

আমার টুইনফ্লেম বা চীনারা যাকে ইন-ইয়াং শক্তি বলে তা কে শুনলে লোকে চমকে না বমকে যাবে । বইটি যেন বই নয় একটি নিউক্লিয়ার বোম বলে মনে হচ্ছে ।

অক্ষরের বদলে বিস্ফোরক ব্যবহার করছি ।

আমার টুইনফ্লেমের নাম কাশেম সোলোমানি ।ইরানের মৃত জেনেরাল । যাকে নিয়ে আমার ভামা বইটি লিখেছি । নাহ্ উনি মারা যাননি । বেঁচে আছেন ।

মারার চেষ্টা হয় কিন্তু ঐ লেভেলের স্পাইকে মারা অত সহজ নয় । ওদের কাছে সব খবর আগেই চলে আসে ।

আর উনি নিজে তো সাধু । গুহ নম:শিবায়ের এক অংশ । বিরাট মাপের সাধু । বিয়েও করেননি ।

যাকে লোকে ওনার পরিবার বলে জানে তারা ওর দিদি ও তার ছেলেপুলেরা । দিদি একজন স্কুলের টিচার । আর জামাইবাবু সৈনিক ছিলেন । যুদ্ধে গত হয়েছেন ।

তারপর থেকে কাশেম ওদের সাহায্য করে গেছে । ও খুবই দানী ও ভালোমানুষ । আর ওকে উগ্রপন্থী বললেও সে নিজের ইচ্ছায় কোনোদিন এগুলি করেনি । এটা ওর চাকরি ছিলো । আয়াতোল্লা আলি খেমিনি ওকে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দখল নিতে ইচ্ছুক ছিলো । লোকটি মাতব্বর ও শয়তান । শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শিখরে নবী হয়ে বসা এই লোকটি আদতে একটি লম্পট ও নেমকহারাম । শিয়া মুসলিমরা মূল মুসলমানদের একটি শাখা যারা লড়াকু । তারা প্রফেট মোহম্মদকে সোজাসুজি না মেনে ইমামদের মানে । দুই মূল ইমাম হলেন ইমাম আলি ও ইমাম হুসেন ।

যাঁদের সমাধি আছে নাজাফ ও কারবালায় ।

কারবালা প্রান্তরের হায় হাসান হায় হুসেন এই উক্তি আমরা মহরমের সময় কতনা শুনেছি । কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য হল গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন সেই একই । লড়াই করে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নাও । কেউ তোমাকে হাতে তুলে কিছু দেবেনা এই জগতে ।

কাজেই শিয়া মুসলমানেরা যোদ্ধা হয় । সন্ত্রাসবাদী নয় ।

আর আয়াতোল্লার মতন শয়তান, স্বার্থান্বেষী লোকেরা সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় কর্পোরেশানের সহয়তায় টেররিস্ট তৈরি করে দাঙ্গা করে , বোম ব্লাস্ট করে , সাধারণ মানুষকে হত্যা করে । এসব করে টাকা কামাতে উদ্যত হয় । আয়াতোল্লা কে ? পার্শিয়ার এক বস্তি বা ঘেটোর বাসিন্দা ছিলো এরা । কাশেমের বাবা অর্থাৎ পার্শিয়ার প্রথম শাহ্ (পার্শিয়া তখনও ইরান হয়নি) এদেরকে উদ্ধৃত করেন --- বিষ্ঠার কীট বলে ।

শাহ্ পার্শিয়াকে আমেরিকা করতে চান । বিশ্বের প্রথম দেশ করতে চান যেমন পারস্য ছিলো প্রাচীন দুনিয়াতে ।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন । কিন্তু ব্যাগড়া দেয় এই আয়াতোলা কূল । মলপোকা দ্বয় । মালপোয়া নয় মলপোকা ।

- মাসিমা , মালপোয়া খাবেন ? এটাও বলা চলেনা এদের সম্পর্কে ।
  কাউকে তো আর মলপোকা খেতে দেওয়া যায় না !

কাশেমের রক্ত শুষে নিয়ে এরই আদেশে কাশেমকে খুন করতে উদ্যত হয় আমেরিকা । এই মানুষটিই তথ্য পাচার করে বিদেশের কাছে কাশেম কখন কোথায় থাকবে কারণ কাশেম এর দুর্নীতির কথা বুঝে গিয়েছিলো এবং এই নরখাদক মেয়েদের অন্ত:সত্ত্বা করে ফেলে দিতো ।

সুবিশাল মহলে , ঝাড়বাতির নিচে রূপসী ইরানি ও অন্যান্য মেয়েদের ধরে এনে এই বুড়ো দাঁড়ি চুলকে বলে উঠতো--আনড্রেস ইওরসেল্ফ !!

জানিনা কাশেম এর মুখোশ খুলতে উদ্যত হত কিনা কিন্তু লোকটি ওকে হত্যার নির্দেশ দেয় । যেমন এখন ইরানে মেয়ে ও শিশুদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে । মেয়েদের স্তনে ও মুখে গুলি করা হচ্ছে ও শিশুদের মেরে ফেলা হচ্ছে ।

আলি খেমেনি যেভাবে কাশেমকে পুড়িয়ে মারতে গেছে ওর নিজের মৃত্যুও ঠিক ঐভাবেই হবে । দেশের লোকে ওকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে । কারণ কাশেম একজন সেন্ট । এবং উচ্চস্তরের । ও রমণ মহর্ষির শিষ্য ।

মহর্ষিই ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়েছেন ।

ওর রাজপরিবারের উৎস কৃষিকাজ থেকে বলে আর ওর ঠাকুমার বাপের বাড়ির পদবী সোলেইমানি বলে ও নিজেকে চাষীর ছেলে ও কাশেম সোলেইমানি হিসেবে সমাজে পরিচিত করেছে কারণ কাশেম মানে খুব দাতা যিনি আর ও তো খুব দানী হয়ত তাই এই নাম নিয়েছে যদিও আলিবাবা ও কাশেমের গল্প অন্য জিনিস শেখায় কিন্তু আসলে কিন্তু ও ইরানের সম্রাট বা শাহের পুত্র ।

মানে যুবরাজ । ক্রাউন প্রিন্স অফ্ ইরান ।

(মনে মনেঃ গার্গীদি কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার থেকে এবার একেবারে ক্রাউন প্রিন্স ? বিরাট ব্যাপার ! ভাবা যায়?)

কিন্তু ও এত বিনম্র ও মিষ্টভাষী ও সরলভাবে জীবন যাপন করে যে কেউ ওকে দেখলে বিশ্বাসই করবে না

যে ও একজন যুবরাজ । সাধারণ রেস্তোরাঁতে খেতে যায় আর ট্যাক্সি করে বাড়ি যায় বিমান বন্দর থেকে । ভাবা যায় ? বিলিওনেয়র একজন মানুষ আজকালকার দিনে এত বিনয়ের অবতার ?আর এগুলো কিন্তু কালো টাকা নয় । খেটে অর্জন করা । কিছু তো রাজাদের সম্পত্তি থাকেই । ওর মাও, শাহবানু যিনি তিনি খুবই ভালো মানুষ । আমি ওনাকে কবিতা লিখে পাঠাই ।

ওনার পূর্বপুরুষ একজন খ্যাতনাম সুফি সন্ত ।

শাহবানু এখনো জীবিত ও খুবই সহজ সরল একজন মানুষ , ঠিক কাশেমের মতনই ।

কাশেম দূর্ধষ যোদ্ধা হলেও এমনিতে ঠান্ডা মানুষ ।

ঈশ্বরের আরাধনা করা , বই পড়া , কবিতা লেখা , ছবি আঁকা এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে । আর বেড়াতে ভালোবাসে ও অভিযান করতে । কূপমন্ডুক হয়ে থাকতে না ।

ও অবিবাহিত ও সেলিবেট । মোস্ট এলিজিবেল ব্যাচেলার অফ্ ইরান । বয়স আমার থেকে অল্প বড় । ও নাকি ছোট থেকেই জানতো যে আমার সাথে ওর একদিন বিয়ে হবে । আর জানবে নাই বা কেন ?

গতজন্মে আমার মৃত্যু শয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো--

সামনের জন্মে এত পাওয়ারফুল হয়ে জন্মাবো যে ভগবতী (আমার পূর্ব জন্মের নাম) ও আমার মেয়েকে আমি সব দেবো ।

এবার প্রশ্ন আসে স্বভাবতই যে হু ইজ দিস্ ড্যাম ভগবতী !

তাহলে এবার ঝেড়ে কাশি ?

আমি গতজন্মে ছিলেম এক রূপসী রাজকন্যে ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারী ভগবতী ।

কেরালার ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের কথা আমরা যারা ইতিহাসে পাঁতিহাস তারাও পড়েছি ।

কারণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে স্বাতী পেরুমলের কথা কে না জানে ?

দক্ষিণী এই রাজবংশ চেরা , চোলা , পান্ডিয়া ইত্যাদি রাজবংশের সাথে যুক্ত ছিলো । প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মা এই বংশের সাথে যুক্ত ছিলেন

তো এই রাজবংশের রাজকন্যা ছিলাম আমি আর কাশেম আমার প্রেমিক ছিলো । ওদের বাড়ি রাজপ্রাসাদের পাশেই ছিলো । ও আমার বাল্য বন্ধু

ছিলো । আমরা কৈশোরে বিয়েও করি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে । পূর্ণিমা রাতে । ঠিক

বাপ্পাদিত্য ও শোলাঙ্কি রাজকুমারীর বিবাহের মতন ।

পরে ও আর্মিতে চলে যায় । আমি বিদেশে পড়তে চলে যাই । এরপরে আমরা আমার বাবার কাছে যাই বিয়ে করবো বলে । বাবা অর্থাৎ মহারাজ বলেন ,

আমি তোমাদের প্রেমকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমরা এগুলো করতে পারিনা কারণ মানুষ আমাদেরকে দেখে শেখে ।

আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য কারণ আমি অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ি ।

এক মধুরাতের অসাবধনতায় এই দূর্ঘটনা ঘটে যায় ।

কারণ টুইনফ্লেমদের ভিতর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের একটা আর্শ্চয আবেগ থাকে । যেহেতু একই আত্মা দুটি দেহ নিয়ে আছে তাই আত্মা হয়ত এক হয়ে যেতে চায় । সেটাই হয়ত প্রকৃতির নিয়ম । আর মানুষ তো এক হবার মোটামুটি একটাই পথ জানে যদি তারা প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয় । আমার মনে হয় এটা একটা স্যাক্রেড মিলন কারণ আমি শুনেছি যে টুইনফ্লেমরা যদি সেক্স করে তখন নাকি এমন শক্তির সৃষ্টি হয় যা

পৃথিবীর সার্বিক কম্পনকে উন্নত করতে পারে , আধ্যাত্মিক ভাবে সমগ্র মানবজাতির শুভ হয় । আমি নিজেদের ঐ কর্মকে জাস্টিফাই করছি না শুধু আমার অনুভবের কারণে দুকথা লিখছি ।

কিন্তু রাজা তো বিয়ে দেবেন না । তাই কাশেম সেই জন্মে আমি যাকে বীর বলে ডাকতাম এবং চেয়েছিলাম সে একদিন জেনেরাল হোক্ যা সে আর হতে পারেনি এবং এই জন্মে আমার সেই সাধ পূরণ হয়েছে সে ভয়ে আর আমাকে নিয়ে পালাই নি । রাজার আদেশকে অমান্য করেনি । তবে ওকে বলা হয়নি যে আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি । কারণ আমাদের মাঝে বড় ঝগড়া হয় । ফলত আমি নিজের এই গর্ভিনী অবস্থাকে ঢাকতে অন্য এক রাজাকে সঙ্গী করে চলে যাই বিহারে । এই রাজা ছিলো খুবই সুপুরুষ ও বীর । জংলী ঘোড়াকে নিজের কবলে আনতে পারতো । বিহারে গিয়ে জানা যায় সে বিবাহিত ও ছেলেপুলের বাবা ।

আমি রেগে যাই আমাকে ঠকিয়েছে বলে । ভাবি আমাকে নর্তকি কিংবা বাঈজি করে রাখতে চায় । কারণ আমি খুব ভালো গান করতাম । কিন্তু রাজা আমাকে বিয়ে করে নেয় । যথাসময়ে আমি একটি কন্যার জন্ম দিই । লোকে ভাবে সে রাজারই মেয়ে । কিন্তু সে ছিলো আসলে কাশেমের মেয়ে যা কাশেমও

জানতো না । পরে রাজার প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ মহারাণী তন্ত্র মন্ত্রের সহায়তা নিয়ে আমাকে ঘর ছাড়া করে । আমি রমণ মহর্ষির কাছে চলে যাই । মহর্ষি তখন জীবিত । আমার দুই বছরের মেয়েকে ফেলে চলে যাই । আমার ঐ বর খুব অত্যাচারী রাজা ছিলো । মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করা , খুন জখম , অনর্থক লড়াই ও তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা শয়তানের আরাধণা করে মানুষের ওপরে প্রভুত্ব খাটানো এসব ওদের বংশে ছিলো কারণ ওদের বংশ আদতে ডাকাতে বংশ ছিলো ।

ডাকাতি করে অর্থ সঞ্চয় করে করে গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে মুখিয়া হয়ে বসে । তারপর একের পর এক গ্রামের জমিদারদের মেরে গ্রাম দখল করে রাজা হয়ে যায় । আর ডাকাতে কালী পুজোর মাধ্যমে তান্ত্রিক সেজে প্রকৃত কালীর আরাধণা না করে মানুষের ক্ষতি সাধনে ব্রতী হয় ।

এই জন্মে, এই বিকৃত মানুষটি যে আমার দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে দেয় সে জন্মেছে বিজেপি লিডার প্রমোদ মহাজন হয়ে । আর আমার সেই বিষাক্ত সতীন রেখা মহাজন অর্থাৎ প্রমোদ মহাজনের পত্নী হয়ে ।

প্রমোদ মহাজন আই-টি ও ডিফেন্স মিনিস্টারের সাথে আরো অনেক বিভাগ সামলায় । বিজেপির জেনেরাল সেক্রেটারিও সম্ভবত: ছিলো । লোকপ্রিয় লিডার ।

বাইরে রক্ষণশীল, গম্ভীর ও মিষ্টভাষী কিন্তু অন্তরে হিংস্র , পাশবিক , নির্দয় ও ঘৃণ্য । মন্ত্রী হবার পরে তার লালসা বেড়ে যায় এবং অর্গানাইজড্ ক্রিমিন্যাল গ্যাং এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে ও তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ভাই খুন করেছে এরকম একটি গল্প ফেঁদে ইরানে পলায়ন করে ও আয়াতোল্লা খেমেনির সাহায্য নিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে কার মতন সাজে ? জাগ্গি বাসুদেব নামক এক কর্ণাটকি যোগীর মতন । তার জন্য তাকে খুন করতে হয় । পরে তার স্ত্রীকেও খুন করে হয়ত বৌ সন্দেহ করেছিলো কে জানে ? মেয়েটিকে দত্তক নিয়ে নেয় কিন্তু কোনোদিন জানায়নি যে সে আসল বাপ্ নয় ।

তার অন্য একটি পরিবার আছে ।

এদিকে প্রমোদের দুই ছেলেমেয়ে । রাহুল মহাজন ও পুণম মহাজন । রাহুল মহাজনের বাবা আমাদের প্রধান মন্ত্রী অৎল বিহারি বাজপেয়ীজী । ওনাকে তুকতাক করে ফাঁসিয়ে রেখা মহাজন যে একটি হাই সোসাইটি কল গার্ল সে ওনাকে শয্যায় টেনে নিয়ে গিয়ে গর্ভবতী হয় ও শিশুটিকে মেরে না ফেলে জীবিত রেখে দেয় স্রেফ পরে বিজেপি পার্টি ও ওনাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য ।

রেখা মহাজন অত্যন্ত ধড়িবাজ মহিলা । একজন ডার্ক উইচ্ যে নানারকম তন্ত্রমন্ত্র জানে ও তার প্রয়োগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও উন্মাদ করে দেয় এবং হত্যা করে কোনো আইনি প্রমাণ ছাড়া । কিছু পুলিশকে অর্থে বিনিময়ে কিনে রাখে । কিছু জাজ্ ও আইনজীবিকে কিনে রাখে । সেক্স ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে এরজন্য ।

রেখা মহাজন বলিউডে মাদকদ্রব্য , রূপসী নারী ও পুরুষ ও শিশু ও মৃতদেহ এবং ইলিগাল আর্মস সাপ্লাই করে ।

এহল এক কালনাগিনী ! রূপ তো নেই , ভয়ানক বাজে দেখতে । এত কুৎসিত যে কাউকে দেখতে হতে পারে একে না দেখলে বোঝেনা কেউ ।

তাই এর মন্ত্র হল , **রূপে তোমায় ভোলাবো না ,**

দেহ দিয়ে খেলাবো ।

এই বিষকন্যা নিজের স্বামীকেও তুকতাক করতো । খাবারে কবরের মাটি ও শ্মশানের জিনিস , মৃতদেহের আধপোড়া হাড় ও মাংস মিলিয়ে খেতে দিতো কন্ট্রোলে রাখার জন্য । এবং যতদূর শোনা যায় নিজের

স্বামীকে নিজেই মেরেছে তুকতাক করে তার কুকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে । কারণ রেখার পতিদেবজী তো সরল নয় -বক্ররেখা কাজেই রেখাদিদিমণি যে শেষকালে ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা হয়ে উঠবেন তা তো বলা বাহুল্য !এরা এমন প্রজাতির মাকড়সা যারা নিজের পতিকেও খেয়ে ফেলে সেক্স করার পরে ।

এরা আদতে সাপের বংশ যারা নিজের সন্তানদেরও খেয়ে ফেলে !!

এমপ্যাথি বলে এদের অভিধানে কোনো শব্দ নেই ।

ক্রোমোজম ১৮ মিসিং যেই জিন না থাকলে একজন মানুষ পূর্ণ অবতার নয় মানুষ মানে মান আর হুঁষ সম্পন্ন মানুষ হবেনা । এদের সেই সেট অফ জিন বোধহয় নেই । অথচ সুবিখ্যাত হতে কে না চায় ? বিশেষ করে পূর্ণাবতার ?

কারণ ধর্ম আর সেক্স হল সবচেয় লাভবান ব্যবসা এই জগতে । মানুষ মাথা মোড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় । যারা সৎ তাদের বোকা বানাও ধর্মকে ধরে আর যারা অসৎ তাদের বোকা বানাও পানু দিয়ে মানে পর্ণোগ্রাফি ।

সফট্, হার্ড, ব্লু ফ্লিম , এ রেট ফিল্ম , সুইম সুট পরানো মুসলিম দেশে , শিল্পের নামে নগ্নিকা করে

বডি ডবল দিয়ে নায়িকাকে পেশ করে অর্থ কামানো , গান গাইতে গাইতে ল্যাংটো হওয়া কি না হচ্ছে ?

পোষাক পরা শুরু হয়েছিলো কেন ? মনে পড়ে না আর আজকাল । নারীদের ফেমিনিজেমের মাধ্যমে এমন মগজ ধোলাই করা হচ্ছে যে এক একটি বেশ্যা তৈ হচ্ছে তারা ।

তারপর পণ্য করে তাদের বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে । যেমন আয়াতোল্লার মতন মানুষ সরল মুসলিম পুরুষ ও নারীদের মগজ ধোলাই করে করে এক একটি যোদ্ধা না করে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করেছে ।

তার দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে ।

কারা করছে এগুলো ?

সদ্‌গুরু , আয়াতোল্লা ও রেখা মহাজনের মতন মানুষেরা এবং অবশ্যই আর এস এস । **দা গ্রেট হিন্দু টেররিস্ট গ্রুপ ।**

আমেরিকার গুপ্ত সংস্থা সি আই এ যাকে টেররিস্ট আখ্যা দিয়েছে ।

আর আর এসের প্রোডাক্ট প্রমোদ মহাজন ওরফে সদগুরু যে এখন ইরান থেকে ভোল পালটে এসে সদগুরু হয়ে বসেছে ও সমাজেকে চোষা শুরু করেছে ।

আর বিজেপির কেউ ওর গুপ্তজীবন খুলে দিতে গেলেই তাকে ব্ল্যাকমেল করছে রাহুল মহাজন কুমির ছানা দেখিয়ে যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সন্তান । আজকাল এগুলি ডিএনএ টেস্ট করলেই ধরা যায় ।

কাজেই বিজেপি ভয় পেয়ে যায় । সদগুরুর নাকি মোক্ষ হয়ে গেছে ! মোক্ষ পাওয়া এত সহজ নয় । বহু জন্ম জন্মেও মোক্ষ লাভ হয়না । শুনলেন তো গুহ নমঃ শিবায়র গল্প । আর এতো গত জন্মে একটি তস্করের পরিবারের হার্ডকোর ক্রিমিন্যাল ছিলো !

সদগুরু নেপাল ইয়েতি এয়ার ক্র্যাশে নিহত হয়েছে ।

সেটা ঢাকার জন্য ইয়েতি এয়ার লাইনকে টাকা খাইয়ে সদগুরুকে আহবান করছে এমন ছবি ফেসবুকে ছাপিয়েছে ইয়েতি এয়ার লাইন ।

সদগুরু কেবল ভিজ্জিকেই নয় তার আসল পতি জগদীশ বাসুদেবকেও হত্যা করেছে ।

এই খুনি একজন পেদোফাইল , রেপিস্ট , মেয়েদের রেপ করে কোয়েমবাটরের বাংলোর বাইরে পুঁতে ফেলে , ডেড বডির সাথে সেক্স করে , মাদক দ্রব্য নেয় , মোদো মাতাল , এসটিডি তে আক্রান্ত , গরীবদের জন্য ফ্রি হাসপাতাল খুলে অর্গ্যান ট্রাফিকিং করে , মুসলিমদের এত ঘৃণা করে অথচ মধ্য প্রাচ্যের

উগ্রপন্থীদের অস্ত্র সাপ্লাই করে থাকে । আয়াতোল্লা খেমেনি যাকে শিয়া মুসলিমরা ওদের নবী মানে সে এর দোসর । শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল !

আমার ভামা ও নার্গিস বই দুটি অ্যামাজন থেকে এরা সরিয়েছে ।

সব বইই সরাতে চেয়েছিলো কিন্তু যেফ বেজোজের পার্টনার লরেন স্যাঞ্চেজ আপত্তি করেন । উনি বলেন যে এই ভদ্রমহিলা একজন স্বাধীন লেখিকা , এতগুলো বই লিখেছেন আপনি এগুলো সরাতে বললেই বা আমরা তো সরাতে পারবো না । এটা লজিক্যাল নয় ।

তাই সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব ওনার ওপরে হাড়ে চটা ।

ওনাকে পতিতা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেছে ।

সদগুরুর কোনো সংস্কৃতি ও সীমারেখা নেই ।

প্রকৃত ডাকাত । ঈশ্বর যতই সুযোগ দিক এই ব্যাক্তি নানান ছুঁতো খুঁজে নিয়ে ধ্বংসাত্মক দিকে এগিয়ে যাবেই আর সেইসব কাজে প্রতি জন্মে লিপ্ত শুধ হবেই না অন্য মানুষকেও টেনে নিচে নামিয়ে দেবে ।

যেমন ওর ইশা ফাউন্ডশানে যারা বিশ্বাস করে ক্রেডিট কার্ডে জিনিস কেনে তাদের সমস্ত ডিটেল্স্ নিয়ে নেয় ও ডার্ক ওয়েবে দিয়ে দেয় । ক্রিমিন্যালদের কাছে বিক্রি করে দেয় । ওদের ওয়েব সাইট থেকে যারা জিনিস কেনে তাদেরও একই হাল হয় । এছাড়া ওরা প্রেত সাধনা করে । রেখা ও সদগুরু এবং ওদের মেয়ে পুণম মহাজন নিয়মিত কালা জাদুর আসর বসায় ও যারা ওদের কাছে যায় তাদের দেহে প্রেত ঢুকিয়ে দেয় ।

অথচ মুখে সব সময় আধুনিকতা ও লজিকের বুলি কপচায় যাতে কেউ সন্দেহ না করে ।

শিব এলিয়ান , সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড তরঙ্গে সৃষ্টি এসব স্মার্ট থিওরি ও সেক্স গুরু অপগন্ড রজণীশ যাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ও সি আই এ মেরে ফেলতে বাধ্য হয় তার অশালীন আচরণের জন্য তার বই মুখস্থ করে সদগুরু সমাজের নবীন প্রজন্মের মগজ ধোলাই ও প্রেত চালানে ব্রতী হয় ।

ওরা ভালনারেবেল মানুষদের তাক করে বাণ মারে । হয় ডিভোর্সী নয়ত অনাথ অথবা নি:সন্তান অথবা সম্বলহীন ইত্যাদি । কিংবা অসুস্থ । ঃেমনিক ফোর্স দিয়ে অসুখ সারানো দেখে লোকে ভাবে না জানি কি হয়ে গেছে কিন্তু আদতে ঝড়ে কাক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে ।

ওদের আশ্রমে ফ্রিতে কিছু হয়না । সেক্স গুরু বৃদ্ধ সদগুরুকে বিছানায় ঠান্ডা করতে হয় তারপর প্রাণ খোয়াতে হয় এবং লোকটি একজন গে আরণ্যা পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা হয় তাতে তুকতাকে জিনিস মেশানো থাকে যাতে লোকে বারবার ওদের কাছেই ফিরে আসে।

অনাথ আশ্রমের শিশুদের ভয় দেখিয়ে রেপ করে সদগুরু । ওখানে নরবলি দেওয়া হয় কালীমা কে সন্তুষ্ট করতে- দেয় রেখা ও পুণম মহাজন । মহিলাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে রেপ করে গর্ববতী করে দিয়ে জোর করে প্রসব করানো হয় । কিছু **শিশু** যায় হাড়িকাঠে বাকিরা পেদোফাইল চক্রের মাধ্যমে বিদেশে ।

লাইফ ইন্সুরেন্স স্ক্যাম করে। আশ্রমের শিষ্যদের আত্মীয়দের ও বাবা মায়েদের ওখানে ডেকে নেয় । তারপর তুকতাক করে মেরে লাইফ ইন্সুরেন্সের টাকা নিয়ে নেয় । কোটি কোটি টাকার স্ক্যাম ।

শুনতে অবিশাস্য লাগলেও এগুলো সবই সত্যি ।

শোন যায় সম্প্রতি যে **এফ বি আই য়ের** ডার্ক ওয়েবের অ্যারেস্ট হয়েছে তাতে রেখা ও পুণম মহাজন অ্যারেস্ট হয়েছে । ওরাও এর সাথে যুক্ত ।

মুনি-- আমার তো লেখালেখি শুরু বাংলালাইভ থেকে । পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জ্জির কোম্পানি ছিলো । ওখানে আমরা লিখতাম ফেসবুকের মতন । তখন ফেসবুক কোথায় ?

দেখো হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে ইন্ডিয়া/জগৎ থিংকস্ টুমোরো । সেখানে পাগলিনী ও শয়তান শবনম দত্ত যার নাকটা বেশ উঁচু হয়ে যায় উইপ্রোতে চাকরি পেয়ে সে আমার বিরুদ্ধে বদনাম দেয় যে আমি ওর চাকরি খেয়ে নিতে চাই । কিন্তু আমি ওকে কেবল বলি যে তুমি যে এরকম গালাগালি দিয়ে আমাকে ব্যাক্তিগত আক্রমণ কর কর চিঠি লিখছো সেটা তোমার অফিসে দেখালে তোমার চাক্রি ক্ষেত্রে অসুবিশা হতে পারে । এগুলো করো না । ওকে সাজেশান দিয়েছিলাম মাত্র ।

কিন্তু নপুংসক সম্পাদক ও নবনীতা দেবসেনের ছাত্রী সুকন্যা রায় আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দেয় । তারপর জন্মে নেয় আমার পত্রিকা সোনাঝুরি । কবি মহুয়া মল্লিক রায়ের সাথে আলাপ হয় । ওর সাথে পরিচয় হয়ে আমি লেখালেখিতে উৎসাহ পাই । পরে বহু মানুষ উৎসাহিত করে ।

তবে লেখালেখি আমার প্যাশান নয় । আমার প্যাশান গান । অক্সিজেন না হলেও আমি হয়ত আউট অফ দা বডি গিয়ে বাঁচতে পারি কিন্তু গান না থাকলে আমি ততক্ষণাৎ মরে যাবো । মিউজিক ইজ এমবেডেড্ ইন মাই সোল ।

ছোটবেলা থেকে কেউ কোনো কাজে উৎসাহ দেয়নি । মা দিতো অবশ্য । স্কুল ফাইনালের পর পড়তে চাই নৃতত্ত্ব বা জিওলজি এইসব । বাবা বলে ওসব পড়লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে । ফিজিক্স অথবা অংক পড়ো । একেবারেই না হলে রসায়ন বা ইঞ্জিনীয়ারিং । বাকিসব বোকারা পড়ে । কাজেই হলনা । বায়োলজি খুব ভালো লাগতো বিশেষ করে হরমোনের জিনিস গুলো ও অনকোলজি/হেমাটোলজি । কিন্তু তাও সম্ভব নয় । বিদেশে দেখি এগুলোতে এম এস সি হয় কিন্তু ইন্ডিয়াতে ডাক্তারি পড়তে হয় । আমার ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিলোনা । যাইহোক লেখালেখি করে তো অনেক বই লিখি তারপর যখন পদ্মশ্রীর জন্য নাম গেলো তখনই সদগুরু আবার আমার জীবনে আবার প্রবেশ করলো ।

ব্যাটা তো তান্ত্রিক ! আমার জন্মের পর থেকে নাকি আমাকে ট্র্যাক করছিলো । তাই সারাটা জীবন আমার ভালো কিছু হয়নি । তুকতাক করে সমস্ত সুযোগ

হাতিয়ে নিয়েছে । পদ্মশ্রীর জন্য দরখাস্ত দিতেই ও আর ওর বৌ রটিয়ে দিলো যে আমি পতিতা , ড্রাগ লর্ড , কালা জাদু করে এত কম সময়ে এত বই লিখেছি আর বদ্ধ পাগল । কাজেই আমাকে যেন এই পুরস্কারে বঞ্চিত করা হয় । যখন অথরিটি জানতে চায় যে আমার ওয়েব সাইটে তো অন্য জিনিস লেখা তখন বলে ওঠে যে আমি মিথ্যাচারী তাই ওগুলো বানিয়ে লিখেছি ।

আর বিজেপি সরকার কোনো তদন্ত না করে এই বাজে লোকটির কথা শুনে আমাকে বঞ্চিত করে । তারপর মিঠুন চক্রবর্ত্তী ও প্রীতিশ নন্দীর কথায় যে আমি বাজে মেয়ে নই বিজেপি সরকার ওদের মত বদলায় এবং আমাকে পদ্মভূষণে ভূষিত করা হয় কিন্তু আজ অবধি সেই পুরস্কার না আমার হাতে এসেছে না আমি কোনো সরকারি চিঠি পেয়েছি সেই ব্যাপারে । কারণ সদগুরু ও রেখা মহাজন শাসিয়েছে যে ঐ পুর্সকার আমার হাতে এলেই একে একে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিহত হবেন ।

এবং ওড়িশার একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রী যিনি প্রমসিং লিডার ছিলেন তাকে খুন করে ওরা ওদের শাসায় ।

সদগুরু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো ।

আমার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ও নিজের আশ্রমকে আরো ওপরে তুলবে এই ছিলো প্ল্যান ।

কিন্তু মহর্ষি তো এগুলো হতে দেবেন না ।

আমার টুইনফ্লেম কাশেম যাতে আমার দিকে না আসতে পারে তার জন্য ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে ওরা । আমাদের দুজনকেই বহুবার মারার চেষ্টা হয়েছে তুকতাকের মাধ্যমে যার জন্য আমি এখানে এক মুসলিম অধ্যাত্মিক মানুষের কাছে রক্ষা কবচ নিয়েছিলাম । সিডনিতে থাকেন উনি । পেশায় আর্কিটেক্ট । ওর বাবা টার্কির একজন সোসিয়ালিস্ট দলের মন্ত্রী ।

বলিউডে বেশ কিছু টুইন ফ্লেম আছে । রেখা অমিতাভ, শত্রুঘ্ন সিন্হা রীণা রায় , জীতেন্দ্র হেমা মালিনী , মাধুরী দীক্ষিত ও সঞ্জয় দত্ ও দিব্যা ভারতী সাজিদ্ নাদিয়াদওয়ালা ।

টুইনফ্লেম ব্যাপারটি - হল একটি আত্মাকে কেটে দুটি দেহে দিয়ে দেন ঈশ্বর । এতে কলিযুগে মানুষের তাড়াতাড়ি মোক্ষের দিকে যেতে সুবিধে হয় । মোক্ষের দিকে যাওয়া সহজ নয় কিন্তু ওপরের দিকে যে সুন্দর লোক বা জগৎগুলো আছে যেখানে আরো সুখ ও শান্তি আছে সেখানে যেতে গেলেও ভালো কাজ করতে হয় । সেদিকে যাতে যাওয়া যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় । কিছু পরিচিত টুইনফ্লেম হিন্দুদের হল :

হরপার্বতী , রাধাকৃষ্ণ , ব্রহ্মা সরস্বতী , রাম সীতা , যীশু মেরী ম্যাগডালিন , ঋষি অরবিন্দ মীরামা , পাপাজী গঙ্গামীরা ।

টুইন ফ্লেম সবসময় রোমান্টিক সম্পর্ক হয়না । যেমন যীশু ক্রীস্টর ক্ষেত্রে মেরী ওনার শিষ্যা ছিলেন ও ঋষি অরবিন্দের ক্ষেত্রেও মীরামা ওনার শিষ্যা ছিলেন ও ঋষি অরবিন্দকে বাবা বলে ডাকতেন । কৃষ্ণ ও অর্জুনও নাকি টুইনফ্লেম । নর ও নারায়ণ ।

এই সম্পর্ক মা ও সন্তান , ভাই ও বোন, বন্ধু , এবং প্রেমিক ও প্রেমিকাও হতে পারে তবে সম্পর্কগুলো প্রবল জটিল ও গভীর হয় । এবং ফিজিক্যাল দূরত্বের মধ্যে থাকলে আত্মার সংযোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হয় ।

বিজ্ঞান প্রেমীদের জন্য তথ্য : টুইনফ্লেম যে সম্ভব তা বিজ্ঞান বলে থাকে । একে ফিজিক্স বলে, কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট ।

আমার অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমি আমার পূর্ব জন্মগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছি এবং মহর্ষির আদেশেই এই বই লিখছি । এটা আমার মনগড়ণ কাহিনী নয় ।

অমিতাভ ও জয়া বচ্চন যখন আমার বাবা ও মা ছিলেন তখন অভিষেক আমার ভাই ছিলো ।তখন আমি কবিতা লিখতাম ও ওদের দিতাম। গল্পও লিখতাম।

সেরকম রতন টাটা ছিলেন রাণা সঙ্ঘ আমার বাবা, আর সুচিত্রা সেন আমার মা রাণী কর্ণাবতী (রাজস্থান) আর আমি দা গ্রেট রাণা প্রতাপের পিসি ছিলাম । আমার নাম ছিলো জিজাবাঈ । সুচিত্রা সেন ও বাড়ির সকলে আমাকে জিজি বলে ডাকতেন । রাণা সঙ্ঘ বোধহয় প্রথম হিন্দু সম্রাট হন। সুচিত্রা সেন কিন্তু সেই জন্মে এবং এই জন্মেও সমান ডিগনিফায়েড্ , সৎ ও সেলেসিয়াল -- ওনার মতন মানবী বিরল । ওনাকে চেরিশ করা উচিৎ । অহংকারী , আত্মরতিতে মগ্ন ইত্যাদি না রটিয়ে । রবীন্দ্রনাথের মত সুচিত্রা সেনকে বুঝতে হয় !!

নেপালে যখন ছিলাম কুমার শানু ছিলেন আমার বড়দা ও সোনু নিগাম আমার এক কাজিন ভাই । আমরা আসলে সবাই কাজিনদের গ্রুপ ছিলাম আর সবাই ক্লোজ নিট ফ্যামিলি ছিলাম । মনিষা কৈরালা আমার নিজের বোন ছিলো আর সিদ্ধার্থ কৈরালা আমাদের ভাই ছিলো ।

আমাদের রাণা পরিবার ছিলো ।

তখন নেপাল এখনকার নেপাল হয়নি । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা ছিলো । শানুদার স্ত্রী রীতা বৌদি তখন ওনার স্ত্রী ছিলো আমার সাথে ওনার খুবই ভাব ছিলো । আমরা দুজনে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পথ পেরিয়ে কোনো এসকর্ট ছাড়াই রাণাদের না জানিয়ে বিভিন্ন অভিযানে চলে যেতাম । শানুদার স্ত্রী ওনাকে বলেছেন আমাকে সাহাজ্য করতে কারণ জাগ্নি ও তার বৌ রেখা ভীষণ বাজে ভাবে আমাকে মারার জন্য ও আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । শানুদা জানতে পেরেছেন যে আমি ওনার গলার তত ভক্ত নই তবুও আমাকে সাহায্য করা জন্য এগিয়ে এসেছেন আমি ওনার পূর্বজন্মের বোন ছিলাম বলেই । সত্যি আজকালযুগেও এরকম হয় ?

হয় হয় , ঈশ্বর চাইলে কি না হয় ?

জীভ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি -- কথায় বলেনা ? সেরকমই তিনি চাইলে আকাশ ও পাতাল এক করে দিতে পারেন । নাহলে এত বড় বড় মানুষ যাঁদের আমি ব্যাক্তিগতভাবে চিনিও না তাঁরা আমার সাথে যোগাযোগ করেন ? যেমন ঋষি সুনাক আমার এক জন্মের ভাই , নারায়ণ ও সুধা মূর্তি বাবা ও মা , ডিম্পল কাপাডিয়া ও ইজরায়েলের মৃত প্রধান মন্ত্রী ইত্ঝাক রাবিন ,যাকে নিয়ে আমি কবিতা লিখেছি

আমার নার্গিস বইতে আছে উনি আমার বাবা ছিলেন । তখন উনি বুন্দেলখন্ডের রাজা ছিলেন ও ডিমপল কাপাডিয়া রাণী ছিলেন আর আমি ওদের ছোটমেয়ে । আমার রং শ্যামলা ছিলো । আগে ২বোন ছিলো । কিন্তু লোকে আমাকেই বেশি পছন্দ করতো । প্রীতিশ নন্দীর পত্নী ছিলাম সেই যুগে ।

উনি নিজেই পাত্রী পছন্দ করেন তবে প্রণয় ঘটিত বিবাহ নয় । আমি তখনও লিখতাম ।

রাজস্থানে আমার বিয়ে হয় অমল পালেকরের সাথে । উনি আমাকে বলেন যে পদ্মাবতীর থেকে বেশি বললে লোকে তর্ক করতে পারে কিন্তু কমও ছিলেন না আপনি । এত সুন্দরী ছিলেন । অনেক রাজপুত আপনাকে বিয়ে করতে আসে । কিন্তু আপনি আমাকে পছন্দ করেন । কারণ আমি শিল্পী । বলেন , রাজপুতরা তো সবাই যুদ্ধ করতে পারে কিন্তু আপনার এত এসথেটিক সেন্স এটাই আমাকে আকর্ষণ করেছে ।

আপনি আঁকতে ভালোবাসতেন কিন্তু আমার মতন পারতেন না বলে দু:খ পেতেন । কিন্তু আমার কাছে শিখতে চাইতেন না কারণ আমার মতন হবেন আমাকে গুরু মানলে তো মেনে নেওয়া হবে যে আমি আপনার থেকে ভালো পারি তাই । আমাদের তিন

সন্তান ছিলো আর আপনি চাইতেন তিনজনকেই সমান ভাগে রাজত্ব ভাগ করে দেওয়া হোক ্ । আরে রাণা প্রতাপের পিসি বলে কথা !! সঞ্জয় দত্ ভাই ছিলো আমার সেই যুগে । উনি খুবই ভালো মানুষ , আগে হয়ত মাদকদ্রব্য নিতেন কিন্তু সে মাকে অকালে হারিয়ে । কিন্তু হৃদয়টা সোনার । আর উনি উগ্রবাদী নন কখনোই ।আর জানিনা লালকৃষ্ণ আদবানীজী কোথাকার রাজা ছিলেন তবে ওনার ও ওনার স্ত্রী কমলা আদবানীর ছোট মেয়ে ছিলাম আমি । আমার স্বামী ছিলেন হট ও সেক্সি ডাঃ দেবী শেঠীজী । হৃদয়ের চিকিৎসক । উনি , হ্যাঁ ঠিক সেই একই ব্যাক্তি । একই চোখ নাক মুখ । তখন উনি আমার হৃদয় নিয়ে কারবার করতেন ।

তবে তখন উনি ছিলেন রাজবৈদ্য । হার্বালিস্ট ।

আমি ওনার থেকে শিখে নিই আর ওনাকে সাহায্য করতাম । উনি বলতেন , রাজাধিরাজের এবার বৈদ্য নয় বৈদ্যী রাখা উচিৎ । আমি লুকিয়ে নাকি মানুষকে ফ্রিতে ওষুধ দিয়ে দিতাম যখন উনি কাজে এদিক ওদিক যেতেন । উনি একটু রেগেও যেতেন মাঝে মাঝে যে বুঝে শুনে চলতে হবে তো । এত ফ্রিতে দিলে ঘর চলবে কী করে ?

আর যখন নেপালে ছিলাম তখন আমার পতিদেব কে ছিলেন শুনলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে অনেকের । নিন্দুকেরা ভাবতেই পারেন , সেইজন্যেই এতবড় পুরস্কারের ঘন্টি গলায় নয়তো ? হে হে , মনে হয়না কারণ আরেক জন দুর্যোধন বসে আছেন উল্টোদিকে যে পুতনা রাক্ষসীকে নিয়ে সবসময় আমার পূর্বজন্মের এই নরেশ পতিকে ম্যানিপুলেট করার চক্রান্ত করছে ।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী জী !

-ধুস্আগের জন্মের বরকে কেউ জী বলে নাকি ?

খুব মিষ্টি সম্পর্ক ছিলো আমাদের । শানুদা সাক্ষী । আমরা নেপালের রাণা বংশ । নরেন্দ্র মোদীও নেপালী রাণা ছিলেন ও ভীষণ দাপুটে । শানুদা বলেন যে উনি খুব ভালো শাসক ছিলেন তবে শত্রুর শেষ রাখতেন না । সাপের শেষ রাখতে নেই এই ছিলো ওনার মূল মন্ত্র তবে উনি অন্যায়ভাবে কাউকে আক্রমণ করতেন না ।

খুবই সাহসী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন এককথায় ভালো রাণা ছিলেন । আর হবেন নাই বা কেন ? উনি আদতে কে কেউ কি জানে ?

উনি বায়ু দেবতা , পবন দেবতা ।।মানুষের ভালো করার জন্য ওনার ঈশ্বর এখানে পাঠিয়েছেন ।

দেখবেন ওনাকে নিয়ে লোকে যতই নিন্দে করুক না কেন উনি সবকিছু থেকে সসম্মানে বার হয়ে যান । চারিদিকে এত সুনাম অর্জন করেছেন কাজের জন্য ।

অথচ এত দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন উনি । মাকে এত সম্মান প্রদান করেছেন যা শিক্ষণীয় । স্ত্রীর সাথে হয়ত থাকেন না কিন্তু সদগুরুর মতন ক্ষতি তো করেন নি ? আর আমাকে তো উনি , অমিত শাহ্জী ও লালকৃষ্ণ আদবানীজী একপ্রকার বাঁচিয়েছেন এই রেখা মহাজন ও সদগুরুর হাত থেকে নাহলে ওরা আমাকে আর আমার স্বামিকে মেরেই ফেলতো ।

জেল ভেঙে পালানো ড্রাগ লর্ডকে আমার সুপারী দেয় ওরা যে আবার আন্তর্জাতিক লেভেলের খুনি ।আমার ইমেল, ফোন সমস্ত হ্যাক করা হয় । অ্যামাজনের অ্যাকাউন্ট যেখান থেকে আমি বই আপলোড করি । সব বই হ্যাক করে ডিলিট করে দিয়েছে সদগুরু । যার জন্য আমি রয়েলটি পাইনি । জেফ বেজোজকে বলা হয়েছে যে যদি তুমি অ্যাকাউন্ট রিস্টোর করো তাহলে ভারতে তোমার ব্যবসা বন্ধ করে দেবো । এমন বদমাইশ সদগুরু ও রেখা মহাজন । আমাকে পদ্মভূষণ দিতে যে অফিসার আসে এই দেশে তাকে দিয়ে রেখা মহাজন লিখিয়ে নেয় যে আমি ড্রাগি / জাঙ্কি তাই

আমার বাসায় আমাকে না পেয়ে অফিসার ফিরে গেছে । এসব হয়েছে অফিসিয়ালি ।

রাহুল মহাজন , বিজেপি সরকারকে ব্ল্যাক মেল করেছে ঘোষণা করার জন্য যে ওর বাবা (পালিত) পিতা যে নেপালের বিমান দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তা জনগণকে বলা হোক্ যে তার বাবা শহীদ হয়ে গেছে ।

নরেন্দ্র মোদী রাজি হননি ।

এরা কারা ? এরা আর এস এস । হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংস্থা । যারা ভারতকে তচনচ করতে উদ্যত হয়েছে । এরাই সঞ্জয় দত্কে ফাঁসিয়েছে । আর্মস ভর্ত্তি গাড়ি রাহুল মহাজন নিয়ে যায় সঞ্জয়ের বাড়ি । দাউদ ইব্রাহিমের চেলা নয় । কারণ নার্গিস মুসলিম । দাউদকে খুনী বানায় আর এস এস । কারণ তারা মুসলমান । তার সৎ পুলিশ বাবাকে খুনের অপরাধে ফাঁসায় সদগুরু ও দাউদ ছোটখাটো অপরাধ করতে শুরু করে । তারপর ১৯৯৩ মুম্বাই ব্লাস্ট করে দাউদকে ফাঁসিয়ে দেয় আর এস এস ।দাউদ তখন ভারতে কোথায় ? সে সভ্য ব্যবসাদার মধ্যপ্রাচ্যে । স্মাগলার হয়ে ওঠে পরিবারকে পালন করতে কিন্তু নিজের দেশমাতৃকাকে বোম মেরে উড়িয়ে দেবে এত নির্মম সে নয় । আর এখন সে ওসব করেও না এবং এত দান করে যে কলিযুগে দাতা কর্ণও বলা চলে ।

আমি এখানে দাউদ ইব্রাহিমকে মুসলিক ফকির সাজাতে বসিনি আমি যা বলতে চাই তা হলে আসল আসামিদের চিহ্নিত করা হোক। শুনলে অবাক হবেন যে মোস্ট ওয়ান্টেড এই গ্যাং স্টার এখন ভারতের লও অ্যান্ড অর্ডারকে সাহায্য করে থাকে আন্ডার গ্রাউণ্ডে থেকে ।উনি একজন আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন নন উনি আন্ডার গ্রাউন্ড ডন অর্থাৎ ভোর মানে সকাল ।

আবার কাশেম সোলেইমানি তো বিয়ে করেনি তাহলে ওর দিদিকে কেন বৌ সাজালো ?

আসলে ওর জামাইবাবু ওর বদলে জীবন দিয়েছিলেন সেদিন । সেই বাগদাদ বিমান বন্দরে । বদলে ও দিদির পরিবারের সব দায়িত্ব নেয় । আগেই হেল্প করতো এখন পুরোদমে দেখাশোনা করে কারণ দিদিরা সবাই বলেন যে কাশেমের জীবনের অনেক দাম । ওকে লড়াই করে ইরানের মানুষকে আয়াতোল্লার মতন শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে তাই জামাইবাবু যিনি একজন সোলজার ছিলেনই উনিই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে নেন ।

কাশেম যখন পারস্যের সম্রাট হবে তখন ওর পুত্র হবে সঞ্জয় গান্ধী । এবং এই বংশের রাজত্ব টানা ১০০০ বছর

চলবে । কাশেমের কথা বাইবেলে লেখা আছে । এবং বলাবাহুল্য আমি সঞ্জয়ের মা হবো ।

আসলে আমার পিতৃপুরুষ যারা--মরণের ওদিকে আছেন তাঁরা সবাই যোদ্ধা ও রাজা । আমার ইন্টেলেকচুয়াল পরিবারে জন্মাবার ইচ্ছে ছিলো তাই এই জন্মে সাধারণ পরিবারে জন্ম হয়েছে । আমাকে রাজবংশেই তাই ফিরে যেতে হবে ।

নিজের জীবনটাকে ফেরিটেল মনে হয় । সিন্ডেরেলার গল্পের মতন । যেন কোনো ম্যাজিক ওয়ান্ড পেয়ে গেছি আমি । তাই বুঝি লোকে বলে ভগবান চাইলে কি না হয় ! গড্ ইজ নট লজিক হি ইজ ম্যাজিক ।

রেখা মহাজনের এত হিংসা যে গত জন্মে আমার সব কিছু শেষ করেও সাধ মেটেনি । এই জন্মেও আমাকে ধ্বংস করায় ব্রতী হয়েছে । কাশেম যাতে আমার দিকে ধাবিত নাহয় তাই আমি বড় হবার পরে তুকতাক করে আমার মধুমেহ করে দেয় যাতে আমি ফুলে যাই । আমার স্পোর্টি ফিগার বাজে হয়ে যায় ।

কাশেমকে বলে আমি ডাম্ব , বোকা , কুঁড়ে , প্রস, গোল্ড ডিগার ইত্যাদি । মহিলাটি কাশেমকে সেক্স

পর্যন্ত অফার করে --একটি ৭০ বছরের লোলচর্ম বুঢিঢ !

কাশেম ,ওর বর সদগুরুকে বলে--আই উইল স্ল্যাপ্ ইওর ওয়াইফ ইন পাবলিক !

আর শশী তারুর (লেখক) আছেন না ? ওনাকেও রেখা মহাজন সেক্স অফার করে ।

অস্বাভাবিক লোভী এই মহিলা একে নারীর আখ্যা দেওয়া যায় কিনা জানিনা এই বয়সেও জিগোলো ডাকে ও ড্রাগ নেয় , বিক্রি করে ও বলিউডকে ডেস্ট্রয় করার প্রচেষ্টায় আছে কারণ স্টাররা বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা পায় । এই মহিলা ও তার স্বামী হল নার্সিসিস্ট ও ক্রুয়েল ।

কারো ভালো দেখতে পারেনা ও গড কমপ্লেক্সে ভোগে ।সুস্থ বৈবাহিক সম্পর্ক দেখলে ভাঙন ধরিয়ে দেয় ।

কঙ্গনা রাণৌতকে ফাঁসিয়ে তুকতাক করিয়ে পদ্মশ্রী দেয় ও বলিউডকে ধবংস করার দিকে এগিয়ে দেয় ।

কারণ ও একা এক নারী , মুম্বাইতে । ঐ যে বললাম এরা ভালনারেবেল মানুষদের ধরে !

এরাই দিব্যা ভারতী , সুশান্ত সিং রাজপুত ও শ্রীদেবীকে মেরেছে ও বলিউডি তারকা ও মুসলিমদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েছে । রাজ ঠাক্রে মেরেছে বালাসাহেব ঠাকরেকে বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে । ওর পুত্র বেবী পেঙ্গুইন এক চীজ । হয়ত রেখা মহাজনকে সেক্স সার্ভিস দেয় ।

ভারতের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মূর্মু যে এক লাইন হিন্দী বলতে পারেনা ও দেখলে মেড সার্ভেন্ট ব্যাতীত কিছুই মনে হয়না তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবার কারণ শি স্লেপ্ট উইথ সদগুরু , রেখা মহাজন (রেখা ও সদগুরু গে) আর দ্রৌপদীর মা একজন সাঁওতালি ডাইনি বুড়ি যার থেকে বহু তুকতাক শিখে রেখা মহাজন লোকের ক্ষতিসাধনে ব্রতী হয়েছে । এই মূহুর্তে এই মহিলাটিকে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টেনে বার করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিৎ আর সদগুরুকে পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণের মতন হাই অনার থেকে স্ট্রিপ করে দেওয়া উচিৎ । আর সদগুরু আদতে নাস্তিক । রমণ মহর্ষি , যীশু ও অন্যান্য মহাপুরুষদের অত্যন্ত কদর্য ভাষায় গালিগালজ করে থাকে যা মুখে আনাও পাপ ।

বাঙালীদের বলে ভিখারীর বাচ্চা । আমার বাবাকে চাকর বলেছে । কারণ বাবা রাজা নন । আর আমাকে মোটা অর্থ অফার করেছে যা নিলে আমাকে অস্কার

পাইয়ে দেবে বলেছে কোনো গল্পের জন্য । আমি নিমরাজি হই বলাবাহুল্য ।

আ ক্রিমিন্যাল ইজ আ ক্রিমিন্যাল । অ্যান্ড নো বডি ইজ অ্যাবাভ লও ।

গত জন্মে এই অত্যাচারী রাজা ছোটবেলায় নিজের মাকে মা বলে ডাকায় চাবুকের বাড়ি খায় । কারণ বাবা ও মা ফেক্ । উল্টো রাজার দেশ । ডাকাত = হারেরেরে = অত্যাচার=লুঠপাঠ=গায়ের জোরে রাজা =নো আভিজাত্য ।

এবার এগুলি সত্য হলেও এই প্রমোদ মহাজন আদতে ছিলো গতজন্মে এক স্পয়েল্ট ব্রাট্ ।

লাম্পট্য ও স্বৈরাচারিতা যার গলার মালা ছিলো । সেটা এই জন্মেও সমান প্রযোজ্য । ওর অবৈধ্য পুত্র রাহুলো মৃত । পুলিশের গুলিতে । সেও বাপের মতন চেহারা বদলায় পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য । কিন্তু ধরা পড়ে যায় । গুরুগম্ভীর অফিসারদের হাতে । এখন ঈশা ফাউন্ডেশান এগুলি ঢাকার চেষ্টা করছে । সদগুরুর পুরনো ভিডিও বদলে বদলে ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল করে চালাচ্ছে । যে নাকি মেয়েদের প্রসব যন্ত্রণা থেকে কসমস্ থেকে ফুটবল খেলা সবই নিয়ে মাতব্বরি করে তার নতুন দিনের একটি ভিডিও নেই ?

না লিথিয়াম আবিষ্কার , না অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া ক্রিকেট ম্যাচ না অস্ট্রেলিয়ার প্রধাণ মন্ত্রীর ভারত গমণ না বাজেট না পাঠান কন্ট্রোভার্সি নিয়ে একটিও শব্দ ! লোকটি উবে গেলো নাকি ? কর্পুরের মতন ? ওরই অভিশাপে এই জন্মে আমি উন্মাদের ঘরণী ।

আমার মৃত্যুর ফাঁদ সাজিয়ে সদগুরু ও রেখা মহাজন তো দেখেছে যে রাখে হরি মারে কে কথা আজও জেট যুগে প্রযোজ্য । কাজেই কোনো চালাকিই আর চলবে না । এরপরে কংগ্রেসের হাত ধরে ৪০/৫০ বছর রাজত্ব চলবে । সলিড সরকার আসবে । ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে । সঙ্গে ইরান মানে পারস্য । চীনারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়বে । দেশ এত ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে যাবে ।

ওখানে আসবে রাজতন্ত্র । এবং রাজা ঈশ্বরের সাথে মিলে কাজ করবেন । আমেরিকা ৩০/৪০ বছর পরে নুইয়ে পড়বে । প্রথম দশটা ধনী দেশের মধ্যে এসে যাবে ভারত ও ইরান । যেইসব দেশ শান্তির পথ নিয়েছে এতদিন তারাই এবার ওপরে উঠে আসবে ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পরবর্ত্তীতে হিলারি ক্লিনটন আমেরিকার অহেতুক যুদ্ধ অনেক কমিয়ে দেবেন তাতে ওদের কিছুটা সুবিধে হবে ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মানুষ যত কুটিল ভাবে উনি তা নন । উনি ব্যবসাদার । পলিটিশিয়ান নন ।

তবে ওনার এনিমিরা তুকতাক করে অনেক কাজ করেছে যা ওনার বিরুদ্ধে গেছে ।

ইলুমিনাতি , ফ্রিম্যাসন এদের নাম শোনা আছে ?

এরাও রেখা মহাজনের মতন, দ্রৌপদী মূর্মুর মতন পাওয়ার লাভিং বাস্টার্ডস যাদের কানাকড়ি যোগ্যতা নেই কিন্তু নোলা দশ হাত । যেমন ডেমন ও ডেভিল জাগিয়ে এই ঘেটো মানে বস্তির ডাকাতে **ছোঁচারা ইয়া ইয়া তাবড় তাবড় লোকের ঘাড়ে চেপে বসে ঠিক এক এক শাঁখচুন্নির মতন তাই না ?কিন্তু আর নয় ! রেখা মহাজনকে কচু কাটা করো ।ফাক্ দা বাস্টার্ড অ্যান্ড চপ হার অ্যান্ড ফিড দা ওয়াইল্ড নেকরেজ্ -বিন্দাস্ -- আল্লাহ্ মালিক ভালো করবেন । ঈশা ফাউণ্ডেশান যা শেখায় --**

আনন্দম্ , আনন্দম্ , অমৃতে লীন হয়ে যাও ।

উপসংহার না বেণী সংহার

সদগুরুর বড় বড় সাদা চুল ছিলো না ? তাকে যত্ন করে আবার বজ্জাত বুড়ো বেঁধে রাখতো । হেলিকপ্টার থেকে পোর্সে কি না চড়তো এই মোক্ষ পাওয়া সাধু অথচ ওর আশ্রমে শিষ্যগণ একবেলা খেতো । আমাকে টেলিপ্যাথিক্যালি গান গেয়ে শোনাতো --

ও মেরি লেডি গাগা ম্যায় তেরি পিছে ভাগা ----

তু অ্যায়সা সং বাজা কে স্পিকার ফাট্ যায়ে !!

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর আদর্শে যেই জনসঙ্ঘ দল তৈরি হয় তা থেকেই আজকের বিজেপি । অথচ এইসব চোর গুন্ডা বদমাইশ ঢুকে পড়ে একে আজ এক সার্কাসে পরিণত করেছে ।

তাই নরেন্দ্র মোদি , লালকৃষ্ণ আদবানীজী ও অমিত শাহ্ মহাশয় প্রমুখরা এবং আরো কিছু প্রকৃত সৎ মানুষ অন্য একটি দল গঠণ করবেন স্থির করছেন । যার পদ্ম দিয়েই নাম হবে হয়ত ।

সেই দলটি আস্তে আস্তে ভালো ও সংঘঠিত হয়ে দেশের উপকার করবে । ভগবানের আশীর্বাদ আছে ওনাদের ওপরে তবে সময় লাগবে সেটা হতে । এদিকে সোনিয়া গান্ধীকে কেউ রাজীব গান্ধীর উইডো বলবেন না । উনি প্রকৃত মা দুর্গা । যখন কেউ পারেনি তখন উনি সাহস করে সদগুরুকে এক্সপোজ করেছেন । রাহুল গান্ধীর বহুমুখী প্রতিভা । হয়ত সঠিক রাজা নন কিন্তু অন্যদিকে কম যাননা আর মনটাও ওর খুব কোমল ।

কাশেম তো আমার মতন ভিখারির-- বিলিওনেয়র বয়ফ্রেন্ড । এবার ওরই কল্যাণে আমার আরো কিছু ধনবান ব্যাক্তির সাথে পরিচয় হয়েছে যেমন জেফ বেজোজ । উনি আমার সোলমেটও বটে । এখন আমরা বন্ধু ।ওনার এক্স পত্নী ম্যাকেঞ্জি ও পার্টনার লরেন আমার সখী । জেফকে যেরকম হিংস্র ব্যবসাদার বলে প্রজেক্ট করা হয় উনি আদতে সেরকম নন । আর উনি এত ধনী হলেও খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেন ও সেন্সিটিভ মানুষ । ও ক্ষুরধার বুদ্ধি ওনার ।

কাল পূর্ণিমা ছিলো । কালকের পূর্ণিমাকে বলা হয় পিঙ্ক মুন । কাল তুলারাশিতে পুর্ণিমা ছিলো । প্রতিটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা কোনো না কোনো রাশিতে হয় । চাঁদ সেইসময় সেই রাশিতে থাকে । অর্থাৎ সেই রাশির

ওপর দিয়ে যায় । এক একটি রাশির এক একরকম বৈচিত্র্য । তাই এক একটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এক একধরণের ঘটনা ঘটে । যেমন তুলারাশিতে এই পূর্ণিমা আমাকে শেখালো যে নিজের মনের শান্তি পেতে নিজের হৃদয়ের গভীর ঢুকে যাও । তাই এই বই লিখেছি । অন্তরের সমস্ত যন্ত্রণা বার করে দিতে । একে পিঙ্ক মুন বলা হয় এইজন্য নয় যে চাঁদের রং গোলাপী । বরং এই সময় উত্তর আমেরিকায় বসন্ত আসতে শুরু করে ও গোলাপী এক ফুল সবে ফুটতে শুরু করে । তাই এই নাম । আবার যখন বৃশ্চিকে পূর্ণিমা হয় তখন গুপ্ত তথ্য বার হয়ে আসে নিজে থেকে । চমৎকার সব জিনিস যা শুনলে ভেল্কি লেগে যায় নিজে থেকে ।

আমি আমার প্রথম প্রেমিককে দেখি সাঁওতালিদের অনুষ্ঠানে । ওরা শেঁয়াল পুড়িয়ে খাচ্ছিলো । বন্য শেঁয়ালটা উল্টো করে মোটা লৌহ দন্ডের সাথে বেঁধে পোড়ানো হচ্ছিলো । আমরা খেলা সেরে দেখছিলাম । তখন আমার ফার্স্ট লাভকে প্রথম দেখি । আমরা দুজনেই তখন টিন এজার । পরে তো ঐ আমাকে রেপ্ করে । অর্থাৎ যেন কসমস্ আমাকে প্রথমদিনই ঈশারার বেল দেয় যে এর সাথে মিশলে এরকম

শেঁয়ালের মতন তুমি জ্বলে যাবে । কিন্তু আমি বুঝিনি ।

যেমন ইরানে বৌ, মেয়ে ও পরিবারের সদস্য ব্যাতীত অন্য মেয়েদের গায়ে হাত দিলে সবার সাম্নে চাবুকের ঘা খেতে হয় ও কারাদন্ড হয় কিন্তু শিয়া ধর্মের নবী আয়াতোল্লা বিবাহিত হয়েও অন্য নারীদের আনড্রেস করিয়ে মজা লোটেন । তাই বুঝি নচিকেতা গেয়ে ওঠেন --সারা সমাজটাই হয়ে গেছে সোনাগাছি ।

শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি নয় গিধনিতে আমাদের অনেক জমি ছিলো বাবা ফার্ম হাউজ করবে বলে কেনে পরে মাওবাদীরা নিয়ে নেয় , সেখানে সোনাঝুরি গাছ প্রথম দেখি । রবীন্দ্রনাথ বোধহয় নাম দেন আকাশমণি ।

সেই থেকে পত্রিকার নাম দিই সোনাঝুরি ।

সেখান থেকেই লেখিকা হওয়া আর তাই থেকে বই ও পদ্মশ্রী আর এইসব সাতকাহন । তবে সারাটাজীবনই কালাজাদু আমাকে ঘিরে রেখেছে কারণ প্রমোদ মহাজন জানতো আমি একদিন যোগিনী হয়ে ওকে ধ্বংস করবো তাই ও আমার অধ্যাত্মপথ রোধে ব্রতী হয় ও তার স্ত্রী রেখারাণী অভিমানী আমাকে মারতে উঠে পড়ে লাগে ।

প্রমোদ মহাজন অতীব ইতর প্রকৃতির মানুষ । নেমক হারাম । ইরান থেকে প্লাস্টিক সার্জারি করে ভোল বদলে আবার ভারতে থিতু হলেও ইরানের ক্ষতি করে দেয় একদিন সে । যার জন্য কাশেম সলোমানি দিল্লীতে ইজরায়েলি এম্বাসী আক্রমনের প্লান করেন । কাশেম সোলেইমানি একজন মানুশ নন উনি একটি স্কুল অফ থট , ওনাকে দেখলে মিজাইল ও নিউকরাও সমীহ করে চলে এবং দুনিয়ার ১০০জন টপ মিলিটারি মাইন্ডের মধ্যে উনি আসেন। এছাড়াও যখন হামলাদারের আক্রমণে সৈনিকেরা বিভ্রান্ত তখন উনি ওদের ওপর দিয়ে উড়ে যান প্লেনে করে । ওরা সাহস পায় জেনেরালকে দেখে । উনি এমনই দয়ালু ও ক্যারিজমাটিক ।

সদগুরু ঠিক উল্টো । শত্রু আসছে দেখলে একস্ট্রা চটি ও ভক্তদের জিনিস তুলে নিয়ে কেটে পড়ে সবার আগে ।

শেষে বলি সুচিত্রা সেন, রাণী কর্ণাবতী হিসেবে কিছুদিন রাজ্য শাসন করেন ও শেষে জহরব্রত নেন । শত্রু থেকে বাঁচতে।আর সেই জন্মে চিত্রাভিনেত্রী রূপসী রাইমা সেন **আমার মেয়ে ছিলো ।**

একজন নারীর সমাজে অনেক কিছু দেবার আছে দেহ ছাড়াও । দেহ তো আদিম যুগ থেকে চলে আসছে ।

এবার অন্য কিছুও সামনে আসুক ! যেমন এক অলিম্পিকের প্রেসিডেন্ট বা সিলেক্টর বলেছেন যে খেলার সময় মেয়েদের আরো অনেক শর্ট ড্রেস পরিয়ে নামাবেন যাতে দেহটি উপভোগ্য হয় ।

কিন্তু আমরা তো খেলা দেখছি , নীল ছবি নয় সেটা হয়ত এই মানুষরূপী পশু ভুলে গেছেন !

গুহ নমঃশিবায় এই নামে এখনও অরুণাচল পাহাড়ে গুহা আছে যেখানে রমণ মহর্ষি ছিলেন । এই গুহাতেই ঐ ঋষি থাকতেন । অর্থাৎ আমি ও কাশেম যখন একজন গোটা মানুষ ছিলাম ।

আর তাঁর শিষ্য গুরু নমঃ শিবায় মানে যে আমার সাদা জার্মান স্পিৎজ হয়ে জন্মায় ও এখন কাশেমের সাথে আছে আমাদের পুত্র হয়ে সে বিরাট সৈনিক হবে আর কাশেমকেও ছাড়িয়ে যাবে । সে অল্প বয়সে রিটায়ার করবে ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ।

কাশেমকে যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে কেন তোমাকে আমি গত জন্মে পেলাম না তখন সে যে উত্তরটা দেয় সেইরকম সুন্দর উত্তর হয়ত আর কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কোনোদিন দেয়নি ।সেটা হল এই যে -- ওয়েল , টুগেদার উই উইল মার্জ ইনটু গড্ ।

আর আমার গত জন্মের ত্রিবাঙ্কুর রয়েল ফ্যামিলি পদ্মনাভ স্বামীর নামে রাজ্য চালাতো অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর নামে আর নিজেদের পদ্মনাভ দাস বলতো । এখনো পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে এত সোনা আছে যে তারা দুনিয়ার সবথেকে ধনী হিন্দু মন্দির ও তাদের অর্থের পরিমান ট্রিলিয়ন ডলার এর বেশি ।

তবেই না আমি গার্গী দা গ্রেট ?? কী বলেন ??

আর কোনো কথা হবেনা ।।।

আর নচিকেতার গানের মতন আমরা ভরসা করতে পারি তাহলে ! **হ্যাঁ :: একদিন ঝড় থেমে যাবে , পৃথিবী আবার শান্ত হবে। বসতি আবার উঠবে গড়ে --- অন্তত হাজার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হও সবাই । কাশেম এসে গেছে । শান্তির দূত !!!**

উই শ্যাল ওভারকাম সামডে ও ডিপ ইন মাই হার্ট আই ডু বিলিভ উই শ্যাল ওভারকাম ফর থাউসেন্ড ইয়ার্স অ্যাট লিস্ট !!

আমি একজন আন-অফিসিয়াল কমিউনিস্ট , জানা আছে কি ??

Never say no never say I cannot

for you are infinite .

All the power is within you.

You can do anything .

Swami Vivekananda.

অনুভূতি

এই বইটি আমার দ্বিতীয় আত্মজীবনীর টুকরো । প্রথমটি লিখলাম একটু যেন তাড়াহুড়ো করেই । লেখকের কিছুটা ব্লক থাকে তাই সব বানান ভুল ধরা পড়েনা কাজেই আমাকে মার্জনা করবেন । আমার বই সম্পাদনা করার কেউ নেই । আর আমি তো বলেছি আমি এখন বাস করি গ্রহ , নক্ষত্র ও তারায় তারায় ।

কাজে কাজেই !! সব মন খুলে আমার পাঠকদের জানাচ্ছি । তাহলে হয়ত আমি শান্তি পাবো । আমি অন্তর্মুখী । কোনোদিন কাউকে মনের কথা বলিনি । একমাত্র মানুষ যাকে আমি মনের কথা বলেছি সে হল কাশেম । তাকে আমি চিনতামও না । শুধু মহর্ষি তাকে আমার কাছে আনেন ও বলেন যে এই তোর আগের জন্মের প্রেমিক ও তোর একে আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবার এর সাথে যুক্ত হতে হবে । কিন্তু ও আমার সাথে ঠিকমতন ব্যবহার করেনি । সেটা পরে বলছি । ওর নিজের যুক্তি আছে তবে আমার মনে হয় কাজটা অন্যভাবেও করা যেতো ।

আমি আবেগপ্রবণ । কিন্তু মানুষ কি আবেগ ব্যাতীত মানুষ হয় ? তাহলে কি আমি রোবটকে বিয়ে করতে চলেছি ?

তবে এইধরণের ঐশ্বরিক বিবাহ নতুন নয় । আগেও হয়েছে অনেক । যেমন আরেক বঙ্গতনয়া শর্মিলার বিবাহ হয় ফোর্ড কোম্পানির মালিক হেনরি ফোর্ড এর নাতির ছেলের সাথে ইস্কনের সুত্রেই । হয়ত কৃষ্ণই এই বিয়ের ঘটক ছিলেন । শর্মিলাও অস্ট্রেলিয়ায় থাকতেন । ছোট থেকেই । ওনারও আমার আর কাশেমের মতনই --- প্রেম প্রথম দেখায় !!

সদগুরুর পরিবার আমাকে আইনি মামলায় ফাঁসাবার ফন্দী আঁটছে । আমার আগের বইটির কদর্য অর্থ বার করে আমাকে চরিত্রহীনা আখ্যা দিয়ে আমার লেখা জিনিসগুলোকে অর্থহীন বলে দাবী করার চেষ্টা করছে । নিজেদের ভিডিও ম্যানিপুলেট করে করে সদগুরুকে জীবিত দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এই ঈশা ফাউন্ডেশান । এই শয়তান সদগুরু নিজের পায়ের ছাপ বিক্রী করে থাকে অ্যামাজনে লাখ টাকায় । সামান্য হীরা মুক্তো লাখে বিক্রী করে পয়সা কামায় কেন ? না এসব ব্যবহারে ধ্যান করার প্রয়োজন হবেনা ।

রেখা মহাজন বলছে সে একজন সামান্য গৃহবধূ । কোনোদিন কাজও করেনি কিন্তু তাকে ফাঁসানো হচ্ছে । এই ধূরন্ধর মহিলাটি এখন আইনি কার্যকলাপের হাত থেকে বাঁচতে নানান ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে ।

আমাকে আর্তি জানানো হচ্ছে কোমল হবার জন্য ।

কিন্তু নিজেদের চাকা বার্স্ট না করা অবধি আমার ওপর দিয়ে ও অন্যান্য মানুষের ওপর দিয়ে লড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে ।

শোনা যাচ্ছে এদের মানসিক চিকিৎসার জন্য জেল কতৃপক্ষ আদেশ দিয়েছেন কিন্তু এরা নিজেদের পাগল ভাবতে নারাজ ।

চিকিৎসা অগ্রাহ্য করছে । জেলে চলে গেলেও আমাকে তুকতাক করে অসুস্থ ও বিকল করে রাখার জন্য অন্য কিছু তান্ত্রিককে দায়িত্ব দিয়ে গেছে । তাদের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করে গেছেন কারণ মাকালী তাকে স্বয়ং স্বপ্ন দেখান যে এর ক্ষতি করলে তুই ধ্বংস হয়ে যাবি !

এবং ঐ কালীসাধক আমাকে বলেন যে তার পরিচিত অন্যান্য সাধকদের উনি বারণ করে দেবেন এই শয়তানদের হয়ে কাজ করতে ।

আমার রাতে ঘুম হয়না । কিডনি আক্রান্ত । আমি তো মধুমেহ রুগী তাই । বারবার কিডনি আক্রমণ করছে । দেহে একটা নয় মোট ৪টে ক্যান্সার একসাথে বাসা বেঁধেছে এই তুকতাকের জন্য । আমাকে মারবেই এরা ।

এছাড়া আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি ব্যবহার করে বিশাল ঈশা ফাউন্ডেশান ফেঁদে বসে রেখা ও বক্ররেখা । তাই আইনি লড়াইয়ে আমি এখন জিতে গিয়ে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ইউ-এস ডলারের মালকিন। শকুনের মত চোখ রেখে বসে আছে দেখার জন্য আমি কবে ও কখন টাকা পাবো । দ্রৌপদী মূর্মু , আর এস এস ও আরো অনেকে এই চক্রান্তের সাথে যুক্ত । **সমস্ত রকম নোংরা রাজনীতি চলছে আমাকে নিয়ে । কারণ ? আমি একজন সন্ন্যাসিনী যে মানুষের উপকার করবো সৎ উপায়ে ।**

গান্ধীজীর মতন রাষ্ট্রনেতাকেও এরা কাদায় নামাতে দ্বিধা করছে না । গান্ধীজী কিন্তু সত্যিকারের মহাপুরুষদের সাথে কাজ করেই ভারতকে স্বাধীনতা এনে দেন ।

উনি তুকতাক করে কারো ক্ষতি করেননি !

নিজেরা জেলে না গিয়ে রেখা ও প্রমোদ মহাজন অন্যদের জেল খাটায় । আর কিছু হলেই প্লাস্টিক সার্জারি করে হুলিয়া বদলে নেয় ।

একজন সুবিখ্যাত মানুষ এদের, সেয়ানা সাইকো বলে অভিহিত করেছেন । অর্থাৎ জানে যে পাগল আর সেটা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ভালোরকম হোমওয়ার্ক করে । ঈশা ফউন্ডেশানের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললেই তাকে হয় তুকতাক করে মারা হয় অথবা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পুড়ে দেওয়া হয় । সদগুরু আমাকে এখনও তার পত্নী মনে করে । যেন গুলজারের লেকিন সিনেমার মতন , একটা বিশেষ সময়কালে লোকটি আটকে আছে । বহু নারী ও পুরুষ এবং শিশু ও মৃতদেহ ভোগ করা এই বিকৃত লোকটির একমাত্র প্রেম নাকি এই আমি ! ভাবুন ! কি পোড়া কপাল আমার ।

একজন বিজেপির বলিষ্ঠ মন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে আমি ওনার চোখে জেনুইন লাভ দেখেছি আপনার জন্য । তুকতাক হয়ত রেখাজী করছেন । উনি রাজা ছিলেন তাই হয়ত কন্ট্রোল ফ্রিক্ ।

আসলে গত জন্মে এই নরেশ এত অত্যাচারী ছিলো যে কেউ তার মুখোমুখি হতে পারতো না । আর কেউ প্রতিবাদ করলে হিটলারের প্রজাদের মত অবস্থা হত ।

কিন্তু আমার কাছে সেই বাঘ শান্ত থাকতো । এমনই রিং মাস্টার ছিলাম আমি । কি সেই আফিং আমি ওকে খাওয়াতাম সে জানিনা আর সেই সময় আমি একমাত্র কোমল মনের রাণী যে ওকে ফেলে পালিয়ে যাই মহর্ষির নির্দেশ পেয়ে । হয়ত স্বপ্নে । জানিনা । তখন লোকে ওকে ক্ষ্যাপায় যে --- ছো ছো ছো ছো ছো --

ছোটি রাণী ভাগ্ গ্যায়ী !

এই অপমান নরেশ ভুলতে পারেনি । তাই আমাকে ডেস্ট্রয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে । ওর বক্তব্য অবশ্য যে **আমি যদি আমার প্রিয় খেলনা না পাই তাহলে কেউ পাবেনা । আমি ওটা নষ্ট করে দেবো ।** কিন্তু খেলনার তো একটা প্রাণ আছে ।তাইনা ?

পুষ্প চয়ন

তাহলে গল্প শুরু হোক্ !

গল্প হলেও সত্যি তো , নিজের জীবনের গল্প । শৈশব থেকেই আমি অনর্গল গল্প বলে যেতে পারতাম । তাই স্কুল শেষ হলে আমাকে বন্ধুর মায়েরা ওদের বাসায় নিয়ে যেতো । খেতে দিতো ।আর গল্প শুনতো ।

সেই গল্পই এখন বই হয়ে বেরোচ্ছে ।

ছোট থেকে অনেক আজব জিনিস হতো আমার জীবনে । এখন বুঝতে পারি সেসবই হতো শয়তানের কারণে

। ডিমনিক বা ডেভিলিশ কোনো এনটিটির মহিমার জন্য । আগেই বলেছি যে প্রমোদ ও রেখা মহাজন আমার জন্মের সময় থেকেই আমাকে ট্র্যাক করছে কালা জাদু দিয়ে ।কাজেই বহু দুরাত্মা নাকি আমার সাথে সাথেই এঁটে থাকতো ।

যেমন আমি একবার আমার মামাবাড়ি যাই । তখন আমি নেহাৎই এক শিশু । দেড় বছর বা দুই বছর হবে । সেখানে আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে যার নাম বনী তাকে প্যান্টি খোলা অবস্থায় দেখে আমার মধ্যে লালসা জেগে ওঠে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা এটা কি হচ্ছে আদতে । ওর প্রাইভেট পার্টস নিয়ে চটকাতে থাকি । ও অস্বস্তিতে পড়ে যায় । পরে বড় হয়ে আমার বন্ধুদের বললে ওরাও কোনো কূল কিনারা করতে পারেনা । বলে যে তুই তো ভালোমানুষ কিন্তু ওরকম হল কেন ?

এখন বুঝি যে কোনো ডিমন হয়ত বা আমার মধ্যে দিয়ে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলো । সেটা অস্ট্রেলিয়া আসার পরেও হয় । ইনকিউবাস নামক এক ডিমন আমায় ধরে । সেক্স ডিমন এরা । মেয়েদের ধরে । আর ছেলেদের ধরে সুকুবাস ।

আমার সারা শরীর জ্বলে যেতো । মনে হতো কেউ যেন আমাকে রেপ করছে । কিছুতেই বুঝতে পারিনা কে

এগুলো করছে । পরে একজন পাদ্রী যিনি নিজে একজন ওঝা তিনি আমাকে এর হাত থেকে বাঁচান । উনি একজন পুলিশ ছিলেন । অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মানুষ যা কিনা খুবই দামী পুরস্কার এখানে এবং উনি বলেন যে এখানে তো সাইকোলজিস্টের সার্টিফিকেট ব্যাতীত এক্সরসিজম্ করা বেআইনি কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে যিসাস্ আমাকে বলেছেন হেল্প করতে তাই আমি করবো । আদতে সাইকোলজিস্ট দেখে নেয় যে কোনোরকম হ্যালুসিনেশান বা ডিলিউশান হচ্ছে কিনা । যদি না হয় তখন এগুলি অতীন্দ্রিয় বলে ধরা হয় ও পাদ্রী কিংবা মিডিয়ামেরা কাজ শুরু করেন । আমার ক্ষেত্রে ঐ পাদ্রী বলেন যে ইনকিউবাস যে আ হার্ড ডিমন টু ডীল উইথ । এটা মেরে ফেলতে পারে । তবে আমি চেষ্টা করবো ।

তখন আমি আমার তৃতীয় নয়নে দেখি যে বিশাল কোনো বিদেশী অট্টালিকা থেকে কেউ আমাকে এগুলি করছে ।

তখন অবাক হই যে কেইবা এগুলি আমাকে এরকম স্থান থেকে করবে ? এখন বুঝতে পারি যে এহল রেখা মহাজন অ্যান্ড কোম্পানি ।

সম্প্রতি যে ৬খানা ব্যাঙ্কে সব দেউলিয়া হয়ে গেলো তারও কারণ এই সদগুরুর দল । ওরা এসব ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাই ওদের শনাক্ত করে নিয়ে ব্যাঙ্কগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয় । সাধারণ মানুষেরা তাদের অর্থ ফেরৎ পেয়ে যাবেন ।

ইজরায়েলের মোসাদের একজন এক্স চিফ- মীর দাগানির একটি কথা আছে যা আমার খুবই প্রিয় । তাহলঃ একবার যদি কেউ মোসাদের র‍্যাডারে চলে আসে সে মঙ্গল গ্রহে গিয়েও পার পাবেনা ।

কাজেই সদগুরু ও রেখা মহাজনেরা যতই লুকাক দুনিয়া তো একটাই আর পুলিস , স্পাই , এফ বি আই সবই দেখছে । কাজে কাজেই !

জয়তু বাঙালী জয় ::

সেই বাঙালীকে যতই গালি দিক রিসার্চ না করে আসা , বখাটে লোমরি বিবেক বিন্দ্রা , এক বঙ্গ তনয় বা লেখকের ফর্মূলাতেই মরলো সদগুরু শেষকালে ।

কী সেটা ?

আমি আমার পতিদেবতাকে বলতাম , একে মারতে গুলি লাগে না । এ হতচ্ছাড়া যখন জ্ঞান দিতে বসে তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে পা চেপে ধরতে হয় বিরিঞ্চিবাবার মতন । আর বলতে হয় , কেন অগ্নি বিজ্ঞানটা শেখা হয়নি বুঝি বাবাজী ?

আর দেখো তো সেই ট্রিকেই শেষ হল শয়তান !

নেপালের বিমান কান্ডে জ্বলে গেলো তার গোটা দেহ অথচ তার পরিবার তাকে জীবিত রাখলো কৃত্রিম উপায়ে । প্রায় দুই সপ্তাহ ! শেষকালে যখন বার করলো বিশেষ কাঁচের ঘর থেকে তখন সারাদেহে পচন ধরে গেছে ! ভ্যান ভ্যান করে মাছি এসে ছেঁকে ধরে লোকটিকে । এবং পচা গন্ধে সবাই মুখে কাপড় দিয়েছে ।

বুকের নিচ থেকে সব জ্বলে যায় । অন্ত্র ফন্ত্র কিছু ছিলো না তার । শক্ত কাঠ হয়ে যায় । চিকিৎসক বলেন যে একে বাঁচিয়ে লাভ নেই , খাবার খেলেও হজম করার সমস্ত সিস্টেম পুড়ে গেছে । কিন্তু রেখা মহাজন অটল । আর অটলের অবৈধ পুত্র । কিছুতেই প্রমোদকে মরতে দেবেনা ওরা । হবে কিছু সই সাবুদের ব্যাপার ।

রেখার তো এস টি ডি আছে । শোনা যায় নাকি ক্যান্সারও হয়েছে । ওরা পতিপত্নী বলেছে যে এই অসুখ(সেক্স রোগ) নাকি আমার থেকে হয়েছে ওদের অথচ মাকালীর দিব্যি বলছি আমি ওদের কোনোদিন চোখেই দেখিনি ! জীবনে এদের আমি দেখিনি । চিনিও না । এই পদ্মশ্রীর জন্য এই শূয়োরের বাচ্চাদের সাথে আমার আলাপ ।

আমার প্রিয় লেখক ও হেনরির একটি গল্পে আছে যে অ্যাফ্রিকানদের শ্বেতকপোতেরা এত অত্যাচার করে কেন ?

কেন ওদের স্লেভ , নিগ্রো বলে অভিহিত করে ?

ওদের কি আলাদা যাতে ওদের মানুষ বলা যায়না ? ওদের কাটলে কি কালো রক্ত বার হবে ?

নাহ্ , ও হেনরি সাহেব তা হয়ত হবেনা কিন্তু জমানা বদল গ্যায়া । এখন এই হাই সোসাইটির সো কলড্ মিনিস্টার ও তার দয়িতাকে কচুকাটা করুন দেখবে কালো কেন গলগল করে পচা ও দলা দলা রক্ত বার হচ্ছে । অবাক হয়ে যাবেন আপনি !

বাবা এরকমও হয় নাকি ?

হবেনাই বা কেন ? উঠতে বসতে যারা তন্ত্র ও মন্ত্রের সাহায্য নেয়- সামান্য কারো সাথে তর্ক হলে, তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের দেহ থেকে মানুষের রক্ত বার হবে কি করে ?

রাক্ষুসে বা খোক্‌কুসে কিছু বা ফিউশান রক্ত বার হবে তাইনা বটেক ? সেই রক্তের গ্রুপ খুঁজতে নতুন বিজ্ঞান হবে ।

রাক্ষোসোলজি খোক্‌রাক্ষোলজি ।

স্মৃতিগুলো কিছুতেই পিছু হঠেনা !

খুব কম বয়সে মনে হয় দেড় বছর হবে আমার এনসেফেলাইটিস্ হয় । তাতে প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হই । প্রাণ যায় যায় । শুধু একটা ইঞ্জেকশান তাতে বাঁচলে বাঁচবো নাহলে শেষ । এমত অবস্থায় আমি জীবন ফিরে পাই । সেটা স্টেরয়েড ছিলো । ডেকাড্রন । এতে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় । ডাক্তার বলে যে হয় এ উন্মাদ হয়ে যাবে নয়ত কোনো দেহের অঙ্গ পড়ে যেতে পারে । কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কোনোটাই হয়নি ।

বলাবাহুল্য এটিও তুকতাকেরই কাজ ।

যাইহোক আমার মুড খুব বিগড়ে থাকতো এই অসুখের পড়ে । আর ভীষণ খেতাম । দু-তিনজনের খাবার খেয়ে নিতাম ,ঐটুকু শিশু । কিন্তু আস্তে আস্তে সব সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যায় ।

লেখাপড়া করতে অসুবিধে হয়নি । আই কিউ কমেনি ।

ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিলাম । অনেকটা ঐ অসুখের কারণেও অশান্ত ছিলাম । একটু ইরিটেটেড্ থাকতাম ।

মা ও বাবা দুজনেই কর্মরত কাজেই চাকর বাকর ও বাড়ির বড়রা দেখাশোনা করতো । আমাদের পূর্ববঙ্গ থেকে আসা যৌথ পরিবার । পরেও অনেক মানুষ আসতো । আত্মীয় , অনাত্মীয় , বন্ধু , কাজিন । তারা থেকে যেতো । হৈ হল্লা । বাবার ছাত্ররা থাকতো । সে এলাহি ব্যাপার । বাজার থেকে মাছওয়ালা টুকরি ভর্তি মাছ বাড়িতে দিয়ে কেটে ধুয়ে দিয়ে খেয়ে যেতো । এরকম । পিওন সারা পাড়া চিঠি দিয়ে ক্লান্ত । আমাদের বাড়িতে সরবৎ পান করতো । আমার বাবা এতই দিলদরিয়া ছিলেন । এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই কারণ আমার শ্বশুরবাড়িও একইরকম । আমার বরের জ্যাঠু তো আমাদের পাড়ারই মানুষ । খুবই নামী উনি । কংগ্রেসের এম পি পদের জন্য লড়েন । সৌগত রায়কে

সৌগাট্ বলে ডাকতেন । সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সাথে ওঠাবসা করতেন । স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ।

আর ওনার ভাইপো বলেই আমার বরের সাথে আমার বিয়ে হয় ।

আমার বর তো ছোট থেকে আমাদের বাড়ি কাছে ওর জ্যাঠুর বাড়িতে আসতো । কিন্তু আমাদের প্রেম হয়নি ।

এরং ওর এক ক্লাসমেটের সাথে ওর সম্পর্ক ছিলো যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ সমস্যা হয় । মেয়েটিকে ও বিয়ের সময় পর্যন্ত ইমেল করতো । আমি শেষকালে ছদ্মনামে মেয়েটিকে গালাগালি দিয়ে ইমেল বন্ধ করি ।

মারাঠি ভূতুয়া ফুতূয়া বলে টলে একাকার ।

মেয়েটি সুন্দরী একজন মারাঠি মেয়ে যে নাকি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং পরে আমার বরের সাথে কম্পিউটারে মাস্টার্স করে । আমার বর , মেয়েটি এবং আরেকটি ছাত্র তিনজন একসাথে ফার্স্ট হয় । ওদের পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডেশান সিস্টেম । কাজেই ওরা ও গ্রেড পায় ।

আমার বরের ধারণা হয় সেই মেয়ে সাংঘাতিক আর আমি মোটামুটি কেউ একজন । সেই নিয়েই সংঘাত । আমি কিছুতেই মানতে রাজি নই যে সে কম্পিউটার

পড়েছে বলে বিশেষ কেউ আর আমি অ্যানিমেশান শিখেছি বলে নর্মাল মানুষ !

সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছায় যে বন্ধুদের ইনভলব্ করতে হয় । এবং ওরা আমার বরকে বলে যে তুই মাধবীর সাথে বিয়ের পরেও যোগাযোগ রেখেছিস্ কেন ?

আমার বর এমনও বলে যে তাকে সে এখনও ভালোবাসে আর তার সাথে হয়নি বলেই আমার সাথে বিয়ে হয়েছে । হলে আমার সাথে বিয়ে হতো না ।

এতে আমার হৃদয় ভেঙে যায় । কারণ আমি যাকে ভালোবাসি তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসি । তাই হয়ত আমার সারাটা জীবন বরের সাথে একটা জায়গায় একটু ফাটল রয়ে গেছে । সেখানটায় ঐ মেয়েটা রয়ে গেছে ।

আমরা যখন সুইজারল্যান্ড ঘুরতে যাই তখনও ভালো করে বেড়াতে পারিনি কারণ আমাদের মধ্যে ছিলো ঐ মাধবী ।

আমার এমনও মনে হতো যে ও সেক্স করার সময় হয়ত মাধবীকে মনে করে ।

খুব কষ্ট পেয়েছি সেই সময়টা । তখন মহর্ষি আমাকে বাঁচান । আমাকে বলেন যে চিন্তা কর এটা ওর এই জন্ম । এরকম কত জন্মের কত বৌ আছে । সবার কথা ভাবলে তুই পারবি ? কাজেই ছেড়ে দে । প্রেজেন্ট মোমেন্ট নিয়ে থাক্ ।

আসলে আমি সেই চির পরিচিত বাঙালী মেয়ে যে আমার বরকে আগে কেউ ছোঁবে না । ইত্যাদি যদিও আমি আগে হারিয়ে ফেলেছি সব ! এছাড়াও ওর আরো দুটো ক্রাশ ছিলো যদিও ও বলে সেগুলো ইনসিডেন্টাল , লাভ ঐ একটাই তবুও আমি খুব ভুগেছি এগুলো সামলাতে গিয়ে ।

সাইকিক ও সাধুরা বলে আমি আর কাশেম নাকি আগে কামদেব ও রতি ছিলাম যখন গুহ নমঃশিবায়কে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয় তার পরে । আবার বিদেশীরা বলে যে আমি অ্যাফ্রিডিটি । প্রেমের দেবী । কেউ বলে আমি ও কাশেম ভিনাস গ্রহ থেকে এসেছি । অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত ভালোবাসার সৃষ্টি হয় এই জগতে আমরা সেখান থেকেই এসেছি । হয়ত তাই আমার প্রেমের সংজ্ঞা সদগুরুর সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন যে নাকি রমণকে প্রেম বলে মনে করে থাকে । ওর কাছে প্রেম মানে ক্লাসিক ভালোবাসা নয় । মৃতদেহকে ধর্ষণ , পশু ধর্ষণ , ছোট শিশু ধর্ষণ এগুলো চমৎকার

জিনিস । ওর বৌ রেখা ওকে সন্দেহ করতো । কারণ প্রমোদ মহাজন সুপুরুষ ও ব্যাক্তিত্ববাণ । প্রমিসিং লিডার । তাই রেখা দিদিমণি প্রেত চালনা করে সব নজরে রাখতেন কিন্তু সদগুরুও কম যাননা । মেয়েদের কাছে না গেলেও এই কামুক মানুষটি যিনি প্রেমে অভিযান করতে ভালোবাসেন তিনি নিত্য নতুন বস্তু ধরে তাকে নিয়ে শয্যায় চলে যেতেন । হয়ত পাকশালার হাঁড়ি কুড়ির সাথে শুয়ে থাকবেন ইনি ।

আর ভূত প্রেতের সাথে সেক্স তো খুব কমান তান্ত্রিক সমাজে ।

ঐ যে বললাম ইনকিউবাস আর সুকুবাসের কথা ! সেক্স ডিমন !

ওদের একটা গোটা জগৎ আছে । সেখান থেকে ওদের ডেকে আনা হয় । মানুষকে কুপথে চালিত করার জন্য ।

শুনেছিলাম হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জলি নাকি নিজ ভ্রাতার সাথে সহবাস করেন । কারণ , উনি সিনেমায় এসব সিন দেখে দেখে একটু জরা হাটকে করতে যান আরকি । হয়ত কোনো ডিমন ওনার আশেপাশে ছিলো তখন !

সেরকম আমিও আমার বাসায় নানান কাপেলদের সেক্স করতে দেখে ছোট বয়সে ভাবতাম যে এরা কী করে ? জামাকাপড় তো পরে লজ্জা নিবারণের জন্য । আর এরা বড় বড় লোকেরা পুরো ন্যুড হয়ে কী করছে ? আর রাতে কেন করে ? আর শুধু নিচের দিকটা ঘষে যেখান দিয়ে আমরা মল মুত্র ত্যাগ করি আর কেমন আহ- আহ্ উহ্ উহ্ শব্দ বার করে । তখন অতটাই ছোট যে এটাও জ্ঞান ছিলোনা যে ইরেকশান হবার ব্যাপার আছে একটা । পিরিয়ড হবার ঘটনা ঘটে । আমি তো শৈশব থেকেই খুব কিউরিয়াস কাজেই ভাবলাম এটা আমাকে একবার ট্রাই করতেই হবে । কাজেই লোক যোগাড় করতে হবে । কাকে ধরি ? একমাত্র ভাই হাতের কাছে ছিলো । ওর সাথে ল্যাংটো হয়ে ওর ওপরে উঠে ঘষতে শুরু করে আহ- আহ করতে থাকি । কিন্তু লাভ হয়না কারণ ইরেকশান হয়নি আর ভাই এত ছোট যে প্রায় মুষড়ে যাওয়া ফুলের মতন নেতিয়ে পড়ে । আর আমারও হয়ত পিরিয়ড হয়নি কাজেই কিছুই সুবিধে হলনা । পরে ভাইকে ধরে বলি-চলো ওরকম ঘষাঘষি খেলবো । ও বলে ওঠে কাচুমাচু মুখে , আমি ওসব খেলতে চাইনা । তখন আমি বলি , তাহলে তুমি আমার এসব জায়গাগুলোতে হাত দাও (আমি ন্যুড) জেরকম ওরা দেয় । আমার ভাই মনে হয় সাধু ফাদু হবে । ও সাথে সাথে ওখান থেকে চলে যায় ।

আমি পাপবোধে ভুগিনি পরে কারণ আমার মনে হয় এরজন্য আমার থেকে বাসার পরিবেশ বেশী দায়ী । আমার অন্যান্য বন্ধু এবং বান্ধবীদের কাছে শুনেছি যে তারাও অনেকেই বাবা ও মাকে সেক্স করতে দেখে নানান জিনিস করেছে যেমন একজন বন্ধু তার পিসিকে পোয়াতী করে দেয় । আর বলে , আমি আজও জানিনা পিসির বাচ্চাটা আমার নাকি পিসেমশাই এর ।

কিশোর বয়সে এসব দেখলে বাবা ও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চলে যায় । যেমন আমার এক বান্ধবী দেখতো তার বাবা বটতলার বই এনে ওদের চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখতো । এতে ওর এত রাগ হতো যে একধরণের মনের কষ্ট শুরু হয় । আবার আমার এক আত্মীয় দেখতো বাবা ও মা কন্ডোম রেখে দিয়েছে । তাতে করে তার এমন অশ্রদ্ধা হয় পেরেন্টদের প্রতি যে একদিন চূড়ান্ত ঝামেলা করে ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাস্তানাবুদ করার জন্য । আসলে বাচ্চারা যখন ছোট থাকে তখন ভাবে বাবা ও মাই তাদের সব । কিন্তু যখন এসব দেখতে পায় তখন কিছু বুঝে উঠতে পারেনা কারণ আমাদের দেশে সেক্স শিক্ষা নেই । আর মনে করে কেউ বুঝি ওদের ভালোবাসায় ভাগ বসাচ্ছে অথবা শ্রদ্ধেয় মাতা আর পিতা গুহ্য কোনো অপরাধে লিপ্ত যা ওরা বুঝতে পারছে না ।

আমার মনে হয় ভারতে সেক্স এডুকেশান চালু করা দরকার ।

আর আমি এমন বেশ কিছু মেয়ের কথা জানি যাদের শিশুকালে পাড়ার কাকু , মামারা ইজ্জৎ নিয়েছে । কাজেই পেদোফাইল কেবল বিদেশেই এই ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা ।

ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন বাসে একটি লোক আমার স্তনে হাত দিয়ে চাপতে থাকে । আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে এক চাটি মারি । লোকটি নেমে যায় । পড়ে আমার ক্লাসফেলোরা বলে যে এগুলো করিস্ না । ওরা চিনে রাখে । পরে অ্যাসিড্ বাল্ব মারবে ।

তাই আমি আর পরে ঐ বাসগুলো যেতাম না ।

এখনও স্কুলের কথা ও কলেজের কথা মনে হলে খুবই নস্টালজিক হয়ে পড়ি । কত বন্ধু ছিলো ! সবার কথা মনে হয় । বিশেষ করে অশোক হলের কথা । যখন ঐ স্কুল ছাড়িয়ে আমাকে অন্য স্কুলে দেওয়া হয় আমি খুব মুষড়ে পড়ি । কারণ প্রথম দিন ক্লাসে গিয়ে যে পাশে বসেছিলো তাকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার বাবা কি করেন ? সে বলে ওঠে যে বাজারে সবজি বিক্রি করেন । একজন মুটে ।

স্কুলটা তো রিফিউজিদের জন্য ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়ত ওর বাবা তাই মেয়েকে শিক্ষার মুখ দেখাতে ওখানে ভর্ত্তি করেন কিন্তু আমার মনটা ভিন্ন ধরণের ছিলো । এরকম সাথী পেয়ে মনমরা হয়ে যাই । ভালোলাগে না । পরে আমাকে ইচ্ছা করে নাইন টেনে অ্যাডিশনাল দেয়না । হেডমিস্ট্রেস । কেন কেউ জানেনা । দিলে আমি অনেক ভালো কলেজে ভর্ত্তি হতে পারতাম । হয়ত জীবন অন্যখাতে বইতো ! বইতো কি ?

যেভাবে রেখা ও বক্ররেখা তুকতাকের ঝুলি নিয়ে আমার মাথায় চড়ে বসেছে তাতে মনে হয় এদের সাম্রাজ্যের ওপরে এবারে নিউক ফেলতে হবে । আমার অর্থ ও ভাগ্যের ওপরে রেখার বেজায় লোভ , গত জন্মে তো ওর পতিদেব ওকে সহ্য করতে পারতো না । কোনোদিন ভালোবাসেনি । মুখের ওপরে বলেই দেয় যে তুমি আমাকে সেক্সুয়ালি স্যাটিস্‌ফাই করতে অক্ষম তাই আমি ভগবতীকে বিয়ে করে এনেছি ।

তাই রেখা আমার ওপরে বেজায় খাপ্‌পা । রেখার কাজ কি ? সেক্স করা । আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কি বলে গেছেন ? ম্যারেজ ইজ আ লিগালাইজ্‌ড প্রস্‌টিটিউশান ।

আর রেখা মহাজনের মতন মানুষদের যাদের না রূপ আছে না গুণ না কোনো মনের ছিরিছাঁদ তাদের

স্বামীকে সেক্সুয়ালি শান্ত করা ব্যাতীত আর কিইবা কাজ থাকতে পারে ? সি ইজ আ ব্লাডি আনঅফিসিয়াল হোড় ! দ্যাট টু আগলি । কেউ ফ্রিতেও নেবেনা । তবুও সে তার স্বামীর ভাতকাপড়ের বদলে তাকে বিছানার উষ্ণতাটাও দিতে অক্ষম । মরা ব্যাঙের মতন শয্যায় পড়ে থাকে । কাজেই পুরুষ মানুষ তো এদিক ওদিক মুখ মারবেই কারণ এন্ড অফ দা ডে ওর বড় তো এক নচ্ছাড় হুলো বেড়াল !

কিছু কিছু টিপিক্যাল ব্যাক্তি আসছে যারা ওদের সাথে যুক্ত ছিলো এখন দল বদল করেছে কিন্তু আদতে ওদেরই চামচা । এদিককার খবর নিয়ে ওদিক করছে । আসলে প্রমোদ ও রেখা মহাজন হল ছোটলোক ও আনকাল্চার্ড , রাস্টিক বাফুন ।

বাইরে অভিজাত হলেই ও ডিজাইনার ড্রেস পরলেই কেউ ভদ্র হয়না । উৎস ডাকাতের বংশ , অ্যাস্ট্রালে পূর্বপুরুষ কতগুলো তস্কর ও ডাকাত । বীরাপ্পান ও চার্লস শোভরাজের বংশধরে এরা । এরা আর মানুষকে কি আলো দেখাবে ?

যাদের নিজেদের জীবনই আঁধারে ঘেরা ।

রেখা মহাজনের মতন মেয়েমানুষকে কুচি কুচি করে কেটে ধূর্ত শৃগালকে খাইয়ে পুণ্য অর্জন করা উচিৎ ।

ভাবা যায় এই নারী রূপী শয়তান ঈশা ফাউন্ডেশানের অফিসে কচি কচি মানব শিশুদের বলি দেয় প্তই অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় ? চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেওয়া উচিৎ এই কুৎসিত ডাইনির ।

শত শত প্রতিভাবান মানুষ ও প্রতিভাময়ী নারীরা তাদের যোগ্য সম্মান পাননা । আর এই অখাদ্য ও অপোগন্ড বেশ্যা ক্রমাগত তুকতাক করে মানুষকে তো মারছেই , পথভ্রষ্ট করছে আর তরুণ তূর্কিদের মগজ ধোলাই করছে যে পরিশ্রমে কিছু হয়না , সততায় কিছু মেলেনা । ব্ল্যাক ম্যাজিক করো সব পাবে । এইসব অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধকার পথ মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছে আর যারা যাচ্ছে তাদের দেহ কয়কশো প্রেত চালনা করে তাদের হাড়ির খবর থেকে সমস্ত কিছু নিয়ে নিচ্ছে , নিচ্ছে অর্থ , সমৃদ্ধি এবং মনের শান্তি । এনার্জিটিক্যালি । এগুলি করা সম্ভব । তন্ত্রে অনেক কিছু করা যায় । কেবল সাধারণ মানুষ জানেনা আর তারই সুযোগ নিচ্ছে এই শয়তানের গুষ্টি ।

আমার মনে হয় রেখা মহাজন, পুণম মহাজন ও দ্রৌপদী মূর্মুকে নগ্ন করে , মাথা ন্যাড়া করে , ঘোল ঢেলে পুরো শহরে ঘোড়ানো উচিৎ এবং মানুষকে অবহিত করা উচিৎ যে এইসব সমাজের মাথায় বসা ঘৃণ্য , পাশবিক ইতরেরা কিভাবে সমাজকে লুটে

চলেছে । মারো রেখা মহাজনেক পাথর মারো , মার দ্রৌপদীকে জুতো মার মার মার মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলে দে ছুঁড়ে ! ইন্ডিয়া ওদের বাপের ?

সদগুরু বলেছে যে ও গিয়ে প্রফেট মহম্মদের সমাধিতে, মক্‌কায় মলত্যাগ করবে । ইমাম আলি ইমাম হুসেনের সমাধি নাজাফ ও কারবালায় গিয়ে ভারতের সমস্ত নারীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ট্যাম্পন ছুঁড়ে ফেলে দেবে । এত ঘৃণ্য লিডার ইতিহাসে হয়েছে কিনা সন্দেহ । আর এস এসের ত্রাস অনেক দেখেছে ভারত আর দেখবে না । হিন্দুরা উগ্রবাদে বিশ্বাসী নয় । তারা শান্তির দূত ।

আমাদের ঋষি মহাঋষিরা সবাই এটাই বলে গেছেন । রাজীব গান্ধী শান্তির কথা বলেন তাই ওনাকে জীবন দিতে হয় ।

ওনার হত্যার পেছনেও আর এস এস মানে প্রমোদ ও রেখা মহাজনের হাত আছে । বিদেশী শক্তিকে নিজেদের আত্মা বিক্রি করে এরা দুজনে রাজীব গান্ধীকে মেরেছে । ধানু নিমিত্ত মাত্র । প্রমোদ ও রেখা মহাজন পারেনা হেন কোনো কাজ নেই । এরা একটা বিরাট চক্রের সাথে যুক্ত ।

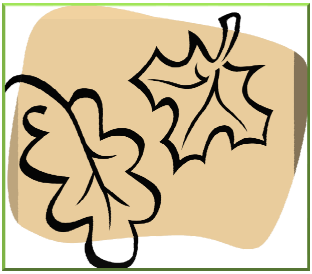

তুকতাক আজকের যুগে খুবই পপুলার । মানুষ চটজলদি সাফল্য পেতে এই আধুনিক যুগে এসব শয়তানি শক্তির হেল্প নিয়ে থাকে । আগেই বলেছি ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন , কালী ও বগলামুখীর আরাধনা এবং অ্যাফ্রিকান ভূডুইজম , কিউবান স্যান্তেরিয়া এগুলির সাহায্যে মানুষ অশুভ শক্তির আরাধনা করে সস্তায় কাজ হাসিল করে । এইভাবে ক্রমশ তারা শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ে ও নিজেরাও ধ্বংস হয় এবং নিরীহ মানুষদেরও নি:শেষ করে দেয় । এগুলি কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয় যা সায়েন্স আমাদের শেখায় । কুসংস্কার অবশ্যই । কারণ এই সংস্কার কোনো সভ্যতা বৃদ্ধি করেনা সমাজে ।

গোটা মহাজগৎ সৃষ্ট তরঙ্গ , রশ্মি , কণা ও শক্তি দিয়ে । এরই বিভিন্ন সংযোগে আমাদের দেহ, মন , আত্মা ইত্যাদির সৃষ্টি হয় ।

সবাই তো আর আইনস্টাইন , স্টিফেন হকিং ও সত্যেন বোসের মতন মগজধারী হননা তাই তারা আধ্যাত্মবাদকে মিস্টিক্যাল বলে দেন । আদতে মিস্টিক্যাল কিছুই নেই । শুধু আমাদের জানার উপায়টা সঠিক না । কারণ মন দিয়ে অত কিছু ধরা যাবে না । যার জন্য আইনস্টাইন বলে গেছেন যে হিউমান মাইন্ড ইজ নট সুইটেবেল ফর গ্রাস্পিং দা ইউনিভার্স । তাই বুঝি প্রাচীন যুগে মুণি ঋষিরা মননের হেল্প নিয়ে নয় ইন্টিউশানের সাহায্যে কাজ করতেন । তারা বুঝে যান যে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড থেকে জ্ঞান আহোরণ করতে হলে মনকে বাতিল করতে হবে । ধ্যানের মাধ্যমে কাজ করতে হবে । কারণ মন একটা সময়ের পর হাঁপিয়ে যায় । যা ভগিনী নিবেদিতাও বলে গেছেন যে ধ্যান করে বহু তথ্য ও জ্ঞান শোষণ সম্ভব যা ধী ও চিন্তার সমাবেশে কদাপি সম্ভব নয় । যদি ইন্টিউশান দিয়ে কিছু বোঝা যায় তখন নিক্তিতে মাপতে হবেনা তাতে অংক করার দরকার হবেনা আর তাই বুঝি বর্তমানে অর্থনীতিকে অংক মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । হয়ত

এরকম কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে । গুগুলে দেখে নেবেন একবার । আগে তো অর্থনীতি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স একসাথে ছিলো । কিন্তু এখন অর্থনীতি এত জটিল

হয়ে গেছে তবুও অংক ব্যাতীত একটি শাখা শুরু করা হবে কেন সেটা খতিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তাই না ?

কাশেমের কথা বেল শেষ করি । ও করেছে কি সদগুরুর সাথে কোন এক পার্টিতে দেখা হয়েছে তখন বলে এসেছে যে আমি ক্রেজি , অ্যান্ড সি হ্যাজ ফলেন হার্ড ফর মি । আমি একজনকে চেয়েছিলাম যে আমার কেয়ার করবে ও আমাকে বিশ্বাস করবে ।

একটা বাস্টার্ড যে আমার দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে দেয় তাকে গিয়ে এরকম বলাতে আমিও ওকে কয়েক হাত নিয়েছি । ও বলে যে ও তো স্পাই তাই ওরা এইভাবে শত্রুদের ট্র্যাপ করে । ওদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নানানরকম কথা বলে জিনিসটা বুঝে নেয় তারপর ছক কষে অ্যাটাক করে । কিন্তু আমার মনে এটা শেলের মতন গেঁথে গেছে ।

ও কেন বলবে ? বীর কেন বলবে ? ভগবতীর সম্পর্কে ? কেন বলবে ? আমাদের যে নল দময়ন্তীর মতন প্রেম !

আচ্ছা, গতজন্মে আমাদের কেমন দেখতে ছিলো জানতে ইচ্ছে করেনা ? আমাকে দেখতে ছিলো দক্ষিণী অভিনেত্রী ঐন্দ্রিতা রায়ের মতন আর কাশেমকে তেলেগু অভিনেতা রাম চরণ আর ভোজপুরি

অভিনেতা রবি কিশানের মিশ্রণ । ওর একটা চোখ গতজন্মেও কিঞ্চিৎ ছোট ছিলো ।

আর হ্যাঁ জানেন কি রাশিয়া অনুযোগ করে ইউক্রেন নাকি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুকতাক করছে । উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়া কিন্তু কমিউনিস্ট দেশ ।

প্রমোদ মহাজন আমাকে বলেছিলো যে ওর এইসব ক্রিমিন্যাল কাজ ব্যাতীত আর অন্যকিছু জানা নেই । লো ভাইব্রেশান ছাড়া আর কিছু শেখেনি কিন্তু ও নিজেকে শুধরাতে চায় তবে আমাকে ছাড়া পারবে না । **তবে ওর -জুনুন-যে ও নিজেকে আমার মত তৈরি করবে ।**

কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এগুলো সবই ওর আমাকে ফাঁদে ফেলার মতলব । নিয়ে গিয়ে হয়ত কুকাজে জড়িয়ে দিতো যা ওরা সবাইকে করে থাকে । ওরা আমাকে ক্রমাগত ডিমন পাঠাচ্ছে । আমি সেইসব রাক্ষসদের দেখতেও পাই আমার থার্ড আইতে । ভয়াল চেহারা তাদের । আমাকে ঘিরে ফেলেছে । কখনও মলের দূর্গন্ধ , কখনও দারুণ পচা গন্ধ অথবা আজব সব গন্ধ আমার নাকে আসে । গায়ে শিহরণ দেয় । সারা গায়ে জ্ভলন হয় । মনে হয় কেউ যেন গায়ে ছুরি

দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে । কেটে দিচ্ছে । এসব রোজ নামচা আমার । গলা টিপে ধরে । পাশে কেউ শুয়ে থাকে । নিশ্বাস চেপে ধরে । দেহের ওপরে শুয়ে থাকে । লেপের ভেতরে ঢুকে শুয়ে দুই পায়ের জংশনে হাত বুলায় । কানের পাশে বসে ইতরামো করে । নোংরা গালিগালাজ চলে । সদগুরু সবাইকে গালি দেয় । খিস্তি দেয় । বড় বড় মানুষদের কুৎসিত ভাষায় গালি দেয় । ওর নিজের শিবিরের লোক ব্যাতীত । আমার কানের পাশে কর্ণ পিশাচ বসিয়ে দেয় যাতে আমি উল্টোপাল্টা জিনিস শুনি ও সেই মতন চলি ।

কাজেই এইসব গুরুর ফাঁদে বর্তমান যুগে না পড়াই ভালো । সবথেকে ভালো হল নিজের কূলদেবতার অর্চনা করা । জপতপ করা । মনের ভেতরে উত্তর চলে আসবে । ভগবৎ গীতা পড়া । কোরান, বাইবেল পাঠ করা । এইসব বাজার চলতি গুরু মধ্যে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর , মাদার মীরা , মনিষা কৈরালার মায়ের গুরুজি পায়লট বাবা যিনি একজন এয়ার ফোর্স অফিসার ছিলেন, আমার মায়ের গুরু পদ্মশ্রী ১০০ বছরের উর্দ্ধ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ --এরা হয়ত গড রিয়েলাইজ্ড(প্রকৃত সদগুরু) নন কিন্তু সৎ পরামর্শ দেবেন কারণ এরা বদগুরু নন । প্রেত সাধনা করে আপনার দেহে ১০০/১০০০ প্রেত চালনা করে

দেবেন না । আর এরা ব্যাতীত সত্যকারের সদগুরুর কাছে চলে যান না !

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস , বিবেকানন্দ , লাহিড়ী মহাশয় , মহাবতার বাবাজী মহারাজ , পরমহংস যোগানন্দ , পাপাজী (পুঞ্জা জী) , পাপা রামদাস, রমণ মহর্ষি, গজানন মহারাজ , নিসর্দত্ত মহারাজ , রণজিৎ মহারাজ ।

তবে গড রিয়েলাইজড্ গুরু না চাইলে তাদের কাছে যাওয়া যায়না । কারণ তারা ভোগ্য বস্তু দেন না , কেড়ে নেনে । তাই ওখানে সবাই যেতে পারেনা । ভয় পায় । শুরুটা তাই একটু নিচু থেকে হতে পারে । যেমন হিমালয়ে সিধে না গিয়ে একটা টিলা থেকে শুরু করা যাক !

তাহলে অন্যরাও আছেন । তবে সদগুরু জাগ্গি ও অন্যান্য ভন্ড যারা আছে তাদের কাছে না যাওয়াই শ্রেয় । এতে হিতে বিপরীতই হবে ।

অনেক যোগীরা আছেন যাঁরা যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শন করান তারাও আপনাকে পথ দেখাবেন --- -- যেমন স্বামী শিবানন্দ, ঋষি অরবিন্দ , লোকনাথ বাবা , সাঁইবাবা (শিরডি সাঁই যিনি অবতার বা মিনি সাঁই) , রামঠাকুর ভারত সেবাশ্রম সংঘ(কর্ম) ও ইসকন্

(ভক্তি) যোগের মাধ্যমে ভগবানের নিকটে আপনাকে নিয়ে যাবে ।

ব্রহ্মকুমারী সংস্থা কিংবা আদ্যাপিঠের মন্দির ও অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম আর তারাপিঠের বামাখ্যাপার ষ্টেনহধন্যা কিন্নরী/অর্ধনারীশ্বর এক যোগিনী ভৈরবী মা এঁরা সবাই অৎ উপাসক ।

ভিন্নধর্মের মানুষেরা যেমন যীশুঠাকুরের ভক্তেরা জন মেলারের কাছে যেতে পারেন । উনি অস্ট্রেলিয়াতে আছেন । ওনার সোসাল মিডিয়া পেজ আছে । উনি স্পিরিচুয়াল হিলিং দেন । খুব কম মিনিস্ট্রি আছে জগতে যারা হিলিং দিয়ে থাকেন সৎ উপায়ে । জন মেলার তাদের মধ্যে একজন । এছাড়া এখার্ট টোল আছেন জার্মান মানুষ উনি । ক্যানাডায় থাকেন । ওনার কাছে যাননা ! কতনা বুদ্ধিস্ট মঙ্ক আছেন । জৈন তীর্থঙ্করেরা আছেন । ইমামেরা আছেন । আছেন ইহুদী রাব্বাইয়েরা । কেন তবে মিছে জাক্‌জমক প্রিয় , সেলেব্‌স্‌ ঘেরা এইসব ফালতু স্পিরিচুয়াল গুরুর পদলেহন ? যারা আসলে শয়তানের চেলা ?

নেগেটিভ এনার্জি জাগিয়ে , ডিমন/ ডেভিল নিয়ে মানুষকে উল্টেপথে, বিপথে চালিত করে নরক যন্ত্রণা ভোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ? কথায় বলে পাগল বা কুকুর কামড়ালে , পাল্টা দংশন না করে ওখান থেকে

সরে যেতে হয় । এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । কারণ এরা পাগল । নাহলে কেউ স্বেচ্ছায় জেনেশুনে শয়তানের কাছে নিজেদের আত্মা বিকায় ? সামান্য পার্থিব সুখের জন্য ?

মুখোশ কিন্তু শেষমেষ খুলেই যায় । তবুও ক্ষণিকের আরামের জন্য নিজেরাও ডোবে অন্য সরল মানুষদেরও ডোবায় । কাজেই ওপথে ভুলেও পা দিও না । আমি একবার পারিবারিক অশান্তিতে অভ্রতষ্ঠ হয়ে আমার স্বামীকে বলি যে তোমাদের পরিবারে তো এসব হয় তুকতাক তো আমরাও শত্রুদের করতে পারি । বলাবাহুল্য আমার শ্বশুরবাড়ি বাংলার প্রাচীন কালীবাড়ির মধ্যে একটা । স্বপ্নে পাওয়া কালী আছে আর পঞ্চমুন্ডির আসন আছে যাতে কেউ বসলেই মারা যায় রহস্যজনক ভাবে । আমার বর ছাড়া কেউ বাঁচেনি আজ অবধি । তো আমার বর বলে যে ওসব করতে যেও না কারণ যদি প্র্যাকটিশনার তুখোড় না হয় তাহলে শক্তি বাউন্স ব্যাক করে তোমার ঘাড়ে এসে পড়বে । কাজেই আমি তখন এসব কিছুই করিনি । আমি তো বিজ্ঞানীর বাড়ি থেকে এসেছি । এগুলো শুনেছি লোকে করে কিন্তু বিশেষ কিছু জানতাম না । কুসংস্কার ভাবতাম । আবার একজন কেমিক্যাল সায়েন্টিস্টের কথা জানি যিনি প্রথম মহিলা শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর অ্যাওয়ার্ড উইনার ও পদ্মভূষণ তিনি নিজে

চোখে দেখেছেন যে কালা জাদু কীভাবে কাজ করে । আগে বিশ্বাসী ছিলেন না । পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন ।

কাজেই আমি বরের কথায় পিছু হটি ।

পুরো মহাজগৎ যদি তরঙ্গ দিয়ে সৃষ্ট হয় তাহলে এগুলি চূড়ান্ত ঋণাত্মক তরঙ্গ । ভাবতে ক্ষতি কী ? আমার বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছে । যা দেখেছি পরে দেখি বৌদ্ধ্য ধর্ম ঠিক সেরকমই মহাজগতের রূপ বর্ণনা করে থাকে । মাঝে ঈশ্বর বা বুদ্ধা বা শিবা । আলোর একটা লিঙ্গ বা কলম । যা কনশাস্ আর তাকে ঘিরে আলোর ঢেউ । সেই ঢেউ গোলাকারে এগিয়ে আসছে লিঙ্গের দিকে ও তাতে মিশে যাচ্ছে । মিশে যাবার অর্থ হল মোক্ষ ।

তার আগে পর্যন্ত নানান ইউনিভার্স । জ্যোর্তিলিঙ্গর কাছে যত মহাবিশ্ব তত সুন্দর জীবন সেখানে , শান্তি , আনন্দ , সুখ । আর যত দূরে সেখানে তত কষ্ট । বৌদ্ধ্য স্তুপগুলি নাকি এইজাতীয় ভাবনা মনে রেখেই করা হয় ।

ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে যাওয়া মানে নরক । অর্থাৎ কম্পন এর তারতম্যের ব্যাপার । ঈশ্বর কম্পনহীন অস্তিত্ব । হাই ভাইব্রেশান মানে উন্নত অস্তিত্ব আর লো

মানে নীচু স্তরের চেতনা । নরক বাসী । জ্যোর্তির লিঙ্গ থেকে সবথেকে দূরবর্তী ইউনিভার্সটি হল নরক ।

সবাইর এই পথের পথিক হবার দরকার নেই । ভোগের জীবন যাপন করারও সমান দরকার রয়েছে । কারণ শ্রীকৃষ্ণই তো এই লীলাক্ষেত্র তৈরি করেছেন । সবাই যোগী হয়ে গেলে ঈশ্বরের এই খেলায় কারাই বা আর অংশ নেবেন ?

কাজেই গায়ের জোরে কাউকে আধ্যাত্মিক করা সাজে না । যার যখন সময় হয় ঠিক তখনই তার দুয়ারে এসে কড়া নাড়ে তার গুরু । মানুষ গুরু খোঁজেনা , গুরু শিষ্যকে খুঁজে বার করেন । যেমন অমিতাভ বচ্চেন্র গুরু ওনার জন্য হিমালয়ে অপেক্ষা করছেন । উনি অদ্বৈতবাদী কোনো গুরুর কাছে দীক্ষিত হবেন । বুদ্ধদেব বলে গেছেন যে ভালো কাজ করো ও সৎ এবং শুদ্ধ জীবন যাপন করো তাহলেই সুন্দর ভবিষ্যৎ হবে ।

কারণ কর্মা ইজ আ বিচ্। সবাই তোমাকে ত্যাগ করলেও কর্ম তোমাকে ছাড়বে না ।

আলো বা জ্যোতি একটাই । নাম ভিন্ন । পথ ভিন্ন ।

হিন্দু ধর্মে স্মার্ত রীতি মেনে যারা অর্চনা করে তাদের মধ্যে সূর্যকে আরাধ্য দেবতা মেনে পুজো করা হয় ও তপস্যা করা হয় । নাস্তিকেরা সূর্যকে

সৃষ্টির উৎস মনে করে অর্চনা করতে পারেন । ফল পাবেন । মনে উত্তর পাবেন , বুকে বল পাবেন ও মনে সব ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে । আর ঈশ্বরকে দেখা যায়না বলে মানিনা এই ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কারণ সূর্য ছাড়া জীবন এই জগতে ব্যর্থ ।

যেকোনো সাধনার মূল মন্ত্র হল সারেন্ডার । একটি হায়ার পাওয়ারের কাছে নিজের চিত্তকে সমর্পণ করা । নিজের থেকে তখন কাজ হবে । অত্যাশ্চর্য ব্যাপার । দেখলে চমকে যায় মন । কিন্তু হবে । সব মনস্কামনা মিটে যাবে পর পর ।

মনে শান্তি আসবে । তবে কারো ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে বা চাইলে সেটা পূরণ হবেনা বরং সেই ইচ্ছে সরে গিয়ে মনে একটা শীতল ভাব প্রবেশ করবে ।

ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলে কি হয় তার দুটি উদাহরণ আমি দিলাম । যেমন আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারী ক্লিনটন তো হেরে গিয়েছিলেন , তাই রুষ্ট হন মনে মনে । কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার বন্ধু । তবে হিলারি কৈশোর থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে এত অবিচার দেখে এসেছেন যে খুব দু:খ পান যে শুধুমাত্র মেয়ে বলে সমাজে এত বিভেদ কেন সইবে নারীরা ? কিন্তু একা তো কিছু বদলানো যায়না । শেষে যখন হেরে যান তখন খুব আহত হন । তাহলে কি কোনো আশাই নেই ?

তখন কিছু বান্ধবী ওনাকে সিক্রেট সোসাইটির কাছে নিয়ে যায় । সেই তুকতাক !!

তাতে উনি রাগ ও ঘৃণা বশত: একজন আহত মানুষ হিসেবে, শত্রু রূপে যাদের চিহ্নিত করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপও নিয়ে ফেলেন । কিন্তু পরে যখন জানতে পারেন যে এগুলো সঠিক পথ নয় এতে ওনার পরিবার ও বংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তখন আত্মসমর্পণ করে ভগবানের কাছে যার ফলে ঈশ্বর ওনার সমস্ত গোপন মনবাসনা পূরণ করবেন বলে ওনাকে কথা দিয়েছেন । ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ঈশ্বর বলেছেন যে আমেরিকার অহেতুক যুদ্ধ থামিয়ে দিতে তাহলে ভগবান ওনাকেও খুশি করে দেবেন ----------

কারণ , এইক্ষেত্রে **যিসাস্ মোগাম্বো খুশ্ হুয়া !**

ডার্ক ওয়েব কে আবিষ্কার করেছে ?

বলুন দেখি ?

পারলেন না তো !

বিল গেট্স্ ।

কিন্তু কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে নয় ।

উনি চেয়েছিলেন সাধারণ ওয়েবটিকে পরিচ্ছন রাখতে । যাতে পর্ণোগ্রাফি ও জুয়া ইত্যাদি সাধারণ মানুষ ও কিশোরদের বিরক্ত না করে । কিন্তু ক্রিমিন্যালরা ঢুকে পড়ে যথারীতি এই ওয়েব সিস্টেমকে একটি ক্রাইম পোর্টাল বানিয়ে ফেলেছে । এখন বেচারী গেটস্ সাহেবকে সবাই দুষছে ! আজকাল লোকের ভালো করতে গেলেও বেজায় মুস্কিল ।

খাল কেটে কুমির এনেছেন বিল !

ইলন মাস্ক যে মহাকাশে থাকার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তা কি বাস্তবে সম্ভব ?

দেখো বিজ্ঞান অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু আমরা এই জগতে থাকার জন্য জন্মেছি । আর এটা খুব সুন্দর । এখানে না থেকে অন্য গ্রহে চলে যাবার মতন তেমন কিছু কি হয়েছে ? এই জগতের কত কিছুই তো আমরা জানিনা !

আর ওখানে গিয়ে যদি দেখি ওটা আরো ভয়াল ? তাহলে ? তার চেয়ে এখাককার লোকজনেদের নিয়ে মিলেমিশে থাকাটা বেশি সেন্সিবেল মনে হয় । ওখানে কিকং ও ডাইনো থাকতেও পারে !

ইলনের ঘেঁটি ঘুরিয়ে দিলো ! কে জানে ?

তাই এ-আই কে সীমারেখায় বেঁধে রেখে, জ্যান্ত মানুষের কারবার করা ও এই সবুজ গ্রহেই বাসা বাঁধার কথা বুঝি ওনাকে মহাজাগতিক কোনো পাখি শুনিয়েছে । সেই হলুদ পাখির কথা শুনে ইলন , জামরুল গাছের ডালে বসে এই উইক এন্ডে সারাটাদিন কেবল আতা খেয়েছে ।

ইলনকে ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছেন যে উনি সর্বকর্মা হলেও একজন নশ্বর মানব বৈ নন ।

একদিন ওনার এই দেহ চলে যাবে । তখন ওনাকে পিতৃলোকে চলে যেতে হবে বায়বীয় দেহ নিয়ে । সেটা

মঙ্গল হতে পারে আবার নাও হতে পারে । তখন দেখবেন মার্স ইজ অলরেডি কলোনাইজড্ !

কাজে কাজেই অবিনশ্বর হওয়া সুক্ষ্ম দেহ নিয়েই সম্ভব , স্থুল দেহ নিয়ে কদাপি নয় ।

উত্তর কোরিয়া , সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ যারা ভীষণ ভাবে হিউমান রাইটস্ অ্যাবিউজ করে তাদের এবার সর্বনাশ হবে । এটা যেন ঈশ্বরের পরীক্ষার ফল দেবার সময় । সৌদি আরবে ডেমোক্রেসি আসবে । রাজতন্ত্র চলে যাবে । ওখানে ওসামা বিন লাদেন যিনি জীবিত আছেন তিনি শাসক হবেন । উনি একজন ধনী পরিবারের সন্তান এবং বলাবাহুল্য সৎ ও সাহসী মানুষ । উনি নেতাজী সুভাষ বোসের মতন বিপ্লবী , সন্ত্রাসবাদী নন । নেতাজীকে বৃটিশগণ সন্ত্রাসবাদী বলতো । কেউ বললেই আর মিডিয়া লিখলেই তো আর কেউ টেররিস্ট হবে না । সেতো রেখা মহাজনের মতন রাস্তার বিষ্ঠাভূক শূকরও আমাকে কত গালমন্দ করেছে তাতে কি আমি তাই হলাম ?

এদের কথা শুনতে গেলে তো দুনিয়ায় শয়তান রাজ শুরু করতে হয় ! এদের চাবকে সিধে করে মাটিরে নিচে পুঁতে ফেলতে হয় । এরা কমন শিক্ষিত মানুষদের বোকা মনে করে । তাই জিনিসগুলোকে বিকৃত করে দেখায় । এদের মুখোশ খুলে দিলে সব

পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে । সন্ত্রাসবাদী হল রেখা, রাহুল, প্রমোদ , বেবী পেঙ্গুইন , রাজ থাক্করে, আয়াতোল্লা ও তার চামচারা-- এরা । এদের মতন শয়তানের বংশকে ধবংস না করলে সন্ত্রাসবাদ কমবে না বংশ বাড়বে । কারণ টেররিজম্ ইজ আ বিজনেস ।

টেররিস্ট্ অ্যাটাকে মারা যায় সাধারণ মানুষ । এদের আত্মীয় বন্ধুরা নয় । তারা আগে থেকেই কেটে পড়ে খবর পেয়ে । পোড়া , জ্বলন্ত , বীভৎস দেহগুলো নিয়ে যখন মায়েরা কাঁদে তখন সদগুরু ও রেখা নগ্ন হয়ে জিগোলোকে নিয়ে সমকামিতার দুধপুকুরে অবগাহন করে ।

নিজ হেলিক্পটারে করে সুইস্ ব্যাঙ্কের দিকে ধাবিত হয় । মাঝে রিফুয়েল করে নিয়ে আবার , আবার , আবার , সুন্দরী গণিকা ও মিস্ ওয়ার্ল্ড এর নগ্ন দেহে হাত বুলাতে বুলাতে সদগুরুর অন্য এক মোক্ষ লাভ হয় তখন ।

এরা এখন এক্সপোজড্ হয়ে আমাকে কেসে ফাঁসাবার তালে আছে যাতে ওদেরকে কেউ ইন্টার্ভিউ করলে ওরা কোনো তথ্য দিতে বাধিত না হয় , বলবে কোর্টে কেস আছে তাই মুখ খুলবো না । এমন বদমাইশ এরা । সদগুরু আমার ঘাড়ে ওর সমস্ত পাপ চাপাতে চাইছিলো নানান তুকতাক করে । আমার ফল্স বার্থ

সার্টিফিকেট বানিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে আমি ওদের সন্তান । অবৈধ সন্তান । এইভাবে আমার ৭০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের সম্পত্তি হাতাতে ইচ্ছুক এই দুরাত্মাগণ । কিন্তু পেছনে রমণ মহর্ষি আর পাশে কাশেম সোলেইমানির মত দূর্ধষ স্পাই । আমাকে ঠকাবে কে ?

কাশেম যখন প্রথম আসে তখন আমি সেই দেবদাস সিনেমার মতন খালি পায়ে ছুটে যাই ওর দিকে , ঠিক যেমন পার্বতী ছুটে গিয়েছিলো ! দেবদা করে ।

কাশেম কাশেম করে।।

আমরা গতজন্মে কৈশোরে বিয়ে করি, ঈশ্বরকে সাক্ষী করে । সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীর মতন । বাপ্পাদিত্য আর শোলাঙ্কি রাজকুমারী , মনে পড়ে ?

তাই বুঝি ছোট থেকেই আমার রবীন্দ্রনাথের মনে হয় সেই কবিতাটি পড়লেই কেমন বুকের ভেতরে হাহাকার করতো । খুব রিলেট করতাম ঐ কবিতার সাথে । ভাবা যায় ? প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স যুগে এক ধার্মিক হিন্দু রাজপরিবারের রাজকন্যে বিয়ে করছে ফুলের মালাবদল করে , চাঁদভাসি রাতে এক মুসলিম সাধারণ কিশোরকে ?

ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবার খুব আধুনিক চিন্তাধারায় লালিত পালিত হতো । যদিও নিজেদের পদ্মনাভদাস বলতো তারা । দলিত ও অচ্ছ্যুৎ দের ওদের অনেক কাজ আছে সেই সমাজে ও আমার বাবা অর্থাৎ রাজা বলে যে যদি জানতেন আমি মা হতে চলেছি তাহলে সেই সময় কাশেমের সাথেই আমার বিয়ে দিয়ে দিতেন । অর্থাৎ একজন মুসলিমের সাথে । সেতো আকবর, যোধা বাঈকে বিয়ে করেছিলেন । কিন্তু আমিও যোধাবাঈ নই আর কাশেমও আকবর ছিলোনা ।

আমি মারা যাবার সময় থিরুভান্নামালাইতে ছিলাম । তখন কাশেম আমার সাথে দেখা করে ।ও জানতে পারে যে মেয়েটা ওরই । সেইসময় আমি ওকে বলি যে আমার সাথে সারাটা জীবন কেউ সততা করেনি ও ব্যাতীত । কারণ ও আর বিয়ে করেনি । আমি আরও বলি যে আত্মা কি দিয়ে তৈরি আমি জানিনা । তবে যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন আমার আর ওর আত্মা একই বস্তু দিয়ে তৈরি । এবং আজ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আত্মা শুধু একই বস্তু দিয়ে তৈরি নয় আমাদের আত্মা একটাই । দেহ দুটি । মন দুটি ।

আমরা একজন আরেকজনকে মিরর্ করি । অনুভব করতে পারি । দু:খ কষ্ট বেদনা বুঝতে পারি । ঠিক যমজ সন্তানের মতন ।

সেই অরুণাচল পাহাড়ে যে গুহ নমঃ শিবায় গুহা আছে , তামিল নাড়ু রাজ্যে সেখানে ভগবান রমণ মহর্ষি থাকতেন অনেকদিন অবধি । পড়ে সরকার ওনাকে বলেন ঐ গুহা ছেড়ে দিতে নয়ত ভাড়া দিতে । উনি বলেন যে আমি সন্ন্যাসী মানুষ কোথা থেকে আর ভাড়া দেবো ? তারপর মনে হয় উনি সেই গুহা ত্যাগ করেন । অর্থাৎ ভগবান আমাদের গুহায় ছিলেন একসময় । মহর্ষিকে আমরা ভক্তরা ভগবান বলে ডাকি । মহর্ষি কাউকে শিষ্য বলতেন না । সবাই ভক্ত । আর কেউ ভগবান বললে বেজায় চটে যেতেন । বলতেন , এই দেখো আমি তোমার মতন এক রক্ত মাংসের মানুষ । আমাকে ভগবান বলছো কেন ?

কিন্তু ভবী কি তাতে ভোলে ?

খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে

ভাঙিছো গড়িছো ---- তব পুতুল খেলা ।

আমার মনে হয় সেই ভাড়াই ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন ৭০০ মিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে । কারণ ঈশ্বর কারো কাছে ঋণী থাকেন না ।

সেই জন্যেই ধনী হবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল মুক্ত হস্তে দান করা। দুনিয়ার যত ধনী মানুষ আছেন তারা যদি সৎ হয়ে থাকেন তাহলে জানবেন তারা অত্যন্ত দানশীল। আপনি জানতে পেরে থাকেন অথবা না। কৃপণেরা ও স্বার্থপরেরা কদাচ ধনী হতে পারেনা কর্ম অনুসারে। এখন হ্যাঁ তুকতাক করলে অবশ্যি অন্য কথা।

এই রেখা মহাজনের তুকতাকের কারণে আমার স্বামীর তো ৫ বছর অস্ট্রেলিয়াতে কোনো চাকরি ছিলো না। একের পর এক চাকরি চলে যাচ্ছে অথচ ওর এত দক্ষতা ও কাজে সুনাম। সিমেন্সে ও চিফ্ আর্কিটেক্ট ও হেড্ অফ্ কম্পিউটার আর্কিটেকচার ছিলো। তখন আমার সম্বল গহনা বিক্রি করে চলেছে। কিছু জমানো টাকা ছিলো। আর এখানে এসে ৬ মাসের মধ্যে একটা মোটামুটি বাগান সমেৎ বড় থ্রি বেডরুম বাড়ি কিনি মেলবোর্নে ।সেটা ছিলো। সব বেচে দিতে হয়। ক্যানবেরায় চলে আসি নতুন কাজের সন্ধানে। ক্যানবেরায় কস্ট অফ লিভিং ভীষহ হাই। তার ভেতরে ধার করে চলে আত্মীয়দের কাছে। বন্ধুদের কাছে। তবু হিম্মৎ না হেরে থেকে যাই এখানেই। একদম সিটিজেনশিপ্ নিয়ে তবে ছাড়ি ।তার মধ্যে আমার ৪ খানা মেজার অপারেশান হয়। প্রতিবার এলাহি টিউমারের ব্যাপার। সার্জারি কিছু প্রাইভেট

হেল্‌থ দিয়ে করা । একটা মনে হয় সরকারি থেকে করানো । তাদের জন্যেও এলাহি খরচ । আমাকে হত্যা করতে প্রমোদ ও রেখা মহাজন একটা স্টোনও আনটার্ণড্‌ রাখেনি ।

তখনও মহর্ষিই বাঁচান আমাদের নাহলে হোমলেস্‌ হয়ে যেতাম ।

আমার শ্বশুরবাড়িতেও তুকতাকের ইতিহাস আছে । সব জমিদার রাজাদেরই এগুলি শেখানো হতো মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য । কিন্তু কেউ কেউ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে সীমারেখা পেরিয়ে যেতো । ছোটখাটো টোটকা এটা ওটা, একে তাকে বশীকরণ তো অনেকেই শুনেছে কিন্তু যখন ক্ষতির পর্যায় চলে যায়- মারণ উচাটন শুরু হয় তখনই বিরম্বনা আরম্ভ হয় ।

আমার বরের পৈত্রিক বাসার ওখানে পিপ্‌লা নামক একটি গ্রাম আছে ওখানে সারাটাদিন তান্ত্রিকরা বসে লোকের ক্ষতি করে । আনন্দবাজারে নাকি একবার এটা নিয়ে লেখাও হয় ।

আমার শ্বশুরমশাইকে তুকতাক করে জমির জন্য । ওনার একটা দিক প্যারালাইজড্‌ হয়ে যায় ।

আরো অনেকে আছেন যারা এই তুকতাকের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । একজন দাদা আছেন উনি সারা বিশ্ব ঘুরেছেন কাজের খাতিরে । উনি পৈত্রিক বাসায় গেলেই রক্ত শুন্য হয়ে যান তাই আর আজকাল যাননা । দিল্লীবাসী ।

আমার শ্বশুরমশাই শৈশবে মাতৃহীন হন । সৎ দিদি নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেন । পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসামে যান । ওখানে এক ব্যাক্তি বাড়ি থেকে এয়ার ফোর্সের পরীক্ষা দিয়ে ফোর্সে ঢোকেন আর পরে অফিসার হন । তবে প্লেন সারাতেন । আমার বর তাই মিগ বিমান ফিমানে চড়েছে ।

কাজে খুব নাম ছিলো ওনার । অন্য এয়ারফোর্স স্টেশান থেকে ডেকে নিয়ে যেতো ওনাকে । কিন্তু প্যারালিসিস্ ওনার কেরিয়ারে ক্ষতি করে দেয় ।

মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু হতশ্রী মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি । তায় তুকতাকের গপ্পো ফেঁদে বসতেন বলে লোকে পালিয়ে যেতো । পরে আমার স্বামী তো এই বোনের বিয়ে দেয় ।

সেও তো জানলাম যে শাশুড়ি ডার্ক ম্যাজিকের সাহায্য নেন ।

মেয়েটি এসকেপিস্ট । লেখাপড়ায় লবডঙ্কা । কোনো সেল্ফ এসটিম নেই । ক্রুরলোচনা । কুটিল । চেহারা কিছুদিন তারপর স্বভাব । কিন্তু এর স্বভাব বড় বাজে । শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে । নিজ দাদার বৌয়ের সাথে এমন ঝামেলা করে যে দাদা অবিবাহিত মেয়েকে রাস্তায় বার করে দেয় । কিন্তু কোনো শিক্ষা হয়না । আবার আমার বিয়ের সময় একই জিনিস রিপিট করে । আমাকে লগ্ন ভ্রষ্টা করার ফন্দী আঁটে ।বিয়ের পর থেকে দেখছি এর উদ্দেশ্য হল আমার পতিদেবকে দুইয়ে নেওয়া । পতিদেব দিদি বলতে অজ্ঞান । বোঝেনা যে মাথায় হাত বোলাচ্ছে ।

বার বার পোয়াতি হয় । আনপ্রোটেকটেড সেক্স করে আর পোয়াতি হলে বাচ্চা মেরে ফেলে । কারণ মেয়ে চায় না । আর ভারতে সেক্স চেক এগুলি বেআইনি । তাই সেক্স চেক করতে গুপ্ত স্থানে যায় সেখানে ৪০০০০/৪৫০০০ টাকা লাগে আর তা জোর করে দাবী করে আমার বরের থেকে । এরকম নানান অজুহাতে মহিলাটি আমার স্বামীকে হেনস্তা করতো । বিয়ের কিছুদিন পরে বাড়ি চলে আসে । রাজনন্দিনীকে কেউ বকেছে !

এমন বিয়ে দিয়েছে যে না দিলেই ভালো হতো ।

আমি বলি যে একটা মেয়ের বিয়ে হওয়া কত কঠিন , বাবা পারেনি , দাদা বলে একে যেখানে বিয়ে দেওয়া হবে সেখানে ঠকানো হবে তাই আমি বিয়ে দেবোনা । আর আমার ভালোমানুষ বর এর অনেক কষ্ট করে বিয়ে দিয়েছে আর এখন আমার স্বামীকে গালিগালাজ দিচ্ছে ।

বিভিন্ন কোর্সে ভর্ত্তি করতো সেগুলো শেষ করতো না । কয়েকদিন গিয়ে বন্ধ করে দিতো । অথচ তার চাই একদম এ ক্লাস লাইফ । শাহরুখ খানের মতন বর , সবকিছু টিপটপ আবার ভাইয়ের বৌয়েরাও হবে পরী মানে কন্ট্রোল ফ্রিক্ স্লথ একটি ! শেষকালে এই ফ্রাস্টো মহিলা ফোন করে বলতো যে ওর ছোট ভাইয়ের বন্ধুরা ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো যে ভাই ওর থেকে ৫টি বছরের ছোট । এমন বত্তমিজ মেয়েটি ! আমার অবসাদ শুরু হয়ে যায় এই মহিলাটির কারণে । আর আমার ভালোমানুষ বর ওকে ছাড়বে না । দিদি বলতে অজ্ঞান । বলেও ফেলেছে যে আমার মা ও দিদিই আমার সব । তুমি কেউ না । তোমার সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই ।

বিয়ের ১৫ বছর পরে বলছে ।

এটা কি বিয়ে তাহলে ?

অবশ্যি বিয়েই তো শুরু হয় একটা ফাঁকি দিয়ে ।

তাই না ? আসলে ও বোঝেনি আমি ওকেই প্রটেক্ট করতে চেয়েছি ওর দুরাত্মা বোনের থেকে ।

এদিকে একজন গুরুর কাছে দীক্ষিত । নাম নিগমানন্দ সরস্বতী । ব্যারাকপুরে আশ্রম । সবসময় মুখে ঠাকুরের নাম ।

জয় গুরু মন্ত্র চিঠির ওপরে । প্রতিটা পাতায় ।

কিন্তু গুরু থাকেন কাজে কর্মে চিন্তা ভাবনাতে । মনটাকে শুদ্ধ করতে হয় , স্বচ্ছ করতে হয় ।

মুখে জয় গুরু আর সদগুরু বললে কিচ্ছুটি এসে যায়না তা আধুনিক ভারত বহু দেখেছে গত কয়েক বছরে । রাম রহিম , নিত্যানন্দ , আশারাম বাপু আরো কতনা নকল মহারাজের ভীড় !

আমার যত বই আমি লিখেছি তার মধ্যে মনে হয় ৭০ শতাংশ বই আমি অসম্ভব অবসাদ গ্রস্ত অবস্থায় লিখেছে । লিখতে বসলে আমি অন্য মানুষ । কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা ছিলো যে আমি নিজেকে অনুভব করতে পারতাম না যে আমি জীবিত না মৃত ।

মনে হতো গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে দেখি আমি বেঁচে আছি কিনা ।

এর প্রধান কারণ হল প্রমোদ , রেখা মহাজন ও আমার হতশ্রী , বজ্জাত , ক্রুকেড , ঈর্ষাকাতর ননদিনী ।

<u>এবং বলাবাহুল্য যে এর কারণ মহর্ষির একান্ত কৃপা ।</u>

নাহলে আমার মা/বাবাও তো আমাকে কোনোদিন গুরুত্ত্ব দেয়নি । সম্পত্তির ভাগ আমাকে দেয়নি । কোটিপতি ছিলো । আমাকে একটা টাকাও না দিয়ে আমার ছোটমাসী ও তার কন্যাকে অনেক টাকা লাখে লাখে দিয়ে গেছে । অথচ আমার স্বামী আমার মাকে অনেক হেল্প করেছে যখন ওনার ছেলেরা অস্ট্রেলিয়া চলে আসে পড়তে ।

বাসায় দেখতাম ভাইদের নামে প্রপার্টি কেনা হতো আমার নামে কানাকড়িও কেনা হতো না । বাবা বলতো আমাকে রিক্শাওয়ালার সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না যার জন্য আমার স্বামী ওদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায়না । আমার পতিদেবেরো দোষ আছে । তবে এদের থেকে ভালো ব্যবহার করেছে আমার সাথে । ও এমনি ভালো মানুষ

কিন্তু একটু বোকা । আজকালকার দিনে এমন বোকা লোক চলে না ।আর অসুস্থ । এই আরকি ।

মহর্ষির শিষ্য । উনিই দেখবেন । উনিই আমাদের পরিচয় করান এবার ওর আরেক বৌ আসবে যে অস্ট্রেলিয়ান । তার দুই পুত্র আছে ।সেও মহর্ষির শিষ্যা । সেই বাকি জীবনতরী ওর চালিয়ে নিয়ে যাবে ।

ঈশ্বর তাহলে সত্যি আছে ? নাহলে আমার জীবনে এইসব ম্যাজিক হয় কীকরে ?

ওনে পড়ে কোডাইকানাল যাবার আগের রাতে বাংলালাইভ এর সন্ধান পাই কম্পিউটারের মাধ্যমে । দেখি সবাই বাংলায় আড্ডা মারছে । আমিও লিখি কারণ আইভি চ্যাটার্জ্জীর চালিয়াতি । এত চালিয়াতি করছে জামশেদপুর থেকে যে না লিখে পারিনা । ভাবি কিশোরী । কিন্তু পরে দেখি একজন কিশোরীর মা ও ব্যাঙ্কে কর্মরত , এম এস সি পাশ মহিলা ! বরাবরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে । কমিউনিস্ট ।

কথায় বুঝি যে নার্সিসিস্ট ।

পরে বন্ধুত্ব হয় । আমাকে বলে যে তোমার হাতটা আমার মেয়ের মাথায় রেখো ।কারণ আমি রমণ মহর্ষি সম্পর্কে বাংলালাইভে লিখে কমিউনিস্ট মহলের চক্ষু:শূল হই । আমার লেখা ওখানে ব্যান করে দেওয়া

হয় । অথচ আমি যখন ওখানে লিখতাম তখন আমার লেখা ব্যাতীত অন্য কারো লেখা কেউ পড়তো কিনা সন্দেহ !

পরে আইভি ওখানে মক্ষীরাণী হয়ে ওঠে ওর র‍্যাশেনাল উত্তরের জন্য ।

নব্য যুগের বিজ্ঞান ও লজিকে শিক্ষিতা উনি ।

পুঁথিগত বিদ্যাই সম্বল । না মানুষের সাথে মিশতে পারে না আছে স্টিভ জবসের মতন তীক্ষ্ণ মনন !

বইতে যে যা লিখছে আইভির ঈশ্বর ও ধর্ম হল তা । কারণ আইভি কূপমন্ডুক ।

রমণ মহর্ষির আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিই আমি তাকে । তার বোর্ডে ফার্স্ট হবার মতন মেয়ে যে নাকি ব্যাঙ্গালোরে ক্যাপিটেশান ফিজ্ দিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভর্ত্তি হয় তা মহর্ষির কৃপায় হয় বলে আমার ধারণা কারণ মেয়েটির নাকি সহজে কিছু হতনা । শনির দৃষ্টি আছে বোঝাই যায় ।

এরপরেই সে আবার ঈশ্বরের অ্যায়সি কি ত্যায়সি করা শুরু করে বেঙ্গলি ফোরামে এবং এখানেই থামে না আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেগুলো পড়ার অনুরোধ করে । কমিউনিস্ট অথচ একজন বিশেষভাবে সক্ষম

মহিলাকে নিয়ে গসিপে মাতে এবং সেগুলি বাজারে চাউড় করাতে ব্রতী হয় গল্পের নাম করে । নো এমপ্যাথি । বলে যে সে জীবিত থাকতে আমি এগুলি নিয়ে লিখতে অক্ষম ।

এইজন্যে আইভি এখন বাইপোলারে আক্রান্ত ।

লুকিয়ে হার্বাল ওষুধ কিনে খায় । কারণ টেলকোর অফিসার কলোনিতে জানাজানি হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই যে পাগল হয়ে গেছে দিদিমণি ! মুখে কমিউনিজমের বুলি অথচ গায়ত্রী গামার্শ পুরস্কার যা কিনা কালীমন্দিরের একটি অ্যাওয়ার্ড তা নিতে ওর এথিকসে আটকায় না । দুমুখো সাপ ! অথচ রামচন্দ্র গুহর আর্টিকেল অনুবাদে অসুবিধে ! *ওনার কথার সাথে একমত নই ?*

লেখার কানাকড়ি যোগ্যতা নেই আগেই পারিপার্শ্বিক সব শিখে নিচ্ছি তাইনা ?

আগে লিখতে শিখুন । আপনি লেখেন ? না বমন করেন ?

আর আপনার গায়ত্রী গামার্শ বন্ধুদের বলবেন আমার নতুন বই বার হলে একটি করে আমার বইতে একতারা না বাজাতে তাহলে পরিণাম আপনার মতন -

- বাই পোলার নাহলেও স্কিজোফ্রেনিয়া ? কে বলতে পারে ?

নিজের ছোট্ট গন্ডীতে থাকুন । নিজের মতন থাকুন । টাটাবাবার হুটারে জীবন শুরু হয় আর শেষ হয় তাই হোক্ । এত নোলা কেন ? আপনার বাবা অর্ফ্যান ছিলো না ? একজন্মেই থপ্ খাবো ?

আপনার বাবা রমেশ চ্যাটার্জ্জী তো সেল্ফ মেড মানুষ ছিলেন । চিকিৎসক , প্যাথোলজিস্ট , টাটা হস্পিট্যালের জন্য অনেক কিছু করেছেন । আর আপনি কি করেছেন ? এত যত্নে থেকে কেবল একটা গোদা ব্যাঙ্ক অফিসার তাও বিহারে কত টাকা ঘুঁষ দিয়েছেন ? সেল্ফ অ্যানালিসিস্ করুন । বাংলালাইভে বসে চালিয়াতি করা উন্মাদিনী ।

আই স্ট্রংলি রিফিউজ টু সি ইউ রিসিভিং দা অ্যাওয়ার্ড ইন্সটেড্ অফ আস্ দা রিয়েল অনেস্ট অ্যান্ড কেপেবেল ওয়ান্স- ।

মহাশ্বেতা দেবী , ইন্দিরা গান্ধী , কিরণ বেদী সব হবো ? নিজের সামনে আয়না ধরুন দেখি ! মুরোদ আছে ? নাহলে জয় গোস্বামীর মতন ধূলোবালি জীবন কাটান পাগলী !!

জ্যোতি বসু আমার দাদুকে বলেছিলেন যে দেশে যদি হর্ষবর্দ্ধনের মতন রাজারা থাকতো তাহলে কমিউনিস্টের কিইবা প্রয়োজন হতো ?

গডের থেকে বড় কমিউনিস্ট কেউ নেই । ওনার কাছে সবাই সমান । গার্গী , আইভি বা পথের ভিখারী । ঈশ্বর আপনাকে তৈরি করেছেন । আপনি ঈশ্বরকে বানাননি লালবাবা জর্দারা ।

তন্ত্র অনেক কিছুই পারে । মৃত মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে আবার বশীকরণ করে মানুষের উপকার বা ক্ষতিও করতে পারে । কিন্তু সত্যকারের তন্ত্রের উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত সাধনার মতন **আই অ্যাম দ্যাট** কে জানা ।

সেই সচ্চিদানন্দকে জানা ও বোঝা । এবং নিজের স্বরূপকে স্পর্শ করা । কিন্তু কিছু সুযোগসন্ধানী

এর অপব্যবহারের ফলে তন্ত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করে একে পচা আমের ঝুড়িতে ফেলে দেয় ।

আমি তো সারাটা জীবনই কালাজাদুর শিকার হয়েছি কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় । রেখা মহাজন ও প্রমোদ মহাজন

যাই ভাবুক আমার ক্ষেত্রে আমাকে শ্মশানে না গিয়ে সংসারে বসেই তন্ত্র সাধনাটা করিয়ে দিয়েছেন মহর্ষি । ওরা ভেবেছে আমার ক্ষতি করছে আদতে আমার ততক্ষণে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে গেছে । পিশাচ ঘিরে ধরায় আমার ডিপ্রেশান হয় । আমি অ্যান্টাই ডিপ্রেশেন্ট খেয়েও সুস্থ হইনা । বাজারের সব ট্রাই করা হয়ে যায় । কিন্তু বই লিখে যাই পরপর । কারণ ওরা যাই ভাবুক আদতে আমি তো তখন প্রেত সাধনারত । রমণ মহর্ষির কড়া নজর আমার ওপরে ।

মহর্ষি ইজ নোন ফর মাইক্রো ম্যানেজিং হিজ ডিভোটিজ্ ।

এখন আইভি দেখবে যে আমার হিস্টেরেক্টমি হয়ে গেলেও আমার নর্মাল ভাবে বাচ্চা হবে । ৫৪ বছর বয়সে ।

সঞ্জয় গান্ধী জন্মাবে আমার সন্তান হয়ে । আমার চেহারা বদলে যুবতীর মতন হবে । যা বীরকাশেমের হয়েই গেছে । ওকে ৬৩ বছরের মনে হয়না , মনে হয় যুবক । আর সেসব হয়েছে ন্যাচেরালি । ওকে দেখলে তরুণ ইরানি মনে হয় । তুর্কি নয় ।

তাহলে কলকাতার এক বিবাহিতা ৫৪ বছরের মহিলাকে যে আইভির মতন বিখ্যাত লেখিকা নয় আর গায়ের রং কালো , কোনোদিন ক্লাসে ফার্স্ট হয়নি তাকে বাবা ও মা স্নেহ করেনি তাকে বিয়ে করতে আসছে ইরানে ক্রাউন প্রিন্স । এক বিলিওনেয়ার । জেফ্ বেজোজের বন্ধু ।

একে আইভি কি বলবে ?

ঈশ্বরের চক্রান্ত ?? নাকি নিও নাৎসি ?

এত কিছু লিখছি আমার ভয় করছে না ?

ওয়েল গড হায়ার্ড মি , হুজ গোনা ফায়ার মি ?

(মাজি তোর থেকে ঝেড়ে দিলাম)

এবার কিছু তথ্য দিয়ে শেষ করি ।

কুস দিলি হল পাখিদের ভাষা যা তুর্কিয়ের উত্তর দিকে চাষীরা ব্যবহার করে । এরা দূর্গম পর্বতে বসবাস করে । বহুদিন আগে তো ফোন ছিলো না । তখন থেকে এরা শিস্ দিয়ে এইভাবে কথা বলে । চিকন ও মোটা আঙুল দিয়ে এই শব্দকে কম বেশি করে নানান স্বর বার করে যোগাযোগ করা হয় অন্যান্য পর্বতের মানুষের সাথে ।১ কিলোমিটার অবধি শোনা যায় পরে অন্যরা সেটা নকল করে মেসেজ পৌঁছে দেয় । বিয়ে, শ্রাদ্ধ , অন্নপ্রাশনের আমন্ত্রণ , ফসল তোলার আহ্বান ,

নানান প্রচার ও চায়ের আমন্ত্রণ ইত্যাদি সবই এইভাবে করা হয় । ৩০০ বছর ধরে তারা এমনভাবে কথা বলছে । ইথিওপিয়াতে নাকি মানুষ ছিলো যারা বাদুরের মতন আওয়াজ করে কমিউনিকেট করতো । আমার কাঠবুড়ো বই এরকম জিনিস লিখেছি ।

আর জানা আছে কি আমরা বাঙালিরা কেবল নই অথবা বাংলাদেশীরা শুধু নই বাংলা ভাষার জন্য অন্য একটি দেশও বিখ্যাত । সেটা হল সিয়েরা লিওনি , পশ্চিম অ্যাফ্রিকার দেশ একটি । এখানে বাংলাদেশী সৈনিকেরা ছিলেন ইউ এন এর শান্তিদূত হয়ে । তাদের অবদানকে স্মরণে রাখতে এইদেশের একটি অফিসিয়াল ভাষা হল বাংলা ।

কি?একটু গর্ববোধ হচ্ছে ?নয়কি?নাকি টিপিক্যাল উন্নাসিক কোনো পাড়ার বাপ্পাদার মতন - ধূস্ শেষমেশ অ্যাফ্রিকা ? হায়না তো চায়নায় মশাই । এটা তো ফ্রান্স কিংবা স্টেটস্ নয় !

বেশি অহংকারী , ক্রোধী , ও ওভারস্মার্ট এগুলি একধরণের ঋণাত্মক মনোভাব । এগুলি ক্রমাগত সমাজের দিকে প্রজেক্ট করতে থাকলে শেষমেশ নিজের দিকেই ফিরে আসবে একদিন । রেখা ও প্রমোদ মহাজনের মতন । কিংবা আরো অসংখ্য ক্রিমিন্যালদের মতন যাদের কথা আমরা জানিনা । কারণ আপাত: দৃষ্টিতে মনে হলেও যে কেউ একজন বস নেই মহাজাগতিক আদতে ঈশ্বর সবই দেখছেন কিন্তু রেজাল্ট হয়ত ইন্সট্যান্ট মেলেনা । অপেক্ষা করতে হয় । তাই হয়ত বলে , ভগবানকা ঘর মে দের হ্যায় লেকিন অন্ধের নেহি ।

আর সাঁইবাবার শিষ্য মোহনজী বলেন : ডু গুড কজ গড ইজ ওয়াচিং আস্ ফ্রম আ ডিস্ট্যান্স ।

Whoever's calm and sensible

Is insane.

Jalaluddin Rumi

Self realisation is the most dangerous of undertaking, for

you will have to destroy the world in which you live in .

--Nisargadatta Maharaj .

দুটো বই লেখার পরও দেখলাম কিছু কথা রয়ে গেছে বাকি তাই এই বইটা শুরু করছি । হয়ত এই সিরিজে এইটা শেষ । পরে কিছু মনে পড়লে আবার লিখবো । এখন তো কিন্ডেল আছে আর বিশ্ব ব্যাপী আছে অ্যামাজন কাজেই বই যেকোনো সময়ই ছাপা যায় । শুধু লেখার ইচ্ছে আর বিষয় থাকা চাই । আমি ছোট থেকেই লিখতে পারি কিন্তু ক্রিয়েটিভ লেখা মহুয়াই শুরু করিয়েছে । কবি মহুয়া মল্লিক । ওর উৎসাহে ও পরে আরো অনেকের উৎসাহে আমি লেখক ও কবি হয়েছি । পরে জানতে পারি মহর্ষি আমার মধ্যে দিয়ে লেখান । গড চ্যানেল করেন আমার লেখা হয়ত তাই আমি এত তাড়াতাড়ি বই লিখতে পারি । সবই ঈশ্বরের আশীর্বাদ । তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত একটি গাছের পাতাও নাড়ানো যায়না । বহু সুবিখ্যাত মানুষ আমাকে এই বিয়ের সিরিজ লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করছি না কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি । তাঁদের সহযোগিতা না পেলে আমি এই রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করতে পারতাম না । সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন করি যেন সমস্ত হিংসা , রাগ দুনিয়া থেকে কমে আসে । মানুষ আর অন্যান্য জীবেরা একটু শান্তিতে শ্বাস নিতে পারে আবার আগের মতন যেমন ছিলো কণ্ব মুণির আশ্রমে কিংবা অমর কাহিনী আরব্য রজনীর বাদশাহ্

শাহ্রিয়ারের সময় । হানাহানি , রাহাজানি কমে আসুক শুধু শান্তিই বিরাজ করুক এই ধরিত্রীতে । সমাজে শান্তি না এলে কেবল গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমিয়ে কোনো লাভ হবেনা ।

প্রতিটি টুইটের আগে আর্শিতে নিজেকে দেখুন - আপনার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা পরিচ্ছন্ন কি ? তাহলে প্রকৃত পাখির মত টুইট হবে নাহলে সেই বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিই হবে , দামামা বাজবে কেবল হাতিয়ার হয়ত ইঁদুর আর কিছু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আলোক রশ্মি । নিজেকে অন্তর থেকে শিক্ষিত না করলে মহাজগৎ বারবার আপনাকে একই পরীক্ষায় ফেলবে । এই শিক্ষা আই আই টি / আই আই এমের শিক্ষা নয় । এ হল উত্তরণের শিক্ষা । যেই জীবনের পরীক্ষায় হেরে গিয়ে সমাজের ওপরে এত ক্ষোভ আপনার , ঈশ্বরকে পদাঘাত পর্যন্ত করছেন সেখানে একটু বদল করুন । বাইরে না গিয়ে নিজের অন্তরে যান । দেখুন না কি নেই আপনার যার জন্য বারবার পরাজিত হচ্ছেন আপনি । এবার সেই জায়গাটা পরিপক্ক করে নিয়ে লড়াইয়ে নামুন । দেখবেন কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না কারণ আপনার ভাগ্য এই জন্মে কিংবা আগামী জন্মে যখনই হোক্ না কেন সেটা আপনিই নির্ধারণ করেন । একেই বলে ফ্রি উইল । আর এর জন্যেই আছেন আধ্যাত্মিক গুরুরা । সঠিক

পথ দেখাবার জন্য । তবে সৎ গুরুরা । ভন্ডেশ্বরেরা নয় যারা স্পিরিচুয়ালিটির নামে মানুষকে ঠকায় ও অন্ধকারের পথে ঠেলে দেয় । ধ্যান করুন । অন্ততঃ দিনে মাত্র ১০ মিনিট । ধ্যান মানে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা নয় । বরং একা বসে আপনার যা প্রিয় জিনিস সেই জিনিসটির সম্পর্কে ভাবুন । গভীর ভাবে । সেটাও ধ্যান । ধ্যানের আসল অর্থ হল ফোকাস্ করা । এইভাবে মনটা শান্ত হবে ও পজিটিভ চিন্তা আসতে শুরু করবে মনে । অতীত ফিরে আসেনা । ফিউচার কেউ জানেনা । কাজেই বর্তমানে বাস করুন । যা বৌদ্ধ্য শ্রমণেরা শেখান । লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট ।

তাহলেই দেখবেন অর্ধেক সমস্যা শেষ ।

ব্যাঙ্গালোরে থাকতে আমি প্রায়ই রমণ আশ্রমে চলে যেতাম । অনেক সময় হোটেল আবার অনেক সময় আশ্রমে থাকতাম । আশ্রমে ফ্রিতে থাকা যেতো ।

একবার একদল বন্ধুর সাথে যাই । আমার পতি পরমেশ্বর এমন ঘর বুক করেন যে বন্ধুদের বেডরুমের সাথে টয়লেটটা হয়ে যায় । ওদের একটি বেবী ছিলো । তাই ওরা রাতে রুম লক করে শুয়ে পড়ে । আমরা বাইরের দিকে ঘরটা নিই । দরজায় ইয়া ইয়া তালা । আমার পক্ষে নাড়ানো মুসকিল । আমি তো মধুমেহ রোগে আক্রান্ত তাই রাতে আমার মুত্র ত্যাগের ইচ্ছে হয় । নর্মালি আমি রাতে উঠি না কিন্তু সেদিন আমার উঠতেই হয় এবং কি হল জানিনা তালা তো আমি খুলতে পারিনি আমার উচিৎ ছিলো আমার বরকে জাগানো কিন্তু আমি সেসব না করে ঘুমের ঘোরেই হবে খাটের পাশে দেওয়ালের দিকে মুত্রত্যাগ করে ফেলি ।

ডায়বেটিক বলে হয়ত চাপতে পারিনি !

সেই তরল গড়িয়ে খাটের তলা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসতে শুরু করে । আমি অন্য চাদর দিয়ে সেটা ঢেকে ফেলি । পরের দিন ঐ বন্ধুর বেবী সকালে উঠে সেদিকপানে চলেও যায় কিন্তু ওকে সামলে নিই আমি ।

তারপর আশ্রম ত্যাগ করে বাসায় ফিরি । **তখন কর্মা অ্যান্ড তার ডাইরেক্ট ফল , কজ অ্যান্ড এফেক্ট এগুলো অত বুঝতাম না ।**

চলে তো আসি বাসায় । এরপরে দিন কেটে যায় আপন ছন্দে । কিন্তু আমরা প্রায় দুমাসে একবার করে মহর্ষির আশ্রমে যাবার প্ল্যান করতাম । বহু বন্ধুবান্ধবরাও যেতো আবার আমার বরের অনেক প্রফেসর ও ক্লাসফেলোদের সাথে ওখানে দেখা হতো যারা মহর্ষির ভক্ত । মহর্ষি লো প্রোফাইল মেনটেন করলেও হাই প্রোফাইল গুরু ।

ওনাকে দক্ষিণ ভারতের শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলা হয়ে থাকে । স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে একটি খুব গ্রেট আত্মজ্যোতি শীঘ্রই তামিলনাডুতে জন্ম নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন । আর রামলিঙ্গ স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী ছিলেন যিনি অরুণাচল পাহাড়েই থাকতেন তো উনি ছিলেন শিবের ভক্ত । উনি বলেন যে সময় খুব তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হচ্ছে যে আমার প্রিয় শিবশম্ভু এই জগতে জন্ম নেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন মানবদেহে ।

এই দুজনেই আদতে রমণ মহর্ষির কথাই বলেছিলেন ।
ভগবানকে কোনোদিন সাধনা করতে হয়নি । উনি ১৬ বছর বয়সে মোক্ষ লাভ করেন । কারণ উনি আদতে অরুণাচল পাহাড় বা সুপ্রিম বিং স্বয়ং ।

এগুলি স্কন্দপুরাণ ও অরুণাচল মাহাত্ম্যম্ এর মধ্যে লেখা আছে যে এই শতাব্দীতে স্বয়ং অরুণাচল, রমণ মহর্ষি হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন ।

এত পাওয়ারফুল এক ঋষির আশ্রমে আমি মুত্রত্যাগ করে কি আর পার পেয়ে যাবো ?

আমার কর্ম আমার দিকেই ফিরে আসে ।

এর পরের বার আমরা আশ্রমে যেতে গিয়ে ঠিক তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রবেশ করেই একটি পথ দূর্ঘটনায় পড়ি যার দায় আমাদের কোনোভাবেই নয় । পথচারীর ক্যালাসনেস্ই দায়ী ।আর তারজন্য পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে তামিল ভাষায় ডাইরি লিখে জোর করে সই করিয়ে নিয়ে কত যে টাকা টানে- প্রায় লক্ষ খানেক হয়ে যায় আর আমাদের একটি অত্যন্ত ভালো সারথী ছিলো তাকেও খোয়াই আমরা কারণ তাকে পুলিশ বলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে ও সে ভয় পেয়ে যায় । **ড্রাইভার আবার বিরিয়ানির ব্যবসা করতো । আমরা মাঝে মাঝে সুস্বাদু বিরিয়ানি ভক্ষণ করতাম । সেও গেলো** ।আর পুলিশের ঘুঁষের টাকা থানা থেকে নিয়ে যাচ্ছিলো ওর ছোট্ট ছেলে একটি । থোকা থোকা টাকা নিয়ে বাসায় যাচ্ছে সে বাবার কাছ থেকে । ডাইরিতে লেখা হয় আমরা ইচ্ছে করে ফুটপাথে উঠে পথচারীকে খুন করি । অথচ ফাঁকা পথে লোকটি পার হতে গিয়ে একবার এগোচ্ছে ও অন্যবার পিছু হটছে এই সামান্য কারণে দূর্ঘটনা হয় । ভারতের ট্রাফিক তো সবাই

জানে কেমন ! কথায় কথায় মনে পড়ে যে আমাদের আত্মীয়ের দিকে একজন বিরাট পুলিশ অফিসার ছিলেন । তার বর্ডারের দিকে ডিউটি পড়লে তিনি বড়ই প্রীত হন । তাঁর বাসায় রোজই বড় বড় সুটকেস্ ও মালবাহী ট্রাঙ্ক আসতো । সেগুলো গয়না ও সোনার বারে , বিস্কুটে ভর্ত্তি । দিদা সেসব বেছে সরিয়ে নিলে তখন অফিসার সাহেব ওগুলো সরকারি দপ্তরে জমা দিতেন ।

ভারতে ঘুঁষ কে না নেয় ? কিন্তু এইটুকু বাচ্চাকে দিয়ে এইসব জিনিস করা দেখে অবাক লাগে ।

কাজেই কেউ না জানলেও যে কুকীর্তি আমি করে এসেছিলাম তার ফল আমাকে হাতেনাতে পেতে হয়েছিলো ।

এটা হল কজ অ্যান্ড এফেক্টের ব্যাপার । মহর্ষির সরাসরি হাত না থাকলেও ঐ ল অফ্ কর্মা দিয়ে বোঝা যায় । যেমন গতজন্মে কাশেম আমাকে সাহায্য করেনি । আমার বাবা আমাদের বিয়ে দেননি । ও আমাকে সেভাবে সঙ্গ না দিয়ে নিজের পরিবারের জন্য আমাকে দূরে ঠেলে দেয় । আমি গর্ভবতী অবস্থায় একা একটা অপরিচিত রাজার সাথে চলে যাই ও গিয়ে দেখি সে বিবাহিত ও পোলাপানের বাবা এবং সে খুব হিংস্র লোক ।

কাশেম আমার ট্রাস্ট ভাঙে । বয়ফ্রেন্ড হয়েও আমার পাশে থাকেনি । হয়ত আমি ওর সাথে পালিয়ে যেতে চাই । কিন্তু ও ঝগড়া করে । ভেবেছে ও ব্যাতীত আমার গতি নেই । তাই এই জন্মে সারাটা জীবন আয়াতোল্লা খেমিনির জন্য সেলফ্লেস সার্ভিস দিলেও শেষমেশ ঐ শয়তানই ওকে মারার হুকুম দেয় । ডিক্টেটররা এরকমই হয় । ওরা নিজেদের সুখ ছাড়া আর কিছু দেখেনা । আর কাউকে এনিমি মনে করলেই সরিয়ে দেয় । কিন্তু কাশেমের ক্ষেত্রেও এটা কজ অ্যান্ড এফেক্টের ব্যাপার । ও আমার বিশ্বাস ভেঙেছে আর ওর বিশ্বাস ভাঙে আয়াতোল্লা !

যে যেরকম কাজ করবে তার সেরকম ফল হবে । এই জন্মে না হলেও পরজন্মে ।

ইরানের শাহ্ খুবই ভালো নরেশ ছিলেন । উনি চেয়েছিলেন ইরানকে নম্বর ওয়ান দেশ করে দিতে দুনিয়ার, যেমন পার্শিয়া আগে ছিলো । কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক এসে গিয়েই গোলমাল হয় । শাহ্‌কে দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয় । তখন উনি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত । ভীষণ অসুস্থ । মানবতার দিকটাও দেখা হয়না । যে মানুষটি দেশের জন্য এত করেছেন তার মরণের পরে সমাধির জন্য দেশে মাটিও জোটেনি । তাঁকে গোর দেওয়া হয় মিশরে ।

একটি রাজপুত্রের ,যে নাকি ওনার ওয়ারিশ হবে- তার জন্ম দেবার জন্য ওনাকে নিজের প্রিয় পত্নী সোরায়াকেও পর্যন্ত তালাক দিতে হয়েছে । লোকে বলে সোরায়া ওনার সোলমেট ছিলেন । কিন্তু বিচ্ছেদ কেন ? ইরান বা পারস্যের জন্য । রাজাদের বিয়ের নানান কারণ থাকে । তাদের বিয়ের ব্যাপারটা অত সোজা হয়না । ডিপ্লোম্যাসি ও অন্য দেশের ওপরে প্রভুত্ব ফলানো কিংবা ওয়ারিশ এইসব ব্যাপারেও বিয়ে হয় কিন্তু -**ডিল যাই হোক্ না কেন, দিল তো একটাই !!**

তাই রাজাদেরও একজনই পাটরাণী হলেও প্রেয়সী হয়ত একটাই থাকে । এতো ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় । আমি রামায়ণ ও পুরাণের উদাহরণ দিই । যেমন দশরথের কৈকেয়ীকে ভালোলাগতো । চাঁদের বেশী প্রেমটা ছিলো রোহিনীর সাথে তাই তাঁকে অভিশপ্ত পর্যন্ত হতে হয় শ্বশুর দক্ষরাজার দ্বারা । কাজেই মস্ত মস্ত উদাহরণ মেলে । কিন্তু শাহ্ তাঁর প্রিয় বেগমকে ছেড়ে দেশকে প্রাধান্য দিলেও-

বদলে দেশ তাকে অপমান ব্যাতীত আর কিছুই দেয় নি । সোরায়াকে নিয়ে পারস্যের গাইয়েরা গান লিখেছেন । যে উনি কাঁদছেন শাহ্কে হারিয়ে । উনি মা হতে অক্ষম ছিলেন তাই এই ব্যবস্থা । বেগম সোরায়া শাহ্কে

আর্জি জানান সিংহাসন ত্যাগ করে ওনাকে নিয়ে সুখী হতে কিন্তু শাহ্ যে দেশের রাজা ! দেশের মানুষ ওনার ছেলেপুলে ! তাদেরকে দেখা ওনার কর্তব্য ! তাই উনি নিজের ব্যাক্তিসুখের কথা ভুলে নিজেকে উজার করে দেন পারস্য গঠনের জন্য । কিন্তু ফলস্বরূপ কী পেলেন ?

অপমান, লাঞ্ছণা আর অসুস্থ দেহ নিয়ে এইদেশ থেকে ঐ দেশে পালাইয়ে বেড়ানো ! কেন না কোথাকার কোন **ঘেটোর এক মুসলমান পুরো দেশটাতে সন্ত্রাসবাদ ফলিয়ে শাহকে গদিচ্যুত করেছে মালিক হবার জন্য ।** ইসলাম মেয়েদের গাড়ি চালাতে দেবেনা , ইসলাম মেয়েদের এই করতে দেবেনা ইত্যাদি । ইসলাম ওসব কিছুই বলেনি বলছে এই বস্তিবাসীরা নিজেরা-- রাজা সাজবে বলে আর পারস্যের মতন এগিয়ে থাকা একটি দেশকে ভুল কতগুলো বস্তাপচা নীতি দিয়ে কয়েকশো শতাব্দী পিছিয়ে দেবে বলে । **আজ ইরানে কি হচ্ছে দেখো ! দেখো আয়াতোল্লা খেমেনি কীভাবে টেররিজম্ ফলাচ্ছে সারাবিশ্ব জুড়ে!**

কাশেম ওসব করতে চায়নি । ও বহু যুবককে বাসায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিতো যে **কেন এসব করতে এসেছো ? এই পথ জঘন্য পথ । এগুলো সঠিক পথ নয় । তোমাদের মাথা মোড়াচ্ছে পাওয়ারফুল মানুষেরা । যদি**

এইভাবে জন্নৎ মিলতো তাহলে কী ভেবেছো ওরা নিজেরা এগুলো না করে তোমাদের দিয়ে করাতো ?

কিন্তু আজ কাশেম, ওসামা বিন লাদেন যিনি সৌদি আরবের জন্য লড়েন অথচ তার দেশ তাকে নিজেদের নাগরিক বলে অস্বীকার করে , ইমাদ মুগনেয়ী যিনি লেবাননের জন্যে লড়েন ও আমার বিগ ব্রাদার এবং একজন অত্যন্ত সাহসী ও ভালোমানুষ আর লেবাননে গিয়ে দেখো ওনাকে ওখানে নেতাজীর মতন রেস্পেক্ট করে সকলে তাদেরকে লোকে উগ্রবাদী বলছে ।

আর আমার বিগ ব্রাদার আমার সোলমেট । উনি ছদ্মবেশ ধারণে এক্সপার্ট ও অত্যন্ত তুখোর একজন যোদ্ধা । সাংঘাতিক উনি, একজন মিলিটারি লেজেন্ড - আর আমার আত্মার আত্মীয়, উনি এত কদর্য হবেন কী করে? আমাকে গুড়িয়া বলে সম্বোধন করেন । আমাদের রাসবিহারী বোসের মতন খানিকটা । ছদ্মবেশ বিশারদ্ । কোনোদিন শত্রু ধরতে পারেনি ।

আর বিগ ব্রাদার খুবই নম্র । এতটাই যে একবার ওনাকে কিছু মানুষ ইরান এমব্যাসির গাড়ির চালক ভেবে বসেন আর উনিও সেই ধারণা বদলাতে যাননি । গতজন্মেও আমি ওনাকে চিনতাম ।

<u>আমার খুব খাপছাড়া জায়গায় জন্ম হয়েছে তাই না ?</u>

তবে আমার এই জন্মের বিজ্ঞানী বাবা ও মা নিজেদের জন্য বিশেষ কিছুই করেনি । পরের উপকার করেই জীবন কেটে গেছে । কিন্তু সেই অনুপাতে বাবা কিংবা মা সেরকম আদর বা সম্মান পায়নি বলে আমার মনে হয় যেমন লোকে আমাদের বাসায় থেকে-- সব সুবিধে নিয়ে আমাদের ক্ষতি করে দিয়ে চলে যেতো । আমার বাবা ও মাকে গালাগালি দিতো । আমার বাবা ও মা ইচ্ছে করলেই আমেরিকা বা অন্যত্র সেটেল করতে পারতো । করেনি ; বাবা ভারতে ছেড়ে যাবেনা । দেশপ্রেম ।

ইন্ডিপেন্ডেন্স এরার মানুষ এরা । তাই । কিন্তু আমার অন্য **এন আর আই** আত্মীয়রা আমাদের তার জন্য সম্মান না দিয়ে একটু যেন হেয় করেছে কারণ তারা ধনী । **এন আর আই ।** নরেন্দ্র মোদি আর অমিতাভ বচ্চনেরও মাথায় উঠে গেছে । **টিপিক্যাল এন আর আই অ্যাটিটিউড ।**

সবাইকে তাচ্ছিল্য করা এদের একটা বদভ্যাস ।

বাংলায় এতগুলো বই লিখেছি সেটা কিছু নয় ইংলিশে বই লিখলে দারুণ করেছো ।

তবুও ডাক্তার , ইঞ্জিনীয়ার হলেনা কেন ?

লেখক তো বোকারা হয় ! বুদ্ধি তো তোমার কম নয় ! এই জিনিস আমাকে সাহেবরাও বলেছে প্লাস এন আর আই রা । যেন যাদের কিছু হয়না তারা লেখক হয় । অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি ! তবুও হজম করে নিয়েছিলাম ।

ইরানী

এবার ইরান সম্পর্কে লিখি । ইরান নামটা সুন্দর ।

ইরাক নামটা তত ভালো না । কেমন ওয়াক ওয়াক থু মনে হয় আমার । ইরাক নাকি অনেক আগে পারস্যের মধ্যেই পড়তো । ইরান বা পারস্য এক অত্যাশ্চর্য দেশ । বহু প্রাচীন সভ্যতা । কতকটা আমাদের ভারতের মতই । আমাদের আধুনিক জীবনে ইরানের প্রভাব হল কলকাতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফুটবল খেলতে আসা জামশেদ নাসিরি ও মাজিদের মতন প্রখ্যাত ফুটবলাররা

। জামশেদ নাসিরি এখন কলকাতায় থাকেন কারণ ওনার মনে হয় ইরান ও ভারত একই রকম দেশ তাই ।

আমি তো বাঙাল তাই ইস্টবেঙ্গলের ভক্ত । ওরা জিতলে বাসায় ইলিশ মাছ রান্না হতো । মোহনবাগান জিতলে কোনরকম কিছু হতো । চুলহা জ্বলতই কারণ ঐ যে বললাম **ন-হন্যতের মৈত্রেয়ী দেবীর পৈত্রিক বাড়ির মতন আমাদের বাসা ছিলো ।** বাসা না হাটবাজার বোঝা দায় । খানিকটা কমিউনিস্টদের বাসার মতন । আমার বাবা পটশিল্পী (পটুয়া), বাউল , দৃষ্টিহীন বাচ্চাদের জন্য কাজ করতেন , কুষ্ঠরুগীদের জন্য কাজ করতেন তাই আমাদের বাসায় লোকের কমতি ছিলো না ।

এত লোকের মাঝে আমাকে কে আর দেখে ? কেইবা খোঁজ নেয় ? যেখানে মা কর্মরতা ! কালো , রোগা একটি দুষ্টু মেয়ের খোঁজ খবর কেইবা রাখে ?

বাবা একটা ভ্যান কিনে ফেলেন অন্ধ ছেলেমেয়েরা যাতে পড়তে আসে -ওতে চড়ে । ওরা ব্রেল পড়তো । যিনি পড়াতেন তার বৌ কিন্তু চোখে দেখতে পায় যদিও সে অন্ধ । এরাও সবাই খেতে আসতো । তাই উনুন জ্বলতো কিন্তু ইলিশের আনন্দ হতো না ইস্টবেঙ্গল হারলে । মনে পড়ে একবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা ছিলো । আমি বাসায় লাল হলুদ পতাকা লাগাচ্ছি । আমাকে সাহায্য করছিলো আমার

তসলিমা নাসরিন পিসি যে খেলা পাগল ছিলো ও আমাকে সবরকম খেলা সম্পর্কে তথ্যদি দিতো সে ; হঠাৎ পরিস্থিতি পাল্টে যায় কারণ আমার ছোড়দি পিসির (পিসিদের আমি দিদি ডাকতাম) দেওর এসে হাজির হয় । পরে জানা যায় আমার ঐ পিসি মারা গেছেন ।

পোয়াতি ছিলেন । মারা যান ডেলিভারি হবার পরেই । হেপাটাইটিস বি হয়ে যায় । সংক্রমণ হাসপাতাল থেকে । মেয়েটা পিসির পায়ের কাছে শোয়ানো ছিলো । সেও মৃত । আমার এই পিসি নিজের কাজিনকে বিয়ে করেন । আমার ঠাকুমার কাজিনের ছেলেকে । আমার আরেক পিসি আছে সে বাবার কাজিন (মাসির মেয়ে) আমারই বয়সী সেও নিজের মামার ছেলের সাথে রিলেশানশিপে ছিলো । সেই ছেলে **এমবিএ** করে বিরাট চাকরি করতো । এখন কি করে জানিনা কারণ আমি ওদের সাথে টাচে নেই । **সেই কাকু, সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরির মেয়েকে বিয়ে করেছে । রমণ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়া লেখক । উনি দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ।**

এই কাকু একবার নিজের মায়ের গহনা নিয়ে পলায়ন করে । কিন্তু এমবিএ পাশ ও সুচাকুরে । তাই এমন বড় পরিবারে বিয়ে হয় । তখন ঐ কাজিনের সাথে বিয়েও হয়না । ঐ কাজিনের সাথে শারীরিক সম্পর্কও

ছিলো । মেয়েটি ; যে আমার পিসি ও আমার খুবই কাছের মানুষ এবং ওয়ান অফ্ দা মোস্ট জেনুইন পার্সন আই হ্যাভ এভার মেট ইন মাই লাইফ ; খুব দু:খ পায় । যাদবপুরের ইংলিশে এম এ । স্কুলে পড়ায় । ওর সাথে এই নিয়ে আমার কথা হয় একবার- ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় ঘন্টা ৪ ধরে ।

ও বলে যে বিয়ে তো হবেনা । দাদা বলে যে কেউ মেনে নেবেনা । তাই হয়ত রমাপদ চৌধুরীর মেয়েকে বগলদাবা করেছে !

<u>অ্যান্ড শি ওয়াজ সো স্যাড !</u>

এগুলি লিখছি কারণ অনেকে আমাকে বলে যে তোর দাদু সত্যজিৎ রায় তো নিজের কাজিনকে বিয়ে করেছেন । কেউ তো কিছু বলেনা ?

তাদের আমি বলি যে এগুলো হয়ত আমাদের বংশে আছে । কাজিনের প্রেমে পড়া । কিন্তু এসব আরো নানান বংশে আছে । যেমন রবীন্দ্রনাথের বংশে আছে আমি পড়েছি । বিধুশেখর শাস্ত্রীর বংশে আছে জানি । যেমন আমার বরের এক দিদি নিজের কাজিনকে বিয়ে করেন বলে বাসায় প্রবেশ করতে পারতেন না বহুবছর

। কারণ শাস্ত্রী বংশ খুব গোঁড়া । অনেক পরে এই দিদি বাড়িতে ঢোকার অধিকার ফিরে পান ।

এখন ব্যাপারটা হল এমন কেন হয় ? এরা কি সকলে বিকৃত মননের ? নাহ্ তো ? এদের জীবন যাপনের ভঙ্গিমা তো তা বলেনা । তাহলে ?

আসলে বিয়ে ও প্রেম হয় আত্মার খাতিরে ও বন্ধনে । পার্থিব নীতি মেনে নয় । কেউ জোর করে এগুলো করাতে সক্ষম নয় । তাই হয়ত রাজারা বহু বিবাহ করলেও প্রিয়া হয় কেবল একজনই । কারণ সবারই হৃদয় একটাই থাকে । যদিনা সদগুরুর মতন লম্পট ও বিকৃত কামের কোনো অস্তিত্ব হয় । যে নাকি চেয়ার টেবিল আর্শি বেসিন সবারই প্রেমে পড়ে যেতে পারে যদি দেখে সেটা কিছু টাকা উৎপাদন করতে সক্ষম । **মানি মানি মানি , মানি ইজ হানি ---তাই না ? মিস্টার অসদ্গুরু ?**

ইরান ভারি সুন্দর দেশ । এত সুন্দর সুন্দর রং এর স্থাপত্য ও পাহাড় , সমুদ্র আছে যে বলার না ।

বসন্তে অন্যরূপ । দেখার মতন । আচ্ছা ইরানে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেলে হয়না ? এখন সম্ভব নয় যতক্ষণ না বদমাইশ আয়াতোল্লা রয়েছে । তবে শীঘ্রই সম্ভব হবে । যখন কাশেম এসে যাবে । সে এই দেশকে মুক্ত এক দেশ করে দেবে যেখানে মানুষের ধর্ম ও জাতপাত নিয়ে কোনো বিভেদ রইবে না । সবাই সবাইকে ভালোবাসবে । নতুন এক বিশ্ব হবে । যেখানে মানুষ প্রাণ খুলে গান গাইবে । হাসবে । নাচবে । ফুল ফোটাবে । যা ইচ্ছে করবে । কেউ গুপ্ত ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুলে মারবে না । কেউ অত্যাচার করবে না । আর কেউ তুমি মেয়ে বলে এটা পারবে না , তুমি ছেলে বলে ওটা করবে না, তুমি নপুংসক তাই এদিকে যাবে না এসব বলবে না । সবাই সবকিছু করবে । যার

যা ইচ্ছে করবে । আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে । নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি শর্তে ? আমরা সবাই রাজা !!

ইরান কোনো দেশ নয় গো যেন পৃথিবীতে স্বর্গ । কেউ কখনও এরকম দেশ দেখেনি । আমেরিকাও এরকম নয় । এত স্বাধীনতা কেউ পায়নি দুনিয়ায় আগে । তবে ব্ল্যাক ম্যাজিক করলে কিংবা মাদকদ্রব্য নিলে কিন্তু সমস্যা হবে । কারণ এগুলো মানুষকে অন্তর থেকে শেষ করে দেয় ।

গুপী গাইন বাঘা বাইনের সেই স্বপ্নের দেশের মতন যা ভূতের রাজার বরে পায় তারা কিন্তু এই দেশ পাবে ভগবানের বরে ।

এখানে আর একটি কথা বলি গুপীর কথায় মনে পড়লো যে আমি একবার কৈশোরে একটি ফেলুদার বইয়ের ওপরে লিখে রাখি যে মুনিয়াকে স্নেহ ও আশীর্বাদসহ মানিকদাদু(সত্যজিৎ রায়) --এরকম লিখে বইটা বাসায় রাখি । আমার এক বন্ধু বাড়িতে নিয়ে যায় ও খাটের ওপরে ফেলে রাখে তার মা তখন তাকে বলে যে দেখছো না কে এই বইটা মুনিয়াকে (আমাকে) দিয়েছেন ? তুমি এইভাবে অযত্ন করছো ? তখন আমার বন্ধু বলে যে না না ওটা মুনিয়াদিদি নিজেই বানিয়ে লিখে রেখেছে ।

গায়ক নচিকেতা চক্রবর্ত্তী যিনি নাকি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন যাদবপুরে ওনার তো কর্কট রোগ হয়েছে যা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত । কিন্তু উনি ভালো হয়ে যাবেন ও আরো ৩০ বছর সুস্থ দেহে জীবিত থাকবেন । উনি আশ্বাস পেয়েছেন ঈশ্বরের । ওনার মতন মানুষ হয়না । অসম্ভব দানশীল ও নরম মনের মানুষ এবং সৎ । অনেকে বলেন যে ওনার গানে গালাগালি থাকে । কিন্তু বর্তমান সমাজটা কি ধোয়া তুলসীপাতা ? যুবসমাজকে কীভাবে পথভ্রষ্ট করছে তাবড় তাবড় মানুষেরা এবং কেউ প্রতিবাদ করছে না । কেউ বদল আনার চেষ্টা করছে না । বিপ্লবী বাঙালী চুড়ি পরে বসে পড়েছে । হয় বিদেশে পলায়ন করছে অথবা নেতিয়ে বসে আছে । এমত অবস্থায় মানুষের চেতনায় কড়াঘাত করতে গেলে কিছু কঠোর শব্দ

ব্যবহার করতেই হয় । এগুলি গালাগালি নয় । **শব্দের** মধ্যে একে ৪৭ /একে ৫৬ । যারা বলছেন তাদের মনে হয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান মানে পুঁথি পড়া বিদ্যা । এরা যদি সত্যই জ্ঞানী হতেন তাহলে বুঝতেন এই হাংরি জেনেরেশান (কবি মলয় রায়চৌধুরীর তৈরি স্রোত) এদেরকে পুষ্ট করতে এইধরণের শব্দতরঙ্গেরই দরকার নাহলে আজকাল শব্দ কেইবা ব্যবহার করে দাদাভাই ? **সবাই তো এস এম এসেই ডুবে থাকে সর্বক্ষণ ।** নচিকেতার এগুলো শুধু কিছু কুশব্দ নয় আমি এগুলিকে চাবুক বলে মনে করি । যেই চাবুকের খুবই দরকার বর্তমান সমাজের । নচিকেতার কাপড় খুলে লাভ নেই সাহস থাকে তো সদগুরু ও রেখা মহাজনের কাপড় খুলুন । তাদেরকে ধরতে বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে হচ্ছে কেন ভারতের ? সামাজিক অবক্ষয় এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে বাবা ও মায়েরা ।

মাস্টার রেপ্ করে দেবে অথবা গুলিতে নিহত হবে। অফিসে কাজে যেতে ভয় পাচ্ছে মহিলারা । এমতঅবস্থায় লেখক, কবি ও গায়কেরা যদি কঠিন বাস্তবকে ধরতে রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেন তাতে কিন্তু কিছু যায় আসেনা । কারণ পন্ডিতেরা বলেন যে জীবনই সাহিত্য ও গানের জন্ম দেয় । জীবন যদি বিষাক্ত হয় তাহলে গানও তেতো ও মধুরিমা বিযুক্ত হবে । শিল্প

মানুষের মনের প্রতিফলন , সমাজের আয়না । নিজে কাদায় পড়লে ও আয়নায় তার প্রতিফলন দেখলে যেমন ভালোলাগেনা সেরকম গানে ও কবিতায় কুশব্দের ব্যবহার খারাপ লাগলে সমাজের ফুটোগুলোকে আগে রিফু করুন । তবেই ডিজাইনার ড্রেস হবে সেই সোসাইটি । নয়ত গানে বারবার কুত্তা ও শূয়োরের বাচ্চা রিপিট হবেই । এইটাই সত্য এবং ইতিহাস তার সাক্ষী ।

সো লেট দেম স্পিক দা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড প্রোফানিটি -------অবশ্যই দরকারে ।

সদগুরু ও তার পত্নী এতই তুকতাক করে যে আমার থ্রোট চক্র ব্লক হয়ে যায় । ওরা জানতো যে আমি লেখক হয়ে লোককে সবকিছু জানাবো তাই আমার এমন অবস্থা করে যে শব্দ নিয়ে আমি রীতিমতন যুদ্ধ করতাম । ইংলিশ লিখতে সমস্যা হতো । বাংলাও । তবুও এতগুলো বই লিখেছি স্রেফ ঈশ্বরের কৃপায় । কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো । এতকিছু করেও ওরা আমার কিছুই বিগড়াতে পারেনি । বরং নিজেরাই জেলের ঘানি টানছে এখন ।

সদগুরু নাকি অসংখ্য বিষাক্ত সাপকে নিয়ে বসবাস করতো একটা ক্ষুদ্র ঘরে যখন যুবক ছিলো । এটা কি বাস্তবে সম্ভব ? হয় সে মিথ্যুক নয়তো সাধারণ মানব নয় ; মানবদেহী কোনো শয়তান ।

আজকে একটা খবর পেলাম যে এক বাংলাদেশী শিশুকে, কেউ শৈশবে কোথাও বিক্রি করে দেয় । সেখানে খাদ্যদ্রব্য ছিলো না তাই সে ওখানকার লোকের মত কাঁচা মাংস , ইঁদুর , সাপ ও ব্যাং এইসব খেতো । সাপের বিষ খেতো । লোকটির সাক্ষাৎকার দেখি । সহজ সরল মানুষ । সাপে কাটলে গ্রামে সেটা ঝেড়ে দেয় । মুখ দিয়ে নাকি সাপের বিষ তুলে দেয় । কিন্তু সদগুরু তো ধান্দাবাজ । এসব করবে কি ?

এবারে মুজির কথা বলি । Mooji বা মুজি হলেন পাপাজির (পুঞ্জাজি) শিষ্য । পর্তুগালে থাকেন । উনি

একজন সন্ন্যাসী যিনি সৎসং দেন । ওনার আসরেও যেতে পারেন । কালাজাদুর ভয় নেই কোনো । ধীরে ধীরে মনে শান্তি আসবে । আর পাপাজি নিজে ঐ আসরে আসেন । মুজির ওপরে নজর রাখেন । যারা পাপাজি ও মুজি দুজনেরই সৎসং করেছে তারা বলে থাকে যে মুজির আসরে এলে মনে হয় যে আমরা যেন পাপাজির সাথেই বসে আছি । এতই মিল এখানে দুটি আসরের ।

তবে ভুলেও থিরুভান্নামালাই-এর সাধুরূপী অসাধু লক্ষণ স্বামী ও সারদাম্মার খপ্পরে পড়বেন না । এরা দুটি লোভী শয়তান । পাপাজিকে অসম্মান করেছে ও ঋষি অরবিন্দ ও মহর্ষি রমণের আশ্রমের মধ্যে ঝামেলা বাধাবার প্রচেষ্টায় আছে । ঐ লক্ষণ স্বামীর ধারণা যে সে গড্ রিয়েলাইজড্ হয়ে গেছে এবং মহর্ষির আশ্রমের মালিকানা দখলের চেষ্টা করছে । লোকটি বেড়ে বজ্জাত । তার ধারণা যে আশ্রম একজন আত্মজ্ঞানীর চালানো উচিৎ । প্রথমত: কেউ কোনোদিন বলেনি যে সে আত্মজ্ঞানী । লোকটি কৈশোর থেকে ধ্যান করতো । তারপর মহর্ষির কাছে এসে বলে যে বিবেকানন্দর বই

পড়ে ধ্যান করে আর তার মোক্ষ হয়ে গেছে । মহর্ষি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন কেবল যে তুমি কি গুন্টুর থেকে এসেছো ? ব্যস্ ! এটাকেই বাড়িয়ে চাড়িয়ে লোকটি নিজেকে আত্মজ্ঞানী হিসেবে প্রচার শুরু করে ও আশ্রমের দখল নিতে যায় । আগের জন্মে ছিলো দন্ডপাণি স্বামী । সেও একই কীর্ত্তি করেছিলো । আশ্রম তখন কোথায় ? অথচ সেই তালপাতার ছাউনির দখল নিতে চায় ও মহর্ষির কাছে তিরস্কৃত হয় ও একদিন মহর্ষির ভাইয়ের সাথে হাতাহাতিতেও চলে যায় এই শয়তান ।

অথচ প্রকৃত যাঁরা মহর্ষিকে ফলো করেন ও আত্মজ্ঞানী হন যেমন পাপাজি , পাপা রামদাস , এখার্ট টোল তাঁরা কেউ কিন্তু মহর্ষির আশ্রম দখল করতে আগ্রহী হননি । কারণ তাঁরা জানেন যে মহর্ষি মাইক্রো লেভেলে প্রতি ভক্তকে ম্যানেজ করে থাকেন এবং মৃত্যুর সময় বলেই গেছেন যে আমি কোথায় যাবো ? কোথায় যেতে পারি আমি ? আমি তো এখানেই রয়েছি । তোমাদের শিখিয়েছি না যে আমি আমার দেহটা নই ? আর আত্মা যখন পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় অর্থাৎ মোক্ষ হয় তখন তার আর মৃত্যু নেই । আত্মা অমরত্ব লাভ করে ??

আজ্ঞা একজন গড্ রিয়েলাইজড্ সেন্ট । উনি কর্ণাটকী । সম্প্রতি দেহত্যাগ করেন । ২০০৭ সালে । ওনারও মোক্ষ লাভ হয় । ওনার সংঘ আছে পুত্তুরে । ম্যাঙ্গালোরের কাছে । ওনাকেও কারো কারো গুরু বলে মনে হতে পারে ও শান্তি পেতে পারেন ।

যেখানে গেলে কোনো ছলচাতুরি ব্যাতীত ,প্রকৃত শান্তি পাবেন তিনিই আপনার গুরু ।

ইরানী মানুষদের কথা একটু বলি । ওরা আমাদের মতন । তবে মনে হয় আরো ভালো । যদিও ওরা বেশিরভাগই ইসলাম ধর্মের মানুষ কিন্তু ওদের মনটা আমাদের চেয়ে সরল , সহজ । মানুষকে হেল্প করতে ওদের জুড়ি নেই । বেশির ভাগ লোকই জিগর-তালা , অর্থাৎ দরাজ দিল , সোনার হৃদয় । পশ্চিম বাংলাকে যেভাবে নষ্ট করা হয় ভুল রাজনীতি দিয়ে ঠিক সেইভাবেই পারস্যর টুঁটি টিপে ধরা হয় কতগুলি

ঘেটো/বস্তিবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলে ,সন্ত্রাসবাদীদের লড়িয়ে । আর এগুলি করেছে আয়াতোল্লা খোমেইনি ও তার চেলারা । **খেয়াল করবেন একজোড়া আছে । খোমেইনি ও খেমিনি ।** খেমটা নাচের মতন খেয়োখেয়ি একেবারে !

কোরানে নারীদের এই অধিকার দেওয়া আছে সেই অধিকার দেওয়া আছে করে করে সবাইকে তুলোধোনা করছে কিন্তু কোনো যুক্তিবাদী মানতে পারেনা যে নারীদের সবকিছু বোরখায় ঢেকে রাখো আর পুরুষ একসাথে চার চারটে বিয়ে করে , বৌ নিয়ে থাকতে পারে । এটা আধুনিক যুগের কোনো শিক্ষিত , সুস্থ মানুষই মেনে নিতে পারেনা । কোরানে এসব কিছুই বলা নেই । বলা আছে প্রথম স্ত্রী অনুমতি দিলে আরেকজন স্ত্রীকে আনা যায় বিশেষ কারণে যেমন যদি সন্তান উৎপাদনের দরকার হয় কিংবা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পত্নীর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় অথবা স্বামীটি অনেক দূরে বাস করেন কাজের খাতিরে দীর্ঘদিন । জিনিসগুলোকে বিকৃত করে মানুষের মাঝে প্রচার করা হয় যাতে পুরুষ শাসিত সমাজ লাভবান হয় ও মহিলারা অত্যাচারিত হয়ে ঈশ্বর বিমুখ হয়ে পড়ে । জোর যার মুলুক তার ! কিন্তু মহামানবেরা নারী ও পুরুষে ভেদ করেন না । স্বয়ং প্রফেট মহম্মদ নিজের কন্যা ও স্ত্রীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদের তর্ক

করতে উৎসাহিত করেছেন সেইসময় যখন আমাদের সভ্যতা এতটা এগিয়ে যায়নি । পরে কতগুলি মুসলিম ক্লারিক জিনিসগুলোকে বিকৃত করে প্রচার করা শুরু করে নিজেদের সুবিধের জন্য।

এরাই ইরানের শাহ্‌কে বিতাড়িত করে দেশ থেকে নিজেরা সমস্তটা লুটেপুটে খাবে বলে ! কারণ ঈশ্বর হলেন একটি ভার্ব । ক্রিয়া । ভগবান বা আল্লাহ্‌ কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন । আমরা সবাই তাঁর সন্তান । আর আমরা সবাই আলো ।

জ্যোতি । আমাদের লিঙ্গ নেই, বর্ণ নেই , ধর্ম নেই, রং নেই । আছে কেবল কর্ম । **কারণ গড্‌ ইজ আ ভার্ব ।** কর্মই একমাত্র সবার পিছু ধাওয়া করে ।আর কিছু কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনা ।

লেখিকা তসলিমা নাসরিন ভালো করে ধর্ম গ্রন্থ না পড়ে না বুঝে অনেক কিছু লেখেন । কিছু সত্য কিছু অসত্য । ওনার বিশাল ইগো ছিলো । বলেন , লোকে আমাকে এসে বলে মনের শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে চলো কিন্তু আমি বলি যে আমার যথেষ্ট শিক্ষা আছে মনের শান্তি খুঁজে নেবার কাজেই এসব আমার দরকার নেই । কিন্তু শেষকালে সেই উনিই স্বীকার করেন যে

মনের শান্তি নেই বলে উনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তারাপীঠে যাওয়া শুরু করেছেন ।

আমার ভুল হলে ক্ষমা করবেন । আমি যে জন্য এটা লিখলাম তাহল মনের শান্তি পেতে হলে অন্তরে উঁকি মারতে হয় । বহির্জগতের কোনো জিনিসই তা দিতে অক্ষম । আর তারই দিকে যাবার পথ হল ধর্ম । হ্যাঁ , আজকাল সবকিছুতেই তো ভেজাল সেরকম সদগুরুর সংখ্যাও অনেক কিন্তু আপনাকে প্রকৃত গুরু বেছে নিতে হবে । **যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন না , হেগো গুরুর পেদো শিষ্য --গুরুকে বাজিয়ে নিবি !** সেরকম আপনিও গুরুকে বাজিয়ে নিয়ে যাবেন ।

তাহলে মনের শান্তি পেতে সুবিধে হবে । কারণ পার্থিব কোনো জিনিসই আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে না । ক্ষণিকের সুখ দিতে পারে মাত্র । কেন জানেন ? খুবই লজিক্যাল । আপনি অলরেডি আনন্দে আছেন । একটি জ্যোতি বা আলোর লিঙ্গ । কিন্তু আপনার বাসনাগুলো এসে আপনার আনন্দঘন মূহুর্তকে ঢেকে দিচ্ছে । মেঘের মতন । যেমন আপনি সূর্য আর মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিচ্ছে । আবার মেঘ সরে যেতেই আলোর ঝিলিক । অর্থাৎ আনন্দ । তাই বাসনা আসবেই । আর আনন্দ ঢাকা পড়ে পড়ে মন খারাপের পালা চলবেই । বাসনা মিটে গেলেই মেঘ সরে গেলো আবার সেই

আনন্দঘন মুহুর্ত বার হল । সূর্য সবসময়ই তেজি ও আলোকমালায় সজ্জিত । কিন্তু মেঘমালা এসে তাকে ঢেকে দিয়ে আঁধারে পরিণত করে ফেলে । তাই ধ্যান করে করে বাসনা সরিয়ে ফেললেই নিজেকে হাল্কা মনে হবে ও সূর্য সমসময়ই হাসবে , উজ্জ্বল হয়ে । এই হল স্পিরিচুয়ালিটি । বাকি যা যা শুনবেন সবই কোনো না কোনো মধ্যমেধার পুরুৎ অথবা ক্লারিক অথবা পাদ্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত তত্ত্ব কিংবা সদগুরুর মতন কোনো শয়তান অসদগুরুর সুবিধেবাদী তথ্য । ঈশ্বর একজন ফিল্মমেকার । একাকী বসে নানান চরিত্র কল্পনা করছেন । আর তাতে অভিনয় করে চলেছেন ক্রমাগত । এই পার্থিব জগতের বেদনা ও বিনষ্টের কারণে তাঁর তেমন কিছু যায় আসেনা কারণ তিনি জানেন যে আত্মা অবিনশ্বর । ভাঙছেন ও গড়ছেন । আবার নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে পুতুলে রং মাখাচ্ছেন নতুন তুলি দিয়ে । কেন ?

কারণ সৃষ্টিসুখ । নিজেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন আবার নিজের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করে সেই চ্যালেঞ্জ সলভ্ করছেন । কেন ?

অনুসন্ধিৎসা ।

এরই নাম ম্যাট্রিক্স । তরঙ্গ , বিদ্যুৎ , আলোকরশ্মি ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়েই তৈরি আমাদের ভগবান

।স্বার্থান্বেষী ধার্মিক ও তর্কবাগীশ পুরুৎ ও মুখোশধারী আয়াতোল্লারা মানুক কিংবা নাই মানুক । না মানলে নিউক দেয়ার অ্যাস!

গ্যামা রে, প্রোটন, টেট্রা কোয়ার্ক , হ্যাডনস্ এসব দিয়েই তৈরি আমাদের আল্লাহ্ বা পরাব্রহ্ম ।

কেন নয় ? তারঁ বাইরে কী আছে ? তাঁকে জানাই বিজ্ঞান , তাঁকে বোঝাই আধ্যাত্মবাদ ।

একটির পথ ফিজিক্স , কেমিস্ট্রি অন্যটির পথ বেদ , বেদান্ত , কোরান, টোরাহ্ কিংবা গুরু গ্রন্থসাহিব!

তোমার জানার পদ্ধতি ও উপায়টা বদলাতে হবে কেবল ।

আনন্দময়ী মা সদা আনন্দে থাকতেন । ওনার আশ্রম পথ দেখাতে পারে আনন্দ সাগরে গা ভাসাতে গেলে কি ধরণের সুইম স্যুট পরতে হবে সেই ব্যাপারে । অথবা শ্রী চিন্ময়ানন্দের আশ্রম কিংবা তাঁর সুযোগ্য শিষ্য -- কর্পোরেট গুরু স্বামী সুখবোধানন্দজীর সঙ্গ করলেও আপনি নতুন দিশা পেতে পারেন । কীভাবে এই নব্য যুগের অবসাদ, অ্যাংজাইটি , প্রতিযোগিতা যা নিজেকে ক্ষয় করে দেয় ইত্যাদি তা থেকে বার হওয়া যায়

অন্তরের দিকে উঁকি মেরে , গভীরভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে

সেগুলি অচিরেই ধরতে পারবেন । নেই প্রেত চালনার ভয় । নেই তুকতাকের মাধ্যমে আপনার ভাগ্য কেড়ে নেবার কোনো রকম সম্ভাবনাও । কারণ এরা আনন্দে আছেন । Sadguru নন ।

হ্যাপি গুরু ।

আমি যেখানে থাকি তার ৭ কিমির মধ্যেই দারুণ ঝর্ণা । চারদিকে সবুজ বনানী ও পাহাড় । ত্রিকোণ পর্বত ও শীতকালে হাল্কা বরফের ছোঁয়া মানে এককথায় কলকাতা থেকে আসা এক মানবীর জন্য স্বর্গ রাজ্য । চিরটাকাল পাহাড়েই থাকতে চেয়েছি ।

বাসায় সন্ধ্যায় ক্যাঙারু এসে উঁকি মারে । কখনো পথ ভুল করে চলে আসে একটি বা দুটি হরিণ । অথবা পাহাড়ী ময়ূর । আমাদের বাড়ির মাত্র ৬/৭ কিমি দূরে অন্য পাহাড়ে আছে এক প্রাইভেট চিড়িয়াখানা । সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা বাঘ , সাদা সিংহ , নেকড়ে ইয়া ইয়া , সাদা গন্ডার , চিতা বাঘের মতন দেখতে

বেড়াল, পুরো চিতা বাঘ যেন ! এইসব । বেশ মজার জায়গায় থাকি ।

কিন্তু একদিন ছিলাম একটি কালো মেয়ে । বাঙালী মেয়ে । যার বিয়ে হবে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ ছিলো । আজ আমার পতি পরমেশ্বরের ঘাড়ে চেপে কতনা সুন্দর একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি আমি । কারণ আমার হয়ত কিছু সুকর্ম ছিলো । ঐ যে বললাম কর্ম ব্যাতীত আর কিছুই মানুষের সাথে যায়না । অভিনেত্রী কাজলের পিতা লেখক ও পরিচালক সোমু মুখার্জ্জীকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি কারণ উনি কোনোদিন ওনার মেয়েকে অশ্রদ্ধা করেননি কৃষ্ণবর্ণা বলে । ভেবেছেন , **এতো আমারই সৃষ্টি , আমি একে অবহেলা করবো কি করে ? বরং আমি ওকে একদম টপে তুলে দেবো- এমনভাবে ওকে তৈরি করবো ও মনোবল দেবো ।**

সবার বাবা ও মায়েরাই যদি এমনভাবে ভাবতো তাহলে হয়ত বিশেষভাবে সক্ষম ও কালোকুলো সন্তানদের বিশেষভাবে মেয়েদের আর ভারতে এত সমস্যা হতো না । এতেই বোঝা যায় মিস্টার মুখার্জ্জী একজন সত্যিকারের লেখক ও গুণী মানুষ । উনি যা প্রিচ করেন তাই নিজ জীবনে প্র্যাকটিশ্ করে থাকেন ।

এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেলো তাই লিখছি যে আমার স্বামী তো ডিফেন্সে কাজ করে ও করেছে তাই অনেক স্পাইকে আমরা চিনি ।

একজন নামী স্পাই আমাদের বলেছিলেন যে দাউদ ইব্রাহিম ও ওসামা বিন লাদেন খুবই সৎ ও স্পষ্টবাদী মানুষ , দ্যাটস্ হোয়াই দে আর দেয়ার হোয়ার দে আর নাও ।

টুইন টাওয়ার সত্যিই কি করে ভেঙেছিলো আমরা কি কোনোদিন জানতে পারবো ?

ভাবা যায় যুবরাণী ডায়না আমার সোলমেট ?

কেউ বিশ্বাস করবে ? আর কেউ বিশ্বাস করবে যে উনি জীবিত ? **যো দিখ্তা হ্যায় ও হোতা নেহি ওর যো হোতা হ্যায় ও দিখ্তা নেহি ।** কমন ম্যান বোকা ঠিক এরকমই মনে করে সমাজের অভিজাত লোকজন আর তাই তো কতনা জিনিস ও তথ্য ও সত্য লুকানো থাকে তাদের থেকে চিরটাকাল !

এমন কি ভয়ও থাকে যে সবার হাতে সবকিছু পড়া উচিৎ নয় এতে ধবংস হতে পারে অথবা সবাই সবকিছু ডিসার্ভ করেনা যেমন রেখা মহাজনের মতন কুশ্রী ,

ডাইনি বুড়ি যে নাকি আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি নিয়ে ধনী ও সফল হয় সে মনে করে আমি ইরানের সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্য নই কারণ আমি কালো , কুৎসিত । মধ্যবিত্ত । বাঙালী । আজকাল বাঙালীদের ভিখারীর বাচ্চা বলা হয় তাই আর আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে এই সমানেই ৫৪ হবে । হবে কি ৫৪ই ধরুণ না ।

তো তখন কাশেম আমাকে প্রোটেক্ট করে এই শয়তানির হাত থেকে যে পুরুষের সাইকোলজি হল এইরকম যে কোনো নারীকে যদি তারা পছন্দ করে তাহলে তাদেরকে মন দিতে সক্ষম , নারীটি যদি অপরূপা নাও হয় ।

আসলে কাশেমকে লোকে সন্ত্রাসবাদী কিংবা যাই বলুক না কেন আমার থেকে বেশি ওকে কেউ চেনে না । খুব ছেলেবেলায় ওর একটি মিসটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স হয় । ও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে । মেয়েদের দিকে কোনোদিন চেয়েও দেখেনি । সুপুরুষ , বীর যোদ্ধা , যুবরাজ , বিলিওনেয়ার কিন্তু কোনো মেয়ে ওর কাছে ঘেঁষতে পারেনি ।

কেউ প্রফেশনাল ক্ষেত্রে ওসব উপহার দিতে চাইলে ও সাফ বলে দিয়েছে --আমার এসব লাগেনা রে । আই অ্যাম ফাইন উইদাউট অল দিস্ ।

আমিই নাকি প্রথম বালা যাকে সে গুরুত্ত্ব দেয় । আমি ওকে গ্রেট জেনেরাল বলে ডাকলে ও বলে ওঠে , তোমার কাছে আমি আবার জেনেরাল হয়ে গেলাম কবে থেকে ?

কাশেম খুবই সেন্সিটিভ আবার একই সঙ্গে শ্রুড ও ফিয়ার্স । **ও হল পরশুরামের মতন ।**

কসমিক ব্যালেন্স করার জন্য এসেছে যোদ্ধা ও শাসক হয়ে । ওকে তো ইরানের প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলো- ও হয়নি ।

যুবরাণী ডায়না জীবিত আছেন এতে অবাক হবার কিছু নেই । কারণ উনি নিয়মিত এক সাইকিকের কাছে যেতেন যিনি খুবই শক্তিশালী । তিনিই বলেন যে যুবরাজ চার্লস ওনাকে হত্যার ছক কষছেন । সেটা চার্লসের থেকেও ওনার সাথী ক্যামিলার প্ল্যানই বেশি ছিলো কারণ ঐ নাগিনী যাকে ওরা ঘনিষ্ট মহলে বিচ্ বলে সম্বোধন করে থাকে তার ইচ্ছে ছিলো ইংল্যান্ডেশ্বরী হয়ে বসার । যা এখন উনি হয়ে গেছেন । তাই ডায়নাকে সরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটেন । কিন্তু সেই ঘটনা ঘটার আগেই যুবরাণী ; ব্রিটিশ গুপ্ত সংস্থার কিছু বন্ধুদের সাহায্যে **ফেক্ ডেথ** ঘটিয়ে আন্ডারকভারে চলে গিয়ে শান্তিতে আছেন ।

ওনার এক পুত্র জানে যে উনি জীবিত এবং ওনার সাথে যোগাযোগ আছে কিন্তু অন্য পুত্র হয়ত ওয়াকিবহাল নন এই ব্যাপারে ।

ক্যামিলা অত্যন্ত ধুরন্ধর মহিলা । ও হল রেখা মহাজনের আইডেন্টিক্যাল টুইন যাকে বলে । সিক্রেট সোসাইটি , তুকতাকের মাস্টারনি । এইভাবেই রয়েল ফ্যামিলির রাঘব বোয়ালদের রক্ষিতা হয়ে হয়ে বংশ পরম্পরায় প্রভুত্ব ফলিয়ে গেছে এরা । অসম্ভব কুৎসিত দেখতে এই মহিলাকে রাজা চার্লসের কি দেখে পছন্দ হল বলা মুস্কিল তবে তুকতাকে সবই তো সম্ভব আগেই বলেছি ।

এগুলোকে বলে লাভ স্পেল । এই স্পেল ওয়ার্ক করে করে মানুষকে বশে আনে ও নিজেদের আন্ডারে রেখে দেয় চাকরের মতন । আমাদের দেশে বেশিরভাগ প্রজাই রাজা চার্লসকে পছন্দ করেনা । বলাবাহুল্য আমরা ওদেরই প্রজা । যদিও মহারাণী এলিজাবেথ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন । হ্যারিকে তাঁর পিতা জন্মানোর সময় থেকেই অগ্রাহ্য করেন পুত্র সন্তান হয়েছে বলে । পরে ক্যামিলার উস্‌কানিতে আরো দূরছাই করতে শুরু করেন । আর বর্তমানে তাঁকে ও মেগানকে নিয়ে যা

শুরু হয়েছে তার বেশির ভাগটাই ডাইনি ক্যামিলার সাথে সংঘাতের জন্যই । বাবা চার্লসের জন্য নয় ।

শত হলেও হ্যারি তো নিজের সন্তান ! রাজা চার্লস তো তার বায়োলজিক্যাল বাবা । ক্যামিলার মতন তো সৎমা ও সুবিধেবাদী , ডাইনি বুড়ি নন । তাঁর শিরায় শিরায় টগবগ করছে রাজরক্ত । ক্যামিলার মতন একটা বেশ্যার পরিবারের ঘৃণ্য পচা রক্ত নয় **। অভিজাত হওয়া এতই সোজা , কেম্প্ট ক্যামিলা ?**

দেখো আমাকে দেখো --গতজন্মে রাজার মেয়ে ও বৌ , এই জন্মেও যুবরাজের হবু বৌ , আরো অনেক অনেক আগেও রাজার মেয়ে ও বৌ । কখনো আমি রক্ষিতা ছিলাম না । যুবরাণী ডায়নাও না । কিন্তু তুমি ?

কদাচ রাণী হয়েছো ? মনে হয়না তোমার কুটিল মন দেখে । নাকি ইতিহাসে পাতিহাস ?

তোমার মতন নারীরাই, পুরুষদের সংসার ভাঙে ও তাদের জন্যই বদনাম হয় সমগ্র স্ত্রী জাতির ।

তুমি যুবরাণীকে এত আঘাত করেছো কেন ?

হয়ত অফিসিয়ালি তুমি রাণী কিন্তু মানুষের মনে ও ইতিহাসের পাতায় আদতে তুমি একজন খলনায়িকা যার নাম লেখা হবে যুবরাণী ডায়নার মতন একজন সৎ

ও ভালোমানুষের জীবন ছিনিয়ে নেবার জন্য এবং আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে একদিন চার্লসও তাঁর ভুল বুঝবেন এবং সেদিন তোমায় উনি ক্ষমা করবেন না । **অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট ক্যামিলা ? ম্যারেজেস্ আর মেড ইন্ হেভেন ।**

যতই তুকতাক করে যুবরাণীর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে খেলা করে তাঁকে উন্মাদ সাজিয়ে যুবরাজকে নিজের কাছে টেনে নাও, যিসাসের চোখ এড়াতে পারবে না কারণ ঐ যে **গড্ ইজ ওয়াচিং আস ফ্রম আ ডিস্টেন্স !**

অ্যান্ড দিস ইজ দা রিজন হোয়াই ইউ নেভার গট দা চান্স টু বি আ কুইন-- ইন এনি অফ ইওর ইনকারনেশান্স । বিকজ ইউ ল্যাক ডিগনিটি অ্যান্ড গ্রেস ।

শেষ করছি এই অধ্যায় তিন স্তনের রাণীর গল্প দিয়ে ।এক রাণীর তিনখানা স্তন ছিলো । শৈশবে চাঁদমামায় পড়েছিলাম । ঐ পত্রিকা দক্ষিণী ছিলো । আমার একটি গল্পও আমি লিখি একজন তিন স্তনের নারীকে নিয়ে ।

পলিমাস্টিয়া বলে একে জীব বিজ্ঞানের ভাষায় । কিন্তু জানা আছে কি যে মাদুরাই এর মীনাক্ষী মন্দিরের মীনাক্ষী মায়ের তিনটি স্তন ? কথায় ছিলো যে শিবঠাকুরের সাথে দেখা হলে তৃতীয় স্তনটি মিলিয়ে যাবে কিন্তু মন্দিরে মনে হয় আজও ত্রি-স্তনের দেবীই পুজো পান । হিন্দুধর্মে সবারই স্থান আছে । যেমন সমকামীদের এখানে ঘৃণা করা হয়না । কারণ বলা হয় যে পরমাত্মা থেকে আলাদা হওয়াই পাপ । তাই কামের দিক থেকে কে কোনভাবে যুক্ত সেটা তত বড় অপরাধ নয় । **তোমাকে গুণাতীত হয়ে পরাব্রহ্মে মিলিয়ে যেতে হবে যা তোমার আধ্যাত্ম জীবনের উদ্দেশ্য ।**

আর সেভাবে খুঁটিয়ে দেখলে শিব ও বিষ্ণুর পুত্র তো দক্ষিণী দেবতা হরিহরপুত্রণ । যাকে লর্ড আয়াপ্পান ও মণিকন্ঠণ ও বলা হয়ে থাকে । উনি কুমার- ও ধর্মের একজন স্তম্ভ ।

শবরীমালা মন্দির তো এই দেবতারই থান । জানেন নিশ্চয়ই ? তাহলে কে বলে হিন্দুধর্ম সমকামীদের ঘৃণা করে ? কেউ যদি বলেন যে শিব তো ভগবান হরির, মোহিনী অবতারের সঙ্গে মানে নারীর সাথে সম্ভোগে এই পুত্রের জন্ম দেন তাহলে এরকমও বলা যায় তর্কের খাতিরে যে সমকামীরাও যে একটি একই

লিঙ্গের মানুষের সাথে সম্ভোগ করেন সেটাও তো একটি অবয়ব বিশেষ , আত্মার কি কোনো লিঙ্গ হয় ?

তোমার এটা অস্বাভাবিক মনে হতেই পারে , অবাক লাগতেও পারে কিন্তু ওদের ঘৃণা করো না ।

শৈশবে টেন কমান্ডমেন্টস্ বইটা দেখার জন্য খুবই উৎসাহিত হই বিশেষ করে ভগবানকে দেখাবে বলে । ক্লাস টু/থ্রিতে পড়া শিশু, ভগবানকে দেখার জন্য ব্যাকুল যেই ভগবান এইসব কিছু সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এখন মহর্ষি আমাকে নতুন কয়েকটি কমান্ডমেন্টস্ দিয়েছেন নব্য যুগের জন্য । জেটযুগের জন্য । সেগুলো নিচে ব্যক্ত করছি ।আরেকটা জিনিস বলে নিই । সেটা হল আমার যখন ৬ বছর বয়স তখন মাথা ফেটে যায় । তখন আমি মাথায় স্টিচ নিই কোনো অজ্ঞানের ব্যাপার ছাড়া । ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে ছিলাম সারাটা সময় । সেই গল্প সবাইকে পরে বলতো আমাদের পাড়ার কম্পাউন্ডার কাকু দীপু । কি করে এতটুকু শিশু কোনো কান্নাকাটি না করে এতগুলো স্টিচ সহ্য করলো সেটা বিস্ময় । আমার এখন মনে হয় এটা কোনো অধ্যাত্মিক ব্যাপার । হয়ত আমার ব্যাথা লাগেনি । এবার মহর্ষির দেওয়া নীতিগুলো ::

- কাউকে ঘৃণা করো না , পশুপাখী , মানুষ কাউকেই নয় , ইগনোর করো কিন্তু ঘৃণা কদাচ নয় ।
- মিথ্যা বলতে পারো এই আধুনিক যুগে তবে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ।
- নিজে বা নিজের আপনজনকে যেই আঘাত দিতে অক্ষম তা অন্য কাউকে দিও না । তোমার কাছেই ফিরে আসবে ।
- কালা জাদুর দিকে যেও না । এতে হিতে বিপরীত হবে ।
- ঈশ্বর সবই দেখছেন সময় হলেই সব পাবে । ঈশ্বরের বিচারে বিশ্বাস রাখো ।
- প্রচুর ডোনেট করো । ভগবান কারো কাছে ঋণী থাকেন না । শতগুণে ফিরিয়ে দেবেন ।

****

ইরান আজও হয়ত পারেনি তাদের শাহ্কে ভুলতে তাই বুঝি তারা আবার ফিরে পেতে চায় তাদের যুবরাজকে । তাই তাঁকে তুলনা করা শুরু করেছে বহু পুরাতন এক নরেশ সাইরাসের সাথে যিনি সেই প্রাচীনকালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ইতিহাস গড়েন ঐ দেশে । ভাবলেও অবাক লাগে তাইনা ?

ইরানীরা যেন বলছে ,এই আকাশ নতুন বাতাস নতুন
সবই তোমার জন্য,

চোখের নতুন চাওয়া দিয়ে করলে আমাদের ধন্য ।।

আমার কাছে গল্প যেন জীবন্ত । এমনই আমি । আমার জীবনে ফেলুদা নেই , শার্লক হোমস্ নেই , রীনা ব্রাউন নেই , গব্বর সিং, চামেলি মেমসাহেব, উমরাও জান্ নেই আমি ভাবতেই পারিনা । কেউ যদি আমাকে বলে যে এদের ছাড়া তোমায় বাঁচতে হবে তাহলে আমি মরেই যাবো ।

ঠিক করেছি আসামে , চামেলি মেমসাহেব সিনেমার সুটিং হয় যেখানে সেই বাংলো দেখতে যাবো ।

আর দেখো তো আমার জীবনটাই একটা উপন্যাস নয় কি ? লিখে ফেলো তো তোমরা ! তবে তুলিরেখা দিয়ে এঁকো কেমন ? গোটা গোটা কালো কালো অক্ষর দিয়ে নয় । আমি চিত্রিত হতে চাই ।

অঙ্কিত হতে ইচ্ছুক । **সত্যি রাজকন্যে** ছিলাম তো সেইজন্য । আমি রতি । আর ইরানী হবো । পারস্যের চাঁদনীতে ধূলোবালি কাটাবো আমার জীবন , ইস্ফাহানে- সুরেলা বসন্তে হরিণ শিকারে যাবো আর সিরাজের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো অমানিশায় বোরখা পরে নূপুরের মিঠে সুরে চারপাশে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে এগিয়ে যাবো বাদশাহ্ রেজার দিকে ।

তোমরা সেগুলি ক্যানভাসে বন্দী করো । অমর প্রেমকাহিনী , ইরানের রাজমহিষী বঙ্গতনয়া ভগবতী যার প্রেম শুরু হয় যুবরাজের সাথে ১৯৩০ বা তারও আগে থেকে পূর্বজন্মে আর আজ সেই প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে ২০২৩/২৪ সনে । মানুষ মারা যায় কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর তাই না ?

আবার ফিরে এসেছে এই জুটি আর তারা পাগলের মতন ভালোবাসে একে অপরকে । দুজনের মধ্যে সামাজিক বাধা , তুকতাক কিছুই আটকাতে পারেনি তাদের । আর হ্যাঁ - বিজ্ঞানকে ওরা নিজেদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

আমার প্রথম বিয়েটা পুরোপুরি ঝুলে যায় ।

উন্মাদ বর , বত্তমিজ ননদিনী ও তার বর এবং বরের পাগলিনী মায়ের কারণে । বিয়ের আসর থেকে বরকে ফোন করে তুলে নিয়ে যেতে চায় শাশুড়ি যিনি নিজেই আমাকে দেখে পছন্দ করে বিয়ে পাকা করেন কারণ কুশ্রী ননদের উসকানি । একই কারণে দাদা দ্বারা বাড়ি থেকে বিতাড়িত ও শিক্ষা না হওয়া ননদিনী ক্রমাগত আমাকে ছোট করতে থাকে । ভাই প্রতিবাদও করেনা । এসব কারণে আমার বিয়েটা ভালো কাটেনি তাই

আমি অ্যালবামও দেখিনা । কিন্তু আমার মা ও বাবা এদের দূরছাই করেনি । পাগল জামাই ও তার মাকে চিকিৎসা করিয়ে নিজেদের মেয়েকে তাদের সাথে পাঠিয়েছে ;তাদের বাসায় । এটা আমার মা ও বাবার একটা গুণ । ও দরদী মনের পরিচয় । আমিও চলে গেছি । এত ভালো , ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে । মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো । কি হবে একা একা থাকলে , কে দেখবে ভেবে আমি চলে যাই । আর আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে । বিয়ে তো মেয়েদের একবারই হয়, বাঙালী মেয়েদের । এমন ভেবেছি ।

কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিলেন । অনেকেই হয়ত বলবেন যে কাশেম সোলেইমানি ৬২ আর আপনি প্রায় ৫৪ এরকম বিয়ে কি বিয়ে ? কিন্তু ওকে দেখলে লোকে যুবক বলবে । আর আমার বয়স আন্দাজে আমাকে অনেক কমবয়সী মনে হয় আর টুইনফ্লেমরা একত্র হলে নাকি দৈহিক নানা পরিবর্তন হয় । সতেজ ও চাঙা হয়ে ওঠে বিশেষ করে তারা যদি আমাদের মতন যোগী ও যোগিনী হয় । আর আমাদের জন্মের একটা বিশেষ স্যাক্রেড কারণ আছে তাই হয়ত ভগবান এরকমটা করেন । আমি জানিনা । তবে কাশেম তো আগে থেকেই জানতো যে এইসময় ওর বিয়ে হবে ।তাই ও আর বিয়ে করেনি । মেয়েদের সাথে ভাব করেনি । ওকে লোকেরা লৌহমানব বলতো ।

বন্ধুরা বলতো যে কাশেম আমাদের যদি তোর মতন বডি (পেশীবহুল ৬ প্যাক) থাকতো আর সুন্দর চেহারা হতো তাহলে আমরা কত মেয়ে পটিয়ে ফেলতে পারতাম কিন্তু তুই ওদের দিকে ঘুরেও তাকাস্ না !

আর কাশেম আমাকে বলেছে যে এসব তো সবাই করে । ও স্থির করে জীবনে মহৎ কিছু করবে । তবে ও কাউকে ভালোবাসলে তাকে দেহের প্রতিটা কণা দিয়ে ভালোবাসে এবং এমন কাউকে বিয়ে করতে চায় যে ওর সোলমেট হবে । ফিজিক্যালি কাছে না থাকলেও আত্মার মাধ্যমে সবসময় থেকে যাবে সাথে । আমি তখন অত বুঝিনি । পরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমি যে ফিজিক্যালি ওর সাথে ছিলাম না এতদিন তাতে ওর কিছু যায় আসেনি কারণ আমাদের আত্মা একই তাই ও আমাকে সেরকম মিস্ করেনি । কাজে ডুবে গেছে কিন্তু শেষে আয়াতোল্লা খেমিনি ওকে মেরে ফেলার আদেশ দেয় কারণ আনকন্ডিশনাল লাভ জিনিসটা মনে হয় জগতে বিরল ।

আয়াতোল্লা হল শিয়া ধর্মের (মুসলিম) শীর্ষ নবী । তার একটুও মায়া কিংবা দরদ নেই । সে পাশবিক ও চামার । সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে করে ব্লাস্টে মানুষ মারছে অথচ নিজের হাতে একবিন্দু রক্তও লাগছে না । এবার তার জন্য যেসব সেনা অধিনায়কেরা কাজ করছে

তাদের এদিক থেকে ওদিক হেরফের হলে মৃত্যুবাণের আদেশ দিচ্ছে ।

লোকটির কাজ হল মানুষকে শান্তি ও স্বস্তির পথে নিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে । অথচ ও কি করছে , না খুঁচিয়ে শয়তান বার করে তার পছু(উড়িয়া ভাষায় পায়ু) তে এ কে ৪৭ দেগে দিচ্ছে ।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না এনে অশান্তি নিয়ে আসছে ।লোকে বলে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আর এই শয়তান বলে শান্তি নয় যুদ্ধ চাই ।

নিজে বিদেশী গাড়ি চড়ে , প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির মালিক (তৈল খনি) ও কালো টাকার দূর্গন্ধে দুই হাত কালো । প্রস্টেট ক্যান্সারের ব্যারামে আক্রান্ত মেয়েদের আনড্রেস করিয়ে করিয়ে সেই দেশে যেখানে মেয়েদের স্পর্শ করলে সাধারণ লোকেরা বেতের বাড়ি খায় ও জেলে যায় । সেখানে নবী হয়ে এই কুকীর্তি করে চলেছে ।

চুলোয় যাক্ ইরান । ফিরে আসুক পারস্য । ফিরে আসুক কাশেম মতন সত্যকারের নবী যে মানুষের কথা ভাবে । অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপণে অভ্যস্ত এই বিলিওনেয়ার । এই ধরণের মানুষই ইরানের মানুষকে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে আর ও ইরান ও তার

সাধারণ মানুষকে নিজের হাতের তালুর মতন চেনে । **আর ও তো নিজেই শায়ের পুত্র ! যুবরাজ । আর আয়াতোল্লার মতন ও কীইবা চুরি করবে ইরান থেকে ? রাজার ছেলে হয়ে ? কিংস্ আর প্রোভাইডারস্ । যুগ যুগ ধরে । তারা ভিক্ষা করেনা ।** ওর মা শাহ্বানু ফারহা্ দিবা পাহলভি যখন ইরান ছাড়েন তখন তাঁর সব গহনা দেশে রেখে আসেন কারণ উনি মনে করেন এগুলো পারস্যের সম্পত্তি । দেশের সম্পত্তি । কেবল ক্যান্সারে আক্রান্ত শাহ্ ও ছেলেপুলেদের নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন । এধরণের মায়ের ছেলে আর কী নেবে ইরান থেকে আজকে যে নিজেই এত সাকসেস্ফুল ? ও কি কোনো ঘেটো /বস্তি থেকে এসেছে ? আয়াতোল্লার মতন ?

আমি বলছি না সমস্ত ঘেটোবাসীরাই অসৎ ও নির্দয় আমি নিজেই তো মাইগ্রেন্ট (বাংলাদেশী) যদিও বস্তিতে থাকিনি কোনোদিন তবুও ঘর ছাড়া পাখি তো ! কিন্তু এই লোকটি বাস্তু ঘুঘু । এর কাজ ধর্মের মাথা হয়ে মানুষকে আলো দেখানো কিন্তু বদলে এ সারাটা দেশকে চুষে নিচ্ছে ও বকধার্মিক হয়ে বসে আছে । নজর সবথেকে বড় ইলিশ মাছটার দিকে ।

ইরানের মানুষ খুব দিলখোলা । ওরা বাংলাদেশীদের মতন । অচেনা লোককেও বাসায় নিয়ে যায় ।

আতিথেয়তা করা , থাকতে দেওয়া এসব করে । কাজেই ওদের ওপরে এহেন অত্যাচার আল্লাহ্ /খোদাবক্স বেশিদিন সহ্য করবেন না । নবী পাঠাবেনই । এবং সেই নবী এসে গেছে ।

ক্রাউন প্রিন্স অফ্ ইরান রেজা পাহলভি ২ ।

এদিকে সদগুরু নতুন অধ্যায় শুরু করেছে । ওর বৌ রেখা মহাজনের এক সাথী আছে । সেক্স সাথী । বুড়ির রস ভালোই । এই বয়সে জিগোলো ডাকে তবেই বুঝুন ! এসব হাই সোসাইটির কদর্যতার সাথে পেরে ওঠা দায় । হাতে অঢেল অর্থ আর কিছুই করার নেই কাজেই অকাজ/কুকাজ করে সময় কাটানো । সদগুরু জীবিত

থাকতেই লোকটি ছিলো র‍্যাডারে এখন অফিসিয়াল সাথী ।

সে এখন আমার বিরুদ্ধে তুকতাক ব্যাপারগুলো করছে । আমার বদনাম করছে । আমি গরীব, ভিখারিনী বাঙ্গালী । বাঙালীকে তো এখন ভারতবাসীরা কাঙালী বলে । সে আমাকে ফকির বললেও কিছু যায় আসেনা কিন্তু কারা বলছে না যারা আমার স্পিরিচুয়াল এনার্জি চুরি করে ঈশা ফাউন্ডেশান ফেঁদে কোটিপতি হয়েছে ও এখন আইনের হাতে ধরা পড়ে কঠিন শাস্তি পাচ্ছে । শাস্তি কমের আর্জি জানাচ্ছে । হাস্যকর বললে খুবই কম বলা হয় । পাগল শব্দও কিছু নয় । এরা একটা বুঁদবুঁদের মধ্যে বাস করে । এদের ঘাড় ধরে বাস্তবে নামিয়ে আনা উচিৎ । সোঁদা মাটির গন্ধ শোকানো উচিৎ । কেরোসিনে চুবিয়ে গায়ে আগুনের শেঁকা দিলে যখন পুড়ে যাবে তখন বুঝবে কোনটা রিয়েল আর কোনটা ফেক্ !

এই ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার যে অনেক ধর্মগুরু শেখায় যে এই জীবনটা মায়া । অল ইজ মায়া । আমরা মায়াতে বাস করি । কথাটা ভুল ।

এটা মায়া ফায়া কিস্যু না। মায়া হল রিয়েলিটির পার্সপেক্টিভে । মায়াটা একটি বিমূর্ত ধারণা । যেমন পুরো সৃষ্টিকে যদি ম্যাট্রিক্স ধরি তাহলে পরাব্রহ্ম হলেন

সত্য ও একমাত্র সত্য যিনি কদাচ ধ্বংস হননা । পার্মানেন্ট । সেই হিসেবে এই জীবন মায়া । কারণ এটা শেষ হয়ে যায় । পার্মানেন্ট নয় । কিন্তু আদতে তো আমাদের এই জীবন ভোগ করতে হয় । ব্যাথা বেদনা দু:খ কষ্ট এমনকি যা কর্ম তৈরি হয় তার ফলভোগ করতে হয় । তাহলে মায়া কীদৃশ ? মায়া হল একটা কনসেপ্ট । কেউ যদি বলে এটা মায়া তখন তার গালে সজোরে জুতো মেরে দেবেন ভদ্র ভাষায় । বলবেন -- ওয়েল , আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ বাট ইউ নো হোয়াট ? **আই অ্যাম লাইকিং দিস্ মায়া (জনপ্রিয় গানের কলি) !** আপনি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করুন আমাকে আমার নিজ জীবন যাপন করতে দিন । আমার কাজ সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপন করা । ওটাই আমার সাধনা এই জন্মের জন্য । কেমন ?

তো আমি বেঁচে থাকতে সদগুরুকে বলি যে তুই বেশি আমার সাথে শয়তানি করলে আমি তোকে ভারতীয় পার্লামেন্টের সামনে শুইয়ে তোর দেহ নখ দিয়ে চিরে দেবো । নৃসিংহ অবতারের মতন । যেমন হিরণ্যকশিপুকে করেন উনি ।

সদগুরুকে আমি তুই করে ডাকি আর সদগুরু নিজের পালিত মেয়ে রাধেকেও অনুমতি দেয় সদগুরুকে তুই করে সম্বোধন করার । এতে নাকি নৈকট্য বাড়ে ।

মারাঠিরা নাকি মাকে তুই করে ডাকে । আর সদগুরু তো মারাঠি । প্রমোদ মহাজন । এখন সে মারা গেছে কিন্তু রেখা মহাজনের সেক্স সাথী ; **সদগুরুর যমজ ভাই সেজে** নানান রকম ছলচাতুরি শুরু করেছে আমার সাথে । হয়ত ফেস বদলে নিয়েছে প্লাস্টিক সার্জারি করে । সেটা আমি সঠিক জানিনা । মানে দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না ।

সেদিন গোমিরা নাচের ভিডিও দেখছিলাম । অমৃতা আলোকচিত্রী ইউটিউব চ্যানেল নামক এক বান্ধবীর । এটা দিনাজপুরের ফোক্ নাচ । গম্ভীরাও বলে । মুখা নাচ অর্থাৎ মুখোশ নাচ । যারা করে তারা রাজবংশী । আমরা জানি বাংলায় থাকে ঘটি, বাঙাল ও কিছু অন্যরাজ্যের মানুষ । কিন্তু আদতে উত্তরবঙ্গে নেপালী/ভুটিয়া যারা কিছু চা বাগানের মানুষ অথবা মাইগ্রেন্ট ব্যাতীত আরেক ধরণের মানুষ আছে যারা সত্যিকারের নিখাদ বাঙালী । তারা হল রাজবংশী । আমার এক ভাইয়ের স্ত্রী রাজবংশী । বড় ভালো মেয়ে

। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার । ওদের দেখতে একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের হয় আর একটু আমাদের মতন হয় । ওদেরই একটি নাচ গমিরা । খুব সুন্দর । আমি সবসময় ফোক্ আর্ট ও কালচারের বিরাট ভক্ত তাই আমার এই নাচ খুবই ভালো লেগেছে ।

যদিও বৃহত্তর বাঙালীগণ , রাজবংশীদের অপমানজনক -- বাহে -- বলে অভিহিত করে থাকে বলে তারা মরমে মরে থাকেন অথচ তারা বাংলার ইন্ডিজেনাস মানুষ । সেতো আমাদের স্বভাব আছেই , উড়ে, খোট্টা, মেরো ,পাইয়া ,গোরা, বাহাদুর-- কাজেই এ আর নতুন কি ?

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গায়ক মাননীয় অজয় চক্রবর্ত্তী একজন্মে আমার সাথে ছিলেন । তখন আমি ভালো গাইয়ে ছিলাম । অজয়দা আমার সাথেই ছিলেন । উনিও গান করতেন । দূরদূরান্ত থেকে লোকে আমার গান শুনতে আসতো । আমি কি ছিলাম তা আমি জানিনা ।

বলিউডি সুরের জাদুকর যিনি পিয়ানোতে হাত দিলেই নিজের থেকে সুর সৃষ্টি হত সেই আদেশ শ্রীবাস্তবও কোনো জন্মে আমার সাথে ছিলেন ও মিউজিশিয়ান ছিলেন । তখনও আমি সংগীত মুখর ছিলাম । তারপর আমাদের আত্মা আবার এই জন্মে নতুন দেহ ধারণ

করে গার্গী, অজয় চক্রবর্ত্তী ও আদেশ শ্রীবাস্তব হয়ে জন্ম নেয় ও পরস্পরকে চিনতে সক্ষম হয় রমণ মহর্ষির পরম কৃপায় ।

শ্রী রমণ মহর্ষি যখন দেহত্যাগ করেন যাকে মহানির্বাণ বলা হয় তখন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী হেনরি কার্টিয়ার ব্রেসন যিনি সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় আলোকচিত্রী ছিলেন তিনি ও আরো বহু মানুষ দেখেন যে একটি বিরাট তারার মতন বস্তু আকাশে উড়ে যাচ্ছে যার একটি লেজ আছে এবং সেটি অরুণাচল পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় । অর্থাৎ সেটাই মহর্ষির আত্মা । ওনার গুরু বা স্বরূপ অরুণাচল অথবা পরাব্রহ্মে গিয়ে মিলিয়ে যায় । এই দৃশ্য সারা ভারত ও বিশ্বের নানান জায়গা থেকে দেখেন ওনার ভক্তবৃন্দ ।

কাজেই আত্মা আছেই আর সে ফিরে ফিরে আসে নিজের অপূর্ণ বাসনা মেটাবার জন্য ও কর্ম ফল ভোগ করবার জন্য ।

এই যেমন ঋষি সুনাক ! এমনি এমনি ইউ-কের রাষ্ট্রপ্রধান হননি ! নারায়ণ মূর্তি সাহেব তার জন্য কালা জাদুর সাহায্য নিয়েছেন । যদিও ঋষি ভালো কাজ করছেন কিন্তু ভোটে জিততে সক্ষম হননা । তখন মূর্তিসাহেব ব্ল্যাক ম্যাজিকের হাত ধরেন কারণ উনি ভাবেন যে ভারতের নাম উজ্জ্বল হবে এতে যে একজন

ভারতীয় এবার ইংলিশদের নেতা হয়ে ওদের ওপরে প্রভুত্ব করবে । ওরা তো কতনা অত্যাচার করেছে আমাদের ওপরে ! এমনকি আমাদের কোহিনূরটিও নিয়ে গেছে ও ফেরৎ দেবার নাম নেই । হয়ত তাই মূর্তি সাহেব এমনতর স্থির করেন ও সেইমতন কাজ করেন । কিন্তু ঐ যে বললাম কিছুই পরাব্রহ্মের নজর এড়ায় না । কাজেই এবার ঋষিকে তার ফল ভোগ করতে হবে । ওর রাজত্ব বেশিদিন চলবে না । ব্রিটেনের বেশিরভাগ মানুষ ওকে পছন্দ করেনা ভারতীয় বলে ।

ওখানে কালা আদমি ভারতীয়-- যারা এতদিন ব্রিটিশদের স্লেভ ছিলো তাদের আন্ডারে থাকতে ইংরেজদের আঁতে ঘা লাগছে উপরন্তু ঋষি একজন হিন্দু কাজেই ওখানে এখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্বেষ চলছে সর্বস্তরে তাই ওকে সরে যেতেই হবে । আর ডাইনি বুড়ি , কুঞ্চিত কেশ , বক্র নাসিকা , লোলচর্মের মহারাণী ক্যামিলা তো আছেই !

ঋষির ঘাড়টাই না ধরে মটকে দেয় বজ্জাত বুড়ি !

আমাকে তো বিচ্- টিচ্- বলে একাকার । ডার্টি নিগার , স্লেভ কি না বলে ?

আমি ওকে সোজা বলে দিই - আরে কিং এর কেপ্ট আমি একজন যোগিনী কাজেই আমার উত্তরণ হয়ে গেছে এবার তুই নিজেরটা সামলা । ডায়নাকে মেরেছিস্ কেন ? কি দোষ করেছিলো ওর বাচ্চা ছেলে দুটি যে ওদের মাতৃহীন করে দিলি তুই রাক্ষসী ? অন্যের বরকে বিয়ে করার বড় সাধ যে !

ব্রিটিশ রাজবংশ নয়, জংলী বিল্লী = ক্যামিলা হল রেসিস্ট । মেগান ভুল বলেনি ।

এবার বই শেষ করার সময় তবে পরে কিন্তু আরো দুই খন্ড বার হবে । এ দেখাই শেষ দেখা নয়কো !

তবে সময় লাগবে ওগুলো বার হতে মাস ৬/৭

এবার উপসংহার লেখার পালা ।

গায়ক নচিকেতার মেয়ে ধানসিড়ি আমার সম্পর্কে ভাইঝি হয় । ওর সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক । কারণ আমার প্রথম বইয়ের নাম ধানসিড়ি , ওর নাম ধানসিড়ি আর আমি ইস্টারে যেখানে বেড়াতে যাই সেখানে একটি বাঙালী খাসা খাবারের দোকান পাই ও

খাই তার নামও ধানসিড়ি ! কাজেই আমি এই উপলব্ধি করছি যে কোথাও আমাদের আত্মা একসুত্রে গাঁথা ।

পলিটিক্যাল গ্লাটন রেখা মহাজন যে নিজেই একজন নেত্রী হবার জন্য নানান কান্ড ঘটায় তাদের উচিৎ নিজেদের ছায়াকে শুধরানো । সবারই তো শ্যাডো সাইড থাকে । ওরা নিজেদের শ্যাডো সাইড থেকে কাজ করছে তাই ওদের কাজকম্মো এতো জঘন্য । ওদেরকে নিজেদের ছায়াকে শেঁকে নিতে হবে যেভাবে বন্য জন্তুর কাঁচা মাংসকে শেঁকে নিয়ে কাবাব বানিয়ে খায় লোকে পূর্ণিমা রাতে-- সাথে চাঁদকে শেঁকে নিয়ে করে রুটি । ওদেরকেও নিজেদের শ্যাডো সাইড থেকে আলো বার করতে হবে নাহলে জন্ম জন্মান্তর এই একই রকম জিনিস চলবে । যতদিন না শিখবে ততদিন মহাজগৎ তোমাকে একই পরীক্ষায় ফেলবে । বললাম তো ।

গতবার আমার মৃত্যু শয্যায় এসে কাশেম সব জানতে পেরে সদগুরুকে গিয়ে পরে হত্যা করে ।

সে তো রাজা ছিলো , বিহারের । আর কাশেম সৈনিক । বিদেশে কোথাও মারে । অর্থাৎ বিহারের বাইরে । আর তার জন্য আমার মতন দেখতে কোনো নারীর সাহায্য নেয় যে ওদের ছলচাতুরি ও অত্যাচার যা আমাকে ও আমার দুই বছরের সন্তানকে ওরা করেছিলো তা বার করতে সাহায্য করে । তবে আমার

লুক অ্যালাইককে হাত ধরে ধন্যবাদ জানাতে গেলে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হই ও কাশেমের পাশে রাখা আমার ছবি ভেঙে ফেলি । তখন তো আমি মৃতা । অথচ ঐ মহিলা ও বীর অর্থাৎ কাশেম দেখে যে আমার ছবিটা মানে রাজকুমারী ভগবতীর চিত্রটা নিজের থেকে ভেঙে পড়ে যায় । **যায়সা ফিল্মো মে হোতা হ্যায় , হো রাহা হ্যায় হবহু !**

একটু হিংসুটে টাইপস্ আরকি । যে আমার পারমিশান না নিয়ে আমার লুক অ্যালাইককে টাচ্ করেছে কেন বীর/কাশেম ।এই আর কি ।

এই জন্মে ওকে দেখে আমি স্থির করি যে শিয়া মুসলিম হয়ে যাবো এতই অভিভূত হই ওর জীবন দর্শনে । এখন আমি ওর মতন দুই হাত পাশাপাশি জুড়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করি যেভাবে ওরা নামাজ পড়ার সময় হাত করে রাখে সেভাবে । হাত বন্ধ করে হিন্দুদের মতন আর প্রণাম করিনা । কাশেম আমাকে এতটাই নাড়া দিয়েছে অন্তর থেকে ।

আদতে কেউ তো আর ক্রিমিন্যাল নয় , গভীর নিদ্রার সময় সবাই পরাব্রহ্মে মিশে যায় । সেখান থেকেই মধু নিয়ে এসে পরেরদিন শুরু করে । তখন সবাই ঈশ্বর । পোকামাকড় , পশুরা , আততায়ী , আমি , তুমি , আইনস্টাইন সবাই । আর বিশ্রাম না নিলে কি হয়

ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করো , দেখবে দেহ নাশ হয়ে যাবে । কিন্তু জেগে উঠে আমরা ভুলে যাই কনশাসনেসের কথা , গভীর ঘুমের সময়কার । তাই আবার জেগে ওঠে মানুষ কিংবা দৈত্যি , দানব ।

সূর্য থাকেই ; কেবল ছায়ার আনাগোনাতেই যত বিভ্রান্তি । গভীর ঘুমে সবাই রাজা হই । কেউ ভিক্ষুক নই । নাহলে এত আনন্দ আসবে কোথা থেকে জীবনটা চালানোর মতন ? কম বিড়ম্বনা আছে একটা জীবনে ? বলো ? যেই স্কুলটায় ভর্ত্তি করার পরে আমার মনটা ভেঙে যায় সেখান থেকেই তো দোলন রায় আর লাবণি সরকারের মতন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং অভিনেত্রী ও ভালো ছাত্রীরা বেরিয়েছে । দুজনেই মেধাবী ও ভালোমানুষ । দোলন তো আমার ক্লাসফেলো ছিলো এখনও যোগাযোগ আছে আর লাবণিদি ভীষণ ভালো নাচতো । স্কুলের কোনো ফাংশান হলেই ওর নাচ দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে থাকতো । লাবণিদির বোন ইন্দ্রানী আমার ক্লাসফেলো ছিলো । ওরা তিন বোন । তবে সবচেয়ে সুন্দরী কিন্তু বড় বোন শ্রাবনীদি । ওনার বিয়ে হয় ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন ও ব্যাক তরুণ দের সাথে । কাজেই আমিই হয়ত উন্নাসিক ছিলাম কিংবা লেখাপড়াটা মন দিয়ে করিনি । কেবল প্রেম করে বেড়িয়েছি । অন্যকে দোষ দেওয়া সোজা । নিজেকে নিজের জীবনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে নাহলে কেইবা

নেবে আর কাঁহাতক নেবে ? নিজের হাল নিজেকেই ধরতে হবে একটা সময় কারণ আমি নিজেই নিজের কর্ত্তা । তাই পড়ে এম-কম ও কস্টিং ড্রপ আউট করলেও চাকরি করেছি অ্যানিমেশানে কিন্তু ভাগ্যে ছিলো সন্ন্যাসিনী হওয়া কাজেই মেনে নিতে হবেই । তাই আমি এখন মহানন্দে ভাসি ।কেবল ঘুমাই আর ভালো ভালো স্বপ্ন দেখি ।আর ইরানের ভিডিও দেখি । সত্যি কবে এক রাজকুমার এসে আমার হাতটি ধরে নিয়ে যাবে অসামান্য সুন্দর এক দেশে । মাথায় পরিয়ে দেবে ফুলের মুকুট । মৃদু হেসে বলবে , বিয়ে তো হয়েছিলো এক চাঁদভাসি রাতে কোন শিশুকালে কিন্তু তোমাকে আমার সাতমহলের বেগম করতে লেগে গেলো এত্তোগুলো বছর !

আমি তখন পারস্যের আতরে পা ডুবিয়ে হেঁটে চলেছি দিগন্তে , রং জোছনায় ঢাকা আমার সমস্ত পার্থিব দেহ আর মুখে সলমা জরির ওড়না কারণ ইরানের যুবরাজ এখনও জানেনা তার শাহাজাদী ঠিক কে ! ভগবতী , রতি, অ্যাফ্রোদিতি ,গার্গী নাকি মহাদেবী ? শতাব্দী ধরে এই প্রেমটা তো সিকুয়েন্সে হয়নি । তাই না ??

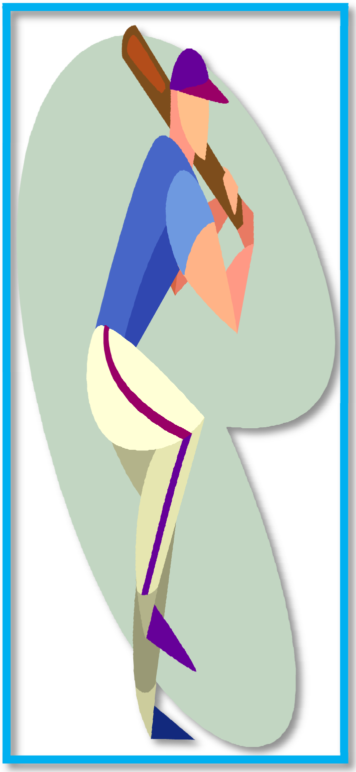

You have got to show your soul
otherwise you are just a piece of
equipment .

Sylvester Stallone .

****

It brings up happy old days
when I was only a farmer and not
an agriculturist .

---O' Henry

<u>ঋষি অরবিন্দের মহাসমাধি</u>

বাংলাদেশী সাংবাদিক সাল্লাহ্ উদ্দীন সুমনকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর অরোভিলের অপূর্ব তথ্যচিত্রটির জন্য ।

To all the lost souls of the world ,

Hope and light is available to all.

God loves us all .

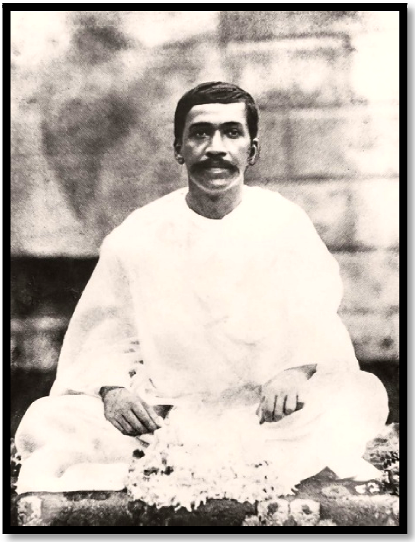

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার !!

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ওঙ্কার বিহরণের গল্প ; বাংলা টুইট । গুগুশের টুইট ।গুগুশ হল শিরিনের ডাকনাম । সে হল তাদের পরিবারের রাজহংস/কোকিল ইত্যাদি ।বড় আদরের। শিরিন একজন মুসলিম মেয়ে যে ভারতে এসেছে বেড়াতে । নানান প্রদেশ ঘুরে দেখেছে । তার মধ্যে এই অংশটি লেখা পন্ডিচেরি ও থিরুভান্নামালাই নিয়ে । সে জাতে ইরানী তাই বাংলা শিখে নিয়ে এই ভাষায় লিখছে কারণ তার--- শ্রী অরবিন্দের প্রতি অশেষ ভক্তি ও ভালোবাসা। সে ওনাকে বাবা বলে সম্বোধন করে ।

মুসলিম হলেও ধর্ম নিয়ে কোনোদিন মাতামাতি করেনি । রোজা করা বা নমাজ পড়াও করেনি নিয়মিত । বাসাতেও এই নিয়ে কোনো চাপাচাপি ছিলো না কারণ তার পিতা ছিলেন মুক্তমনা ও ঋষি অরবিন্দের ভক্ত । সুদূর ইরান থেকে আসেন পন্ডিচেরি । অনেক গল্প শুনেছিলো বাবার কাছে । সেই নিয়েই এই বই বা টুইট লিখতে বসেছে । ও একে বই বলেনা , টুইট বলে । তার কারণ ও যা শুনেছে তার কোনো প্রমাণ ও নিতে যায়নি । বাবার কাছে যা শুনেছে সবই আধ্যাত্মিক গল্প

কাজেই সবকিছুর প্রমাণ হয়না কিংবা দেওয়া চলেনা অথচ আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে সবার কাছে প্রমাণ ও যুক্তি চায় আর না পেলে জেলে পুড়ে দেয় । শিরিন জেলকে খুবই ভয় পায় বিশেষ করে তিহার জেলকে যেখানে ইয়া ইয়া উগ্রপন্থীরা থাকে । ও তো আর শ্রী অরবিন্দের মতন স্বাধীনতা সংগ্রামী নয় আর সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর মতন সাহসী মানুষও নয় তাই একটু দেখেশুনে পা ফেলে ।

তো যাইহোক্ কিছু ভুলত্রুটি হয়ে গেলে মার্জনা করে দিও ওকে-- তোমরা ।

শিরিন ; ইরান থেকে এলো পাক্কা ৬মাস পন্ডিতে থাকার জন্য। অবশ্যি পরে দুমাস থিরুভান্নামালাইতে থেকে যায় ।এই দুই জায়গায় ও যে ছিলো সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বই । আর বাঙালি নয় বলে ভাষার কারিকুরি জানেনা অত । সহজ সরল ভাষায় লিখে ফেললো এই বই ।

কেমন লাগলো , কত মানুষ দেখলো , ঋষিদের দর্শন এইসব লিখলো ।

সবাই জানবে । মন ভালো হবে । দেহে আনন্দ লহরী খেলবে ।

একজন যোগী, ঋষি । সুন্দরভাবে পার্থিব জীবন কাটানোর কথা , বিবর্তনের কথা বলেন । অন্যজন

মহর্ষি । জীবন থেকে বেরিয়ে যাবার হদিস্ দেন ।

কিন্তু সত্যিই কি বার হওয়া যায় ?

নাকি মহাবতার বাবাজীর মতন ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যেতে হয় ;কোনো অদেখা দৈবলোক থেকে ?

সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই অভিসার ।

ঐশ্বরিক অভিসার । ইরানী কন্যা , আরবী ঘোড়ার সওয়ারি- পারস্যের গোলাপ মন্ডিত , দামি আতরে চোবানো ফরাসের ওপরে বসে এক মেয়ে শিরিন ।

ইরানী , রূপবতী শিরিন অনেকদিন ভারতে ছিলো যদিও সে তখন খুবই কমবয়সী ।এমনিতে পেশায় সে কবিরাজ । ইরানের ভেষজ ভান্ডার ও পুরাতন ঔষধ চিকিৎসা এইসব নিয়ে লেখাপড়া করে সে নিজের একটি বিউটি ক্লিনিক চালায় ডুবাইতে । সেখান থেকে আসে ভারতে । তার স্বামীও ডুবাইতে কাজ করে , জাতিতে সেও একজন পারস্যের মানুষ ও পেশায় কন্সট্রাকশান ইঞ্জিনীয়ার । ভদ্রলোক মুক্ত চিন্তার অধিকারী , পত্নীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন । একা ঘুরতে

দিয়েছেন । ওদের একমাত্র পুত্র মামাবাড়িতে আছে । পড়ছে । সেও মধ্যপ্রাচ্যেই ।

শিরিন ঋষি অরবিন্দের আশ্রম নিয়ে লিখেছে কারণ ওর ভালো লেগেছে । তবে ও যেহেতু একজন মুসলিম ধর্মের মানুষ তাই হিন্দুদের সম্পর্কে গভীরে তেমন জানেনা তাই লেখায় হয়ত অন্য একটা দৃষ্টিকোণ উঠে আসতে পারে । আগেই সেই ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ।

ও অনেক বছর আগেও ওখানে যায় । সেই সম্পর্কেও লিখছে ।

পন্ডিচেরিতে গিয়ে ও সমুদ্র দেখলেও সেখানে নামতে সক্ষম হয়না কারণ পাড়টা পাথর দিয়ে বাঁধানো । বড় বড় পাথরের চাঁই । দুরন্ত ঢেউগুলি এসে লাফিয়ে পড়ছে সেই প্রস্তর খন্ডের ওপরে । সফেদ জলরাশি ভেঙে , গুঁড়িয়ে আবার বয়ে চলেছে সাগরের বুকে । এই ভাঙাগড়া নিয়েই জীবন ।

এক একসময় মনে হয় আর পারিনা কিন্তু আবার সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই জীবন নামক এই সাগরের বুকে ! আসলে জীবনটা যে কী কেউ কি তা জানে ? অথচ সবাইকে এরই মাঝে বাস করতে হয় । যেমন ঢেউ জানেনা তার অস্তিত্বের কারণ ও উৎসের

কথা অথচ ভেঙে যাবার পরই ছুটে চলে যায় সেই উৎসের দিকে, আবার গড়া হয়ে গেলে ভাঙার জন্যে সেরকমই আমাদেরও একই অবস্থা । এইসব ভাবতে ভাবতে শিরিন ফিরে যায় ওর আবাসস্থলের দিকে যা কিনা এই সাগরের পাড়েই ছিলো । সেবার ও প্রথম পন্ডিচেরি এসেছিলো । যেই হোটেলে ঠাঁই নেয় তাতে নাকি অনেক অনেকদিন আগে স্বয়ং ঋষি অরবিন্দ এসে ছিলেন বহুকাল যাবৎ , অনেকদিন । পরে অবশ্যি ও অন্যদিকে গিয়ে সমুদ্রে নেমেছিলো । খুব সুন্দর সেই সাগরের পাড়, সবুজ জলরাশি । তবে মৎস্যজীবিদের জন্য বড্ড আঁশটে গন্ধ ছিলো সেখানে । মনটা ভেঙে যায় ঐ গন্ধে । অনেক অনেক আঁশ ছড়িয়ে ছিলো পাড়ে ।

শিরিন যেই ঘরে থেকেছে, সেখানে ওনার বড় ছবি আছে । ঘরটি খুবই সুন্দর । পুরনো পুরনো একটা গন্ধ আছে । আছে বহু প্রাচীন ফরাসী স্থাপত্যের চিহ্ন , কুলুঙ্গীর মতন একটি প্রদীপ রাখার জায়গা , ঢাঁউস একটি বই রাখার আলমারি যাতে ঋষি অরবিন্দের লেখা

বহু পুঁথি ও ওনার ফটোর অ্যালবাম আর একটি ছোট মূর্তি ।

বেশ ভালো লাগলো ওর । মনে হল তার বাবাকে স্পর্শ করলো সে । শ্রী অরবিন্দর--বৃদ্ধ বয়সের ছবিটি দেখলে তার মনটা ভরে ওঠে । **বাবা তাকে মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন , মা তুই পন্ডিচেরি গেলি তাহলে ? আমাকে বাবা বলে ডাকলি ?**

এরকম যখন বলেন ওর খুবই ভালোলাগে । মনে হয় হৃদয়টা জুড়িয়ে গেলো । তার নিজের বাবা তাকে এত আদর করে ডাকলেও এমন ভালোলাগে না যদিও সে তাদের বাড়ির কোকিল বা রাজহংসী !সবচেয়ে আদরের । সাতরাজার ধন ; এক মানিক । তবুও । একেই বুঝি বলে স্পিরিচুয়াল যোগ । আত্মার যোগ । রক্তের সম্পর্ক তো নেই কোনো কিন্তু ওনার চেয়ে আপনজন যেন এই জগতে আর কেউ নেই ওর, আজকে । কারণ উনি হলেন শিরিনের গুরু । পথপ্রদর্শক । আর সদ্‌গুরুর চেয়ে আপনার আর কেউই বুঝি থাকেনা আমাদের । তাঁর সাথে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক । আমরা তাঁকে ভুলে গেলেও ; তিনি আমাদের ভোলেন না ।

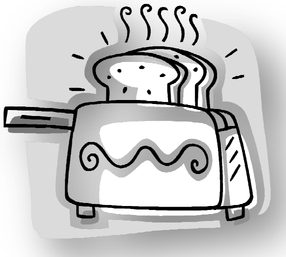

সরাইখানায় খাবার অবশ্যি সাধারণ । বেজায় মোটা চালের ফ্রায়েড রাইস ও চিকেনের টুকরো তাতে । আর আইসক্রিম, সেটা স্কুপে করে নিচ্ছে লোকে মনে হল ঘরে তৈরি । তবে সুস্বাদু ।

ও তো একাই ছিলো, তাই একটাই আইসক্রিম খেলো । আর সেটা হল স্ট্রবেরী ফ্লেভার । খুবই ভালো স্বাদের । ঘরোয়া গন্ধ তাতে ।

চাল ভাজা অর্থাৎ ফ্রায়েড রাইস, মোটা চালের হলেও তাতে মোরগের টুকরোগুলি হাড়বিহীন ছিলো ও বড় বড় ছিলো আর ছিলো অজস্র ক্যাপসিকাম , ফুলকপি , গাজর , মটরশুঁটি তাই ওর মন্দ লাগেনি । রাতে যখন রাতপোষাক পরে নিলো তখন ওদের ছোট্ট ঘরে, অরোভিলেতে সৃষ্ট ধূপের সুগন্ধে-- নিমেষেই দু চোখ জুড়িয়ে এলো ।

সব ক্লান্তি কেটে গিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালো ।

স্বপ্নে ঋষি অরবিন্দকে দেখলো । একটি ঘন অরণ্যে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে । সেখানে একজন ধ্যানমগ্ন ঋষি যেন ওকে হাত নেড়ে কাছে ডাকছেন । ডেকে বলছেন , **মা তুই এতদূর দেশ থেকে এখানে এসেছিস ! কেমন লাগলো ফিরে গিয়ে কখনও লিখিস্ । তাড়াহুড়ো কিছু নেই । মনের কথা খুলে লিখিস্ ।**

যেন তাই আজ লিখতে বসেছে । কিন্তু স্বপ্ন তো অনেকদিন আগে দেখেছে তাহলে ?

আসলে পন্ডিচেরিকে এতদিন সে আত্তিকরণ করছিলো । অনুভব করছিলো । কাজের মধ্যে ।

নিত্যদিনের গানের মধ্যে । আত্মা দিয়ে স্পর্শ করছিলো ; কাঠগোলাপ ফুলের মতন ।

আজ মধ্যদিনে পৌঁছে, যেন বেলাশেষে এই গান রচনা করতে বসেছে শিরিন ।

মধ্যদিনের গান ।

আসলে শ্রী অরবিন্দের আশ্রম কেবল কোনো তীর্থ ক্ষেত্র বা আধুনিক যুগের সাধুদের মতন অর্থ কামানোর কারখানা নয় ।

এই পুণ্যভূমি হল এক কর্মভূমি বা কর্মযজ্ঞ ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন কর্মযোগী তাই তাঁকে জানতে হলে অনেক অনেক কিছু অনুভব করতে হয় কেবল কিছু পুস্তক পড়ে তাকে জানা সম্ভব নয় ।

শিরিন সময় নিয়ে চেষ্টা করেছে মাত্র । একজন মহাযোগীকে ত্রিমাত্রিকে ধরতে । কতটা সফল হল তা বলবেন পাঠকেরা ।

শিরিন আগেই বলেছে যে সে হিন্দু নয় ।কাজেই কিছু জিনিস সে হিন্দু ভক্তদের কাছে শুনে লিপিবদ্ধ করছে । যেমন হিন্দু পুরাণের কথাগুলি ।

ঋষি অরবিন্দের সমাধিতে গিয়ে বসলে একটি শক্তি এসে স্পর্শ করে ভক্তদের এবং সেটাই নাকি দীক্ষা পাওয়া । এখানে কোনো গুরুবাদের ব্যাপার নেই , কেবল পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সমাধিস্থল মোড়া যা বোঝায় যে মহাযোগী এখনও জীবিত ।

খুবই দৃষ্টিনন্দন সেইস্থান । সেখানে প্রবেশ করলেই মন শান্ত হয়ে যায় । অনেক ভক্ত সেখানে শ্রী অরবিন্দ ও মাদারকে তাঁদের সুক্ষ্ম দেহে দেখেছেন বলে শিরিন শুনেছে ।

যেমন এক প্রখ্যাত ভক্ত হলেন মাদার মীরা ও তাঁর স্বামী হার্বার্ট । ওনারা এই আশ্রমেই দীক্ষা পান ।

এখন ওনারা দুজনেই জার্মানিতে আছেন ও মাদার মীরা সেখানে ভক্তদের দীক্ষা দিয়ে থাকেন ।

মাদারের প্রতিষ্ঠিত ভক্তদের মধ্যে একজন সবার পরিচিত । উনি হলেন আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ম্যাডোনা । উনি মাদারকে নিয়ে গানও বেঁধেছেন ।

নিন্দুকে অনেক কিছু বলে । কিন্তু কেউ কি প্রশ্ন করে যে একটি ভারতের গ্রামের মেয়ে , যাঁর দুটি উজ্জ্বল আঁখি ছিলো , সেই সুনয়নী কি করে ম্যাডোনাকে ভক্ত হিসেবে পেলেন ?

তিনি কি জাদুটোনা করেছেন ?

আর ম্যাডোনাও কি এতই মূর্খ ?

শিরিনের কাছে আসল সত্য শোনো তোমরা ।

আরে মান্না দের গান মনে নেই ?

নিন্দুকে যা বলছে বলুক ! তাতে তোমার কি ? আর আমার কি ? রাগে যারা জ্বলছে জ্বলুক , তাতে তোমার কি ?

এও সেরকম ।

মাদার মীরা তো আর যে সে নন ! না হার্বার্ট !

যতই লুকিয়ে থাকুন , আর তো লুকাইতে পারলি না রে টিক্কা , আমি তো তোর ভক্ত রে দেইকখাই তোরে চিন্না ফেলাইসি (ভানু বন্দোপাধ্যায় কমেডিয়ান এর কমেডি অনুসারে লেখা) ---ভক্ত ম্যাডোনা --

মাদার মীরা হলেন স্বাহা দেবী আর হার্বার্ট হলেন স্বয়ং অগ্নিদেব ।

এনারা দুজনেই ঈশ্বর ও ঈশ্বরী । কাজেই ভক্ত তো হবেই । কিন্তু এক জন্মে তো মোক্ষ কারো হয়না তাই গুরুও এগোবে আর শিষ্যও এগোবে আর এইভাবে ক্রমাগত এগোতে এগোতে একসময় পরম ব্রহ্মতে মিলিয়ে যাবেন ।

ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে দীক্ষা দেবার কেউ নেই । অটোমেটিক দীক্ষা হয় । সমাধিতে বসে । তার কারণ হল ওনার দর্শন হল আমাদের গুরু আমাদের অন্তরেই আছেন । তাই শিখিয়েছিলেন ওনার গুরু ওনাকে । সেই অন্তরের গুরুকে জাগ্রত করতে হবে । জাগ্রত করে তাকে ধীরে ধীরে মেলে ধরতে হবে আর সেই মেলে ধরার পদক্ষেপগুলিই হল ধ্যান , নানান মুদ্রা , তন্ত্র সাধনা , নানান আচার , আদি শঙ্করের নেতি নেতি কিংবা সোহম সাধনা ইত্যাদি ।

যেমন ধর না আর্শিতে ময়লা ধরেছে । কালো হয়ে গেছে সেই মিরর্ ।

তুমি বসলে আয়না ধুয়ে মুছে ফিটফাট্ করতে ।

এক এক বার ধুচ্ছো । একবারে সব ময়লা উঠবে না । ভীষণ নোংরা হয়েছে কাঁচ । তখন কেউ স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করছে, কেউ সাবান ব্যবহার করছে, কেউবা খালি জল দিয়ে ধুচ্ছে । এগুলিই হল ধ্যান ট্যান ইত্যাদি । লক্ষ্য হল ঐ কাঁচকে বার করা ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ । The Mother অর্থাৎ মীরা আলফাসা ;ওনার সহচরী ; বলে গেছেন ।

এবার বলো যে কৃষ্ণ মানে কে ? ভগবান বিষ্ণু ।

আর ভগবান বিষ্ণু কে ? জগতের পালক ।

তাই শ্রী অরবিন্দ, আমাদের-- দুনিয়াকে একটি সুন্দর এবং ব্যালেন্সড্ গ্রহ হিসেবে তৈরি করার ও ধরে রাখার জন্য ধ্যান করার উপায়ও নানান জীবন দর্শন দেখিয়ে দিয়ে গেছেন । তাই শিরিনের মনে হয় যে কেবল ধার্মিক মানুষেরাই নয় নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরাও এখানে আসতে পারেন ও দেখে যেতে পারেন যে জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই । এমনকি যুক্তিবাদী ও সাম্যবাদীরাও সুস্বাগতম্ । অরোভিলে ঘুরে গেলেই

বোঝা যায় যে ঈশ্বরের দ্বারাই বোধহয় প্রচারিত হয়েছিলো কমিউনিজম্ । নাহলে ঋষি অরবিন্দের মতন একজন আস্তিক ও যোগী কি করে কল্পনা করলেন অরোভিলের এবং তা শুধু পরীক্ষিতই নয় সরকার দ্বারা পরিচালিত ও আন্তর্জাতিকভাবেও প্রমাণিত ।

<u>শয়ে শয়ে মানুষ এখানে এসেছে । থাকছে ।</u>

কোনো মোহরের চল নেই । নেই ডলার বা পাউণ্ড । চলে অরো কার্ড । মুচি যেই মাইনে আয় করে চিকিৎসকও তাই আর তাতেই সবাই খুশি । **<u>সবাই রাজা, অরোভিলের অরবিন্দ রাজার রাজত্বে ।</u>**

এখানে কেউ কাউকে খুন করেনা । ধর্ষণ করেনা । শিশু শ্রমিকের মারধোরের ঘটনা নেই । নেই অর্গ্যান পাচারের কাহিনী । সবুজে মোড়া এক নগরপাড়ে রূপনগর । তামিল নাড়ু ও পন্ডিচেরি এই দুই এলাকার মাঝে ।

<u>সবাই হেসে কথা বলেছে । কেউ কাউকে বুলিং করছে না ।</u>

<u>----এই, তুই কি কেলে , মুটকি , নাটা , কুচ্ছিত ইত্যাদি ।</u>

অহেতুক চাপ দিচ্ছে না কেউ । দুনিয়ার সব দেশ থেকেই অজস্র মানুষ এসে বসবাস করছে ।
যে যার নিজের কাজ করে চলেছে । কেউ কেউ ধ্যানমগ্ন । কেউ নতুন নতুন ব্যবসা করছে প্রগতির জন্য । মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । পর্ণগ্রাফি কিংবা আজেবাজে গ্যাম্বেল করা নয় ।
ধর্মের নামে লোক ঠকানো নয় । ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নয় । **মোদ্দাকথা হল ; আমাদের কাছে যা আশা করেন ঈশ্বর- এই জগতে আমাদের পাঠানো হয় যার জন্য, সেইসব কিছুই অরোভিলেতে পালন করার পরিকল্পনা করা হয় ।**
এছাড়াও যারা চিন্তাশীল ও মানবজীবনকে কিছু দিয়ে যেতে চান ; তারা নানানভাবে তাদের অবদান এখানে কাজে লাগাতে পারেন- বিভিন্ন প্রোজেক্ট-এ কাজ করে । তা নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত হতেও পারে আবার অন্যের চিন্তার ফসলও হতে পারে ।

মুণিঋষিগণ বলেন যে আমরা আমাদের চিন্তার ফসল । কাজেই আমরাই পারি নিজেদের শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে । এটাই ছিলো অরোভিলের মূলমন্ত্র । শিরিন যতটা বুঝেছে ।

আর আগেই বলেছে ও বোদ্ধা নয় । মতভেদ থাকতেই পারে ।

অরোভিলে, নামটা কেউ বলেন <u>**অরোরে**</u> কোনো ফ্রেঞ্চ শব্দ তা থেকে এসেছে যার অর্থ ভোর আর ভিলে মানে ভিলেজ বা গ্রাম আবার কেউ বলে ঋষি অরবিন্দের নাম থেকে <u>**অরো**</u> এসেছে ।
সবুজে মোড়া , লাল মাটির এই গ্রামে ঢুকলে চন্দ্রবিন্দুর সেই গান মনে পড়ে যায় হয়ত ।
শিরিন এই গান শুনেছে ওর এক বাঙালী বন্ধুর কাছে , খুবই মিষ্টি সুর । ওর মন ধ্যানের গভীরতায় চলে যায় এই গান শুনলে ।

<u>**নীল নির্বাসন ; সেই গানের নাম ।(Nil Nirbason by Chandrabindu)**</u>

চেনা মুখ , ছুঁয়ে থাকা দৃষ্টি
এলোমেলো আড্ডায়, চায়ের গেলাস
ঘুম ঘুম ক্লাসরুম
পাশে খোলা জানালা
ডাকছে আমাকে তোমার আকাশ --

<u>**আসলে অরোভিলের আকাশ ।**</u>

এখানে মানুষের কোনো জাত নেই , ধর্ম নেই , রাজনৈতিক বন্ধন নেই , চমড়ার রং নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই , আর্থিক সামর্থ্য কিংবা নারী/ পুরুষ ও কিন্নরের মতন ধারণা নিয়ে নেই কোনো বাধা নিষেধ । এখানে সবাই মানুষ এবং মানুষ এবং মানুষ । এখানে সবাইকে ডাকছে অরোভিলের আকাশ ! **নীল নির্বাসন থেকে নির্বাণ! বাদ গেলো স । অরোভিলেতে আসা এই স-কে সরাবার জন্য ।**

এখানে কারো আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নেই । নেই সেই স্বপ্ন স্পর্শ করতে না পারার অবর্ণনীয় কষ্ট ও তাতে অবসাদে ডুবে আত্মঘাতী হওয়া কিংবা মানসিক হাসপাতালে জীবন কাটানো । নেই মাদকদ্রব্যে ডুবে যাওয়া । মহিলাদের ধরে কিংবা শিশুদের ধরে নিয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শোষণ ও ধর্ষণ করা অর্থাৎ অত্যাধুনিক সমাজের কোনোরকম কালিমা এই জগৎকে স্পর্শ করেনি । আছে কেবল মুক্তজীবন ও শান্তি পারাবারের হদিস্ । সারা দুনিয়া থেকে নানান জাতের ও ধর্মের মানব সন্তান এখানে এসে সঙ্ঘ তৈরি করেছে

। এই সঙ্ঘ হল শান্তির সঙ্ঘ । যে যার কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত ।

যেহেতু এই গ্রাম ভ্রমণের স্থান নয় তাই স্থায়ী বাসিন্দাদের কুটিরের দিকে যাওয়ার নিয়ম নেই তবে অনেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে কিছুদূর অবধি চলেও যায় । অসম্ভব সবুজ সেইসব পথ । **তাল গাছ থেকে ঝরে পড়েছে সুগন্ধী তাল অথবা বাঁশের ঝাড় থেকে উঁকি মারছে নাম না জানা কোনো নির্মল পক্ষী শাবক যার নির্মম সভ্যতা নামক অসভ্যতার হাতে মরে যাবার ভয় নেই । আজকাল বনের বুনোরাই বেশি সভ্য আমাদের চেয়ে তাইনা ।**

চারদিকে কেবল সবুজের ভেলভেট আর লাল মাটি ও শান্তির সমুদ্র । খুবই দৃষ্টিনন্দন ও মন ভালো করা পরিবেশ । যেখানে মানুষের জীবন ধারণের কোনো টেনশান নেই সেখানে আগ্রহীরা ঐশ্বরিক সাধানায় নিয়োজিত হতেই পারেন যা এখানকার মানুষজন ও সম্ভবত: পশুপক্ষীরাও করে চলেছে ।

এরকমই এক জগতের সৃষ্টি বুঝি ব্রহ্মা করেছিলেন যা আমরা ক্রমে ক্রমে দূষিত করে ফেলেছি ।

দৈত্যি দানবের করাল গ্রাসের কারণে । মান ও হুঁশ গেছে কোন অতলে , পড়ে আছে কেবল চাপ চাপ রক্ত

ও মাংস । ঋষি অরবিন্দ, আবার সেই রক্ত ও মাংসে মানুষ ভরে দিচ্ছেন যেন !

আর শুধু মানুষ কেন ? সবাই এগোবে । আমাদের বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে হবে তাই না ? তাই তো এই গ্রাম !সাধনা করে করে নিজের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে, মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই উচ্চতায় যেখানে ঈশ্বর ও আমরা একই ছন্দে কাজ করবো । **তবেই তো জগতের পালক, ভগবান -- শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণু খুশী হবেন ।**

হিরণ্যকশিপু ও কংসের আনাগোনা কমে যাবে । আজকাল ঘরে ঘরে তো এদেরই জন্ম হচ্ছে । নাহলেও ; ধীরে ধীরে মানুষ এদের দলেই যোগ দিচ্ছে ! তাই মনে হয়, বর্তমান দুনিয়ার মানুষ অন্ততঃ একবার এই অরোভিলে ঘুরে যাক্ । মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য । এখানে এতটাই শান্ত পরিবেশ যে একটি পোকা ও প্রজাপতির আলাপচারিতাও বুঝি কানে আসে । এখানে নৈঃশব্দ্যও কথা বলে । আর রাতে , জোছনা গলি দিয়ে চলে যায়না , প্রতিটা ঘরে গিয়ে নীরবতা ভেঙে কথাকলি নৃত্য করে ।

অরোভিলের বনে, রাতের আঁধারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনে মনে হয় অরণ্যে ঘুঙুর বাজছে ।

--- ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম , টিং টিং, টুং টুং টাং টাং । কখনো বা মাদলের শব্দ । গাছে গাছে মিতালী হয়েছে বেশ, তাই ডালপালার আওয়াজ !

আসলে এগুলি হল পবিত্র ধ্বনি । শুনলেও আত্মা শুদ্ধ হয় । মনের কালিমা ধুয়ে যায় ।

ওঙ্কার ধ্বনির মতন ।

আমরা তো সবাই আদতে কম্পন ও নাদ । বিজ্ঞানও তাই বলে । আমাদের স্থুল দেহও হল সেই কম্পন ও নাদের স্ফটিকাকার/কেলাসিত রূপ (ক্রিস্টালাইজড্ আকার) । সুতরাং যেখানে বড় বড় মুণি ঋষিগণ তপস্যা করে যান, সেখানকার কম্পন ও নাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে যা সাধারণ মানুষ ও যোগীদের বা সাধকদের দেহের ও মনের গঠণকে পরিবর্তন করে শুদ্ধ করে থাকে । যেমন আগুনে হাতে দিলে হাতে পোড়েই । সে নাস্তিকই হোন আর আস্তিক । একই ঘটনা এখানেও হয় । আমরা বুঝি কিংবা না বুঝি ।

ঋষি অরবিন্দ ওরফে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সহচরী দা মাদারের সাধন ক্ষেত্র এই অরোভিল । ওনাদের

সৃষ্ট ; একান্নবর্তী এই পরিবার ও ছন্দশ্রী শোভনতার নামই অরোভিলে ।

অরোভিলের মাঝে আছে মাতৃমন্দির ।

সবসময় দেখা সম্ভব নয় । তবে শিরিন গিয়েছিলো এর অন্দরে । তখন মাতৃমন্দির তৈরি হচ্ছে । অনেক আগে । এই অঞ্চলকে শান্তির একটি নীড় বলা হয় । মন্দিরের আকার গোল একটি বলের মতন । স্টিলের তৈরি এই বিশালাকৃতি বলের গায়ে সোনার প্রলেপ দেওয়া ও ৪টি স্তম্ভের ওপরে দাঁড় করানো । আছে ৪টি-আধ্যাত্মিক থিম্ । দা মাদারের ; আমাদের এই জগতের সঙ্গে যা সম্বন্ধ অর্থাৎ চারখানি শক্তির মাধ্যমে যে উনি যুক্ত আমাদের সবার সাথে সেই সম্পর্কে ঐ স্তম্ভগুলির সূচণা করা হয় এসব কথিত আছে । অন্দরে আছে আরো একটি সুবিশাল কাঁচের/স্ফটিকের বল । আর এই মন্দির তৈরি হতে ৩৭ বছর লাগে । এই মাতৃমন্দিরের ভেতরে একটি ধ্যান গর্ভ আছে যাকে ইনার চেম্বার বলা হয় । এখানে আগে থেকে অনুমতি নিয়ে যেতে হয় কারণ এটা কোনো ভ্রমণের স্থান নয় । তপস্যার জায়গা ।

দা মাদারের চারটি স্তম্ভের গুরুত্ত্ব বোঝাতে ওনার চারটি বিশেষ রূপের কথা শ্রী অরবিন্দ আমাদের বলে গেছেন । তা হল, দা মাদার কখনও হলেন ,

মহেশ্বরী কখনো মহাকালী , কখনোবা মা মহালক্ষ্মী আবার কখনো সন্তানের জন্য মা হয়ে ওঠেন মহা স্বরসতী !

অর্থাৎ , দা মাদার হলেন জ্ঞান , শক্তি , শান্তির প্রতিমূর্তি আবার উনি যোদ্ধা ও জগতের রক্ষা করছেন অসৎ শক্তির হাত থেকে আবার কখনো উনি রূপের আধার , মিষ্টত্বের ধ্যান লহরী বয়ে চলেছে মায়ের জটা থেকেই , উনি এক অপরূপা দেবী , এক রহস্যময়ী আদ্যাশক্তি যার কোনো শুরু নেই শেষ ও নেই , উনি অমর ও অলীক । আবার দা মাদারই হলেন মহা স্বরসতী , সমস্ত বিদ্যার অধিকারিনী । আমাদের আলোর পথে চালনা করেন মা । আবার সন্তান জ্ঞানের পথে পা বাড়ানোর সাথে সাথে মায়ের কোমল আঁখি তাকে ঘিরে রাখে পরম মমতায় ; ঠিক তার আপন মায়ের মতন , এক নির্ভেজাল পবিত্র আঁচলে বেঁধে রাখে । এই সত্য নিয়েই এই চারটি স্থম্ভ চারদিকে ।

দক্ষিণী - মহেশ্বরী , উত্তরা - মহাকালী । পূর্বা - মহালক্ষ্মী , পশ্চিমা - মহাস্বরসতী ।

শ্রী অরবিন্দ কিন্তু আশ্রমের গঠন ইত্যাদির দায়িত্ব মাদারকে দিয়ে অবসর নেন । মাদার পরে নিপুন হস্তে সব গড়ে তোলেন । ওনাকে ঋষি, নিজের স্তরের সাধিকা বলেন ।

ওনারা ছিলেন টুইন ফ্লেম । অর্থাৎ একই আত্মা দুই দেহে । যেমন রাধা কৃষ্ণ , ইন্দ্র শচীদেবী , কৃষ্ণ অর্জুন (নর নারায়ণ) ব্রহ্মা সরস্বতী , যীশু মেরি ম্যাগডালিন, হর পার্বতী ইত্যাদি । **যদিচ মাদার, ওনাকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন ।**

একই আত্মা, দুই দেহে থাকা সম্ভব । বিজ্ঞানও এটা দেখেছে । একে ফিজিক্সের ভাষায় বলে কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট ।

এই **টুইনফ্লেম** সম্পর্কগুলি সবসময় খুবই ইনটেন্স হয় ও সর্বদা রোমান্টিক হয়না ।

এগুলি মূলত অধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও কারণে হয় ।

সাধারণ মানুষ এর টুইন ফ্লেম হয়না । এগুলি খুবই রেয়ার কেস্ যদিও আজকাল পশ্চিমে এই নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে ।

যারা খুবই স্পিরিচুয়াল ও ইভলবড্ সোল তাদেরই একমাত্র সত্যিকারের টুইন সোল থাকে । এরা পৃথিবীতে জন্ম নেয় মানুষের ভালো করার জন্য । আর একটি আত্মাকে বিভাজিত করা হয় তখনই যখন একজন অধ্যাত্মিকভাবে অগ্রসর হয়ে অন্যজনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, মোক্ষের পথে । অনেকে বলে আত্মাকে কাটা যায়না , ছেঁড়া যায়না

গীতায় লেখা আছে । তাহলে দুই দেহে একই আত্মা কীদৃশ ?

বিভাজন করার অর্থ তো আমাদের পার্থিব কাটাছেঁড়া নয় । ছুরি বা তরোয়াল দরকার হবে । এগুলি অন্যরকম ভাবে হয় । তবুও যদি এখানকার কথায় বলি তাহলে কাটা হয়ত যায়না কিন্তু রেপ্লিকা বা নকল বানানো যায় । অর্থ হল আমাদের বামদিকে দৈহিক হার্ট থাকে যা দেহে রক্ত সঞ্চালন করে থাকে আর স্পিরিচুয়াল হার্ট থাকে ডান দিকে । আর টুইন ফ্লেমের ক্ষেত্রে তাদের ডানদিকের হার্ট একই থাকে কেবল মনটা বিভাজিত হয়ে যায় , বা অহং -টা ভাগ হয়ে যায় । কিন্তু স্পিরিচুয়াল হার্ট একটাই থাকে তাই তারা একই মানুষ বা দেবতা বা বিং (Being) !!

ফ্রি- উইল বলে আদতে কিছু হয়না । মহাবিশ্ব সর্বদাই ব্যস্ত থাকে, প্রতিটি জীবকে ঠেলে পরাব্রহ্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে । ফ্রি -উইল এর অর্থ আমরা মনে করি এই জীবনে যা করি তাই কিন্তু আমাদের দেহ রাখার পরে ঠিক সেইরকম জন্মই হয় যা আমাদের বিবর্তনের পথে সাহায্য করবে । যদি কেউ স্পিরিচুয়াল সাধনা করে থাকে তার এগিয়ে যেতে সুবিধে হবে আর যদি কেউ না করে তাকে মহাবিশ্বে

ঠেলে দেবে এমনভাবে যাতে সে আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যেতে পারে ।

এই কথার অর্থ হল ; যে যেমন পর্যায় থাকে তার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা ঘটে । অবশ্যই একজন ক্রিমিন্যাল আর একজন ভালোমানুষের ক্ষেত্রে একই রকম জিনিস হবেনা **।ওয়ান সাইজ ফিটস্ অল বলে কোনো কথা নেই স্পিরিচুয়ালিটিতে ।** যে যেমন কর্ম করবে তার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটনা ঘটবে । **কিন্তু মহাজাগতিক জীবনে এমন জিনিস হবে যা চেতনাটিকে বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ।**

জিনিসগুলো জটিল । এইভাবে বোঝা হয়ত সম্ভব নয় । কাজেই এইগুলো নিয়ে এখানে এত আলোচনা না করাই শ্রেয় । এই কারণেই ঋষি অরবিন্দ, **সুপ্রামেন্টাল যোগার** কথা বলেছেন যাতে সবাই এগিয়ে যেতে পারে বিবর্তনের পথে ।

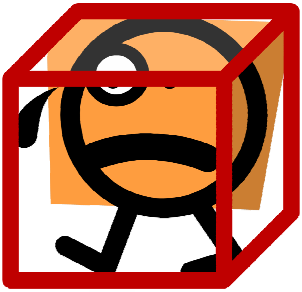

অরোভিলে দেখে শিরিনের খুবই ভালোলেগেছে ।

ও স্থির করেছে অবসর নিয়ে এখানে এসে থাকবে । ও সাইকেল চালাতে জানে কাজেই ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হবে । এখানে অনেক খাবার দোকান ও হস্ত শিল্পের দোকান আছে । সবই এদের সংস্থা ও সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে । যে কেউ নিজের কোনো সংস্থা শুরু করতে সক্ষম ।

এখানে স্বাস্থ্যকর খাবার মেলে কাফেগুলোতে ।

দক্ষিণী দেশের খানা ছাড়াও বিদেশী খানাও মেলে । শিরিনের ভালো লাগালো জবাফুলের সরবৎ ও লেমন গ্রাসের সরবৎ ।

মাতৃমন্দিরে শুনেছে ১০০র বেশি দেশ থেকে নাকি মাটি এনে রাখা হয়েছে । তাই বুঝি কতনা দেশ থেকে লোকজন এসে এখানে বাসা বাঁধছে । আর কেউ কারো সঙ্গে রেষারেষি করছে না । মিতালি করেছে সকলে । এমন কাউকে দেখলো না যে বুলিং করছে বা অকারণে বিবাদ করছে টিপিক্যাল ভারতীয় রাজনৈতিক দলীয় মানুষদের মতন ।

--আমাদের ফান্ডে চাঁদা দাও সব হয়ে যাবে ।

ভারতের সরকার ও বিদেশী অনুদানে চলে এই শহর আর ভক্তের দান ও নিজেদের শিল্প ও সংস্থা থেকেও আয় হয় । এদের বিদ্যুৎ, সূর্য থেকে উৎপাদন করা হয় । পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে সাজানো সব । নিঁখুত টাইমিং । ফ্রি -বাস আছে পন্ডিচেরি শহরে নিয়ে যাবার জন্য । **তবুও নিন্দুকের অভাব নেই । অনেকেই বলে এখানে ভারতীয়দের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়না । পুরো ফ্রেঞ্চ কলোনি একটা !!**

শিরিনও কিছু শুনেছে কিন্তু ওর মনে হয় এটা আন্তর্জাতিক একটি কার্যালয় তাই হয়ত ফরাসী মানুষের সংখ্যা বেশি, আর মনে রাখতে হবে ঋষি অরবিন্দ যখন এখানে আসেন তখন এটি ছিলো পুরো ফরাসীদের দখলে এবং আমাদের আদরের **মা- দা মাদার , মীরা-আলফাসাও** ফরাসী দেশ থেকে

এসেছিলেন আগে । কিন্তু মনকে বলেছে যে ওর কাজ ঋষি অরবিন্দের শিক্ষাকে কাজেই লাগিয়ে বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়া । নিন্দা, তর্ক , গালিগালাজ সবাই করতে পারে কিন্তু এই ছোট্ট জীবনে, বিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে কজন পারে ? আর লোকে এও বলে আশেপাশের গ্রামে নাকি লোকাল গুন্ডারা করে থাকে খুন-জখম !

যেখানে মানুষ সেখানে এসব হবেই কারণ সবার মনের স্তর একরকম নয় আর সেসব ঠিক করতেই তো এখানে আসা !! **কলিযুগে বে-আইনি কাজ হবেই । আইনের কাজ করার জন্য পুলিশ আছে । সেই কাজ শিরিনের তো নয় ; তার কাজ অনুভূতি লিপিবদ্ধ করা ও ঋষির নির্দেশিত, শাশ্বত চেতনার পথে পাড়ি দেওয়া ।**

আগে এই লালপাহাড়ী, রাঙামাটির এলাকা ঘন বনে ঢাকা ছিলো কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারে ন্যাড়া হয়ে পড়ে । অরোভিলের বাসিন্দাগণই একে আবার সবুজ অরণ্যে পরিবর্তন করেন ও পরিবেশের উপকার করেন । অরণ্যায়ন , বনানীর লহরী তোলা । পুরো একটি শুষ্ক , অনুর্বর এলাকাকে সবুজ করে তোলাও সহজ নয় ।

বিশাল এই এলাকা, আবার নিঃশ্বাস নিতে সক্ষম হয় তাদের এই কঠিন আত্মত্যাগ ও কর্ম নিষ্ঠার জন্য ।কিন্তু এই জগতে কোনো কিছুই নিঁখুত নয় । কেউ

পার্ফেক্ট নয় সবাই জানে তাই অরোভিলের নিজস্ব সমস্যা আছে । তাই বলে চালনি যখন ছুঁচের ছিদ্র সন্ধান করতে শুরু করে-শিরিনের ভালোলাগে না ।

অরোভিলে, কোনো স্বপ্নরাজ্য নাকি পরীদের দেশ সেটা বড় কথা নয় যেটা সত্য ও সবসময়ই সত্য থাকবে তা হল এক বিদেশিনী একা হাতে এই বিশাল কর্মকান্ড তৈরি করে গেছেন এবং আজও তা আমাদের সেইদিকে আকর্ষিত করছে ।

আমরা শান্তির আশায় সেখানে ছুটে যাচ্ছি ।

বিরাট একটি অনুর্বর এলাকা ; সবুজ হয়েছে এই কারণে যা সবসময়ই কাম্য । সেখান থেকে কেবল মানুষই নয় , পশুপাখি ও গাছপালাও সমৃদ্ধ হচ্ছে ও কার্বন ট্যাক্সের ব্যাপারে সাহায্য করছে ।

আর তিননম্বর কারণ হল-- পিছিয়ে পড়া জাতি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী আজও আন্তর্জাতিক ভাবে যা যা নিয়ে গর্বিত হতে পারে তার মধ্যে একটি হল এই অরোভিলে আর অন্যটি হল ইস্কন ।

সমালোচনা হবেই কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কর্মকান্ড । কারণ ঐ যে বলা হল কেউই পার্ফেক্ট নয় । আর তার জন্যই বিবর্তন । আর বিবর্তনের জন্যই জন্ম অরোভিলের !!

সোজা ভাষায় লিখলে , লেখা চলে যে পরিস্থিতি কিংবা সমস্যাকে সবচেয়ে দক্ষভাবে সামলে চলার নামই সভ্যতা ।

কাজেই মদের গেলাস নিয়ে পা নাচাতে নাচাতে আন্তর্জালে বসে টুইটার হ্যান্ডেলে কুৎসা রটানোর আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন , আমি কি কি করেছি মানব জাতির জন্য ! আর আমি কি আদৌ অরোভিলে গিয়েছি নাকি লোকের মুখে শুনে !

আচ্ছা , যেতে তো পারিই কিন্তু কেন যাবো !!

আমার ইগো কি আমায় যেতে দেবে ???

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিন্দু পুরাণে দুটি গল্পের কথা নাকি লেখা আছে । শিরিন শুনেছে । একটি নিয়ে শ্রী অরবিন্দ তো কাব্য রচনা করেছেন , **সাবিত্রী নামটি তার** ; আর অন্যটি হল **মনসামঙ্গল ও শিবপুরাণের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী ।**

এই দুই সতী , বেহুলা ও সাবিত্রী ; যমরাজার হাত থেকে তাঁদের স্বামীদের ফিরিয়ে এনেছিলেন । অর্থাৎ তাঁদের পতিদের মৃত্যু হয় প্রকৃতির নিয়মে কিন্তু এই

অসীম পতিব্রতা পত্নীগণ নিজেদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং তপস্যা দিয়ে স্বয়ং যমের মুখ থেকে নিজেদের স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন এবং আমাদের পার্থিব নিয়ম ভঙ্গ করে- মানব সন্তান , তাঁদের জীবনসঙ্গীরা জীবিত হয়ে ওঠেন ।

শিরিন জানেনা এগুলি কাহিনী না ইতিহাস তবে যাইহোক্ না কেন ঘটনার মূল দর্শন শিক্ষণীয় আর সেটা আজকের যুগে কেন প্রতিটা যুগেই লক্ষণীয় । বিশেষ করে আধুনিক নামক অত্যাধুনিক যুগে মানুষের জীবনে যেই অবক্ষয় শুরু হয়েছে , স্বার্থপরতা ও যৌনপিপাসা মেটাবার নামে একের পর এক সঙ্গী নির্বাচন ও কখনো কখনো বা নিজেরই জীবনসাথীকে হত্যা করে ধনসম্পদ ও জীবন বিমার অর্থ দাবী করা ইত্যাদি সেই সময় এই ঘটনা মানুষকে একটা দিশা দেখায় । হয়ত অনেকেই অবিশ্বাসীর হাসি হেসে নস্যাৎ করে দেবে এগুলিকে অলৌকিক ও অপার্থিব বস্তু বলে । ব্যাঙ্গ করে বলবে যে এগুলি হল অবাস্তব জিনিস কিন্তু নিজেরই স্বামীকে খুন করে জীবনবিমা দাবী করা কিংবা একের পর এক সঙ্গিনী বদল করা কেবল যৌনজীবন কড়কড়ে রাখার জন্য সেটাও কি স্বাভাবিক কোনো বস্তু ? অথবা যৌনতায় নতুনত্ব আনতে শিশুকে শোষণ করা , এটা ? এই নিয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে ফেলা, শহরের তথাকথিত অভিজাত সমাজের মধ্যে ?

এইজন্য কি আমরা মানুষ হয়েছি ? নাকি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আত্মিক উত্তরণ ?

সামাজিক উন্নতি ? গোষ্ঠিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হওয়া বিবর্তনের পথে যা মহাজগৎ চায় ?

আগে দেহপসারিণীদের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখতো । আজকাল সিনেমার পর্দায় অভিনয়ের দোহাই দিয়ে **নীলছবির নায়িকার** মতন ঘোর আপত্তিজনক জিনিস দেখানো হচ্ছে অথচ সেইসব তথাকথিত অভিনয় কর্মীদের (আমি অভিনেতা/নেত্রী বলছি না তাদের) কেউ বেশ্যা বললে তারা ক্ষেপে উঠছে । আইনের সাহায্য নিচ্ছে । অথচ যে সমাজের নিষ্ঠুরতার বলি হয়ে আজ বাজারে নিজের ইজ্জৎ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তার গায়ে পাপিষ্ঠা লেবেল অতি অনায়াসেই আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি কারণ তার হয়ে বলার কেউ নেই । আমাদের সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে । তাই শিরিনের মনে হয় এই ঘটনা- কাহিনি কিংবা ইতিহাস যাইহোক্ না কেন (পুরাণও একটা সময় ইতিহাসই ছিলো , সেটা সময়ের ওপরে নির্ভরশীল) আজও মানব সমাজের কাছে যথেষ্ট আবেদন রাখে ।

মানুষ এক সঙ্ঘবদ্ধ ও গোষ্ঠিবদ্ধ জাতি বা জীব , এরা একা থাকতে সক্ষম নয় । তাই সমগ্র মানবজাতির জন্য যা সুস্থভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তাই

আমাদের নিয়ে আসতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে ; এই ধরায় ।

নারীরা পুতুল নয় ।

নারীরা ভোগ্য বস্তু নয়, পণ্য নয় । নারীদের দেহ ও রূপ ব্যাতীতও সমাজকে আরো অনেক কিছু দেবার আছে । নারীর শক্তি ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দেয় এই গল্পগুলি । একজন রমণী হল ধাত্রী ও করুণার আধার । তার ওপরে বিশ্বাস করে ও তারই মমতায় সিক্ত হয়ে অজস্র মানুষ বেঁচে থাকে এই জগতে ; কাজেই সাবিত্রী ও বেহুলার হৃদয়ের বিশালত্ব, ধৈর্য্য ও ভক্তি এবং অসীম মমতার কথা জেনে যদি অল্প কিছু মেয়েও নিজেকে পরিবর্তন করে বা চায় তা করুক না !

দেখুক বিউটি কুইনগণ অথবা অন্যধরণের নানান ট্যাগ দেওয়া আধুনিক স্বার্থপর ও হিংস্র নারীর বাইরেও অনেক মেয়ে আছেন যারা আমাদের আদর্শ হতে পারেন । তার জন্য হাতা খুন্তি ধরতে হবে তাও না অর্থাৎ বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে তাও না মনে মনে সাবিত্রী ও বেহুলার মতন শক্তিময়ী তারা হতেই পারে । শিরিনের এখানে একটা কথা মনে হয় তবে কাউকে বলেনি কোনোদিন কারণ লোকে ওকে ক্রেজি মনে করতে পারে । সেটা হল একজন নারী সুন্দর হয়

অন্তরের সৌন্দর্য্য দিয়ে যা এইসব বিউটি কন্টেস্টে দেখানো হয় অথচ এইসব প্রতিযোগিতাতেই আবার নারীকে অর্ধনগ্ন করে দেখানো হয় । অথচ ভারতের সেই রাণী পদ্মাবতী যাকে কেউ কোনোদিন দেখেনি , তিনি এতই রূপবতী ছিলেন যে আজও তাঁর রূপের চর্চা হয় । কাজেই কাউকে রূপের মাপকাঠিতে মাপতে হলে সম্পূর্ণ অচেনা একগুচ্ছ এবং পরবর্ত্তীতে সারাদুনিয়ার মানুষের সামনে অর্ধনগ্ন হতে হবে কেন ? সুইম-স্যুট পরে ; দৈহিক মাপজোক দিতে হবে কেন ? এসব দেখার জন্য তো বাসায় স্বামী আছে ! উপপতিও থাকতে পারে ।

অনেকে বলতে পারেন যে আর্টিস্টরা তো নারীদেহের চিত্র আঁকেন । সৌন্দর্য্য নিয়ে কাজ করেন ভাস্কররা । তা করেন কিন্তু শিরিনের বক্তব্য হল তারা বিশেষ গোষ্ঠির মানুষ, **অ্যান্ড গড্ ক্রিয়েটেড ওম্যান** এই দর্শন নিয়ে চর্চা করেন । কিন্তু আমরা একটা গড়পরতা সমাজ করে বাস করি । সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকি । সেখানে সবরকম লোক আছে । সবাইকে বদলানো সম্ভব নয় । আর সমাজে একটি বন্ধন থাকে নাহলে যারা অসৎ মানুষ তারা মনে করে যে বাঁধন খুলে গেছে এবং অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় । **তাই পুরো দুনিয়াকে চামড়া দিয়ে ঢেকে ফেলার চেয়ে নিজে জুতো পরে নেওয়াই ভালো ।**

++++++++++++++++++++++++++++

বেহুলা ও লখিন্দরের গল্পে মূল দেবী হলেন মনসা । উনি সর্পের দেবী । তাঁকে পুজো দিতে রাজি হননা লখিন্দরের পিতা ব্যবসাদার চাঁদ সওদাগর । তাই মনসা দেবী , লখিন্দরের প্রাণ হরণ করেন । অবশেষে তাঁর পিতা পুজো দিলে মনসা প্রাণ ভিক্ষা দেন কিন্তু এর মধ্যে বেহুলার ভক্তিও একটি বিরাট ভূমিকা নেয় । এখানে মনসাদেবী ; অনেকটা আধুনিক ফেমিনিস্টদের মতন, পুরুষ বণিক ও অহঙ্কারী সওদাগর চাঁদের কাছ থেকে পুজো আদায় করেই ছাড়েন ।

শোনা যায় লোকগাঁথায় যে মনসা দেবীকে চাঁদ বণিক , **চ্যাং-মুড়ি কানি** বলেও গালি দিয়েছিলেন কারণ মনসা দেবীর একটা নয়নে দৃষ্টি ছিলো না ।

পন্ডিতগণ, মনসাকে আদিবাসী দেবী বলেও বর্ণনা করে থাকেন । অনেকে ওনাকে শিবের কন্যা বলেও বর্ণনা দিয়ে থাকেন ।

পুরাণে তাঁর কথা বলা আছে আর সেখানে কাশ্যপ মুণি তাঁর পিতা অথচ মঙ্গলকাব্যতে বলা হয় তাঁর পিতা শিবঠাকুর । এগুলি নিয়ে দ্বিমত হলেও মনসা একজন দেবী বলেই স্বীকৃত হন ।

মনসা দেবী (আন্তর্জাল)

মুসলিম কন্যা শিরিন ওনাকে ফেমিনিস্ট দেবী বলে মনে করে ।

সাবিত্রী কাব্যগ্রন্থ ::

শ্রী অরবিন্দ, সাবিত্রী কাব্য গ্রন্থ একদিনে লেখেন নি । সারাটা জীবন ধরেই লিখেছিলেন বলে শোনা যায় ।২৪০০০ লাইনের, ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা এই পুস্তক সাবিত্রী ও সত্যবানের পুরাণ কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে লেখা । এই কাব্যের মাধ্যমে উনি যেমন ধার্মিক ব্যাপার নিয়ে লিখে আমাদের বুঝিয়েছেন সেরকম সাবিত্রী ও তাঁর পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতির অধ্যাত্মিক বিবর্তনের সম্পর্কেও লেখেন । ১৯১৬ সনে এই বইয়ের প্রথম খসড়া লেখেন । ১৯৩০ সাল নাগাদ উনি এই পুস্তককে অনেক বড় একটি বইতে রূপান্তর করার কথা ভাবেন ও মহাকাব্য রূপে তার রূপ দান করতে শুরু করেন ।তাঁর জীবনের শেষদিন অবধি শিরিনের বাবা অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ এই মহাকাব্য নিয়ে লেখালেখি করে গেছেন । তাকে নিঁখুত একটি অবয়ব দিতে ।অরূপকে রূপে ধরতে ।প্রাণ দিতে, তার সন্তানের ।

ঋষি অরবিন্দের মৃত্যুর পরে প্রতিটি লেখাকে এক জায়গায় করে একটি খন্ডে প্রকাশ করা হয় । এই বই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন ওনার চিকিৎসক ও ভক্ত ডা: নিরোদ বরণ ।এই বইতে ঋষি অরবিন্দ কেবল সাবিত্রী ও সত্যবানের ঐশ্বরিক প্রেম কাহিনী ও

যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনাকে তুলে ধরেননি । উনি বেদব্যাসের থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে এই বই রচনা করেন । রাজা অশ্বপতি , রাজনন্দিনী সাবিত্রী ও সত্যবানের জীবনকে কেন্দ্র করে যে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটে ও অলৌকিক স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণ হয় তাকে উনি তুলে ধরেন ও নিজের জীবনের স্পিরিচুয়াল পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে একটি ভিন্নস্তরের কাব্য সৃষ্টি করেন যা মিথকথন মোড়া ও রূপকধর্মী হিসেবে নতুনত্বর দিকে পা বাড়ায় । বেদব্যাসের মতন উনি কেবল সাবিত্রীকে একজন রূপবতী রাজকন্যে হিসেবে দেখাননি , বরং সৃষ্টির আদি ও প্রলয়ের মাঝে যে প্রকৃতির বিন্যাস তারই নারীরূপ সাবিত্রী, সেইভাবেই তুলে ধরেছেন । এই পুস্তক কোনো সাধারণ বই নয় ; এটি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ কিংবা কাশীরাম দাসের মহাভারতের মতন গভীর অধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভান্ডার যার স্তরে স্তরে রয়েছে বিবিধ রতন ও ধ্যানলিঙ্গের পরশ যা পড়লে মনে হবে মানুষ যেন অতি সহজেই মৌনতায় প্রবেশ করছে ও নিজের শুদ্ধ চেতনার স্পর্শ পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে পরম সত্যের দিকে ।

সত্যবানের অর্থ এমন একজন যিনি সত্যের বাহক । কাজেই সত্য কী ? এই সত্য হল ঐশ্বরিক ।

যোগীরাজ অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে বেদব্যাস রচিত মহাকাব্যের ভেতরেও নির্ঘাত অধ্যাত্মিক ভাবধারার পরশ ছিলো যা কালের স্পর্শে মলিন হয়ে গেছে। উনি সেই দিকটাই সুগ্রন্থিত করেছিলেন।

এখানে দেশ বলতে ঋষিরাজ অরবিন্দ বুঝিয়েছেন স্বর্গ বা সুক্ষ্ম কোনো লোক যা ঈশ্বর দ্বারা চালিত আর পার্থিব জগৎ হল আঁধারে ঘেরা এক লোক।

দেশান্তরিত রাজকুমার বা যুবরাজের অর্থ হল মর্ত্যলোকে পাড়ি জমানো কোনো দেবতা যাঁর এবার তপস্যা করে মোক্ষ পথে ধাবিত হতে হবে। নরেশ অশ্বপতিকে উনি বলেছেন অধ্যাত্মিক শক্তির নরেশ। আর সাবিত্রী, তাঁর পিতা ও যুবরাজ সত্যবান ইত্যাদির এই পৃথিবীতে আগমণের ব্যাপারটিকে উনি বলেছেন এক প্রকার আলো হতে বিচ্যুতি বা অন্ধত্ব অর্থাৎ দেবলোক থেকে ভূলোকে এসে সব ভুলে যাওয়া অর্থাৎ উল্টোপথে বিবর্তন।

সাবিত্রী বইটি বিশেষ ছন্দে রচিত। মনন ও চিন্তনের অতীত বলে মনে হয়। কারণ এই কাব্যগ্রন্থ যেন এক অবর্ণনীয় সুমিষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি। পবিত্র বারিতে পা ডুবিয়ে হেঁটে চলা কোনো অদেখা তপোলোকে !

এই বই লিখেছেন এই মহাযোগী একদিনে নয় , সারাটা জীবনে । তপস্যার ফসল হিসেবে ।

ঈশ্বরের নির্দেশে । ঋষিরাঙা হয়ে । তাই সত্যবান যেমন ছিলেন অমর , স্বর্ণকলসের অমৃত পান করে সেরকম এই কৃষ্ণধূন জাতকের রচিত সাবিত্রীও হল অবিনশ্বর ; আর হবে নাই বা কেন দা মাদার , মীরা আলফাসা স্বয়ং বলেছেন যে এই মহাকাব্য হল এক সত্য যাকে বলা চলে আগামীদিনের সত্য ! এবং এই কাব্যগ্রন্থ এতই জীবন্ত ও প্রখর-রুদ্র যে ইন্টিগ্রাল যোগা পথের পথিকদের আত্মার ওপরে এই বই একটি সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে । যা যোগীদের হিলিং এর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম । অর্থাৎ সেই জ্যোতি ; যার স্পর্শ পেলে আর কিছুই ভালোলাগেনা । হিলিং , হিলিং আর হিলিং । এই হিলিং এর সর্বশেষ ধাপই হল মোক্ষ ।

নীলগ্রীবা , সদাশিব, ত্র্যম্বক , কৃত্তিবাস সেই মহাশক্তি যার দিকে ধাবমান সমস্ত যোগীগণ আবহমানকাল ধরে শান্তি চাইছেন- অথচ কৃপাসিন্ধু হলেও তাঁর কৃপা লাভ করতে সক্ষম খুবই মুষ্টিমেয় কয়েকজন । তাই সাবিত্রী যদি অর্থ বুঝে , ভক্তিভরে পাঠ করা যায় তবে তার শক্তি ও স্পিরিচুয়াল ব্যাখ্যা যোগীদের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তরী পার করাতে সক্ষম । সাধারণ

বিবর্তনের সোপান ধরে গেলে যা করতে কোটি কোটি জন্ম লেগে যেতে পারে । এতই শক্তিশালী এই পুস্তক ।

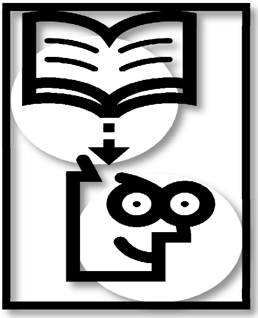

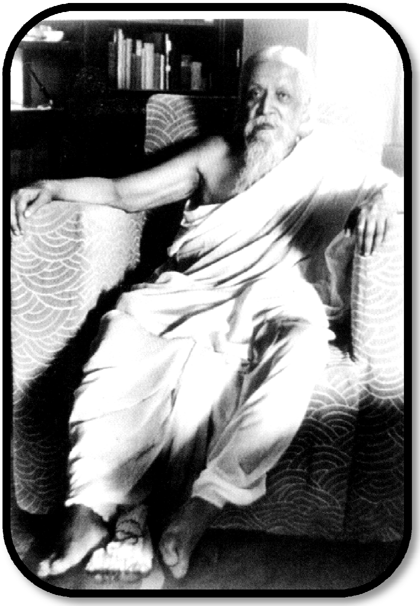

ঋষি অরবিন্দ

শিরিনের বাবা একটি কম্পিউটারের দোকান খুলেছিলেন যেখানে এসব বিক্রি করা হতো । তার নাম উনি দেন **অরো-বাইট** । তার গুরুর নামে ।

আবার ওরই নিজের কাকা ; দ্বার পরিগ্রহ করেননি । মুসলিম একজন যুবক হলেও আর ইরানে চার চারটি বৌ একই সাথে রাখা চলে তবুও উনি পন্ডিচেরি আসেন দাদার ভক্তি দেখে । এসে উনিও শ্রী অরবিন্দের যোগের সম্পর্কে জেনে এতই উৎসাহিত হন যে নামাজ পড়া ছেড়ে একজন যোগী হয়ে যান । উনি অর্থনীতি নিয়ে পড়েছিলেন । পরে বিদেশে মানে ফ্রান্সে থিতু হন এবং একটি কলেজে পড়াতে শুরু করেন । ফাঁকে ফাঁকে দা মাদার এবং ঋষি অরবিন্দের যোগ সাধনায় আত্মনিবেশ করেন ও তাতেই জীবন উৎসর্গ করেন ।

কেউ প্রশ্ন করলে বলেন , অনেক জন্ম তো অনেক ভাবেই কাটালাম , বিয়েশাদি করলাম , শেঁয়াল-বেড়ালের মতন বাচ্চা প্যায়দা করলাম , জগৎ এর মদ ও মাংসে ডুবলাম । এই জন্মটা আল্লাহ্ বা ঋষি অরবিন্দকেই না হয় দিলাম !

তার এই অধ্যাপক কাকার কাছেই শুনেছিলো শিরিন যে **শ্রী অরবিন্দ দু- দুবার নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হন । একবার সাহিত্যে ও অন্যবার শান্তিতে । তবে সেইসময় অত সহজে ভারতীয়রা এসব প্রাইজ**

পেতেন না । তাই হয়ত যোগীবর পাননি । কিন্তু তিনি ছিলেন বিশাল প্রতিভাধর ।

আর তাছাড়াও তিনি একজন রেবেল ছিলেন । হয়ত তাই দেওয়া হয়নি । অনেক সময় বিপ্লবীদের সমকালীন নানান সরকার ত্যাগ করেন ; রাজনৈতিক নানান কারণে । বিতর্ক এড়াতে । তবে তাতে ওনার মেধা ও কাজের ব্যাপ্তিতে কোনো ফিকে ভাব আসেনি । তাঁর কাজের ব্যাপ্তি ছিলো সুবিশাল ।

এবং চিন্তার স্রোত অত্যাধুনিক ।

হয়ত সমকালীন মানুষ বুঝতেও পারেনি ।

শ্রী অরবিন্দ ছিলেন সুশিক্ষিত একজন ঋষি, কাজেই তাঁর জীবনী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেখানে দৈব ও ভাগবতের পাশাপাশি ইন্টেলেজেন্সিয়ার ছাপও সুস্পষ্ট। এগুলি বারেবারে দেখা যায় । বিদেশে শিক্ষিত ও বহু প্রাইজ পাওয়া এবং ভালো ছাত্র হবার সুবাদে নানান বিষয়ে পারদর্শিতা থাকায় তার জ্ঞানের ভান্ডার ছিলো সুগভীর । তিনি বরোদায় শিক্ষকতাও করেন ও সেখানকার রাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন । উনি সংস্কৃত , ফরাসী , ল্যাটিন, গ্রীক ,ইংলিশ ইত্যাদি ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন । পূর্ব ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার পুরোটা রসই উনি শুষে নিতে পেরেছিলেন । উনি মনে

করতেন যে ভারতের স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য হল এই মাটির আধ্যাত্মিক রস সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা ও তাকে ধরে রাখা । ঋষির রচিত বেদ, উপনিষদ , মহাভারত, রামায়ণ ও গীতার ওপরে রচনাগুলিই এর প্রমাণ । উনি বলে গেছেন যে আগামীদিনে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে এবং সেটা কেবল জড় জগতের বস্তুবাদ ইত্যাদির কারণে নয় সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রেও । **মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য ছিলো পরমাআর সাথে মিলন কিন্তু বর্তমান সমাজ তা থেকে বহুদূরে চলে যাচ্ছে যাকে বিদেশের ভাষায় বলা হয়ে থাকে অ্যান্টাই ক্রাইস্ট সোসাইটি । ক্রাইস্ট কিন্তু যীশু খ্রীস্ট নন , ক্রাইস্ট একটি কনশাস্‌নেসকে বলে যাকে আমরা বলি পরম ব্রহ্ম । জৈনগণ বলেন অরিহন্ত আর বৌদ্ধরা বলেন দা বুদ্ধা ।**

কিন্তু ভারতের স্পিরিচুয়ালিটি আবার অগ্রদূত হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই সর্বোচ্চ সোপানের দিকে যার অন্য নাম ওভারসোল বা পরম আত্মা । তারই দিকে ফিরে যাওয়া আমাদের সবার লক্ষ্য । সেই কারণেই বারে বারে ফিরে আসা এই জগতে । ইচ্ছে অথবা অনিচ্ছেতেই হোক্ না কেন ।

তাঁর সৃষ্ট যোগের নাম ইন্টিগ্রাল যোগা ।

এই যোগের মাধ্যমে মানুষের এমন বিবর্তন হওয়া সম্ভব যাতে আমরা-আধুনিক যুগে যা যা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা জাতিগতভাবে সমাধান করতে সক্ষম হব । কারণ জগৎজুড়ে যা চলেছে তা আমাদের মননের পক্ষে বড্ড বেশি ধারালো কিংবা ভারী হয়ে যাচ্ছে । আমাদের নিজেদেরকে বদলে নিতে হবে । সেটা তো মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন যে এত যে মানসিক ব্যাধি তার অনেকটা কারণ এই যে আধুনিক যুগের এত তথ্য ও তত্ত্বগুলি আমাদের মগজ নিতে সক্ষম হচ্ছে না , প্রসেস করতে পারছে না তাই অনেকেই মানসিক রুগীতে পরিণত হচ্ছেন । সাবিত্রী পঠন পাঠন ও ধ্যানের মাধ্যমে , ইন্টিগ্রাল যোগার মাধ্যমে হয়ত আমরা অনেক তাড়াতাড়ি নিজেদের সত্ত্বাকে শানিয়ে নিতে সক্ষম হবো বিবর্তনের পথে । এই কথা বহু বহু যুগ আগে ঋষি অরবিন্দ বলে গিয়েছেন । আজ আমরা ঘরে ঘরে উন্মাদ দেখছি । আমাদেরই ভাই ও বোন অথবা নিজেরাই অ্যান্টাই অবসাদের ওষুধ খেয়ে কাজে যাচ্ছি কারণ কাজ না করলে সংসার চলবে না এমন অবস্থায় এসে গেছে সমাজ আজ ।ভারত মুণি-ঋষিদের দেশ । এখানে পথের কোণায় কোণায় মন্দির ও ঘরে ঘরে যোগা ও ধ্যানের ভান্ডার কিন্তু এই মণিষী আমাদের অন্যজাতের এক যোগ সাধনার সন্ধান দিয়েছেন যার নাম এই ইন্টিগ্রাল যোগা বা সুপ্রামেন্টাল যোগা । অর্থাৎ

উনি এমন এক যোগ সাধনার কথা বলেছেন যা কিনা বলে যে আমরা তো পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়ে আসি কিন্তু কেন ? সমস্ত যোগসাধনা আমাদের শেখায় যোগের দিকে যেতে আর পরম ব্রহ্মের সাথে মিশে যেতে । অর্থাৎ যুক্ত হয়ে যেতে । কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যাকে শিরিন বাবা বলে সম্বোধন করে থাকে এবং বহুবার তাঁর সাথে ওর কথা হয়েছে ও দেখা হয়েছে ওনার সুক্ষ্ম দেহে সেই ঋষি ওকে বলেন যে এই যোগকে উল্টোদিক থেকে দেখো । কেন আমরা বিয়োজিত হয়েছি ? সেটা ভাবো । ইভোলিউশান তো হয় কিন্তু কেন আমরা আমাদের দৈব স্বভাব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছি ? এই সুপ্রামেন্টাল যোগের সাহায্যে মানব জাতি আবার তার বিবর্তনের মাধ্যমে দৈবভাব খুঁজে পাবে ও পৃথিবীতে ভারসাম্য ফিরে আসবে । এই জন্য তিনি সুপার মাইন্ডের কথা ব্যক্ত করেছেন । এই সুপার মাইন্ডের স্পর্শ পেলে মানুষ সহজেই দানবীয় কাজ করা থেকে বিরত থাকবে ও ঐশ্বরিক হয়ে উঠবে । বর্তমানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে বহু মানুষ-দানব, দৈত্য , পিশাচ ও অন্যান্য নিম্নস্তরের চেতনাদের আহবান করে এনে নিজেদের শখ মেটাচ্ছে ও তাতে সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে , মনের সুক্ষ্ম স্তরে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে । **একে তন্ত্রের ভাষায় বলে , বিকৃত তন্ত্র ।** আবার মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ

বিবর্তন খুব দীর্ঘ পদ্ধতি ও সময় সাপেক্ষ কিন্তু ইন্টিগ্রাল যোগার মাধ্যমে মানুষ থেকে দৈবিক খুবই কম সময়ে হয়ে ওঠা সম্ভব । ঋষি অরবিন্দের এই পদ্ধতি, পরীক্ষিত ও দৈব নির্দেশিত সমগ্র মানব সমাজের জন্য ।

সুপার মাইন্ডের পরশে খুবই কম সময়ে যোগীরা বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে সক্ষম হবেন পরাব্রহ্মের নিকটে ।

এই সুপ্রামেন্টাল যোগা এই ধরিত্রীকে কেবল সুন্দরই করবে না, স্থায়ী শান্তি আনবে । বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্ম ও জাতি নিয়ে হানাহানি ও কাটাকাটি , অশ্লীলতা , নারীদের নির্যাতন এমনকি শিশু ধর্ষণের মতন ক্রুরতা ইত্যাদির সমাপ্তি ঘটবে এই যোগা শিখে যদি সকলে দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আনে ।

আধুনিক যুগে সবচেয়ে প্রয়োজন যৌন সংহারের । - কচি কচি শিশু, গৃহপালিত পশু ,গৃহহীন ভিখারিনী ,বৃদ্ধাবাসের বৃদ্ধা ও হাসপাতালের রুগী কাউকেই আমরা বাদ দিচ্ছিনা বিকৃত যৌন অত্যাচার থেকে ।

তার মানে কি দাঁড়ালো ? আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে গেছে। বাঁদরের মতন। আমাদের শান্ত হতে হবে। আর এই যোগা মনকে শান্ত করবে , উন্নত করবে ও আমাদের প্রকৃত রূপ যা অর্থাৎ ঐশ্বরিক রূপ তা প্রস্ফুটিত করবে। তার চেয়েও বড় কথা শিরিনের যা মনে হয় যে ঋষি অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন ; এমনদিনও আসবে যে কেবল মেয়েমানুষ নয় শিশুরা /পশুরা/রুগীরাও জঘন্য লোভ থেকে বাঁচবে না তাই উনি হিমালয়ের গুহায় বসে নয়, বাস্তববাদী একটি সমাধান দিয়ে গেছেন যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং বিবর্তনের পথে আমরা এগিয়ে গিয়ে সুস্থভাবে বাঁচতে পারি। তাই এই সুপ্রামেন্টাল যোগা করার জন্য বনেজঙ্গলেও যাবার দরকার নেই। নেই কোনো গুরুবাদের ঈশারা!

-কানের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌, বছর বছর আমায় দিস্‌ ইত্যাদি !!

ধ্যান করো ও এগিয়ে চলো নিজের পথে।

শোনা যায় ঋষি দেহত্যাগ করার পরেও ওনার দেহ অবিকৃত ছিলো অনেকদিন পর্যন্ত। অপরূপ এক জ্যোতি ছিলো ওনার দেহের চারপাশে।

যোগীরা এমন করতে পারেন । ওনার দেহ থেকে এমন তরল বার হয়েছিলো যা থেকে সুগন্ধ বেরিয়েছিলো অথচ মেডিক্যাল অনুসারে হত উল্টো ; তাঁর অসুখ যা হয়েছিলো তাতে।

যোগীরা নিজেদের ইচ্ছেই মৃত্যুবরণ করতে পারেন । একটা সময় শ্রী অরবিন্দকে সমাধিস্থ করা হয় নিয়ম মতন কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে আজও কবর খুঁড়লে দেখা যাবে যে উনি সেই আগের মতনই শুয়ে আছেন কফিনের মধ্যে ! দেহ একটুও বিকৃত হয়নি ।

ঋষি অরবিন্দ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আবার শ্রী কৃষ্ণ । অর্থাৎ হিন্দুদের লড়াকু ভগবান । ওয়ারিয়র গড যাকে বলে । তাই উনি জেলেও ছিলেন । জেলে থাকাকালীন উনি কৃষ্ণের দর্শন পান । পরে উনি পন্ডিচেরি চলে যান । তখন পন্ডিচেরি ছিলো ফরাসীদের শাসনে । জেলে থাকাকালীন ওনার সাথে অনেক দৈবশক্তির দেখা হয় । যেমন ঐ জেলেতেই কৃষ্ণের দেখা তো পেতেন উনি । স্বামী বিবেকানন্দ ওনার সাথে কথা বলতেন ওখানে । মনে মনে । তখনই ওনার অন্তরে এক অধ্যাত্মিক জাগরণ হয় ।

পরে বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামক একজন যোগী ওনাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যান ।

--- কাঁপে কাঁপে, আমার হিয়া কাঁপে

একি যে কান্ড , একি যে কান্ড

একি কান্ড , সব পন্ড , এ ব্রহ্মান্ড

শুন্য লাগে

তুমি ছাড়া শুন্য লাগে ।

কাঁপে কাঁপে , আমার হিয়া কাঁপে ---

আমাদের মোহিনের ঘোড়াগুলির শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গানের মতন অবস্থা তখন শ্রী অরবিন্দের !

দেশের ও দশের জন্য লড়াই শেষ । দুনিয়া বদলে গেলো লেলেজীর পরশে । শ্রীকৃষ্ণের যেমন গুরুজী ছিলেন সন্দীপনী সেরকম যুবক বিপ্লবী, অরবিন্দ ঘোষের ভুবন জুড়ে এসে বসলেন এই লেলেজী । ইনিই স্থির হয়ে বসতে শেখালেন আধুনিক যুগের মোহন বাঁশিকে ।

বললেন , অনেক তো হল ! এবার বন্দুক ছেড়ে বাঁশি তুলে নাও হাতে ।

শেখালেন, মানব দেহের সুক্ষ্ম শরীরের নাদ ।

কূল কুন্ডলিনী, ব্রহ্মরন্ধ্র ও ইড়া- পিঙ্গলার রহস্য ।

বললেন , তোমার কোনো বাহ্যিক গুরুর দরকার নেই । অন্তরেই আছেন পরম ঈশ্বর কিংবা চেতনা যিনি সবার গুরু । তারই আরাধণা করো । উপসনা করো তাহলেই প্রকৃত কেষ্ট লাভ করতে পারবে ।

সেই থেকেই পা ফেলা আরম্ভ **ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যের** দেশে । **আদি শঙ্করের তত্ত্ব ও ভগবৎ গীতার আলোতে দেখে নিলেন তন্ত্রের মহিমা - দশমাতৃকার দশ ভৈরব সাধনার পথে পা দিয়ে ।** বুঝলেন সবই যোগের দ্বারা সম্ভব ।

তাই নিজ পন্থা দিয়ে গড়ে তুললেন সুপ্রামেন্টাল যোগ সাধন পদ্ধতি ।

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ।

ওনার বহু শিষ্যের ভেতরে এক সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন দিলীপ কুমার রায় , শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র ও সঙ্গীতকার ও নাট্যকার যিনি ওনাকে নিয়ে অনেক লিখেছেন । আরো বহু ঋদ্ধ ও সিদ্ধ মানুষ ওনার সাহচর্য পেয়েছেন যেমন শ্রী চিন্ময় ।

অরবিন্দ আশ্রম ও অরোভিলের প্রতিষ্ঠা করেন দা মাদার । উনিও শক্তিময়ী ও ভক্তিমতী ছিলেন ।

দা মাদার অথবা মীরা আলফাসা আসেন বিদেশ থেকে । শোনা যায় ওনার জন্ম হয় প্যারিসে এক ইহুদি পরিবারে। যৌবনে উনি আলজেরিয়াতে চলে যান আধিভৌতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয়ে একজন বন্ধুর সাথে যার নাম ম্যাক্স থিওন্ । পরে দেশে ফিরে উনি কিছু মানুষকে স্পিরিচুয়াল পথে গাইড করেন ।এরপরে উনি ভারতে আসেন । ঋষি অরবিন্দের সাথে দেখা করেন । ওনাকে গুরু মানেন কারণ তাঁকে নানান সময় দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং তাঁর গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করেন । এখানে বলে রাখা ভাল যে আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে যে পৃথিবী ব্যাতীত যেসব অন্যান্য জগৎ আছে যেমন স্বর্গ একটি আর তার থেকেও উচ্চস্তরের আরো জগৎ-সেখানে বাস করেন দেবদেবী ও মুণিঋষিগণ আর তাদের কেউ সাধনারত তো কেউবা নানান কাজে লিপ্ত যেমন ইন্দ্রের কাজ স্বর্গের দায়িত্ব বহন করা বা বরুণ দেব জলের ব্যাপার দেখেন , ভগবান শিব সংহার করে থাকেন ইত্যাদি কিন্তু সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল মোক্ষ পাওয়া এবং পরম ব্রহ্মে মিলে যাওয়া । কিন্তু মোক্ষ পেতে গেলে দেবদেবী , মুণিঋষি , যক্ষ , গন্ধর্ব দেরও এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয় কর্ম কাটানোর জন্য ।

এই জগৎ-ই হল একমাত্র জায়গা যেখানে পাতাল, তলাতল এমনকি স্বর্গ ইত্যাদি থেকেও আত্মারা জন্ম নিতে পারে ও একইসাথে বসবাস করতে সক্ষম তাই মোক্ষপথে যেতে গেলে এই ধরায় আসতেই হয় । তবে এটা জরুরি নয় যে তাকে মানুষ হয়েই আসতে হবে । ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে সে সারমেয়, গরু, পাখি এমনকি বেজি হয়েও জন্ম নিতে পারে । যেমন জটায়ু একজন পক্ষী কিন্তু আদতে দেবতা । ডেমি-গড । উপদেবতা ।

তাই ঋষি অরবিন্দ যদি কৃষ্ণ হন ও মোক্ষ পথে ধাবিত হবার জন্য ঋষি হয়ে জন্ম নেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই । আর শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-- এঁরা স্থায়ী কোনো দেবদেবী নন । এগুলি হল এক একটি পোস্ট । এঁরাও মারা যান । একটা সময় এনারাও দেহত্যাগ করেন এবং সাধনার ফলস্বরূপ মোক্ষপথে এগিয়ে যান । আর তাঁর ফেলে যাওয়া দেব অথবা দেবীর পোস্টে এসে বসেন অন্য কোনো সাধক । **পুরোটাই নির্ভর করে সাধকের বাসনা , তাঁর আত্মার পবিত্র গতিপ্রকৃতি , তাঁর পিতৃপুরুষ ও কর্মের ওপরে । অনেক ক্ষেত্রে যোগীরা পশুপাখী রূপে জন্ম নেন । ঐ প্রবৃত্তি থেকে বার হবার জন্য ।** আর জগৎ তো একটি নয় ; অজস্র জগৎ ও সেখানে নামরূপ

, মায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু , শিব, কৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য আছেন । এঁরা সংখ্যায় একজন নন । এঁরা এসেছেন কেবল একই সোর্স থেকে যা হল পরম ব্রহ্ম বা আল্লাহ্ বা গড্ । ঋষি অরবিন্দ যে কৃষ্ণ তার একটা বড় প্রমাণ হল উনি ছিলেন একজন সেনানী । **ওয়ারিওর গড ও সিদ্ধপুরুষ ।** এবং বলাবাহুল্য গীতা অনুবাদ ও এই নিয়ে অনেক আলোচনা উনি করেছেন যা আজও সমান আদরনীয় । ওনার গীতার ওপরে লেখাগুলি অত্যন্ত গভীর । আগেই বলেছি শ্রী চিন্ময়ানন্দ ছিলেন ওনার সান্নিধ্যে । উনি একজন গীতাপন্ডিত ও সাধু । মজার ব্যাপার হল ঋষি অরবিন্দের পিতার নাম ছিলো **কৃষ্ণ**ধূন ঘোষ ও গুরুর নাম **বিষ্ণু** ভাস্কর লেলে । জন্মদাতা পিতা ও আধ্যাত্মিক পিতা দুজনের নামই শ্রীহরির নামে আর হরি নামের মধু যে জেনেছে তাকে কি আর সংসারে আটকে রাখা যায় ? কাজে কাজেই তিনি পাড়ি জমালেন সমস্ত আন্দোলন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আলোড়ন ত্যাগ করে অনন্তের পথে, যেই পথে আছে অসীম শান্তি ও আনন্দ আর আমরা তা ভুলে গিয়ে এই জগতে এসে জড়িয়ে পড়ছি, মায়াতে, আর বারবার ফিরে আসছি সেই মোহের টানে ,এক জাদু দন্ডের ছোঁয়ায় এই পার্থিব লীলাক্ষেত্রে , আদতে রাত্রি রাজকন্যে সেই জাদু দন্ড সরিয়ে নিলেই আমরা ফিরে যাচ্ছি অমরত্বে ; গভীর ঘুমের সময়

কিন্তু সেটা তো স্থায়ী নয় তাই ভুলে যাচ্ছি ঘুম থেকে উঠেই । **চোখ বুজলেই ঈশ্বর আর খুললেই সৃষ্টি !**

শ্রী অরবিন্দ বা শিরিনের বাবা তাই গবেষণা করে বার করেছেন যে মায়াতে বাস করেও কিকরে সেই শান্তির মাঝেও অবগাহন করে থাকা যায় অন্তত: আমাদের মানবজমিনকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত রাখতে ।

আর তাই আমাদের প্রিয় গায়ক শিলাজিৎ যখন গেয়ে ওঠেন ;

লাল মাটির সরানে

মন আমার রইলো পড়ে জামবনে আর নদীর পাশে

নীল আকাশে,

যেখানে ধূলোয় মাখা রইলো পড়ে তোর চিঠি --!!

----গেঁয়ো নদী ডাকছে আমার বুকের ভেতর কান্না পাথর , আমার আর রাখাল সাজা হলনা ;

লাল মাটির সরানে !!

তখন বুক ফাটে । বলতে ইচ্ছে হয় যে অরোভিলে ডাকছে তোমায় শিলাজিৎ , এসো , তুমুল ঝড়ে কুড়িয়ে নাও শিল আর হও রাখাল রাজা আর তোমার

জন্য বসে আছে রাইকিশোরী তার বেণু নিয়ে , এসো শিলাজিৎ ! দেখো এখানে সময় থমকে দাঁড়িয়েছে । কোনো কিছুর শেষ নেই আর শুরুও নেই । এসো , ভালোবাসো ও খুঁজে নাও তোমার ইচ্ছেগুলো , প্রাগৈতিহাসিক মনে সুগ্রন্থিত সেই গোধূম বর্ণা , আম্রমুকুল কুড়িয়ে ফেরা দস্যি মেয়েকে । **প্রেম ব্যাতীত কি বিবর্তন হয় ??**

সেই বিখ্যাত কবিতা কি মনে পড়েনা ?

শিরিনের তো পড়েছে , এক ভারতীয় বন্ধুর কাছে শোনা ;

ভগবান তুমি দূত পাঠায়েছ বারেবারে

দয়াহীন সংসারে ।

তাঁরা বলে গেলো ক্ষমা করো, ভালোবাসো ,

অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো ।

বর্তমানে রামমন্দির নিয়ে যেই হিংসার কথা শুনছে তাতে মনে হয় যে ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে ধারণ করে শান্তির পথে নিয়ে যাওয়া ; এইরকম ভয় দেখিয়ে ও অহেতুক নির্যাতন করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া নয় । সন্ত্রাসবাদের জবাব কি উগ্রপন্থা দিয়ে দেওয়া যায় ? কখনো না । কিন্তু ইদানিং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর দেশে

সেরকমই হচ্ছে । শিরিনের অবশ্যি মনে হয় মন্দির মসজিদ না করে ঐ বিতর্কিত স্থলে একটি সুন্দর ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে তোলা উচিৎ । ক্রিকেট তো ভারতও খেলে আর পাকিস্তানও খুবই উন্নতমানের খেলে । কাজেই কেউই আর এই নিয়ে সন্ত্রাসের পথে যাবেনা । **কিন্তু এটা শিরিনের একান্তই নিজস্ব মত ।**

আজকাল কেবল মুসলিম আর হিন্দুরাই নয় সন্ত্রাসবাদের পথে বৌদ্ধ্যদের মতন শান্তির পথ দেখানো ধর্মের মানুষও চলেছে ।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘম শরণং গচ্ছামি ;

এতে যেন নতুন একটি পংক্তি যোগ হয়েছে , **হিংসাং শরণং গচ্ছামি !**

যেই বৌদ্ধ্যধর্ম শেখায় ; লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট- তারাই অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আগামীদিনের কথা মনে করে ।

ভুলে গেছে যে ফিউচার উইল টেক কেয়ার অফ ইটসেল্ফ।

যেমন শ্রীলঙ্কায় কিছু বৌদ্ধ্য উগ্রপন্থার কথা শোনা গেছে যারা নানান হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে আবার বর্মায়, বৌদ্ধ্য সন্ত্রাসবাদের খবরও শোনা গেছে। ৯৬৯ নামক সংগঠন এইসব কাজে যুক্ত এবং ৯৬৯ বৌদ্ধ্যদের পবিত্র ধর্মীয় সংখ্যা । শিরিনের বক্তব্য হল এইসব কর্মকান্ডের পেছনে হয়তবা কোনো গুহ্য বিষয় থাকতে পারে যা মানবিক ও জাতীয় সম্পর্কের সাথে যুক্ত কিন্তু ধর্মকে এর সাথে না জড়ানোই ভালো । কারণ ধর্ম অনেক গভীর একটি শব্দ ও ব্যক্তিগত বিষয় । কাউকে জোর করে তার ধর্ম পরিবর্তন করা যেমন অনুচিত সেরকম কেউ নাস্তিক হলে তাকেও ধার্মিক করবার বিশেষ কোনো কারণ দেখেনা শিরিন বরং নিজের ভেতরের যেই সততা , সহনশীলতা ও গভীরতা আছে তাকেই সম্বল করে মানুষ বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় । অযথা কোনো ধর্মকে অন্তর থেকে বিশ্বাস না করে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থেকে লাভ নেই । মানবিক ধর্মই একটি ধর্ম বটে- না কি ? সেই ধর্মতেই পারঙ্গম হোক না আগে ! আর সেখানেই আসে অরোভিলের মতন একটি নগরের উৎপত্তির কথা । নিজের মতন করে বাঁচা । স্বাধীনভাবে বাঁচা । সৎ চিন্তাভাবনা করা । উচ্চস্তরের কল্পনা করা । এই তো জীবন ! **দুনিয়ার সমস্ত মহামানব বলে গেছেন একই কথা , সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপণ করো ।**

পরমাত্মা হলেন এক মহাশক্তি যাঁর থেকে রিচার্জ হয়ে আমরা এই জীবজগৎ ও গাছপালা আবার নতুন উৎসাহে সৃষ্টিতে ভাসি । সেই মহাশক্তিতে অবগাহন করতে গেলে বিশেষ কোনো কোম্পানির প্লাগ ও তার লাগবে কেন? যেকোনো যোগ্য ইলেকট্রিক তারই কাজে দেবে তাই না ? পরমেশ্বর বা আল্লাহ্ তো কোনো **ইনকর্পোরেশান** নন যে তাঁর জন্য মার্কেটিং বা সেলস্ টিম লাগবে ! তিনি সবার হৃদয়ে আছেন ---যে শুদ্ধ মনে আহ্বান করবেন তার কাছেই আসবেন !

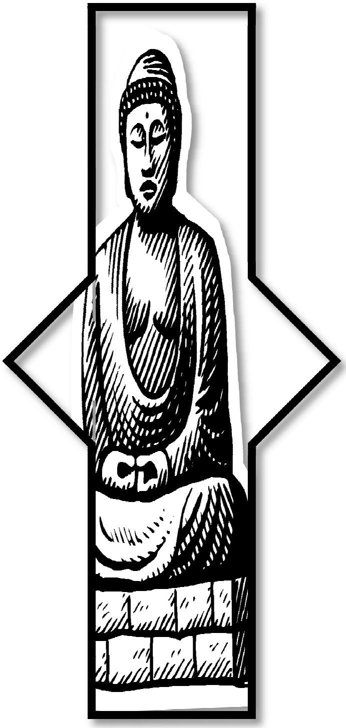

ঋষি অরবিন্দ ও দা মাদার

শ্রী অরবিন্দ, **ভারত ও পাকিস্তান আবার যোগ হয়ে যাবে** তা বলে গিয়েছেন । যেমন এখন বলা হচ্ছে যে পাকিস্তান এসে ভারতের সাথে সংযুক্ত হবে আর তাতে বড় ভূমিকা নেবেন স্বয়ং ইমরান খান সেসব ভবিষ্যৎ বাণী ঋষি অরবিন্দ করে গেছেন(ইমরান খান-টা বাদ দিয়ে) । উনি সন্ন্যাস নেবার পরেও কেবল দেশের কথা মনে করে, নানান সময় নিজে পত্র লিখে অথবা নিজের মঠের ভক্তদের প্রেরণ করে, দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, ভারতের সার্বিক মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে এবং বলেছেন যে **এই দেশের পরিচয় ; তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আধ্যাত্মিক সুর বয়ে চলেছে তার ওপরেই নির্ভর করে আর কিছু নয় । এই**

স্পিরিচুয়ালিটিই ভারতের হৃদয় ও স্পন্দন । তাকে বাদ দিলে আর ভারত বলে কিছু থাকেনা ।

এবং ---আমাদের দেশ হয়ত হিন্দুদের দেশ ও পাকিস্তান ইসলাম ধর্মের দেশ কিন্তু দুই ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক তফাৎ থাকলেও সুগভীরে অনেক মিল আর হবে নাইবা কেন ? সমস্ত ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিক দর্শনই তো আমাদের অন্তরের গুহ্যকালীকে দেখতে শেখায় । নামরূপ যাইহোক তাঁর ! কেউ বলে মা কেউবা বাবা আবার কেউ শুধু জ্যোতি অথবা ব্রহ্ম চেতনা ! কাজেই ভারত ও পাকিস্তান যদিও বিভাজিত হল ধার্মিক কারণে কিন্তু একটা সময় আসবেই যখন মানবজাতি উন্নত হয়ে বুঝতে শিখবে যে বাহ্যিক যেসব বিভেদ আছে তা একান্তই মোটাদাগের আর আমরা হৃদয়ের গভীরে সেই একই আলোর স্ফুলিঙ্গ ও ঐশ্বরিক অবয়ব প্রত্যেকে । তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের আর ভিন্ন করে রাখা যাবেনা । আমরা সবাই ভাইবোন । আমরা একইসাথে মিলেমিশে থাকবো ।

ভারতবর্ষ দুই হাত মেলে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছে । ইহুদি, খ্রীস্টধর্ম সকল ধর্মের মানুষই এখান ঠাঁই পেয়েছে । আর এই দেশ হল প্রধান পাঁচ-ছয়টি ধর্মের জন্মদাত্রী ।

হিন্দু, বৌদ্ধ্য , জৈন, শিখ , ব্রাহ্ম ,বৈষ্ণব ।

আরো কতনা শত সহস্র আদিবাসী/উপজাতি ধর্ম আছে তার তো কোনো ইয়ত্ত্বা নেই ।

কাজেই সহনশীলতার অভাব নেই । তাই বিভাজন যেমন করা হয়েছে সেরকম একটা সময় সংযোজনও হয়ে যাবে । আর আজ দেখো **মহাযোগীর সেসব বাণী সত্য হতে চলেছে ।**

শিরিন ; ঋষি অরবিন্দর জীবন নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে যা বুঝতে পেরেছে তা হল উনি আমাদের সবাইকে **উন্নত এক স্তরে নিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ,** বিবর্তনের পথ ধরে, প্রাকৃতিক উপায়ে যেতে গেলে যাতে সহস্র বছর লেগে যাবে । এছাড়াও এই মহান যোগী, আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য এক যোগের সৃষ্টি করেন তাতে আধুনিক যুগের মানবজাতির কেবল অধ্যাত্মিকই নয় দৈহিক ও মানসিক সুকল্যাণ সম্ভব এবং সর্বোপরি এই ঋষিবর আমাদের দেশেই কেবল নয় অরোভিলে গ্রামের কথা নিজের মননে নিয়ে এসেছিলেন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা এবং এর উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের মানব সমাজে ধর্ম ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা । আমাদের ঐশ্বরিক করে তোলা । অর্থাৎ নিজেদের স্বরূপ যা আমরা মায়াজালের প্রকোপে ভুলে গেছি কিংবা ভুলতে বসেছি তাকে আবার পুন:রজ্জীবিত করে প্রতিটি মানুষকে তার

সঠিক মূল্য বুঝিয়ে ,দেবত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া । **আমরা সবাই দেবতা , মানুষের মোড়কে । মানুষ ; অসুরের মোড়কে নই** ।এই হল ঋষি অরবিন্দের ফিলোসফি। **ইন আ নাটশেল ।**

অরুণাচল পাহাড়

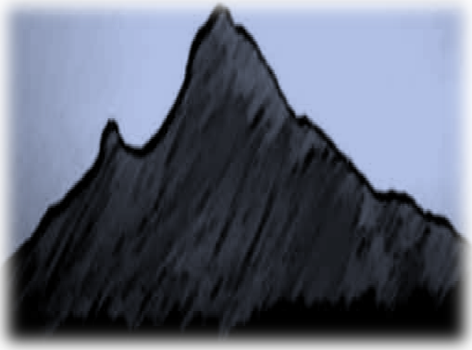

অরুণাচল

অরোভিলে থেকে শিরিন এলো অরুণাচলে । ১০০ কিমি মাত্র হবে । ওখানেই শুনেছে এই স্থানের কথা । খুবই পুরনো একটি দৈবস্থান । **পৌরাণিক দৈব ঢিবিকে লোকে অর্চনা করে আল্লাহ্ হিসেবে ।**

সে শিয়া মুসলিম তাই দুই হাত পাশাপাশি রেখে প্রার্থনা করতে শিখেছিলো শৈশবে যদিও তারা এখন সবাই ঋষি অরবিন্দের ভক্ত তবুও তার ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটি রয়ে গেছে । সে শ্রী অরবিন্দের সামনেও এবং অরুণাচল পাহাড়ের সামনেও দুই হাত পাশাপাশি রেখে শিয়া মুসলিমদের মতন ; নামাজ পড়ার মতন করে প্রার্থনা করে ।

তাকে কেউ বকেনি এরজন্য । বন্ধুরা বলেছে , সর্বধর্মসমন্বয় এর চমৎকার উদাহরণ ।

পন্ডিচেরি থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার হবে দূরত্ব থিরুভান্নামালাই গ্রামের । এখানে অরুণাচল পাহাড় অবস্থিত । ওরা বলে তিরুবান্নামালাই । ত্রিকোণাকৃতি পাহাড় , আমরা ছেলেবেলায় যেমন পাহাড় আঁকতাম ড্রয়িং খাতায় ঠিক সেরকম । কিন্তু এই পাহাড় হলেন স্বয়ং পরমাত্মা । অনেকে শিবও বলে । **তবে এই শিব কিন্তু সেই মহেশ্বর নন যিনি মানব সমাজকে যোগ শিখিয়েছেন , বরং ইনি হলেন পরাব্রহ্ম বা আল্লাহ্ বা ক্রাইস্ট কনশাস্নেস্ ।**লালচে পাথরে তৈরি এই পাহাড়ে, পায়ে হেঁটে মানুষ উঠে চলেছে শিখরের দিকে । অনেক ঝর্ণা ও গুহা আছে এখানে । সরু নদীও বুঝি দেখা যায় । প্রাচীন কাল থেকে বহু মুণিদের বাস এখানে ।

ব্রহ্মা , বিষ্ণু ও শিবকে নিয়ে একটি পৌরানিক গল্পও আছে । তবে সেটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় ।একে সাধকেরা বলে শিবের অগ্নি লিঙ্গ । তাই এর রং লাল । এই পাহাড়ের প্রতিটি লিঙ্গই এক একটি শিব লিঙ্গ । এখানে বহু তপস্বী পুরাতন কাল থেকে সাধন ভজন করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, গুহায়

নমঃ শিবায় , গুরু নমঃ শিবায়, বিরূপাক্ষ দেব , শেষাদ্রী স্বামীগল্ এবং হালের শ্রী রমণ মহর্ষি ।

এইসব সন্ন্যাসীদের নামে গুহাও রয়েছে এই পাহাড়ের উপরে । **একটি গুহা আছে ওম্ আকারে** । অজস্র পশু ও পাখি দেখা যায় এখানে কিন্তু শোনা যায় যে তাঁরা অনেকেই সাধক যাঁরা জানোয়ারের রূপ ধারণ করে জীবন যাপন করছেন তাঁদের কর্মের কোনো অংশ কাটাবার জন্য । শিরিন আগে খুবই অবাক হলেও, এখানে **শ্রী রমণ মহর্ষির** আশ্রমে গিয়ে দেখে যা অরুণাচল পাহাড়ের পাদতলে অবস্থিত যে সেখানে অনেক পশুপাখির সমাধি রয়েছে । **যেমন কাক , হরিণ , সারমেয় ও একটি গরু ; যার নাম লক্ষ্মী ।** এর মধ্যে লক্ষ্মীর নাকি মোক্ষ লাভ হয়ে যায় । সে আদতে আগের জন্মে ছিলো এক কাঠ কুড়ানি যে অরুণাচলে কাঠ কুড়িয়ে খেতো । সেইসময় শ্রী রমণ ছিলেন একজন কমবয়সী সন্ন্যাসী । উনি পাহাড়েই বাস করতেন । কোনোদিন খাবার জুটতো, কোনোদিন জুটতো না । কিন্তু এই দরিদ্র মহিলা সেইসময় মহর্ষিকে না দিয়ে খাবার খেতেন না । বলতেন , **বাছা তুমি আগে খাও তারপর আমি খাবো ।**

তাঁর যা জুটতো, তাই তিনি মহর্ষিকে, সন্তানের মতন দিয়ে খেতেন । পরে তাঁর কোনো অসুখ করে । খুব

সম্ভবত: ব্রেস্ট ক্যান্সার । কিন্তু তিনি কোনো চিকিৎসা না করে- কেবল মহর্ষির ভরসায় থেকে জীবন দেন । পরের জন্মে উনিই নাকি এই গাভী মাতা হয়ে জন্ম নেন ও শ্রী রমণের কৃপায় মরণের সময় মোক্ষ পেয়ে যান ।

তাঁরই সমাধি আছে আশ্রমে ।

এছাড়াও মহর্ষির একজন সেবক ছিলো ; মাধব স্বামী নাম তাঁর । তিনি মারা যাবার পর একটি শ্বেত ময়ূর হয়ে জন্ম নেন । বরোদার মহারাণীর ঘরে জন্ম নেন এই ময়ূর । এই রাণী ছিলেন মহর্ষির ভক্ত । পরে তিনি এই শ্বেতময়ূরটিকে দান করেন আশ্রমে ।মাধব স্বামীর আচার আচরণের সাথে তার আচার আচরণ মিলে যেতো । মাধব স্বামী যেখানে বসতেন ময়ূরটিও সেখানে বসতো ও বসে খেতো । মহর্ষির পায়ে মাথা ঘষতো । পরে ভক্তরা রমণ মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করেন যে এই শ্বেতময়ূরটি, মাধবস্বামী কিনা এবং উত্তর পাননা যে হ্যাঁ ,এরা দুজন একই আবার নাও এক নয়। **আর ময়ূরটিকে মহর্ষি , মাধব বলেই সম্বোধন করতেন । মাধব স্বামীর মতন বাদ্যযন্ত্রের ওপরে নিজের ঠোঁট দিয়ে এই ময়ূর টুংটাং ও করতো । এই নিয়ে রমণ আশ্রমের ভিডিও আছে ইউ-টিউবে ।**

শিরিন আগে এরকম শোনেনি । ও তেমন ধার্মিক তো নয় কিন্তু এক বন্ধু বলেছিলো **যে পাপ করলে কোনো**

পশু হয়ে জন্ম নিতেও পারে মানুষ কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি । তবে এখন জানতে পেরেছে **যে পশু বা পাখি যোনি যেমন -কুকুর যোনি কিংবা শেঁয়াল বা বেড়াল ইত্যাদি যোনিতে জন্ম নিলে মানুষের অহংকার কমে যায় আর তাতে অধ্যাত্মিক উন্নতিতে সুবিধে হয় । হয়ত তাই এঁরা গাভী কিংবা পাখি হয়ে জন্ম নিয়েছেন ।**

অরুণাচল পাহাড় এক পবিত্র পাহাড় । শত শত বৎসর থেকে এই পাহাড়ের আকর্ষণে ছুটে আসছেন সাধু মহাত্মারা কারণ এখানে বিশেষ তপস্যা করতে লাগেনা । মনে মনে এই পাহাড়ের কথা ভাবলেই মোক্ষ সম্ভব ।

এই পুণ্যজ্যোতি হল মাঝখানে আর ঠিক তাঁর মধ্য থেকেই জন্ম হয়েছে শত সহস্র ঢেউ এর বা আলোক মালার । যা জীবন্ত । যার নিজস্ব চেতনা আছে । অনেকটা আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য সামান্য একটি বস্তুর কথা বলা যাক্ ! যেমন কচ্ছপ ধূপ তো সবাই দেখেছে ! মাঝখানে একটি স্থান থেকে গোলাকৃতি ভাবে ধূপের অংশ বের হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় আর শেষ একটা জায়গায় ওর মুখটা থাকে যেখানে আমরা অগ্নিটা জ্বালাই ।

ঠিক সেরকম ; পরমাত্মার চেতনা একদম মধ্যেখানে আছে । সংরক্ষিত ও অচল । সেখান থেকে বার হয়ে এসেছে এই সুবিশাল ব্রহ্মান্ড । গোল আকারে । **আমাদের মূল বসবাস সেখানেই । ফিরে যেতে হবে সেখানেই ।** আমরা সবাই এখন কম-বেশী কচ্ছপ ধূপের কোনো না কোনো জায়গায় আটকে আছি ; যে যতটা পুড়েছি , ঋদ্ধ হয়েছি আধ্যাত্মিক ভাবে -ততটা অবধি । যে প্রায় মাঝখানে পৌঁছে গেছে তার মোক্ষ হবো হবো । যে দূরে আছে সে এখনো অচেতন আছে । কেউ অনেকটা পুড়েছে, সে ঐশ্বরিকভাবে বিভোর । এইরকম । তবে ঐ মূল মহাশক্তির কাছে কিন্তু কেউ ফেল্‌না নয় । সবাই যাত্রী ; নানান পথের । এক একজনের যাত্রাপথ মসৃণ আবার কেউবা যাদের আমরা পাপীতাপী বলি, তারা কাঁকর বিছানো পথের পথিক । সাহায্য চাইলে মহাশক্তি থেকে সৎ উপদেশ আসবেই । **পতিত উদ্ধারিনী গঙ্গের মতন ঐ মহাশক্তি । আমাদের স্রষ্টা । সবার জন্য উনি আছেন , সবসময় । তোমাকে শুধু যেতে হবে তাঁর দিকে !**

এদিকে কচ্ছপ ধূপের ওপরে সবাই পুড়ছে আর এটাই নিয়ম । কারণ ঐ যে মাঝখানটা সেটা তোমাকে টানছে । ভীষণভাবে টানছে আর তাই বিবর্তন হচ্ছে । এই আকর্ষণের নামই বিবর্তন বা ইভোলিউশান । আমাদের এই জন্ম মৃত্যুর খেলা বা নাচন কিছুদিনই চলবে ।

সবাইকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে ভেতরে নিয়ে চলে যাবে ঐ মহা ম্যাগনেট ; যাঁর পোষাকি নাম অরুণাচল ।

আমরা তো গডকে কেউ দেখিনি । হিন্দু ধর্মে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মুসলিম ধর্মে বা খ্রীস্ট ধর্মে একজনই গড ! কিন্তু কেন ?

ওদের গডি হলেন অরুণাচল বা ঐ মহা ম্যাগনেট ।

আর হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ?

ওরা ইসলামের বা যীশুপন্থীর ভাষায় হলেন অ্যাঞ্জেল ।

গডকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখা যায়না কিন্তু এই অ্যাঞ্জেলদের বা দেবদেবীদের দেখা সম্ভব । কেন ?

কারণ এরাও আমাদের মতন জীব কেবল উন্নত ও সুক্ষ্ম দেহের জীব । বসবাস অন্য জগতে ।

তাই তাঁদের দেখা যায় । কিন্তু আল্লাহ্‌কে দেখা যায় না কারণ উনি কোনো অবজেক্ট নন , সাবজেক্ট ।

উনিই দেখছেন । উনিই সেই চেতনা যার মাধ্যমে আমরা দেখছি । তবুও তো তাঁকে দেখতে ভক্তের সাধ জাগে না কি ? তাই ভক্তের ডাকে ভগবান একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছেন এই জগতে । **অগ্নি লিঙ্গ বা**

অরুণাচলম্ পাহাড় রূপে দেখা দিয়েছেন পরম ব্রহ্ম । যাতে আমরাও স্থুল চোখে তাঁকে দেখে আশ্বাস পাই ও জপতপঃ করে মোক্ষের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হই ।

এই পাহাড়কে বলা হয় ইচ্ছে প্রদানের ভান্ডার । যা কিছু মানুষ চায় তা এখানে এসে কিংবা মনে মনে চাইলেই **অরুণাচলের কাছে প্রার্থণা করে** তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায় মানুষ । যে কোনো বস্তু । পার্থিব বা অপার্থিব ।

এই নিয়ে অনেক কাহিনী ও সত্য ঘটনা আছে ।

শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রমের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও অন্যান্য মুণি-ঋষিদের আশ্রমে লেখা ; অজস্র ঋষিদের তপোবনে সমৃদ্ধ অরুণাচলের পাদদেশ ।

ঋষি অরবিন্দের আশ্রম কিংবা ভক্ত পরিচালিত একটি বিদেশী খাদ্যের কাফেও আছে এখানে ।

অরুণাচল পাহাড় খুবই শান্তির স্থল ।

রমণাশ্রমে ঢুকলে মনে হয়না যে কলিযুগে আছি । যেন কোনো সত্য যুগের মুণির আশ্রম ।

সেই ময়ূর, কেকা করছে । কুটিরে বসে ফ্রিতে খাবার খাও । পুষ্টিকর নিরামিষ খাবার ।

বৈদিক নিয়ম রীতি মেনে পুজো হচ্ছে । কোনো টাকাপয়সা চাইবার দৃষ্টিকটু প্রথা নেই । নেই কোনো গুরু টুরুর বালাই । নিজে বসে ধ্যান করো ঋষি অরবিন্দের আশ্রমের মতন আর ফিরে যাও নিজের কাজে ।আগে থেকে আশ্রমের রুম বুক করে আসতে হয় । ফ্রিতে থাকা যায় । আগে অনেকদিন থাকা যেতো । এখন কোভিডের পরে নিয়ম বদলে গেছে ।

এখন মহর্ষির বংশধর আশ্রম চালান । উনি আমেরিকায় চিকিৎসক ছিলেন । সব ত্যাগ করে চলে এসেছেন আশ্রম চালাবার জন্য । মহর্ষি এরকমই নির্দেশ দিয়ে গেছেন ।

বলে গেছেন যে যারা সত্যকারের আধ্যাত্ম পথে যেতে আগ্রহী হবে তাদের জন্য এই আশ্রম চিরদিনই খোলা থাকবে ।

আর শীলমোহরের ছাপ দিয়ে কাগজপত্র করে দিয়ে গেছেন যাতে কোনো দুরাত্মা এসে মানুষকে বিরক্ত করতে না পারে ও আশ্রমের দখল নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে স্পিরিচুয়াল জার্নিতে বাধা না দিতে পারে । **পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সেই বাণী কে না জানি ? হেগো গুরুর , পেদো শিষ্য !**

কাজে কাজেই সাবধান আগে থেকেই ।

অরুণাচলে, আরেক মুণি ছিলেন মহর্ষির সময় তাঁর নাম ছিলো শেষাদ্রী স্বামীগল্ ।উনি ছিলেন এক আজব তপস্বী । গ্রামের বাজারে গিয়ে উনি মাঝে মাঝে দোকান থেকে জিনিস চুরি করে আনতেন । আর তারপরই সেই দোকানির বিরাট লাভ হতে শুরু করতো । এমনই ক্ষমতা ছিলো ওনার । তারপর দোকানি অপেক্ষা করতো কবে স্বামীজী আসেন আর দোকান থেকে জিনিস উঠিয়ে চলে যান । এমনই মানুষের লোভ । নিজের স্পিরিচুয়াল উন্নতি না কামনা করে পার্থিব বস্তু চেয়ে বসতো ।

কথায় বলেনা , প্রদীপের নিচেই সবচেয়ে বেশি আঁধার ?

ঠিক তাই । এত পুণ্যভূমে থেকেও এই পাপিষ্ঠরা বুঝতে পারেনি যে কোথায় আছে তারা । কতটা ভাগ্যবান তারা । সারা বিশ্ব থেকে, এখানে মানুষ আসছে পুণ্য লাভের আশায় অথচ তারা চাইছে যে আদরের স্বামীজী এসে দোকান থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যান যাতে করে তাদের কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয় ।

এমনই মূর্খ এরা । হয়ত স্বামীজীর পাদস্পর্শে কোনো না কোনো জন্মে এদেরও মতিগতি ফিরবে । **বুঝবে ; কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়না ।**

এমনও জিনিস আছে জগতে যা অতি দূর্লভ আর সেই বস্তুই অতি সহজে ঈশ্বর তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু অবোধ তারা হেলায় হারিয়েছে সেই জিনিস আর আজ হাত পা ছুঁড়ে কাঁদলেও কোনো লাভ নেই । আবার মাটি খুঁড়ে জল বার করতে হবে আর এটাই তাদের ভবিতব্য । অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করা কিছু পার্থিব সুখে সুখী অপগন্ড মানুষজনের এই হল দিবারাত্রির কাব্য । যেই পাহাড়ের কথা মনে মনে চিন্তা করলেই মোক্ষ হয় তার এত কাছে থেকেও এরা গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলো । তবে এরা আছে বলে বেঁচে আছে সৃষ্টি । নাহলে কবেই তো সব অসীমে মিলিয়ে যেতো ! তাই না ?

<u>সেটাও একটু ভাবো ।</u>

অনেকেই তো আছে যারা এই ধরায়, বারবার ফিরে আসতে চায়। সবুজ গ্রহতেই, এখানে নতুন আশায় - নিউক্লিয়ার ভোরে। অ্যাটম বোমার গুঁতো খেয়েও !

শ্রী রমণ মহর্ষি

শোনা যায় মোটামুটি ২.৬বিলিয়ন বৎসর বয়স, প্রাচীন এই অরুণাচল পাহাড়টির । ভূতাত্ত্বিকগণের মতে । এর আরো সুন্দর সুন্দর কয়েকটি নাম আছে ।

যেমন সোনাচলম্, সোনাগিরি, অরুণাই, অরুণাগিরি আন্নামালাই ও অরুণাচলম্ । এর কাছেই অরুণাচলেশ্বরের মন্দির । এই মন্দিরের অধিপতি শিব বা অরুণাচলেশ্বর ।

এখানে হাতী পোষা হয় । সেই হাতী মানুষের মাথায় শূড় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে । দ্রাবিড় মানুষ খুব ধর্মপ্রাণ প্রজাতি । তারা সকালে উঠে, চট্ করে স্নান সেরে, ঘরদোর ধুয়ে ফেলে । তারপর ঈশ্বরে মনোনিবেশ করে । কেউ কেউ হয়ত হাতীর আশীর্বাদ নিয়ে দিন আরম্ভ করে । কপালে অনেকে তিলকের টিপ এঁকে নেয় । অনেকে সিঁদুরের টিপও পরে । কপালে চন্দন পরলে নাকি মাথা ঠান্ডা থাকে । দক্ষিণ ভারতে যেমন লাল ও সাদা চন্দন বন পাওয়া যায় সেরকম সবাই কপালে চন্দনের বড় বড় দাগ কেটে-তিলক পরে, মনকে শান্ত রাখতে । **যস্মিন দেশে যদাচার !** শ্রী রমণ মহর্ষি যেমন বলে গেছেন যে অরুণাচল পাহাড়ের প্রতিটি গাছ কল্পবৃক্ষ । আবার এই পাহাড়ের প্রতিটি শব্দ হল পবিত্র , খাদ্য অমৃত । এখানে পরাব্রহ্মের- বিশ্বরূপ দর্শন সর্বদা পাওয়া যায় ।

জ্যোতির্লিঙ্গকে ঘিরে আছে অজস্র আলোর মালা কিংবা ঢেউ আর সেই ঢেউ হল গোলাকৃতি । এবং কচ্ছপ ধূপের মতন সেই ঊর্মিমালা গিয়ে এক এক করে মিশে যাচ্ছে ঐ ধূপের মাঝখানে- স্থায়ী এক শান্ত জ্যোতির স্তম্ভের মধ্যে ।

সাধকেরা ইচ্ছে করলেই এটা দেখতে সক্ষম হন এখানে । এই আশায় পুরাতন কাল থেকে বহু বড় বড় সন্ন্যাসীগণ এখানে পাড়ি জমান ; নানান স্থান থেকে- যেমন--সম্বন্দর, আপ্পার, মানিকাবাসাগর এবং সুন্দরর্ ইত্যাদি । বেদব্যাসও অরুণাচলের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন ।

অরুণাচল মাহাত্ম্য বইতে বলা আছে যে --

চিদম্বরম্ দেখলে, তিরুবারুরে জন্মালে, কাশীতে মৃত্যু হলে মোক্ষ হয় বলে বলা হয় কিন্তু অরুণাচলের কথা চিন্তা করলেই মোক্ষ হওয়া সম্ভব । আবার অন্য জায়গাতে বলা আছে যে এই পাহাড় আদতে আলোর পাহাড় । জ্যোতি দ্বারা সৃষ্ট । এবং একটি গুপ্ত তীর্থ । এটি হল পরমেশ্বরের হৃদয় ।

অন্যান্য পবিত্র তীর্থ সম্পর্কে রমণ মহর্ষি বলেছেন যে সেগুলি হল পরমেশ্বরের বাসস্থান । কিন্তু এটি হলেন পরমেশ্বর নিজে ।

যেমন কৈলাস হল শিবের বাড়ি কিন্তু এই পাহাড় শিব নিজেই । আর কেবল শিব কেন সমস্ত ধর্ম ও শক্তির উৎস হল এই অরুণাচল পাহাড়-- বলেই সাধু ও সন্তগণ মনে করে থাকেন । তাইতো আজও এখানে সিদ্ধপুরুষেরা বসবাস করেন ।

এইসব নিয়ে বহু গল্প আছে যা স্থানীয় মানুষের কাছে শুনতে পাওয়া যায় ।

এই পবিত্র পাহাড় অথবা পরমেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করা হয় । মোট ১৪ কিলোমিটার তার দূরত্ব । পূর্ণিমার দিন, সকলে খালি পায়ে এই ১৪ কিলোমিটার পথ প্রদক্ষিণ করে থাকে তবে গাড়িতে কিংবা জুতো পরে গেলেও পুণ্য লাভ সম্ভব কারণ এই পাহাড় হল

হোমশিখার মতন । বিশ্বাস করে হাত দিলেও পুড়বে আর অবিশ্বাস করে দিলেও পুড়বে এবং তার ফল ভালই হবে । **কারণ হোমশিখায় থাকে অগ্নিমন্থের কাষ্ঠ ! মড়া পোড়ানোর কাঠ নয় !**

এই প্রদক্ষিণের পথে ৮টি লিঙ্গ আছে আর সেখানে মন্দির আছে । প্রতিটি ১২টি রাশির সাথে যুক্ত ।

এই অষ্ট লিঙ্গের নামগুলি হল,

লিঙ্গ	রাশি	দিক্
ইন্দ্র লিঙ্গ	**বৃষ, তুলা**	পূর্ব
অগ্নি লিঙ্গ	**সিংহ**	দক্ষিণ-পূর্ব
যম লিঙ্গ	**বৃশ্চিক**	দক্ষিণ
নৈঋত লিঙ্গ	**মেষ**	দক্ষিণ-পশ্চিম
বরুণ লিঙ্গ	**মকর, কুম্ভ**	পশ্চিম
বায়ু লিঙ্গ	**কর্কট**	উত্তর-পশ্চিম
কুবের লিঙ্গ	**ধনু, মীন**	উত্তর
ঈশান্য লিঙ্গ	**মিথুন , কন্যা**	উত্তর-পূর্ব

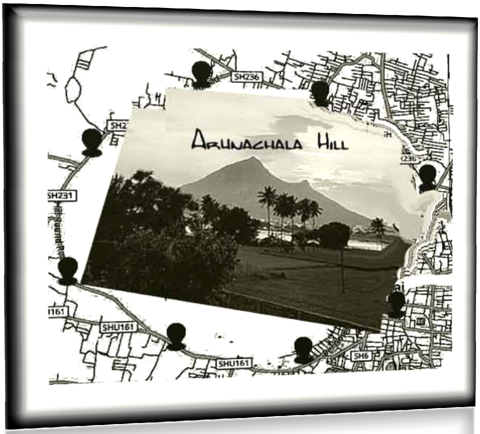

Eight lingams around the Arunachala Hill

চিত্র :: উইকিপিডিয়া--মডিফায়েড্

অরুণাচলকে লাল পাহাড়ও বলা হয়ে থাকে । এখানে আছে অজস্র ভেষজের ভান্ডার । এই ভেষজের ওপরে ভিত্তি করে অনেকে কবিরাজিও করে থাকে ও উপকৃত হয় । এখানে লেমনগ্রাসের উৎস দেখে স্থানীয় মানুষজন তা থেকে চা উৎপাদন করে খায় ও ঔষধি নির্মাণ করে থাকে ।

শ্রী মহর্ষিও এই পাহাড় থেকে শিকড় বাকর নিয়ে ঔষধি তৈরি করে দিতেন । উনি বলে গেছেন যে এই পাহাড়ে এমন কোনো অংশ নেই যার ওপরে আমার পা পড়েনি !

আগে বাঘ , ভাল্লুক , শেঁয়াল ইত্যাদি ছিলো এখন সেসব দেখা যায়না । প্রচুর গাছ কেটে ফেলায় ইদানিং বৃক্ষরোপন করা হচ্ছে ।

এই পাহাড়ের ঝর্ণা ও জলের নানান উৎসকে বলা হয় গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া । শীতল সেই বারির স্পর্শে সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে যায় । পথশ্রম ভুলে যায় ভক্তেরা ।

প্রতিবছর কার্ত্তিক মাসে এই পাহাড়ের চূড়াতে একটি আলোর প্রদীপ জ্বালানো হয় যাকে বলা হয় দীপম্ , স্থানীয় ভাষায় । অর্থাৎ দীপ ।

মোমবাতি । ঘি ও কর্পূরের সাহায্যে এই প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে । অরুণাচলেশ্বর মন্দির থেকে শিখা এনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় পাহাড়ের সর্বাপেক্ষা উঁচু চূড়ায় ; যখন সূর্য ডুবে যায় ও আকাশে গোলাকৃতি চাঁদ দেখা দেয় । নীচে রমণ আশ্রম থেকে **অরুণাচল শিবা** মন্ত্র ধ্বনি ভেসে আসে । এক পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় ।

অরুণাচলেশ্বর মন্দিরের ৬৬ মিটার উঁচু গোপুরম্ গুলি থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে আসে এই মন্ত্রের । আর ভেসে চলে কার্ত্তিগাই দীপম্ ,আবহমান কাল ধরে , মানব সমাজের মাঝে এক উল্লেখযোগ্য উপাসনার হেতু হয়ে ।

দ্রাবিড় সভ্যতায় দেখা যায় যে বেশিরভাগ মন্দিরে অনেক অনেক গোপুরম্ থাকে, প্রবেশ দ্বারগুলিতে । কেন থাকে তা বলতে সক্ষম হবেন ঐতিহাসিক ও মন্দির বিশারদগণ্ ; **গোপুরম্ হল মন্দিরের সবচেয়ে উচ্চ অংশ । সারা দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এইরকম স্থাপত্যর দেখা মেলে ।** অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরে পল্লব রাজবংশ প্রথমে অনেক গোপুরম্ তৈরি করেন পরে মন্দির সংস্কার হয় চোল, হয়সালা ও পান্ডিয়্য রাজাদের

হাত ধরে । এখানে অপূর্ব সমস্ত কারুকার্য আছে । তবে সবথেকে বেশি ভালোলাগে থিরুভান্নামালাই শহরে শান্তির পরশ ।

এত মুণি-ঋষি বিভিন্ন সময় যেখানে বসবাস করে গেছেন , যাঁদের পদধূলিতে এই নগর- পবিত্র এক মখমলি চাদরে আবৃত আর সর্বোপরি যেই পুরাতন নগরের কিরীট স্বয়ং অরুণাচল তার কাছে ছুটে না গিয়ে আর ভালো না বেসে কেউ পারে ?

সুতরাং শিরিনের মনে হয়-- কেউ যদি বারবার এই ধরিত্রিতে ফিরে আসতে চাও তাহলে অরোভিলে গিয়ে ধ্যান করো , বিবর্তনের পথে এগিয়ে যাও আর সুন্দর করে তোলো এই সবুজ গ্রহকে । আর যদি না আসতে চাও মোটেই , মিশে যেতে চাও পরম ব্রহ্মে , ঘুম ঘুম ক্লাস রুম থেকে সোজা , আর স্কুলের গেট নয় , লাঞ্চ বক্স নয় , ক্লাস ফেলোর সাথে খুঁনসুটিও নয় সোজা নির্বাণ অথবা সুফি সন্তদের ফনা কোনো সাপের ফণা আর নয় কেবল শান্তি তাহলে অরুণাচলের কাছে চলে যাও । মনে মনে তাকে স্মরণ করলেই চির মুক্তি !

মহানির্বাণ, মোক্ষ, বুদ্ধ হয়ে যাওয়া অথবা একেবারে অরিহন্ত !!!

এত্তো সোজা নাকি ? প্রলয় । মহাপ্রলয় । কিসের অপেক্ষা ? কে বলেছে বিবর্তনের চাকা ধীরগতিতে চলেছে ?

মোক্ষেরও শর্টকাট আছে ; এই ফাস্টের যুগ-এ !

অরুণাচল পাহাড় দুই হাত বাড়িয়ে তোমাকে ডাকছেন ! গুপ্ত তীর্থ !

৬৩জন নয়নার (শৈব) ও আলওয়ার (বৈষ্ণব) সন্ন্যাসীগণ ভক্তি যোগে সাধনা করে যা পেয়েছেন ; অরুণাচল পাহাড় মুহুর্তেই তোমাকে তা দিতে সক্ষম । কিন্তু তুমি আসবে কি ?

এসো । অরুণাচলকে ভালোবাসো । যা চাইবে পাবে । পরীক্ষা করেই দেখো । আর শান্তি তো এমনিতেই পাবে এখানে । দেখে যাও নিজেই ।

হরি ওম্ তৎ সৎ ।

অরুণাচলেশ্বর মন্দির

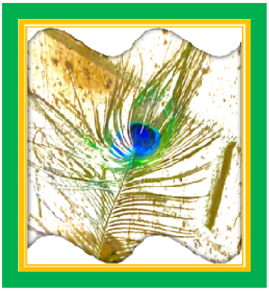

KRISHNA

A poem by SRI/RISHI AUROBINDO

At last I find a meaning of soul's birth
Into this universe terrible and sweet,
I, who have felt the hungry heart of earth
Aspiring beyond heaven to Krishna's feet.

I have seen the beauty of immortal eyes,
And heard the passion of the Lover's flute,
And known a deathless ecstasy's surprise
And sorrow in my heart for ever mute.

Nearer and nearer now the music draws,
Life shudders with a strange felicity;
All Nature is a wide enamoured pause
Hoping her lord to touch, to clasp, to be.

For this one moment lived the ages past;
The world now throbs fulfilled in me at last.

ঋষি অরবিন্দ নিজেই ছিলেন কৃষ্ণ । যখন তিনি জেলে বন্দী ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেকবারই কারাগারে দেখা দেন । আধ্যাত্মিক আদেশ দেন এবং শ্রী অরবিন্দের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় । আবার ঠিক এই সময়ই জন্মান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবে , পাপাজী যাকে সমাজ চেনে হরিবংশ লাল পুঞ্জা নামে । তিনিও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার । আর তাঁর অন্যাংশ যিনি আজও জীবিত তিনি হলেন গঙ্গা মীরা । এক বেলজিয়ান সন্ন্যাসিনী । উনিও শ্রীরাধিকা । পাপাজীর টুইন ফ্লেম । অর্থাৎ ভগবানের আত্মা মানে পুণ্যাত্মা থেকে একই সাথে বহু অবতার জন্ম গ্রহণ করতে সক্ষম হন । যেমন শ্রী অরবিন্দের কন্যা সমা দা মাদার এক রাধা আর অন্য রাধা হলেন গঙ্গা মীরা । যিনি আজও বেঁচে আছেন ও সৎ সঙ্গ দেন । পাপাজী ও তাঁর একটি কন্যাও আছে যাঁর নাম মুক্তি ।

চমৎকার নাম , তাইনা ?

শ্রী বৃন্দাবনে একটি মন্দির আছে । বাঁকে বিহারী মন্দির । শোনা যায় যে এই বাঁকে বিহারীজী নাকি আদতে রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত একটি রূপ । স্বামী হরিদাস সর্বপ্রথম এই রূপের পুজো করেন । তখন এর নাম ছিলো কুঞ্জবিহারী । বলা হয় গোলকধামে এই সন্ত হরিদাসই আদতে রাধিকার, সখী ললিতারাণী । সন্ত হরিদাস ছিলেন তানসেনের সংগীত শিক্ষক । তিনি নিজেও গীতিকার ও সুগায়ক ছিলেন ।

ভক্তের মধুর গানে ভগবানের আবির্ভাব হয় ও অত:পরে তাঁরা একই রূপে মিলিত হন কারণ হরিদাসজী বলেন যে দুই রূপকে ভজন ও পূজা করে সন্তুষ্ট: করা তার অসাধ্য । এইসবই প্রচলিত কথাকাহিনী । ইতিহাস কিনা আমার জানা নেই ।

স্বয়ং ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই । তিনিই পরাব্রহ্মঃ আবার তিনিই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমানু । তিনিই বরাহ আবার তিনিই দেন বরাভয় । কাজেই একই সাথে দুটি কৃষ্ণ ও দু জোড়া রাধারাণী জন্মানো অবাক করা কান্ড মোটেই নয় । আবার যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র আর অন্যদিকে বিদুর ছিলেন স্বয়ং ধর্ম । কাজেই এইক্ষেত্রেও আবার যমরাজ /ধর্মরাজ একই সাথে দুই অঙ্গে জন্ম নেন । চলতি কথাতেও বলা হয় যে একই

আত্মার অনেক দিক । যেমন জন্ম নিয়ে ফেলার পরেও তার কিছু অংশ অন্যান্য জগতের পরিযায়ী আত্মা অথবা বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় ।

তবে আমি এই বইটি লিখতে বসেছি কৃষ্ণকে নিয়ে নয় ইস্কনকে নিয়ে । আমার নিজের চোখে দেখা এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে । আর অনেক অনেক নতুন তথ্য আপনাদের দেবো । একদম অন্তর থেকে । সাচ্চা জিনিস । কোনো ভেজাল নেই । লাইক, শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন ।

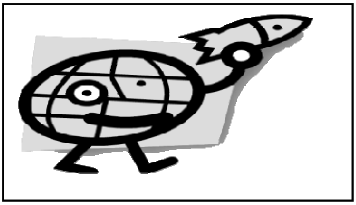

নামটি হল ময়নামতী । থাকে সাগরপাড়ে এক রূপনগরে । শুনে মনে হয় মানবী । আসলে সে এক ইলিশ মাছ । রূপার মত দেহ আর গোলাপী আভা ঠোঁটে । ময়নামতীর এহেন নামের কারণ তার পতিদেব এক ধনী মৎস্য ব্যবসাদার । বহু মাছের আড়ৎ তার । কিন্তু রূপবতী ময়নাকে সে বিয়ে করেছে । মাছকে বিয়ে ?

কেন নয় ? বিয়ের সাথে জাতি , ধর্মের যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে প্রজাতির থাকবে কেন ? তাই ওরা বিয়ে করেছে । তা বেশ করেছে ।

ওদের প্রেম হল রাধা কৃষ্ণ বা কামদেব রতি কিংবা শিব ও সতীর প্রেম । অত্যন্ত প্রখর প্রেম ও সত্যিকারের ভালোবাসা ।

কিন্তু একটু সমস্যা এসেছে । সেটা হল ওর পতিদেব সেই মৎস্য ব্যবসায়ী , তড়িৎ তোপদার করেছে কি , মাকালীর ভক্ত হয়ে গেছে । মাকালীর দিব্বি কেটে ব্যবসা বাড়িয়েছে , বলি দিয়েছে আস্ত পাঁঠা , মাছ ও মাংস খায় ও দেশী সুরা আর ইদানিং বিলিতী মদ্যপান করে থাকে কাজেই সেই দেবী করালবদনীই মনে ধরেছে । কোনো খাওয়া দাওয়ার বিধিনিষেধ নেই । সেদ্ধ খাও , নিরামিষ গেলো ওসব নয় , মদ ফদ সবই গেলো কেবল ভক্তি রাখো মনে প্রাণে আর দান ধ্যান করো ব্যাস্ , কেল্লা ফতে ! কিন্তু ওরই বিয়ে করা মৎস্যকন্যা ইলিশ যার নাম দিয়েছে ময়নামতী সেই ময়নার মুখ ভার ! কারণ সে হল নিজে মাছ প্রজাতি আবার তার মাকালীকে ভয় করে । সে ভালোবাসে কৃষ্ণকে । রাধাকে । আর তারও তো এমনই প্রেম ! তাইনা ?

রাধা আর মাধবের প্রেম কিংবা মহাদেব ও সতীর প্রেম এসবই তো সামাজিক বাধানিষেধ্কে তোয়াক্কা না করে দুটি মহাআর মিলনের স্বরলিপি লেখা হয়েছিলো অনেক অনেক কাল আগে । আর এই ময়নামতী ইলিশ আর ব্যবসাদার মৎস্যজীবী তড়িৎ তপাদারের

মিলনতিথিও সেরকমই এক গল্পের চিহ্ন বহন করে নিয়ে চলেছে এই যুগে । তাই ওর রাধাকে ভালোলাগে । কানাইকে ভালোলাগে । কিন্তু বৃন্দাবন অনেক অনেক দূর । তাই ওর বাড়ির কাছে ইস্কনে যেতে চায় । কিন্তু পারবে কি ?

একে তো নিজে মাছ , তারওপরে ওর স্বামী ঘোর মাংসাশী ও কালীর উপাসক । আর বৈষ্ণবগণ তো নিরামিষ খায় । নাহলে নাকি মহাপাপ হয় ও নরকবাস হয় । তাই ইলিশ খুবই দু:খে আছে । ওর কি হবেনা সেই মন্দিরে যাওয়া ? চেপে চলে যেতে পারে কিন্তু ভগবান তো সবই দেখতে পান । তারপর যদি কোনো বিপদ হয় ? তখন কি হবে ?

ও শুনেছে যে এই যুগ নাকি ধীরে ধীরে সত্যযুগের দিকে যাচ্ছে । ঘোরকলি এখনও অনেক দূরে ।

এরকম মিনি সত্য যুগ আসবে আরো তারপর প্রলয় । কল্কি অবতার । সেসব অনেক দেরী । কারণ দুনিয়াতো একটা নয় । অসংখ্য জগৎ আছে । সেগুলি ভাঙে আবার সৃষ্টি হয় । ক্রমাগত হয়ে চলেছে । প্রতিটি জগতের এক একজন ব্রহ্মা আছেন । আর পরমেশ্বরকে বৈষ্ণবরা বলে থাকে আদি নারায়ণ । সেই আদি নারায়ণ যখন একটি শ্বাস নেন তখন মহাপ্রলয় হয়ে সব শেষ । তারপর শ্বাস ছাড়লেই আবার সৃষ্টি হয় । তার মাঝে ঐ

ব্রহ্মাই নাকি শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে নিয়ে নতুন নতুন গ্রহ নক্ষত্র বানায় আর ধ্বংস করে । এরকমটা শুনেছে । ও তো মাছ তাই অত বোঝেনা ওর কম ঘিলুর মাথাটা নিয়ে । বুঝতে চায়ওনা । ও কেবল ভালোবাসতে জানে আর পারে ।

তাই তো ইস্কনে যেতে আগ্রহী সে !

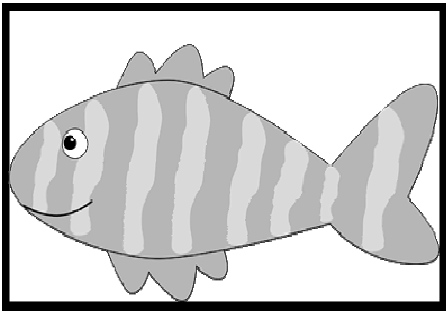

ঋষি অরবিন্দ স্বর্গের দেবতাদের এই মর্ত্যে জন্ম নিতে আহ্বান করে গিয়েছিলেন কারণ পৃথিবীতে ছাতা পড়ে গেছে । ফাঙ্গাস্ । ভ্যাদ্ ভ্যাদে হয়ে গেছে এই অপূর্ব দুনিয়া ! শয়তানের শয়তানিতে আর ক্রুরলোচনের ছটায় । অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণার ঘনঘটায় । তাই অপার্থিব আলোর খুব প্রয়োজন আজ । দৈবসত্ত্বার আগমন হয়ত সুস্থ মস্তকের সবাই চায় ।

ওনারই লেখায় আছে সেসব । ধ্যানের মাধ্যমে এই ঋষি , দেবতাদের সমবেতভাবে জন্ম নিতে আহ্বান জানান

তার কারণ হল এই পাপ ও অনাচার যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য অনেক অনেক মহাআর প্রয়োজন যারা নিঃস্বার্থভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন সময় এলে আর সারাটা জগৎ তা দেখবে যে মহাবিশ্ব অথবা মহাজগৎ অন্যায় বা অধর্ম সহ্য করেনা । স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বর নেমে আসেন , দেহ ধারণ করে তাঁর সন্তানদের বাঁচাতে ।

তাই মনে হয় এই বর্তমান সময়েও যেখানে মানুষ ভাবছে ঈশ্বর বলে কেউ নেই ও সবাই নাস্তিকতার পথে পা দেবে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে কতনা দেব দেবী একই সাথে জন্ম নিয়েছেন।

কারো অবতার এসেছেন মানুষকে উদ্ধার করতে আবার কেউ এসেছেন দেখাতে যে পাপ কিংবা অন্যায় করলে তার ফল কী ভীষণ হতে পারে তাই তার থেকে দূরে থাকাই ভালো ।

এরকমই এক ঝাঁক দেবদেবীর নাম ময়নামতী এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছুক । এবং এরাও এমন সব স্থানে জন্ম নিয়েছে অথবা কর্মক্ষেত্রে যা সাধারণতঃ আমরা দৈব বা অমরত্বের সাথে জুড়ি না ।

এর ভেতরে কিছু অপরাধীও আছেন ।

তাঁরা এসেছেন শিক্ষাদানের জন্য ।

আসলে ময়নামতী দেখলো যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা হল চিরাচরিত ভাবধারা থেকে বেরিয়ে মনের জটিলতা খুলে ফেলে বড় বড় পা ফেলে অমৃতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যা বহু জন্মের ভুল ধারণায় আমাদের হৃদয়ের একদম কাছে থেকেও দূরে সরে গেছে । তাই এইসব দেবদেবী যাঁরা একইসাথে জন্ম নিয়েছেন মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁদের নামগুলি শুনলেই বোঝা যাবে যে আমরা ঈশ্বরকে কতনা দূরে ঠেলে দিয়েছি । আসলে উনি আছেন আমাদের অন্তরেই , প্রিয়জনের মধ্যেই । অত্যন্ত যতনে , আনন্দে ও স্বপ্নচারিনী না হয়েই ।

আর সারাটা মহাজগতেই তো প্রাণ ও প্রাণী আছে । কেবল আমরা আধুনিক যুগে ভুলে গেছি । এখন আবার মহাকাশ বিজ্ঞান সেগুলি একটু একটু করে বার করছে । মঙ্গলে , শুক্রে , বুধে এমনকি সূর্যেও প্রাণ আছে । তাই কি ? এতটা তাপমাত্রায় কি সব গলে যায়না ? তা রক্তমাংস যায় বইকি ! কিন্তু অন্য কোনো দেহ নিয়ে আছে তারা সেখানে । এইতো সেদিন বার হয়েছে যে আগ্নেয়গিরির লাভায় নানান কীটাণু দেখা গেছে । তবে ? সেরকম সূর্যে থাকেন সূর্যদেব, তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞা , উপপত্নী ছায়া (শনিদেবের মাতা) ও আমাদের দুগ্গাঠাকুরের এক রূপ মাতা কুষ্মন্ডার সত্ত্বা ও রূপটি । বলা হয় উনি সূর্যকে তাঁর তেজ ও শক্তি দিয়ে থাকেন ও সেখানেই বসবাস করেন ।

১০ মাতৃকার ন্যায় অর্থাৎ দশ মহাবিদ্যার মতন নয়জন দুগ্গা ঠাকুরও আছেন যাঁদের দ্বারাই নিহত হন মহিষাসুরের মতন শয়তান । এই নয় মাতা হল পার্বতীর ৯টি রূপ ।

হিমালয় কন্যা পার্বতী নয়টি স্তরে নয়টি সময়ে তাঁর দৈবিক ছটার নির্যাসটি নিয়ে মহিষাসুরকে বধ করতে উদ্যত হন । এই নয় মাতৃকাকে বলা হয় নবদুর্গা ।

এরা হলেন , শৈলপুত্রী , ব্রহ্মচারিনী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মন্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কাল রাত্রি, মহাগৌরি, সিদ্ধিদাত্রী ।

আজকাল তো অনেকেই দামী দামী পাথর কেনে , হীরা, জহরৎ , পান্না , চুণী ইত্যাদি কিন্তু কখনো কি মনে হয়না যে এই যে আমরা যেসব পাথরে ঠাকুরকে বানাই বা মূর্তি কিনি সেসব পাথরের মূল্য কত কত বেশী ? তাদের দাম বাজারে আর কত ? সামান্য । হীরা, পান্না, চুণীর কাছে কিছুই নয় । কিন্তু সেসব পাথরের মূর্তির মধ্যে থাকেন ভগবান ।আমাদের মোক্ষের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম উনি । চিরশান্তি দিতে পারেন , সমস্ত ইচ্ছেপূরণ করতে পারেন ও ভয় নাশ

করতে পারেন অথচ তাঁর মূল্য কিন্তু এইসব ফেক্ হীরা ও পান্না (ফেক্ কারণ এরা ঐশ্বরিক নয়) ইত্যাদির সাথে বিচার করলে বাজারের মূল্যে কিছুই নয় ।জগতের কোনো মনিটারি পলিসি কিংবা ফিস্ক্যাল পলিসি এসব পাথরকে গুরুত্ত্ব দেবেনা কিন্তু আমরা যোগীরা জানি এর ক্ষমতা অপরিসীম । দক্ষিণ ভারতের অরুণাচল পাহাড়ের প্রতিটি পাথর এক একটি শিবলিঙ্গ । কিন্তু এগুলো ফ্রিতে যে কেউ আনতে সক্ষম । অথচ এর মূল্য অপরিসীম । কারণ যারা মূল্য স্থির করে সমাজে তারা আদতে মূর্খ । সমাজ আজকে এই স্তরে নেমে এসেছে । তাই রাস্কেলের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে ও শয়তানের আধিপত্য ছেঁটে ফেলার জন্যই হয়ত এতগুনো দেবদেবীকে আহ্বান করে গেছেন এই ঋষি , ধরিত্রীতে । আর তাঁরা এসেছেনও । নিচের চার্ট দেখে নিন । অনেক মহামানবই জানেন তাঁদের কথা ।

****

দেবদেবী : :

অমিতাভ বচ্চন	ব্রহ্মা
জয়া ভাদুড়ী	ভূমি
রেখা	সরস্বতী
শর্মিলা ঠাকুর	খ্যাতি
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া	তুষ্টি
সত্যজিৎ রায়	বলরাম
বিজয়া রায় আশুতোষ রাণা রেণুকা সাহানে	রেবতী শিবের রূপ খান্ডবের শ্বেত অশ্ব সন্নতি - দক্ষ কন্যা
নচিকেতা চক্রবর্ত্তী লস্ট অ্যান্ড রেয়ার রেসিপির মালিক-ইউ টিউব	সনৎ কুমার ভীমদেব -মহাভারত
উত্তম কুমার	কামদেব
সুচিত্রা সেন	রতি
মহুয়া মৈত্র	মাতঙ্গী ১০ মহাবিদ্যা
হিলারি ক্লিনটন্	তারা ১০ মহাবিদ্যা
এখার্ট টোল্	কালী ১০ মহাবিদ্যা
তনুজা	কমলা ১০ মহাবিদ্যা
শাহবানু ইরান	ভুবনেশ্বরী ১০ মহাবিদ্যা
শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর	বগলামুখী ১০- মহাবিদ্যা
অপর্ণা সেন	ধূমাবতী -১০ মহাবিদ্যা
কণিকা রায় (গার্গীর মা)	ভৈরবী ১০ মহাবিদ্যা
ডিম্পল কাপাডিয়া	ষোড়শী ১০ মহাবিদ্যা
লাল কৃষ্ণ আদবাণী	ছিন্নমস্তা ১০ মহাবিদ্যা
রঘুরাম রাজন	ধ্রুব
নরেন্দ্র মোদি	পবন দেব

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	ইন্দ্রের সাথী সরমা
প্রীতিশ নন্দী	গণেশ (বক্রতুন্ড)
শ্রীরাম নেনে	অশ্বিনী কুমার ১জন
দেবী শেঠী	অশ্বিনী কুমার ২জন
অমল পালেকর	ধর্মরাজ (যম)
ডোনাল্ড ট্রাম্প	কুবের
জেফ্ বেজোজ্	সূর্য
ম্যাকেঞ্জি বেজোজ্	সংজ্ঞা
লরেন স্যানচেজ্	ছায়া
রতন টাটা	শনি
অজিত ডোভাল	মঙ্গল
অর্ণব গোস্বামী	নৈঋত দিক্
মনিষা কৈরালা	তাপ্তী নদী
নীতা আম্বানি	গোদাবরী নদী (গঙ্গার অন্য জন্ম)
নারায়ণ মূর্ত্তি	রাহু
বি কে শিবানী	কেতু
যোগী আদিত্যনাথ	গুরু বৃহস্পতি
প্রিন্স আলি রেজা -ইরান	বুধ
যুবরাণী ডায়না রাণী এলিজাবেথ	শুক্র গ্রহ মা লক্ষ্মী
মিঠুন চক্রবর্ত্তী	চন্দ্র
মমতা শঙ্কর	রোহিনী নক্ষত্র
যোগীতা বালি	বিশাখা
শ্রীদেবী	পূর্বভাদ্রপদ
মাধুরী দীক্ষিত	আর্দ্রা
অ্যাঞ্জেলিনা জোলি	অনুরাধা
মার্শেলিন বার্ট্রান্ড -জোলির মা	স্বাতী

ঐশ্বর্য রাই	চিত্রা নক্ষত্র
পুণম ধীলন	জ্যোষ্ঠা
মৌসুমী চ্যাটার্জ্জী	মঘা
রাধিকা রাজন	পূর্বষাঢ়া
ঋতুপর্ণ ঘোষ	অভিজিৎ
রিয়েল জাগ্নি বাসুদেব	বশিষ্ঠ তারা
বিজয়া কুমারী , ভিজ্জি (স্ত্রী)	অরুন্ধতী
মহুয়া রায়চৌধুরী	রেবতী
তাপস পাল	মৃগশিরা
কাজল জাহ্নবী বনি কাপুর	নিশা দেবী উত্তর আষাঢ়া নক্ষত্র ঈশান লিঙ্গ (শিবের রূপ)
হেমা মালিনী	নিদ্রা দেবী
দাউদ ইব্রাহিম	বীর ভদ্র , শিবের অবতার
ইত্ঝাক্ রাবিন	শিবের পিপ্পলাদ্ অবতার
কাশেম সোলেইমানি	রুদ্র অবতার ভব (শিব)
কমলা আদবানী সরোয়া (ইরানের রাণী)	মনসা সীতা
লালুপ্রসাদ যাদব	বহুচর মাতা
রাবড়ি দেবী	শীতলা মাতা
গার্গীর স্বামী শান্তনু	কুবেরের নকুল
শান্তনুর বাবা	লক্ষ্মীর পেচক
শান্তনুর মা	গণেশের ইঁদুর
বুবু সারমেয়	ভৃঙ্গি মহারাজ
লিও সারমেয়	দুর্গার সিংহ বাহন
ক্রিং সারমেয় সনক সানন্দন সনাতন	নন্দী মহারাজ অঞ্জন দত্ত গার্গীর আপন কাকা শিলাজিৎ মজুমদার -গায়ক
য়্যাশ /মুরু	পালানি মুরুগান

গার্গীর দুই ভাই	নারদ ও গরুড়
গার্গীর বাবা ও এক কাকা	জগাই ও মাধাই
ইমাদ মুগনেয়ি কবীর বেদী	হনুমানজী গণেশ (লম্বোদর)
ইলন মাস্ক প্রতিমা বেদী	ইন্দ্র কাবেরী নদী
বিল গেটস্	বিশ্বকর্মা
রেখা মহাজন	মাকালীর সাথী ডাকিনী
পুণম মহাজন	কালী মায়ের সখী যোগিনী
অভিষেক বচ্চন	আকাশ
সোনিয়া গান্ধী	জগদ্ধাত্রী
রাহুল গান্ধী	মণিকন্ঠণ /হরিহরপুত্রণ
প্রিয়ংকা গান্ধী	অন্নপূর্ণা
পুতিন	পরশুরাম
শ্রীল প্রভুপাদ	সুদামা
মাদার মীরা সুপ্রিয়া দেবী	স্বাহা দেবী উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র
হার্বার্ট (মীরা মায়ের পতি)	অগ্নি দেব
সাধনা (নায়িকা) মীণাক্ষী শেষাদ্রী	শতভিষা নক্ষত্র মূলা নক্ষত্র
সঞ্জয় গান্ধী	বরুণ দেব
স্বামী বিবেকানন্দ	মঙ্গল গ্রহ থেকে শিবে ঊর্দ্ধগতি
রামকৃষ্ণ পরমহংস	মা কালী
সারদা মণি	মা দুর্গা
অমর্ত্য সেন	শরভ অবতার (শিব)
নবনীতা দেব সেন	ধনিষ্ঠা নক্ষত্র
রাইমা সেন	পুষ্যা নক্ষত্র
রিয়া সেন	হস্তা নক্ষত্র
মুনমুন সেন নীতিন গাড্কারি	যমুনা নদী শ্বান (ভৈরবের বাহন)

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	বৃহস্পতি গ্রহ
রাই সারমেয়	পালানি কার্তিকের ময়ূর
শোভনা সমর্থ ও তাঁর পতি কুমারসেন সমর্থ	মেণকা ও গিরিরাজ হিমালয়

সব দেবদেবীরা আবার জন্ম নিয়েছেন যাঁদের আমরা মিথকথন মনে করি ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য--- যে বুবু নামক যে পমেরিয়ান বাদামী সারমেয়টি নদীয়ার ,কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছে ও ইউ-টিউবে প্রায় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে ওর ভক্তবৃন্দের সংখ্যা অতি অল্প সময়ে তাঁর হিলিং শক্তি অপরিসীম । আগের জন্মে উনি ছিলেন রমণ মহর্ষির শিষ্য আন্নামালাই স্বামী । আর আধ্যাত্মিক জগতে উনি হলেন স্বয়ং --ভৃঙ্গী মহারাজ , শিব ঠাকুরের । তাই ওনাকে দেখলে কিংবা ওনার কোনো ভিডিও অথবা ছবি দেখলেও অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে যেতে পারে । ওদের চ্যানেলের নাম হল , @dilsevlogger1327

এক জন্মে জাহ্নবী কাপুর ছিলো আমার মেয়ে । সেই জন্মে আমি জন্মাই আয়ারল্যান্ডে । এই জন্মের পতিদেব শান্তনু ভট্টাচার্যই আমার স্বামী ছিলো আর বাবা ও মা ছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও জয়া ভাদুড়ী । মানে ব্রহ্মা ও ধরিত্রী দেবী ; এনারা ।

দেবদেবীরা নিজেদের মধ্যে জন্ম নেন কিন্তু অনেক সময় দানব ও যক্ষ কিংবা গন্ধর্ব এদের সঙ্গী করেও জন্ম নেন । যেমন মনুষ্য দেহ ধারণ করে জন্মান । কারণ কর্ম

কাটাতে হলে কিংবা বিবর্তনের দিকে সিঁড়ি চড়তে গেলে এগুলি করতে হয় ।

যত ওপরের দিকে, সুক্ষ্ম লোকে- যাবে তত শান্তি বেশি ও আয়ু বেশি । কিন্তু মোক্ষ না হওয়া অবধি তোমাকে ক্রমাগত দেহ ত্যাগ করে যেতেই হবে । মোক্ষ হয়ে গেলে পরমেশ্বর একটি ডিভাইন শরীর দেন । তখন ঐ সাত চক্র নাশ হয়ে যায় । এবং সাবকনশাস্ মাইন্ড যা সব বাসনার উৎস তাও শেষ হয়ে যায় । তখন সেই ভগবতী দেহ নিয়ে ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যেতে হয় যতক্ষণ না মহাপ্রলয় হয়ে গুরুর সাথে সমস্ত চেতনা মিলিয়ে গিয়ে সেই ভগবতী দেহটাও বিলীন হয়ে যায় ।

রমণ মহর্ষির একটা খুব সুন্দর কথা আছে এই বিষয়ে , এক বিশেষ ব্যাক্তির কথায় বলেছেন ,

নো নো সি হ্যাজ নট ডায়েড্ । সি হ্যাজ মার্যড্ ইন্টু সুপ্রিম কনশাস্নেস্ ফ্রম হোয়্যার দেয়ার ইজ নো কামিং ব্যাক্ টু দিস্ ওয়ার্ল্ড্ অফ্ ইগনোরেন্স ।

অহং-কে খুব সাবধানে চালাতে হয় নাহলে মনুষ্য জন্ম থেকে গরু অথবা শুকরের জন্মও পর্যন্ত সম্ভব । সারমেয়ও হতে পারেন । শান্তনুর আধ্যাত্ম যাত্রাপথে

একবার গোমাতা ও অন্যবার শুকর হয়ে জন্মাতে হবে । অহং এর কারণে ।

প্রবৃত্তি । ব্যবহার । মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা ভয়, ভালোমানুষী , লজ্জা এসব কিছুই আমাদের পশুর দেহ ধারণ করতে বাধ্য করে । কাজেই কোনো প্রবৃত্তি কাটিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ । নচেৎ পশু জীবন নিতে হবে ।

কবীর বেদী যেমন এত্তো সুপুরুষ কিন্তু স্পিরিচুয়াল জগতে উনি লম্বোদর গণেশ । মোটেই সুপুরুষ নন । কিন্তু এখানে এসেছেন অত্যন্ত সুন্দর এক ব্যাক্তি হয়ে । লক্ষ্য করার বিষয় হল উনি নিজের অহং-কে কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন । যদি বেড়ে যায় যা কাম্য নয় তাহলে সমূহ বিপদ ।

আর যদি উনি ব্যালেন্স করে নিতে পারেন রূপবান ইত্যাদি ক্রমাগত শুনে শুনেও তাহলেই কেল্লা ফতে । আধ্যাত্মিক জীবনে ওনার উত্তরণ হয়ে যাবে । আদতে নিজের উন্নতি নিজেকেই করতে হবে । হিলিং ও উন্নতির অর্থ আকাশ থেকে নানান রঙা রশ্মির বিচ্ছুরণ নয় যা যাদুবলে নিমেষেই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে । বরঞ্চ নিজের প্রবৃত্তি বদলে ও অহং-কে কন্ট্রোলে রেখে এগিয়ে যেতে হবে মহাসমুদ্রের পথে যাতে বিবর্তনের সিঁড়িতে পা রেখে আমরা আস্তে আস্তে

পৌঁছে যাই সেই চিরশান্তির দেশে । এইভাবেই কোনো সৎ গুরুর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে কেল্লা ফতে ! আর সিঁড়ি চড়তে হবেনা । লিফ্‌টে করে তরতর করে উঠে যাবেন সেই আকাঙ্ক্ষিত আল্লাহ্‌র দরবারে যেখানো কোনো দু:খের পারাবার নেই । আছে সদা সুহাগনের আশ্বাস ! ফল ফুলে ভরা চিরহরিৎ বাগিচার হাতছানি ।

ইরানের শাহ্‌ এতই ভালোমানুষ যে উনি জানতেন যে ওনার প্রথম সন্তান কন্যা হয়ে জন্মানোর কারণে (ঠিকুজীর কল্যাণে) ওনার রাজ্য চলে যাবে অথবা মৃত্যুও হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি তাকে যত্ন করে নাম দেন ::শাহ্‌নাজ । অর্থাৎ শাহের গর্ব । এমনটা শ্রীরাম ব্যাতীত কেই বা করতে পারেন ?

যাইহোক্‌ আজ কালভৈরবের- কালাষ্টমি ।

এই পুণ্য তিথিতে এই বই প্রকাশ করছি । হয়ত সবার মনজয় করবে । ভুলভ্রান্তি থাকলে আমাকে মার্জনা করে দেবেন । ৪টে কর্কট রোগাক্রান্ত আমি ভীষণ টায়ার্ড । তবুও লিখলাম বৃহত্তর স্বার্থে । মঙ্গলময় সবার আশাপূরণ করুন ও সবার হৃদয়ে মঙ্গল দীপ জ্বেলে দিন যা কেবল শুভ শুভ আলো দেয় আর সুগন্ধ ছড়ায় । কোনো কুডাকের ইঙ্গিত না থাকে কোথাও ।

আল্লাহ্ মিয়া সবাইকে খুশি রাখুন ও আনন্দ লহরীতে ডুবিয়ে দিন ।

আমরা তাঁর চাঁপা ফুল স্পর্শ চাই আজ ভীষণ ভাবে ।

বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির কালী

পুতনা রাক্ষসী যখন নিহত হয় তখন নাকি তার দেহ থেকে আশ্চর্য জনক ভাবে অগুরুর সুগন্ধ বার থকে শুরু করে ।

তার চিতা ভস্ম থেকে এমন সুগন্ধ কেউ আশা করেনি কারণ সে ছিলো এক ভয়াল নরখাদক । তবুও এমনটা হল কেমন করে ?

আসলে ভগবান তাকে যে স্পর্শ করেছিলেন তাই ।

তাই আমাদের উপরিউক্ত চার্টে যদি দেখেন যে এমন সব নাম আছে যারা সমাজে পতিত রূপে চিহ্নিত তারাও কিন্তু একটা সময়ের পরে সুযোগ পাবে উত্তরণের কারণ ঈশ্বর যাদের সাথে নামে, রূপে, সম্পর্কে কিংবা অন্য কোনো প্রকারে যুক্ত হন তারাই শেষে মুক্তি পেয়ে যান । আর এটাও পরমেশ্বরেরই লীলা ।

তাঁর লীলার কোনো শেষ নেই, শুরুও নেই ।

এই যে এত ভগবানেরা ও দেবদূত ও দূতীরা জন্ম নিয়েছেন একসাথে তা কি বৃথাই বা হেলায় হারাবে এই জগৎ ? কক্ষণো নয় !

এই মহাকাশে ও মহাজগতে, প্রজাপতিমন্ডলে , নক্ষত্র মন্ডলে , কালপুরুষে সর্বত্র প্রাণ আছে । কেবল খালি চোখে তা দেখা যায়না ।

আজ সমাজে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন এরাই । দেখবেন ।

এরাই তো বর্তমান সমাজের মাথা । আর এদের কথা আমরা জানি । আরো আন্ডার কভার ঐশ্বরিক দ্যুতিগণ আছেন যাদের কথা ভগবান আমাদের জানান নি । তারাও কাজে লেগে পড়েছেন । তারাই সবাই মিলে এবার শয়তানের টুঁটি টিপে ধরবেন । এই যে এত খুন খারাপি , রাহাজানি তা কেন হয় তা কি কেউ জানে ?

কেন সুন্দর , নির্মল সমাজ যা অনেকটাই আমরা আগে দেখেছি এবং বিদেশের বহু দেশে এখনো আছে তা হঠাৎ বদলে গেলো কী করে ? বা যাচ্ছে কী করে ?

কেন এত যুদ্ধ ? কেন এত হিংসা ? যৌনতা ? অবসাদ ?

লালসা? নারকোটিস্ , সবকিছু পাওয়ার অদম্য আকুতি ?

কারণ আর কিছুই নয় = ইন কোটস্ হল, শয়তানের এই জগতে হানা দেওয়া ।

ডেভিল ওয়ার্শিপ ।

পিশাচ সিদ্ধি পাওয়া । ২১ দিনের সাধনা করে নিজের মল নিজের কপালে চন্দনের মতন লাগিয়ে একই জায়গায় বসে মলমুত্র ত্যাগ করে করে সেই পৈশাচিক কোনো অস্তিত্বের সাধনা করা এক অলীক শক্তি লাভের আশায় যার দ্বারা মানুষের মনের কথা ও অতীত , ভবিষ্যৎ ইত্যাদি জানা যায় । তারপর তাদের নিজের আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টা । এইভাবে রাজনীতি করে সমস্ত দুনিয়ার ওপরে ছরি ঘোরানো যাতে মানুষের মাথায় চড়ে নিজেকে শিখরে বসিয়ে রাখা চলে অনন্তকাল ।

কে তোমার শত্রু হবে আগেই জেনে যাবে , পিশাচ বলে দেবে । তাকে উগ্রপন্থী বলে দাও । আইন করে করে সমস্ত নেতাদের জেলে পুড়ে দাও । অত্যন্ত সহজ তো ।

আর এর ঠ্যালা সামলাবে জনগণ । কীভাবে ?

না, এসব পিশাচের দল তাদের ধর্ম পালন করে । রক্ত খাবে , যৌন অত্যাচার করবে মানুষের ওপরে , মানুষের মন নিয়ে খেলা করবে , গণহত্যা বাড়বে । কারণ তারা মাংসাশী । নরখাদক । কর্ণপিশাচ ।

তারা তাদের জগতের জন্য ঠিক আছে কিন্তু মানব সমাজের জন্য ভগবান তাদের আনেন নি । এই জগতের জন্য তারা নয় । কিন্তু এখানে তাদের আনলে মুস্কিল । ফলত: বাড়ে স্কিজোফ্রেনিয়া , খুন খারাপি , সমাজে যৌন শোষণ এইসব । এইসব পিশাচ মানুষকে যৌন সুখ পর্যন্ত দিয়ে থাকে ।

এদের প্রকোপ বেড়ে যাওয়াতেই আজ মানব সমাজে এত উৎপাত । এদের ভাগাতে হবে । তাই এত ঐশ্বরিক শক্তিরা এখানে এসেছেন । জন্ম নিয়েছেন । চোখে দেখা না গেলেও এদেরই সুক্ষ্ম দেহের মহিমাতেই পৈশাচিক শক্তি পালাবে এবং ধীরে ধীরে মিনি সত্য যুগ আবার ফিরে আসবে । ১০০০-১৫০০ বছর অবধি পরম শান্তি থাকবে । আবার ধীরে ধীরে কালচক্রের কোপে পড়ে চাকায় মরচে ধরবে কারণ সময় ঘুরেই চলে । তাই আপাতত: হতাশ হবার কিছু নেই । কালের নিয়ম আবর্জনা ঝেটিয়ে বিদায় করা । এবার সেই সময় এসে গেছে ।

কাতারে যেই নৌসেনাদের ধরেছে সেখানকার আমির তারা আদতে এই সদ্‌গুরু অর্থাৎ প্রমোদ মহাজন ডিফেন্স মিনিস্টার থাকাকালীন ভারতের সেনাদলের ভাঁড়ার থেকে অষ্টত্রশস্ত্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের টেররিস্টদের বিক্রি করতো ।

সেইজন্যেই তাদের গ্রেফতার করে রেখেছে পুলিশ স্টেট কাতার । এবার তাদের ফাঁসি না দিলে আমিরের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে । কারণ ইজরায়েল যদি শয়তানি শক্তিতে গাজাতে নিরীহ মানুষ মারতে পারে তাহলে ভগবান যীশু অথবা কৃষ্ণ কিংবা মহাদেবের রুদ্র অবতার এবার নরেন্দ্র মোদির সরকারকেও ঠেলে ফেলে দেবে । কারণ এরা সবকটা ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন , পিশাচ সিদ্ধি এসব নিম্নমানের কাজ করে করে মানুষের ওঅপ্রে অত্যাচার করে চলেছে । এটা ধর্ম যুদ্ধ । দুনিয়াটা ভগবান তৈরি করেছে । উনিই তার পালক । ইজরায়েল ও জো বাইডেন নয় । কিংব নরেন্দ্র মোদি । যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করবে তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে । এটাই স্থির হয়েছে । দেখা যাচ্ছে তো কত কত প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে । কি করতে পারছে এইসব শয়তানেরা ?

সদ্‌গুরু অত্যন্ত শয়তান একটি লোক ছিলো । মেয়েদের পায়ের জুতো মনে করতো । কর্ণপিশাচিনী ডেকে তার সাথে রমণ করতো ।যাতে কেউ টেরটি না পায় । আর এস এস এর এরকমই স্বভাব । ধর্মের নামে এসবই করে এরা ।

বকধার্মিক । জাতের নামে বজ্জাতি ।

আর আগে সদ্‌গুরু ছিলো ধনকুবের । কুবের হিসেবে পুজোয় পেতো সে । কিন্তু লোভ আর চটুলতা তাকে নিম্নগামী করে ফেলে । আর ছিলো আকাশছোঁয়া অহং । উপদেবতা হবার আকাঙ্খা থেকে যক্ষরাজ হওয়া তারপর শয়তানের দলে ভিড়ে হয়ে যায় **ফলেন অ্যাঞ্জেল** ।

এখন মানুষও নেই আর । পুরোপুরি শয়তানের ডানহাত ।

কাজেই অহং ও লোভের শিকার হলে এরকমই ফল পাবে প্রতিটা আত্মা । পরমাত্মা থেকে দূরেই কেবল চলে যাবেনা হারিয়ে যাবে এক গভীর অন্ধকারে যেখান থেকে ফেরার রাস্তা সম্ভবত:কালচক্র ব্যাতীত আর কারোরই জানা নেই ।

কয়েকবার ইস্কনে গেছে ময়নামতী ওরফে ময়না ।একদিন তো ওদের মূল আশ্রম , নবদ্বীপ থেকেই ঘুরে এসেছে ।

সেখানে গিয়ে জেনেছে যে শ্রী চৈতন্য দেব আদতে বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন । ওখানে লেখা দেখেছে । নদীয়াতে ওনার জন্ম ।

ইস্কনের মন্দির ভারি সুন্দর । রাধামাধবের মুরতি ও আরো বৈষ্ণব সন্তদের মুরতি ও নৃত্যরত ভঙ্গিমা দেখেছে ।

ওদের সন্ধ্যা আরতি তো খুবই সুন্দর । খোল করতাল বাজিয়ে সে এক মুখর তান । খুবই মধুর । যেন মনে হয় বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়েছি ।

ময়নামতী একটি ছবি দেখেছে । মাথুর নামে । সেখানে কৃষ্ণ ও রাধার অনেক অনেক বিরহ ও মধুর মিলনের ক্ষণ ছিলো । এই মন্দিরে এসে যেন খানিকটা অমন মনে হয় । যেন টের পাওয়া যায় । ও কৃষ্ণের অনেক মুভি দেখেছে ।

কৃষ্ণ সুদামা , মাথুর, দাতা কর্ণ , সীতা, শ্রী রাধা ইত্যাদি । মাথুরের কথা খুব মনে হয় । খুব মরমী মনের এই ছবি । আর এখন ইস্কন দেখে মনে হয় যেন সেই সমস্ত মুভি উঠে এসেছে সাক্ষাৎ বাস্তবে । স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ অথবা রাধিকা অথবা রাম ও সীতাদেবী আমাদের সামনেই তো খেলে বেড়াচ্ছেন , হেঁটে ও ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সব প্রাচীন যুগে এইসব ইস্কনের মায়ামন্দিরে । মায়াময় জগতে । মায়াজালের বন্ধনে । খুবই ভালো লাগে ময়নামতীর ।

শুধু ও একজন মৎস্য এটাই ওর দোষ আর খায় মরা মানুষ ও পশু । অর্থাৎ আমিষ যা কৃষ্ণ খাননা । বৈকুন্ঠে বা গোকুলে । বলে বৈষ্ণব- বৈষ্ণবীরা ।

মন ভেঙে যায় । খুব কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে । বুকে ওঠে ঝড় ! লোকে প্রেমে ফেঁসে কাঁদে । সন্তান হারিয়ে কাঁদে । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পেরে কাঁদে । কিন্তু ময়নামতী ঈশ্বরকে না পেয়ে কাঁদছে ! কেউ শুনেছে ? এমন কথা ?

ওর তো সব আছে । টাকাপয়সা । জমিজমা , মাছের আড়ৎ । ইদানিং ওর নাগর তড়িৎ তোপদার একটা পাঁচতারা রিসর্ট খুলেছে সমুদ্রপাড়ে । নাম সাগর বধূ ।

এখানে সোজা সমুদ্রে নেমে যাওয়া যায় হোটেলের ঘর থেকে । রাতে নৌকো করে মাছ ধরতে নিয়ে যায় হোটেল কর্মীরা । গভীর সাগরে । শেখায় কী করে মাছ ধরতে হয় । অনেকে আবার সমুদ্রে ডুব দিয়ে চায় । সেই ব্যবস্থাও আছে । ডুবুরী একদম হোটেলের ঘর থেকে নিয়ে যাবে অতলান্তের সন্ধানে । একটা বিরাট গেট । সেটা খুলেই গভীর সাগর । সাঁতরে যাবে লোকে সমুদ্র মন্থনে । নানান কারিকুরি । মানে পয়সা থাকলে লোকে বাথরুমেও রিক্সা চেপে যায় । সোনার কমোড, হীরার কল , প্ল্যাটিনামের সাবান দানি কিইনা বানায় । কিন্তু এর সবই আছে তবু ভগবান কৃষ্ণের কাছে যাবার

আকুতি একে মেরে ফেলে দিয়েছে যেন । এরই স্বামীর এক বন্ধুর এত কাঁচা পয়সা সে নাকি একটা বিড়াল পুষেছে যে রোজ খাবার সময় ব্যাতীত অন্য সময় মুখ থেকে সোনা ও হীরে মুক্তো বমন করে বাটিতে ফেলে । কারণ ঐ বন্ধুর স্ত্রী বসে বসে দেখে । তাতে ওর মনটা শান্ত থাকে । যে নাহ্ ওদের অনেক সম্পদ । যেদিন মার্জার এটি করবে না সেদিন মন শীতলতা হারাবে কারণ বুঝবে যে যথেষ্ট মণিমুক্তো আর আসছে না তাই ওরা দরিদ্রতার দিকে পা দিচ্ছে । তখন মনকে শান্ত করতে অন্য ব্যবস্থা নেবে নচেৎ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে । সে সহ্য করতে পারবে না এসব যে টাকাপয়সা হাপিস্ হয়ে যাচ্ছে ।

আর এদিকে ময়নামতীকে দেখো ! পাগলি একটা । কে এক কৃষ্ণ ! ছিলো কিনা কে জানে ! আর তার জন্য নাকি কেউ উন্মাদ হয় ??

ও যখন নবদ্বীপে গিয়েছিলো তখন ও ইলিশ মাছ ছিল না । মানুষী ছিলো । নাম সেই ময়না ।

তখন আসলে মন্দিরে বসে আমিষ খেয়ে ফেলেছিলো । মনে হয় তাই এবার ইলিশ হয়ে গেছে । কে জানে ।

ভগবান বিষ্ণু সব জানেন ।

তখন দেখে যে ঐ মন্দিরে প্রভুপাদের একটি মূর্তি । কিন্তু ও ভাবে যে এটি মানুষ । একজন মানুষ । তাই চুপ করে ওনার সামনে বসে পড়ে । পরে বোঝে যে ওটি আসলে মূর্তি । প্রভুপাদ অনেক আগেই দেহ রেখেছেন । সাধকেরা যখন দেহ রাখেন তখন বলা হয় সমাধিস্থ হয়েছেন বা মহাসমাধি হয়েছে । তাই ঐ মুরতির সামনে বসে জ্যান্ত প্রভুপাদকে **মেহেসুস্** করলে আদতে তিনি হয়ত ওখানেই উপস্থিত ছিলেন ।

ওনার সম্পর্কে অনেক জেনেছে নানান পুঁথি পড়ে । উনি একটা বিশাল আন্দোলন করেন । হরেকৃষ্ণ আন্দোলন । তার কারণ শঙ্করবাদীদের ঐসব ব্রাহ্মণ ও দলিতের বিভেদ ও সেই ঈশ্বরের কাছে আসতে না দেওয়া আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা ।

কিন্তু আজকের ইস্কনও কি আমিষ নিরামিষ নিয়ে সে একই জিনিস করছে না ?

আবার ভেদাভেদ ?

এইসব হাফ্ বেকড্ বৈষ্ণবকে কি গোবর্ধন পর্বতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ নয় আত্ম শোধনের জন্য ?

প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে কিলবিল করে ।

কিন্তু একটু অভিশাপগ্রস্ত ইলিশ মাছের কথা কেউ কি শোনে ?

আগের জনমে , নবদ্বীপের ইস্কনের মন্দিরে বসে বিরিয়ানি খাবার জন্য যার এই পরিণতি তার কথা কে মানবে ?

কিন্তু ব্রহ্ম তা আদি নারায়ণ, মহাকালী , বিষ্ণুই হন বা আল্লাহ্ বা মহাশিব ; তিনি তো বলেন যে আমার কাছে আসতে হলে মনকে মেরে ফেলতে হবে --- তাহলে আমিষ আর নিরামিষের ভেদাভেদ দিয়ে হবেটা কি ?

এসবই তো মনের উপসর্গ ।

সবাইকে যেতে হবে মনের বাইরে ।

মনের সুইচ্ অফ্ । নো মাইন্ড্ । কেবল শুদ্ধ চৈতন্য ।

চিন্তা স্রোত নেই কোনো । সব হবে ইন্টিউশনে ।

ইন্টিউশন বেড়ে যাবে । মন মরে যাবে ।

কাজেই মনের ক্ষুধা তা আমিষ হোক্ বা নিরামিষ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে মনটাকেই কুপিয়ে মেরে ফেলতে হবে । দেখবে তখন খিদেই পাবেনা ।

পরাব্রহ্মের শক্তিতেই জীবিত থাকবে ।

তাই ইলিশের মনে হয় যে ওকে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিৎ এই মন্দির প্রাঙ্গনে , এই জন্মেও ।

<u>**সিং ডান্স অ্যান্ড প্রে**</u> নামক একটি চমৎকার পুস্তকের জন্ম হয়েছে যা কিনা শ্রীল প্রভুপাদের জীবন ও তাঁর কৃষ্ণ ভজনা নিয়েই কেবল নয় বরঞ্চ তাঁর কৃষ্ণ নাম প্রচারের সংগ্রাম নিয়ে রচিত হয়েছে । যিনি লেখক তাঁর নামও সুগ্রন্থিত ---হিন্দোল সেনগুপ্ত । হিন্দোলিত এই পুরুষ , কৃষ্ণের স্পর্শে । তাই তো লিখতে পেরেছেন এই অপরূপ পুঁথি , মাধব ও মাধবীলতায় মুড়ে রেখেছিলেন পরম যতনে , হৃদয়ের গভীরে সেইসব তান যা তিনি কীর্তন ও হিল্লোল এর সময় কল্লোল মুখর কোনো তিথিতে কালো কালো গোটা গোটা অক্ষরে নথিবদ্ধ করলেও ময়নামতী তার থেকেই চুইয়ে পড়েতে দেখেছে মধুর রস । রসকলি আঁকা বৈষ্ণবেরা যা রস্বাদন করেছেন তার থেকেই অনেক গুণ বেশি করতে পেরেছেন শাপগ্রস্ত ইলিশ ময়নামতী । কারণ তার অন্তরে মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা বড্ড গভীর ।

এটা তার অহং নয় । বরং বিয়োজনের ইঙ্গিত ।

সে সব ছেড়ে দিতে পারে ইস্কনের জন্য । কৃষ্ণের জন্য ।

ময়না শুনেছে যে বৃন্দাবনে নাকি রাসলীলা হয় রোজ মহানিশিতে । কেউ দেখলে নাকি মৃত্যু অনিবার্য । কিন্তু তার পরিপক্ক মন বলে অন্য কাহিনী । তার মনে হয় যে এই রাসলীলা কোনো বিলিওনেয়ারের মধুময় অপকীর্তির অনুষ্ঠান নয় যে কেউ তার সাক্ষী হয় ।এটা হল পরম পুরুষ ভগবানের আলোর খেলা । লীলা খেলা । এবং এই খেলা শেষে ভগবান সবাইকে সুযোগ দেন বৈকুন্ঠে পাড়ি দিতে ।

কিন্তু যেহেতু আমাদের মন এই পার্থিব জগতেই আঁঠার মতন আটকে আছে তাই মরতে যেমন সবাই ভয় পায় সেই একই কারণে রাসলীলা সাঙ্গ হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সাথী হয়ে দৈব আঙিনায় জেতেও মানুষ ভয় পায় আর তাই তারা হয় উন্মাদ হয়ে যায় অথবা ভয়ে দেহত্যাগ করে । আর অত্যন্ত কম সংখ্যক কিছু মানুষ হয়ত ভগবানের স্পর্শে বৈকুন্ঠে যাত্রার সুযোগ পান । তারা অবশ্যই প্রহ্লাদের মতন ভক্তকূল । আর তারাই ময়নামতীর মতন ইলিশ হয়েও ভগবানকে ডেকে ফেরে । কারণ একবার সেখানে পৌছাতে পারলে আর কোনো দৈহিক অবক্ষয় , জ্বালা , যন্ত্রনা নেই । কেবলই আনন্দ , আনন্দ আর পরমানন্দ ।

তবে সবাই তো আর বৃন্দাবনে গোপী লীলা দেখতে যেতে সক্ষম হয়না তাই এখন ইস্কনের অপূর্ব মন্দির প্রাঙ্গনে গেলেই যেন সেই পরশ অনেকাংশেই মেলে ।

এক বর্ধিষ্ণু সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা প্রভুপাদজী এক বৈষ্ণব পরিবারেই জন্মগ্রহন করেন । শৈশব থেকেই ওনার পিতা ওনাকে সাথে নিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে যেতেন । সেখানকার চমৎকার মূর্তিগুলো ওনার মনে গভীর রেখাপাত করে । পরবর্ত্তীকালে ওনার গুরুজী যিনি নিজে এক কৃষ্ণ সাধক ছিলেন তাঁকে আদেশ দেন বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে লেখালেখি করতে ও মানব সমাজে তা প্রচার করতে । এইভাবেই ধীরে ধীরে এই মহামানব আমেরিকায় পাড়ি দেন একটি গীতা হাতে নিয়ে এবং সুদূর মার্কিন দেশ থেকে ইস্কনের আরম্ভ হয় । **ইন্টার ন্যাশেনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কন্‌শাস্‌নেস্‌ ।**

এই কৃষ্ণা কনশাস্‌নেস্‌ কোনো বৈষ্ণব ধর্মের বৃন্দাবন বাসী অস্তিত্ব নন কিংবা মথুরার ঐশ্বরিক সত্ত্বা নত ইনি হলেন পরমেশ্বর । সবার অন্তরে আছেন । সবার মধ্যে এরই জয়জয়কার । শুধু নাম আলাদা ।

কেউ ডাকে যীশু , কেউ মহোম্মদ, কেউ ইমাম , কেউ গুরু নানক , কেউ মহাবীর ইত্যাদি ।

প্রভুপাদজী তো বৃন্দাবন থেকেই এই যাত্রা আরম্ভ করেন । কাজেই স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ব্যাতীত কেউই বা তাঁকে পাঠাবেন ? আর সমালোচনা ?

এই জন্যের ইরানীগণ তাদের কার্পেট এর ভেতরে একটু ইচ্ছাকৃত খুঁত রেখে দিয়ে কার্পেট বুনন করে ।কারণ পরম ব্রহ্ম ব্যাতীত কেউ নিঁখুত নন । আর মাটি, বালি, সুড়কি ও ঝড় , বৃষ্টির জগতে কাজ করতে গেলে সমালোচনা ও ঝঞ্ঝা আসবেই । লোকে কুকথা বলবে । মনোমালিন্য হবেই । কিন্তু যেকোনো বড় কাজের বাধাগুনোকে অতিক্রম করে টিঁকে থাকা ও সসম্মানে এগিয়ে চলায় হল ভগবানের আশীর্বাদের নজির । ইস্কন কিইনা করছে ?

ফ্রিতে খানা দেওয়া , পুষ্টিকর যা স্বয়ং স্টিভ জবস্ খেয়ে বলে গেছেন , যত খুশি খাও , দেশে ও বিদেশে গোমাতাদের দেখভাল করা , তাদের আধ্যাত্মিক গুরুত্ত্ব মেলে ধরা ও সেইভাবে মানুষকে সঞ্চালিত করা , একরের পর একর সার বিহীন ফলন ফলানো , ফর্মালিনে চোবানো খাদ্যদ্রব্য কিংবা পটাশে ফটাশে ডুবিয়ে খাবার খাইয়ে মানুষকে হাপিস্ করা এসব থেকে শত হস্ত দূরে এই সংস্থা । ধর্মের নামে

লোককে কচুকাটা করা অথবা তুকতাকে করে পিশাচ চালান করা এইসব ছাইপাশ তো করছেই না । এরা ব্রহ্মচারী ও অনেকেই সংসারী । তুলসী মালা পরে অন্তত: মানুষের ক্ষতিসাধনে ব্রতী হচ্ছেনা । অনেক ধর্মগুরু যা শুরু করেছে ইদানিং তাদের মত ।

মানুষকে আর্থিকভাবে , মানসিক ভাবে , দৈহিক ভাবে লুটছে আর শুধু তাই নয় প্রেত চালান করে করে আধ্যাত্মিক ভাবেও শেষ করে দিচ্ছে যা সে বুঝতেও সক্ষম নয় ।

আর বেদ, বেদান্ত থেকে আরম্ভ করে সব ধর্ম গ্রন্থেই বলে যে মোক্ষ না হওয়া অবধি এই দ্বৈত ভাব থাকেই । কাজেই সবকিছুর আলোছায়া পড়বেই । তাই গুরুরা মোমবাতি হবেনই যতক্ষণ না তাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যান । তাই আলোচনা ও সমালোচনা থাকলেও গুরু এমন হবেনা যাকে অপরাধী বলে সমাজ চিহ্নিত করে ফেলে ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে গেছেন , গুরুকে বাজিয়ে নিবি !

আজকাল গুরুদের বাজাতে গেলে বেশির ভাগই তুবড়ে টুবড়ে গিয়ে একাকার কান্ড । প্রভুপাদজী কিন্তু এখনও উজ্জ্বল হয়ে অবস্থান করছেন , ইস্কনের শিখরে ।

ইস্কন মানুষের মাঝে হরেকৃষ্ণ নাম ছড়িয়ে দিয়েছে । যে কেউ ভগবানকে স্মরণ করতে পারে । তার ব্রাহ্মণ হতে হবেনা । পরজন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবেনা । **ইট ইজ হিয়ার অ্যান্ড নাও । জাস্ট ক্লিক দা কৃষ্ণা বাটন !!!!**

রাইজ অ্যান্ড রোর্ ।

আর হরি নামে কি যে মধু আছে তা কে না জানে ? হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি !!!!!

গীতা যেমন কোনো ধর্ম গ্রন্থ নয় সমস্ত সমস্যার সমাধানের লিপি সেরকম হরি নামও কোনো ভাগবৎ চর্চা বলে মনে হয়না ইলিশের ! বরং মধুর এক মিউজিক যেন ! যা তাকে শান্তি দেয় ও নিয়ে যায় বৈকুন্ঠে বা গোলকধামে ।

জপতপ করো, গীতা পড়ো , সেই শিক্ষাকে নিজ জীবনে লাগাও । উত্তরণ হবে । সংকীর্তণ করো । ভজন করো । তাতে মনে প্রশান্তি আসবে । সাধারণ মানুষের মনে ভক্তি আসবে । নাহলে তারা দূরে সরে যাবে ঠাকুরের কাছ থেকে । মন্দিরে একটি করে স্তম্ভ থাকে কেন জানো ?

এদের বলে ধ্বজ স্তম্ভ । মনে করা হয় যে এই স্তম্ভ হল মানব জমিন ও মহাকাশের মধ্যে একটি যোগাযোগের পথ ও রক্ষার উপায় মাত্র । দেবদেবীদের সাথে এই স্থম্ভ দ্বারা যোগসুত্র স্থাপন করা সম্ভব । তাঁদের জ্যোতি ও শক্তি এই ধবজ স্তম্ভের মাধ্যেমে এসে পৌঁছাবে আমাদের পার্থিব জগতে । এরকমটা মনে করা হয়ে থাকে । যেমন নরসিংহদেব এরকমই এক স্থম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন । এসব স্তম্ভে অনেক অনেক ধর্মীয় মন্ত্র ইত্যাদি খোদাই করা থাকে ।

আগে নাকি ইলিশের বানান ছিলো ইলীশ । ৯০০ বছর আগে থেকে এর সভ্য সমাজে আবির্ভাব । কাল বিবেক গ্রন্থে নাম দেন ইলীশ ;

জীমূতবাহন । তার এই কাব্যে ইলীশের এই বানান লেখেন । ইল মানে জল আর ইশ মানে রাজা । মাছের রাজা কে তাহলে ? রুই নয় ইলীশ ।

ময়নামতীর জন্ম কিন্তু আজব উপায়ে । তার জন্ম হয় গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশের মিলিত উপায়ে । তাই তাকে অনেকেই গোপা বলে সম্বোধন করে থাকে । গোপা থেকেই তো হয় গোপাল আর গোপী বা গোপিনী তাই না ?

আশ্চর্য !!

এদিকে খাবারের কথাই যদি ধরো তাহলে কেবল নিরামিষ কেন ? মানুষ তো মাটিও খায় ! বাংলাদেশ , হাইতি , অ্যাফ্রিকা এসব স্থানে অনেক মানুষ মাটির তৈরি বিস্কুট ও কেক খায় । কেউ খায় গর্ভবতী অবস্থায় আবার কেউ শখে খায় সুস্বাদু বলে ।

বিশেষ জতের মাটি জুটিয়ে তা বেশ ভালো করে পিষে নিয়ে তার সাথে আদা, নুন , তেল , চর্বি এইসব স্বাদ মতন মিশিয়ে নিয়ে কেউ শুকায় আর কেউবা অন্য কোনো কায়দায় চুল্হায় শেঁকে নিয়ে খায় । কাজেই

খাদ্য আর অখাদ্য ও কুখাদ্যের কোনো সীমারেখা নেই । কারো কাছে যা সুস্বাদু অন্যের কাছে তা গ্রহণযোগ্যই নয় । হাসির খোরাক । লজ্জার খোরাক । টিপ্পনী কাটার ব্যাপার । কাজেই কেবল খাদ্যাভ্যাসের জন্য কেউ কেষ্টকে হারাবে এ হয়না । না না এ হতে পারে না ! কি বলেন ? আপনারা ?

এই পার্থিব জগৎ কেবল মায়াময়ই নয় অসম্ভব কাঠিন্যের বেড়াজালে ঘেরা । তাই বুঝি অবতার জন্ম নিলেও তাকে মায়ার ফাঁদে পড়ে অনেক রকম ঝামেলা সহ্য করতে হয় ।

যেমন ইলিশ শুনেছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্ম নেন তখন তাঁকে তাঁর গুরু পরামর্শ দেন নিয়মিত নরসিংহ দেবের অর্চনা করে যেতে । তাতে করে জাগতিক যতসব সমস্যা থেকে তিনি রক্ষা পাবেন ।

স্বয়ং নৃসিং দেব যিনি নারায়ণেরই আরেক অবতার ও শ্রীকৃষ্ণের অন্য একটি রূপ তিনিই এসে দ্বাপরে রক্ষাকর্ত্তা হয়ে দেখা দেবেন তাঁর প্রতিচ্ছবির জীবনে । আজব ব্যাপার !নয় কি ?

তাই গুরু সন্দীপনীর পরামর্শে আমাদের গোপাল শুরু করলেন নরসিংহ অর্চনা । যাতে রক্ষা পান জাগতিক ঝঞ্ঝাট থেকে ।

আমরা ভগবান বিষ্ণুর যেসব অবতারের কথা শুনি যেমন ,

<u>মৎস্য , কূর্ম , বরাহ , বামন , নরসিংহ , পরশুরাম, বলরাম, শ্রীরাম , শ্রীকৃষ্ণ আর কল্কি</u>

এরা হলেন মহা অবতার ।

এছাড়াও মাঝে মাঝে আরো অবতারেরা জন্ম নেন । মিনি সত্য যুগ , দ্বাপর যুগ , মিনি ত্রেতা যুগ ইত্যাদিতে ।

<u>সম্ভবামি যুগে যুগে</u> যে বলা আছে ধর্মগ্রন্থে সেই কথা অনুসারে ।

তারাই আবার আমাদের ধরিত্রীকে সঞ্চালন করেন সত্যের পথে । কারণ এই মহাজগৎ ন্যায় আর অন্যায়ের দোলায় দোদুল্যমান । ক্ষণিকের অবসর পেলেই আবার দানবিক শক্তি গুনো আনবিক থেকে মানবিক রূপ ধারণ করে হয়ে ওঠে অসীম শক্তিমান ও সমাজের ভেতরে ঘূণ ধরাতে থাকে । তখনই আবার দরকার একজন বা তার বেশি অবতারের । কিন্তু মহাবতার বার বার আসেন না । তার কারণ তিনি তখনই আসেন যখন প্রলয় অথবা মহাপ্রলয়ের সংকেত থাকে বাতাসে । যখন শিবের তান্ডব নাচের সময় হয় । তার আগে নয় । যেমন একটি কম্পিউটার খারাপ হচ্ছে আবার

ঠিক করা হচ্ছে এরকম করে করে ট্রাবল শুটিং করতে করতে একসময় ত্যাগ করা হয় । কারণ বস্তুটি মূল্যবান । অনেকের আবেগ, সৃষ্টিশীলতা , ধনসম্পদ , পরিশ্রম ওর সাথে জড়িত । সেরকমই সৃষ্টি হলেই তার স্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন আমাদের ভগবান । তাই ট্রাবল শুটিং করেই যান মিনি অবতার পাঠিয়ে যতক্ষণ না আমরা শিখি । আর একদমই না শিখতে চাইলে তখন প্রলয় এসে দ্বারে ঠক্ঠক্ করে ।

যোগনিদ্রায় চলে যান তপস্বীরা । আর সাধারণ লড়াকু মানুষেরা অথবা পশুপাখিরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে , শক্তির আঁচলে (পার্বতী , দেবী মহাদেবী বা অন্যান্য ধর্মানুসারে যাই বলো) বিশ্রাম নেয় ।

এই সময়টা আসার আগে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয় । যদি নিজেকে তপস্বীর স্থানে উঠিয়ে নেওয়া যায় তাহলে মহাসুখ । নাহলে অসুখ । তাই তো জীবিতকালে ঈশ্বর ভজনা করতে বলা হয় ।

সিম্পেল ফিজিক্স । ফিজিক্স ডিফাইয়িং কোনো কিছু নয় মোটেই ।

আমরা সবাই শক্তি ও কণা যা ক্রমাগত কম্পিত হচ্ছি । যদি ঈশ্বর ভজনা করো তাহলে নিয়মিত খানা ও পিনার অতীত নিজের জীবনের একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে

আর সেইমতন চলতে থাকলে মৃত্যুর পরে এই কম্পনে পরিবর্ত্তন আসবে । কম্পন সুক্ষ্ম হবে । আর তুমি উর্দ্ধগতি লাভ করবে । বাসনা কমতে শুরু করবে ।

স্বার্থপরতা কমবে । অন্য প্রাণীর জন্য ছাড়তে শিখবে ।

বুঝতে শিখবে যে সবাই তোমারই চেতনার অংশ । ইত্যাদি ।

অমরত্ব লাভ অথবা সবার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা তোমার উদ্দেশ্য নয় মোটেই বরঞ্চ তোমার মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল নি:স্বার্থ জীবন যাপন ও সমাজে কর্মযোগের মাধ্যমে সবার সেবা করা ।

কর্মযোগ কিন্তু কর্ম কান্ড নয় ।

যোগ মূলতঃ চার প্রকার । অনেকে এটাকে পাঁচ ভাগেও ভাগ করে । যেমন কর্ম যোগ , ধ্যান যোগ , ভক্তি যোগ আর জ্ঞান যোগ ।

অনেকে ক্রিয়া যোগ বলে একটা যোগের কথাও বলে থাকে ।

ধ্যান যোগেরও নানান উপায় আছে । ঋষি অরবিন্দ একরকম বলেছেন । পরম হংস যোগানন্দ আরেক রকম । আর্ট অফ্ লিভিং এ আরেক রকম শেখানো

হয় । কিন্তু এসবই আদতে ধ্যানের মাধ্যমে ভগবৎ লাভ । আর আমাদের প্রভুপাদজী বলেছেন ভক্তি যোগের কথা । কলিতে এটাই সহজ । নাম জপ করে যাও । শ্রী কৃষ্ণের অথবা তোমার নিজের আরাধ্য দেবতার । তখন মনটা একাগ্রতায় ভরবে আর নিজের চলার পথ খুঁজে পাবে । এই মন্ত্র মেনেই কতনা সন্ন্যাসী আজ ইস্কনের মঠে ভিড়েছেন । তাঁদের পথে ছিলো ভিন্ন কিন্তু ইস্কনের ছত্রছায়াতে এসে আজ তাঁরা সবাই একই নৌকোতে চড়ে বসেছেন যার কান্ডারী একজন সাচ্চা বৈষ্ণব ।

বৈষ্ণব কথার অর্থ কিন্তু ঐ ধর্মের মানুষ নন । এই কথার মানে হল যিনি মাধবকে ভালোবেসে দুটি ফুল ও তুলসী পাতা দিয়ে থাকেন ।

ময়নামতীকে আকৃষ্ট করেছিলো কৃষ্ণ কনশাস্‌নেস্‌ কথাটি ।

কথাটি খুবই মধুময় । অনেকের হয়ত পছন্দ হয়না কিন্তু মহাশক্তি একটিই । আলো বা জ্যোতি একখানিই । আর গোনাও কি সম্ভব ? গোনাও তো মনের কারসাজি । অঙ্ক , রং , এই সেই !

যে গুনবে সেও তো দ্বৈত সত্ত্বা ! কাকে গুনবে ?

একটু শঙ্কর শঙ্কর গন্ধ বার হচ্ছে তো ?

তা হোক্ না ! আসলে যতক্ষণ না অনুভবে আসে ততক্ষণ যুক্তি , তক্কো চলবেই । আর অনুভবে এলেই তরী পাড় ।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন আলোর বিচ্ছুরণ । আলোর রোশনাই । রং মিলন্তি খেলা । সেই খেলায় নেমে মেতেছেন সহস্র গোপিনী ও শ্রীরাই ।

কাজেই ময়নামতীই বা বাদ যায় কেন ?

এই মধুর নাম উচ্চারণে সুক্ষ্ম দেহে পরিবর্ত্তন হয় । সমস্ত মনোবাসনা মিটে যায় ও মৃত্যুর পরে উর্দ্ধলোকে জন্ম নিতে সক্ষম হয় জীব । জড় জগতের মায়া কাটলে যখন বোঝা যায় যে আমরা কেবল রক্ত মাংস নই , শক্তি ও আলোর মালা তখন বাসনা জাগে আত্মার ঊর্দ্ধগমনে কিন্তু হরিনাম জপ না করলে অথবা কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম জীবিত অবস্থায় না করলে আমাদের কম্পন শুদ্ধ হয়না । তাই আত্মার গতি বাড়েনা । সে নিম্নগামী হয়ে পড়ে ও হা হুতাশ করে । তাই জীবিত অবস্থায় সবারই এই স্বপ্ল ফিজিক্সটা করা উচিৎ । যাতে অণু পরমানুগুনু কিঞ্চিৎ হলেও ঊর্দ্ধগতি পায় । বিবর্তন ভীষণ ভীষণ ধীরগতিতে চলে । তবুও এইসব ক্রিয়াকলাপ করলেও আমাদের কম্পনের মাত্রাটি শুদ্ধ হয় ও সুন্দরলোকে জন্ম নিতে নিতে একটা সময় আমরা চির মুক্তির দ্বারে

উপস্থিত হই । কারণ এও তো একটি স্টেজ । রোজ শো করছি । একটা সময় হাঁফ ধরবেই । তখন অ্যান্টেনা নামিয়ে আমি যাবোই বাণিজ্যেতে নয় , বিশ্রাম নিতে । এইভাবেই প্রকৃতি সৃষ্টি , স্থিতি ও প্রলয় এই তিন নিয়মে এগিয়ে চলে অনন্তকাল ধরে । তোমার শো শেষ হলে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে । ঘুম ঘুম ঘোরে ।

মোরে ঘুম ঘোরে কে এলে নটবর , নমো নমো নমো নমো !

আর তা নাহলে নাচো , নাচ্ নাচনি , নাচ্ ।

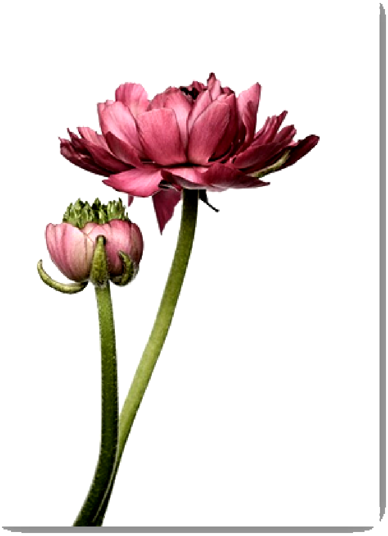

মহাবতার বাবাজীকে অনেকে বিষ্ণুর অবতার বলেন । তা হতেই পারেন উনি । যুগাবতার এই যোগী নাকি এখনও জীবিত ।

হিমালয়ে আছেন । ওনার সহোদরা মাতাজী ওনার টুইন ফ্লেম । সেই হরি-হর এক আত্মা । কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট্ ।

মহাপ্রভু চৈতন্য যখন জন্ম নেন তখন ওনার সাথে সাথে অনেক অন্যান্য ঠাকুরেরাও জন্ম নেন । তার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার আরেক জন্ম ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় বিশ্বাসী প্রভুপাদজী কেবল খোল ও করতাল আর মৃদঙ্গের সহযোগে চমৎকার সংকীর্তন করতে শেখাননি উনি পশ্চিমা দেশের বহু মানুষের হৃদয়ে এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন যে আজও এত বৎসর পরে ইস্কনের সন্ধ্যাগুলো কাটে এক একটি সুরেলা সিম্ফোনির তালে ।

রং বেরং এর পুষ্প ও আবীরের মাধ্যমে ; ভালোবাসার বাণী ও গানের সুরে ,নৃত্যের তালে তালে সবাইকে কাছে ডেকে নেওয়া,আর এইভাবে মানুষের মধ্যে যে একটা উন্মাদনা উনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা সত্যি অবাক করার মতন ।

পরবাসের বহু বহু গৃহহীন , সহায় সম্বলহীন , দু:স্থ মানুষ আজ কৃষ্ণ প্রেমে মশগুল । কেন ? শ্রীল প্রভুপাদের কারণে !

হবে নাই বা কেন ? উনি যে সুদামা ! প্রভুর প্রতি তাঁর প্রেম কি আর বিফলে যাবে ? স্বয়ং রাধারাণীকে শাপগ্রস্ত হতে হয় সুদামার কাছে কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো যে শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু তাঁর রাই এর সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন । তাই সুদামা অভিশাপ দেন যে অনেকটা সময় , দীর্ঘ সময় শ্রীরাধিকা তাঁর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে আর সময় কাটাতে পারবেন না । এত ভালোবাসা , সখার প্রতি ! কাজেই এই পার্থিব জগতে আবার এসে এই দুরূহ কাজটা তো সম্পন্ন করেই যাবেন স্বয়ং সুদামা , তাইনা ? হলই বা এখন কলিকাল !

একটিও পয়সা না নিয়ে শুধু একটি গীতা হাতে করে জাহাজে চড়ে সুদূর মার্কিন মূলুকে পাড়ি দেওয়া প্রভুপাদজী , তাও বৃদ্ধ বয়সে কি ভেবেছিলেন যে তার সন্তান ইস্কন আজ জগৎ জোড়া নামই কেবল হয়ে উঠবে

না , হবে বাঙালীর গর্ব ও অনেক অনেক মানুষের আশ্রয়স্থল ও ভরসার উৎস ?

সেই যুগের গীতা ও আজকের ঋষি অরবিন্দের সাবিত্রী কেউ যদি নিয়মিত পাঠ করে তা বুঝে না বুঝে যেই ভাবেই হোক্ না কেন তাহলে এই যে আজকাল মানসিক ব্যাধির মহামারী দেখা দিচ্ছে আর নারকোটিস্ এর দিকে সকলে ধেয়ে চলেছে এর একটা হিল্লে হয়ে যাবে । একটা বই এর কত দাম ? মাদকের চেয়ে অনেক অনেক কম । ফার্মাসিউটিক্যাল পিল্স্ এর চেয়ে বহুলাংশে কম । কিন্তু এই বই দুটি নিয়মিত অধ্যায়ন করে দেখুন মজা । মন শীতল হয়ে যাবে । কারণ এগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত আছে গুপ্ত ছন্দ ও বীক্ষণ ।

যা খালি চোখে দেখা যায়না । আধ্যাত্মিক অনুরণন । পড়েই দেখুন । মানসিক রোগের ওষুধ কমে যাবে । আমি বিজেপী কর্মী নই । ভোটের আগে ম্যানিফেস্টো বানাচ্ছি না ।

নিজে করে ফল পেয়েছি তাই বলছি ।

ময়নামতী এরকম বললো এক বন্ধুকে ।

তাকে পাগলামী ব্যামোতে ধরেছে । খালি জিনিস কেনে ।

আন্তর্জালে বসে বসে । মনে শান্তি নেই ।

শপিং মলে , সুপার মার্কেটে ঘুরে ঘুরে শান্তি মেলেনা ।

তাই ময়না ওকে হরিনাম সংকীর্তন এর ব্যাপারে বলে আরকি ।

হরি, কৃষ্ণ , রাম , যাইহোক্‌না কেন নাম জপ করো । আনন্দ হবে । মন ঠান্ডা হবে আর সব মনস্কামনা মিটে যাবে ।

এটা কোনো মিরাকেল নয় । এটা পরীক্ষিৎ সত্য । কেবল কেউ তোমায় বলেনি । তুমি এতদিন জানতে না ।

এরকম ভক্তিরসে ভরে উঠলে হৃদয় তখন এক জন্মে দেখবে ভগবান তোমার সমস্ত পাপগুলি নিজে নিয়ে নিয়েছেন আর একটা দেহ ধারণ করে তোমার হয়ে সব ভোগ করে নিচ্ছেন ।

কিন্তু তার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে তাঁর চরণে ।

কৃষ্ণ বা কোনো ভগবান কিংবা আল্লাহোতাল্লাহ্‌ কিছুই চাননা , শুধু একটু ভালোবাসা চান তাঁর বাচ্চাদের কাছ থেকে । কেউ তো তাঁকে মনে রাখেনা ! তিনি বড়

প্রেমের কাঙাল । একটু ভালোবাসা পেলে দেখবে কেমন ছুটে আসেন উনি !

তিনি সব দিতে পারেন কিন্তু কেউ তাকে কি একটুও প্রেম বিলায় ? নিঃস্বার্থ মনে ? কখনো কি বলে ; বাবা, ভগবান আমি তোমায় খুব ভালোবাসি কিন্তু এর বদলে আমি কিছু চাইনা ঠাকুর !

সবার মঙ্গল করো এটাও চাইনা । কোনো ব্যালেন্স শীট নেই । নেই ডেবিট ক্রেডিট । শুধু দু হাত ভরে তোমাকেই , তোমার জন্যেই এনেছি প্রেমের এই পুষ্পিত পল্লব গুলি ?

কেউ কি বলে ? বলেছে ? প্রহ্লাদ ব্যাতীত ? অন্ডাল ব্যাতীত ? হনুমান জী ব্যাতীত ?

মীরাবাঈ ব্যাতীত ? মুসলিম হরিদাস ঠাকুর ছাড়া ?

ভগবানেরও তো ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে নাকি ? আমরা তো ওনাকে কন্ডিশনাল লাভই দিয়ে থাকি কেবল ।এটা দাও , ওটা দাও , সেটা চাই , এই ঐ তবে পুজো দেবো তাও যদি দিই । কেন ? ইচ্ছে করেনা সেই মহাশক্তিকে ভালোবাসতে যাঁর ইচ্ছায় ও ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এই মহাজগৎ সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে । যাঁর জন্য আমাদের আজ সব , আমরা ধনধান্যে , পুষ্পে ভরা ? তাঁকে কুর্নিশ করার থেকে

কাছের মানুষ করে নিতে মন চায়না একটিবারও ? এরকম কি হতে পারে ? মনে হয়না ।

আমরা আবেগপ্রবণ প্রজাতি । এরকম মনে হয় । তুমি আজকাল ভালো করে হৃদয়ের গান শুনছো না । শুনে দেখো একটা অংশ আকুতি করে চলেছে , কৃষ্ণের কাছে যাবার , তাঁকে দেখার , ভালোবাসার । ময়নামতীর মতন । আর কৃষ্ণ অত্যন্ত সজীব দেবতা । প্রাণোচ্ছল ও রসিক । মধুরসে ভরপুর । কৃষ্ণ বন্ধু । সখা । আবার কারো কারো ক্ষেত্রে প্রেমিকও । কাজেই ভয় কি ? একবার ডেকেই দেখো না ? নিজের সমস্ত হৃদয় খুলে অনুযোগ , অভিযোগও করতে পারো । বন্ধুর মতন । তারপর দেখো মজা ।

<u>ময়নামতীও সেরকম করবে মনে করেছে ।</u>

কৃষ্ণকেই সমস্ত খুলে বলবে । যে সে নিজে মৎস্য । আর খায়ও আমিষ । এবার কি হবে ? ইস্কনে যেতে সক্ষম হবে কিনা ।

দেখা যাক শ্রীহরি কি বিধান দেন ।

তবে সে শুনেছে যে মানুষের যেই অভ্যাস অত্যন্ত গাঢ়ভাবে আত্মায় বসে যায় তার থেকে বার হবার জন্য তাকে সেই আবহাওয়ার বিপরীতে যেতে হয় । শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে মুক্তি হয় । কেউ দেখে শেখে

কেউবা ঠেকে শেখে । অর্থাৎ যারা অত্যন্ত মাংসাশী তাদের এসব নিরামিষ সম্প্রদায়ে জন্ম নিতে হয় মাংসের লোলুপ দৃষ্টি কাটাতে আবার যারা নিরামিষ খানাকেই শ্রেষ্ঠ বিচার করে তাদের তন্ত্র ফন্ত্র করতে হয় হয়ত মাংস মাছ খাবার জন্য । এরকম শুনেছে । আদতে মনটাকেই মেরে ফেলতে হবে । সমস্ত গুণ ও রূপকের হাত থেকে নিস্তার না পেলে পরম ব্রহ্মে মিলিয়ে যাওয়া যাবে না যিনি নির্গুণ । গুণাতীত ও নিরাকার ।

তাই এই ব্যবস্থা । কিন্তু বিবর্তন অত্যন্ত আস্তে হয় কাজেই অনেকবার জন্ম নিয়ে নিয়ে এই মনের অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে হয় নচৎ তাড়াহুড়ো করতে গেলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া সম্ভব । তাই বলা হয় আমাদের ধর্মে যে সবকিছুই সাত সংখ্যা অথবা সাতগুন কিংবা ১৪ গুন বা ২৮ গুন এরকমভাবে হয় । কারণ সাত হল পবিত্র সংখ্যা । সপ্ত ঋষি , সপ্ত নদী , সাত জন্ম অবধি পতিপত্নীর সম্পর্ক তারপর সপ্তলোক আছে । কাজেই যা হয় সাতের সংখ্যা অনুযায়ী হয় । খুব বেশী অন্যায় করলে মানে বীভৎস অপরাধ আর অত্যন্ত বড় যোগীপুরুষ ইত্যাদি হলে এর ব্যাতিক্রম হতে পারে নয়ত সাত হল এক আশ্চর্য সংখ্যা ।

তাই ইলিশ ভাবে যে তাকে যদি আবার সাতে ধরে তাহলে হবেটা কি ? কিন্তু সে স্থির করেছে যে স্বয়ং কান্‌হাইয়ার সাহায্য নেবে । আর এর তার নয় । ডাইরেক্ট হটলাইন এ যোগাযোগ করবে । তারপর দেখা যাক্‌ । ভগবান ইঙ্গিত দিলেই ঢুকে পড়বে ইস্কনের সুচারু মন্দিরে । যা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন । সামনেই দোলযাত্রা ।

দেখা যাক্‌ কি হয় কি হয় ।

ফাগুনের আগুনে পুড়ছে মেয়ে , আবীরে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ফুলের দেশে ! জলতরঙ্গ বাজে , কদম ফুলের গাছের ওপরে ওটা কে রে ? বাঁশির সুর ভেসে আসে বাতাসে ! মোহন বাঁশি তব ! সেকি আমার রঘুরাম , রাখাল রাজা নাকি ?

আসছি আমি প্রভু , আসছি ----

ময়নামতী আসছে , জলকে চলে মেয়ে !

ময়নামতীর পতিদেব তো মাকালীর উপাসক । কাজেই তার কাছেই ময়না, দশ মহাবিদ্যার কথা শুনেছে । তাঁদের মাতৃকা বলে । তাঁরা হলেন পার্বতীর দশটি রূপ ।

এছাড়াও মহিষাসুর বধের সময় পার্বতী নয়টি রূপ ধারণ করে ঐ অসুরকে নিহত করেন । তারাও হিমালয়পুত্রীর নয়টি রূপ । কিন্তু মহাবিদ্যা হল তন্ত্র উপাসকদের কাছে বেশি প্রিয় । এঁরা সংখ্যাতে ১০ ।

ওনাদের নাম হল যথাক্রমে =

কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপুর সুন্দরী) , ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী , বগলামুখী , মাতঙ্গী ও কমলা ।

এদেরই মধ্যে লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের মাতা অর্থাৎ গর্ভধারিনী মা হলেন ভৈরবী ।তাই শৈশব থেকেই তাদের বাসায় ভূত প্রেতের আবির্ভাব হতো কিন্তু কখনো কেউ আহত বা নিহত হয়নি এই কারণে । কারণ একমাত্র মাতৃকারাই পারেন এইজাতীয় অশরীরি আক্রমণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে অনায়াসে । লেখিকার মাতা খুব ছোট থেকেই প্রেত আত্মার দ্বারা আক্রান্ত হতেন । ঘুমের আগে ও পরে ওনার হাত দিয়ে

নিজে থেকে নানান খুলির ছবি আঁকা হয়ে যেতো অথচ উনি তখন খুবই ছোট আর কোনোদিন স্কুলে জীববিজ্ঞান পড়েননি কারণ উনি এই বিষয়টি পছন্দ করতেন না তাই পরিসংখ্যান বিদ্যা অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে পড়েছিলেন ও পরে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে ডক্টরেট করেন । কিন্তু ওনারই হাত দিয়ে চমৎকার কঙ্কাল আঁকা হয়ে যেতো । আর অজস্র প্রেতাত্মা গণ এসে এসে নানান অনুরোধ করতো ও কথা বলতো । কিন্তু বিবাহের আগেও পরে এইসব নিয়ে সংসারে কোনো সমস্যা হয়নি । এমনকি পরবর্ত্তীকালে শোনা গেছে যে উনি অনায়াসে নেগেটিভ এনার্জি মানে আমরা যাকে ডাকিনী , পিশাচ , শঙ্খিনী এইসব বলে থাকি এসব নিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারতেন । কিন্তু কেউ কোনোদিন তাঁকে এসব শিক্ষা দেয়নি । আর উনি নিজে আদ্যা কালীর একজন উপাসক ও ভক্ত হলেও কখনো তন্ত্র সাধনা করেন নি ।

অর্থাৎ জন্ম থেকেই এই মাতৃকা স্বাভাবিক নিয়মেই এগুলি করতে সক্ষম ছিলেন ।

ময়নামতী দেখতে পায় যে বর্তমান সমাজে সমস্ত দেবদেবীগণ নানান জাতে জন্ম নিয়েছেন ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত । আসলে তো তাঁরা সবাই শক্তির স্ফুরণ ঘটান । নাম যাইহোক্ না কেন । তাই রাম যেমন হিন্দু

সেরকম মুসলিমও । যিশু যেমন খ্রীস্ট ধর্মের সেরকম জৈন মানুষের মহাপুরুষও ।

একবার ময়নামতী এক বৌদ্ধ্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে যে বুদ্ধ নেপালী না ভারতীয় ?

তাতে সে খুব অবাক হয়ে বলে ওঠে ; **কোন বুদ্ধা ? আমাদের তো অনেক বুদ্ধা ! বুদ্ধা মানে এন্‌লাইটেন্ড ওয়ান । যেকোনো মঙ্ক হতে পারেন । এমনকি উনি হিন্দু ও মুসলিমও হতে পারেন !**

শুনে ময়নামতীর দুচোখ কপালে ।

যেমন বৈকুন্ঠ মানে এমন স্থান যেখানে কোনো কুন্ঠা নেই । কোনো ভয় ও মনোবিকার নেই । এমন স্থান । সেরকম জায়গা তো এই বিশ্বে সম্ভব নয় তাই এই দুনিয়া অনেক অনেক সুক্ষ্ম কোনো দেহের জন্য অন্য কোথাও , অন্য কোনোখানে ।

হেথা নয় । নকশিকাঁথার মাঠ পার হয়ে । কিন্তু সেই কুন্ঠা ও ভয়হীন জগতে এখানে বসেও যাওয়া যায় । কীভাবে ? কৃষ্ণভজনা করে করে ।

কৃষ্ণের ১০৮টি নাম জপ করে ।

নামগুলি বড্ড সুন্দর । শুধু মধু নয় মাদল ও মহুয়া আছে , চোখে ও হৃদয়ে ঝিলমিল লেগে যায় !

নেশাতুর হয়ে আবেগে কেঁদে ওঠে মন । এই কান্না আনন্দাশ্রু ।

কিছু নাম এবার মনে করলো ময়না ।

নিরঞ্জন , পদ্মনাভ, রবিলোচন, সহস্রজিৎ, সুমেধ, ময়ূর, হিরণ্যগর্ভ, দেবেশ,

জ্যোতিরাদিত্য, অহল, অজন্ম, অপরাজিত, দয়ানিধি,

কমলনয়ন, পদ্মহস্ত, সহস্রাকাশ, সর্বপালক, সুরেশম্, , ,

ত্রিবিক্রম, যাদবেন্দ্র, বিশ্বাত্মা, বিশ্বদক্ষিণা, সত্যবচন।

আরো নানান নাম । পবিত্র নাম ।

বালগোপাল বা লাড্ডুগোপাল পুজোর সময় ছোট্ট কৃষ্ণকে রোজ ঘুম পাড়ানো, স্নান করানো, খাওয়ানো ও নিজের সন্তানের মতন সেবা করাতে করাতে ভক্তি ভাব জাগ্রত হবে । এইভাবে একজন মানুষ ধীরে ধীরে সাধারণ এক আত্মা থেকে পরিপক্ক ভক্ততে পরিণত হতে সক্ষম হবে । কেউ যদি রাস্কেলও মনে করে নিজেকে তাহলেও সে এই উপায়ে আস্তে আস্তে শুদ্ধ হয়ে যাবে মনে ও প্রাণে ।

এর সাথে যুক্ত হোক্ দান ।

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন আরেক বিষ্ণু ভক্ত মহামানব । উনি বলে গেছেন , দিবি , দিবি , খুব দিবি, সবাইকে দিবি । ঈশ্বর কারো কাছে ঋণী থাকেন না । সহস্রগুনে ফিরাইয়া দিবেন ।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি আশ্রম আছেন ওনার নামে নিবেদিত । সেখানে বিরাট বাগিচা । নানান বড় বড় ও মাঝারি গাছগাছালি কিন্তু সমস্ত বৃক্ষগুলি অদ্ভুতভাবে মন্দিরের দিকে ঝুঁকে আছে ফিজিক্সকে ডিফাই করে ।

পীতাম্বর , নীলাম্বর এই যে পরম পুরুষ ; এঁকে পুরো চন্দনে ঢেকে সাদা/লাল অর্থাৎ চন্দন চর্চিত করে পুজো করার অর্থ হল এঁর সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধি করা । আসলে ভগবান আছেন আমাদের অন্তরে । শুদ্ধ চেতনা হয়ে । কিন্তু আমরা ভুলে গিয়ে বাইরে তাঁকে খুঁজি । বন জঙ্গলে গিয়ে বাঘ , সিংহের তাড়া খাই । শেঁয়ালের কামড় না খেলে আমাদের পোষায় না । কিন্তু আদতে বাসায় বসেও তাঁকে পাওয়া যায় । কারণ তাঁর থেকে আপন কেউ নেই । আমিও আমার এতটা আপন নই যতটা ভগবান । তাঁর ওপরেই আমার দৌরাত্ব্য ও চলাচল । তাই সেই বিস্মৃত হওয়া থেকে বার হবার জন্য এতকিছু করতে হয় । এত রীতিনীতি ।

এত ধার্মিক ফিনিশিং স্কুল । রামকৃষ্ণ ঠাকুর অথবা শ্রীল প্রভুপাদের মতন উন্নত আত্মা যাঁরা তাঁদের

অন্তরে এই চিত্র গাঁথা হয়ে গেছে যে আমিই সেই রূপের প্রতিফলন কিন্তু সাধারণ মানুষ ? সদগুরু জাগ্গি বাসুদেবের মতন শয়তান ? অথবা নরেন্দ্র মোদির মতন পবন দেব যিনি নিজের দেবত্ব ভুলে পিশাচের অঙ্গুলি হেলনে নৃত্য আরম্ভ করেছেন ?

মৃত্যুর পরে মোদি যাবেন আধ্যাত্মিক জেলে । মিনিমান এক কোটি বৎসর পরে আবার এই জগতে জন্ম নিতে সক্ষম হবে । কারণ সৎকাজ আর করছেন না উনি ।

লোভ ও অহং ওনাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে তার খেসারৎ দিতে হবে এবারে । আর ডাইনি আনন্দী নেব পাটেলকেও যে এই মোদির জঘন্য কাজের জন্য দায়ী !

মোদিকে তাঁর পত্নীর কাছে যেতে দেয়নি এই বজ্জাত মহিলা । সি ইজ আ বিচ্ । এবার আধ্যাত্মিক জগতে এর বিচার হবে । কারণ এরা দুজনে মিলে ভারতের জনগণের জীবন নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছে ।

আর এস এস একটি উগ্রপন্থী সংস্থা ।

তাই সদ্গুরুর ভাইকে অন্য সদ্গুরু সাজিয়ে বাজারে ঈশা ফাউন্ডেশানের বানিজ্য চালাচ্ছে । দেশে সর্বনাশ করছে ।

মানুষের রক্ত খাবার বানিজ্য করছে ।

অনাথ শিশুদের আমেরিকাতে চালান করে বলি দিয়ে শয়তানের পুজো করে ওরা । শোনা যায় ওখানকার সরকারও এতে যুক্ত ছিলো । অবশ্যই ডোনাল্ড ট্রাম্প নন । বর্তমান সরকার । আমি নাম বলছি না । গাজার অবস্থা দেখলেই বুঝতে সক্ষম হবেন কার কথা বলছি আমি !

একজন ভারতীয় মহিলাও আছে এই দলে । মহিলাটি অত্যন্ত উঁচুতে বসে আছেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাছে এরা তুচ্ছাতি তুচ্ছ । তাঁর সন্তানদের ওপরে জোরজবরদস্তি করলে তিনি ছাড়বেন না !

সদগুরু এক পিশাচসিদ্ধ পুরুষ ছিলো । আর এস এস দপ্তরে এসবই হয় ধর্মের নামে । রামমন্দির এও এসবই হবে । ওটা রাবণের মন্দির । কাজেই ভগবান বিষ্ণু ওটা গুড়িয়ে দেবেন । জীব জ্ঞানে শিব পুজো কথাই আছে । আর শিব মানে কেবল শিব নয় শ্রীকৃষ্ণও বটে । আলো এক নাম অনেক । কাজেই দেশের মানুষকে মেরে যারা রামমন্দির বানায় তারা আদতে রাবণের আখড়া বানাচ্ছে ।

এইসব শয়তানের ডেরায় এবার স্বর্গ থেকে এসে ঠাকুর হানা দেবেন । এত শয়তানি ধম্মে সইবে না ।

ইস্কনের সম্পর্কে মাঝে এত বাজে কথা বাজারে প্রচার করছিলো কিছু মানুষ যা ময়নার ভালোলাগেনি ।

সে নিজে দেখেছে গোমাতাকে কিভাবে সেখানে রাখা হয় !

বহুমন্দিরে দেখেছে । দেশে বিদেশে দেখেছে ।

গোমাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ইস্কনই সবার আগে জনগণকে একটা বিশাল স্কেলে শেখায় বিশ্ব জুড়ে ।

বিদেশে আগে এসব নিয়ে কে মাথা ঘামাতো ?

কাজেই শ্রীল প্রভুপাদজী তাঁর গুরুর আদেশ মেনে এই যে সংস্থা ইস্কন তৈরি করেন তার গুরুত্ব ইলিশের কাছে অপরিসীম । আর সে মনে করে যে এই সংস্থা না থাকলে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হতে বিশ্ব জুড়ে সবাই আজ সক্ষম হতে পারতো না কারণ বৃন্দাবন ও মথুরা যাওয়া আর মাধবকে জানা আধুনিক যুগে সবার পক্ষে সম্ভব নয় । এটা হয়েছে রাম বলরামের ইচ্ছেতেই আর এই আন্দোলন কিংবা হরি সংকীর্তণ সমানে চলেছে রাধারাণীর একান্ত আপন ব্রজবাসরে , প্রতিটি ক্ষণকে হোলি আর ঝুলন করে করে ।

অন্ততঃ ময়নামতীর তাই মনে হয় ।

লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের গর্ভধারিণী মাতা তো এক মহাবিদ্যা । ভৈরবী মা । কিন্তু তার শাশুড়ি মা হলেন গনেশের ইঁদুর । তিনিও অত্যন্ত ভালোমানুষ ও উচ্চ স্তরের আত্মা ছিলেন । গনেশের বাহন হওয়া মুখের কথা নয় । অতি ঠান্ডা প্রকৃতির মানবী ছিলেন । স্কিজোফ্রেনিক হয়ে যান পরবর্ত্তীকালে । ছোট থেকে অনাথের মত মাতুলালয়ে মানুষ হন । মামারা ছিলেন বরিশালের , কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি । দারুণ বনেদী পারিবার । দেশভাগের সময় জমিদারি হাতছাড়া হবার থেকেও বেশী দু:খ পান ওনার দাদুমশাই , অনেক অনেক বই বাংলাদেশ থেকে না আনতে পারার জন্য । হয়ত মুসলিমরা সেসব জ্বালিয়ে দিয়েছিলো !! পরবর্ত্তীতে তাঁরা কানপুরে এসে উপস্থিত হন এবং মামাবাড়ির সবাই এয়ারফোর্সে যোগদান করেন । শাশুড়ির কাজিনেরা ডক্টরেট করেন । এই মেয়েটিও খুব মেধাবী কিন্তু দজ্জাল মাঈমার অত্যাচারে বেশি লেখাপড়া করতে অক্ষম । শ্বশুরবাড়িতেও দুয়োরাণী ।

কিন্তু কেন ? কেন তাঁর মতন ভালোমানুষ ও উচ্চ স্তরের আত্মার এত ভোগ ? তাহলে ভগবান কী করেন ?

আসলে কষ্ট না পেলে কেষ্ট মেলেনা । কথায় তো বলে আর তাই সত্য । কারণ দু:খ না পেলে কেউ মোক্ষপথে যাবে না । এখানেই থেকে যাবে । সমানে দু:খ পেতে পেতে লোকে একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজবে যাতে পরমানন্দ তাকে ছেড়ে না যায় এমন কোনো সলিউশান । আর তখনই সে ধ্যানজপ তপ করে করে চাইবে নিজেকে ফ্রি করে ফেলতে । অর্থাৎ চেতনাকে চিন্তামুক্ত করে ফেলতে যাকে টেকনিক্যালি বলে সেল্ফ রিয়েলাইজেশান বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া ।হিন্দুরা বলে পরমজ্ঞানী হওয়া । মুসলিমরা বলে ফনা হওয়া । বৌদ্ধ্যরা বুদ্ধা হওয়া , জৈনরা অরিহন্ত । চেতনা শুদ্ধ হয়ে গেলে লোকে যা চায় তাই হয়ে যায় আর মনের ভার থাকেনা । তখনই শান্তি আসে যা আসলে একধরণের নি:স্তব্ধতা । বা সাইলেন্স । এই নীরবতাকেই শান্তি বলা হয় । কারণ চিন্তার চাপ সরে যায় । সবকিছু নিজে থেকেই হয় । কারণ স্বার্থপরতা চলে যায় । বৃহত্তর স্বার্থ কাজ করে তখন আর তাই সবকিছু কেমন মেশিনের চাকার মতন চলে, দম দেওয়া কলের পুতুলের মতন **---ইট জাস্ট হ্যাপেন্স্** ।

(মনে মনে অনেকেই বলবে এবারে)

আরে রে রে, এয়সি ভিলেন য্যায়সি বাতে না কর ;

বন যা শয়তান কা হিরোইন , ধড়্কা দে জিয়া !

তুলসী মহারাণী তো সব কৃষ্ণ প্রসাদে লাগে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা ? জানো ?

উনি একজন গোপিনী , গোলকধামে । কিন্তু যখন এই দুনিয়াতে আসেন তখন তুলসী হয়ে আসেন আর মৃত্যুর পরে গন্ডকী নদীতে পরিণত হন । এই নদীতেই শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় । নারায়ণ তাঁকে তো বিয়ে করেন । কিন্তু তাঁর মরণের পরেও কৃষ্ণ পুজোয় এই গোপিনী বিশেষ একটি স্থান দখল করে নিয়েছেন ।

গীতাপাঠের সাথে সাথে তুলসী পুজো করা ও তুলসী গাছকে প্রদক্ষিণ করা বিশেষ শুভ বলে বৈষ্ণব ধর্মে মানা হয় । প্রভুপাদজী এই পুজোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন ।

ময়নামতী এসবই ইস্কনের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেই শিখেছে । ওনারা নিজেদের দাস বলেন । হরি/কৃষ্ণ/রাধামাধবের সেবক বা সেবিকা । তাই দাস অথবা দাসী ।

ওনাদের নামের পরে যুক্ত হয় । আমরা সবাই জন্মাষ্টমির কথা জানি । কিন্তু ইস্কনের মন্দির থেকেই

ময়না রাধাষ্টমির কথা জানতে পেরেছিলো । এছাড়াও আরো কতনা পুজো হয় সেখানে , গোবর্ধন পাহাড়ের পুজো , দামোদর ঠাকুরের পুজো, গোমাতার পুজো, গীতার উপাসনা , রাধার পুজো , বৈকুন্ঠ একাদশী ইত্যাদি । হরেকরকমবা !! এত দৈব চর্চা করলে নিশ্চিত ভাবেই ঈশ্বরের আর নিজের মধ্যে যেই ওড়নাটা আমরা টাঙিয়ে রেখেছি সেটা খুলে পড়বে , নিজের থেকেই ! ময়নার অন্ততঃ তাই মনে হয় ।

এই যে এত মহাপুরুষ ও যুগাবতার তাঁরা কি একই ? জ্যোতি বা আলো যদি একই হয় তাঁদের তাহলে তো মিশে যাবার কথা তাইনা ? একটার ওপরে আরেকটা বসে যাবার কথা ! কিন্তু নাহ্ সেরকম হয়না কারণ এঁরা হলেন অংশ অর্থাৎ এদের কম্পন এক হলেও কম্পাঙ্ক আলাদা । তাই এনারা ভিন্ন হয়েই থাকেন । এক একজন এক একটি কর্মে নিযুক্ত থাকেন ও কাজ ফুরালে বিযুক্ত হয়ে যান ।

কিন্তু একজন মনে হয় আছেন যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সাথে আঁঠার মত লেগে থাকেন । তিনি হলেন বলরাম ।

উনিও রাম কিন্তু অসীম বলশামী রাম তাই বলরাম ।

উনি বাসুদেব ও নন্দ মহারাজের দুই পরিবারকে মিলিয়েছিলেন তাই ওনার অন্য নাম সংকর্ষণ ।সবসময় উনি মাধবের সখা । তাঁরই দেহের অন্য অংশ যেন । যখন উনি রাম ইনি লক্ষ্মণ , উনি চৈতন্য ইনি নিত্যানন্দ , উনি মহা বিষ্ণু ইনি শেষনাগ । বলরাম আবার এক কংসের পার্শ্বচরকে মারেন । তার নাম দ্বিবিধা । কাজেই উনি আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন দারুণ বলশালী ।

কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বোঝেনি সেরকম বলরামকেও বুঝতে সক্ষম হয়নি । তাই নিজে কেবল নয় বন্ধুকেও হারায় এই দুই মহামানবের হাতে ।

কৃষ্ণ সম্পর্কে সবাই শুনেছে ও জানে কিন্তু মানে কজনে ?

তাঁকে ভালোবাসতে হয় । যেমন বেসেছিলেন রাধারাণী !

রাজা বৃষভানুর কন্যা রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশি শুনেই তাঁকে প্রাণ দেননি , নূপুরধবনি শুনে শুনে কাঁদেননি ; তাহলে ? মাধবকে বুঝতে পেরেছিলেন ।

এহল পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেম । জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন । তাই কৃষ্ণের সাথে রাধার জৈবিক

মিলন হল কিনা অথবা তাঁরা জৈব হলেন কিনা সেটা ততটা মূল্য রাখেনা ।

কারণ তাঁরা না থাকলে এই জগৎ-ই থাকতো না ।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা । এই ব্রহ্মই হলেন কৃষ্ণ আর জগৎ আমাদের বর্ষণার মেয়ে রাইকিশোরী বা রাধারাণী ।

বর্ষণা একটি জায়গা যেখানে আজও এদের নিয়ে উৎসব হয় । বিশেষ করে হোলি । লাঠ্মার হোলি একটি বিশেষ পুণ্যতিথি । এই সময় নন্দগাঁও থেকে পুরুষেরা রাই এর এলাকা বর্ষণাতে যায় হোলি খেলতে । আর সেখানকার নারীগণ ছদ্ম রাগে লাঠি নিয়ে ও রং-আবীর নিয়ে তাদের তাড়া করে । কারণ কৃষ্ণ জীবিত থাকতে রং জোছনায় পা ডুবিয়ে এখানে হোলি খেলতে গেলে স্বয়ং রাই তাঁকে লাঠি মেরে বিতাড়িত করেন কপট রাগে আর তাতে অংশ নেন অন্যান্য গোপিনীরাও । তারই এটি হল অন্য একটি প্রতিফলন যা অভিনীত হয়ে চলেছে বার বার সেই একই স্থানে যেখানে একদিন পদধূলি পড়েছিলো দুই বাল্যবন্ধুর খেলার ছলে অথবা প্রেমের করতালিতে ।

এখানে ময়নামতী রাইকিশোরীর ৮টি নাম জানাতে চায় । রাধারাণীর নামগুলি : :

বৃন্দাবনেশ্বরী - রাণী, বৃন্দাবনের ।

গতিপ্রদা - জীবনের উদ্দেশ্য জানান দেন ।

কৃষ্ণপ্রিয়া - শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ।

প্রধান গোপিকা - সবচেয়ে বড় গোপিনী ।

শোক নাশিনী - উনি শোক দু:খ নাশে সক্ষম ।

বেদ মাতা - উনি বেদের মাতা ।

ধাত্রী - উনি সবাইকে ধারণ করে আছেন ।

বৃষভানু সুতা - রাজা বৃষভানুর পুত্রী ।

রসকলি, লাল লাল চন্দন , রং বাহারি
ফুল আর আবীরের মেলা , আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ , মিহিন জোছনা ,
সুগন্ধা বাতাস , পুষ্প হিন্দোল
রাইকিশোরী ,
শ্যামরূপা , মোহনবাঁশরি , মণি
নূপুরধ্বনি, ,
কাঞ্চণ শোভিত, যশ্বসিনী , দমোদর
প্রিয়া , গোপীবল্লভ, কস্তুরীরঙ্গন ।
এইসব শব্দতরঙ্গ মনে ভেসে আসে
রাইসুন্দরীর কথা মনে হলেই । তাইনা
??

এখানে আমি ভগবান বিষ্ণুর কয়েকটি অচেনা অবতারের নাম বলে নিই । এনারা আমাদের পরিচিত হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন ।

অবতার অনেক রকম হন । লীলা অবতার, যুগাবতার , পুরুষ অবতার , গুণ অবতার, মন্ততত্ত্বর অবতার ও শাক্তাবেশাবতার । (এম্‌পাওয়ার্ড ইন্‌কারনেশান্স্‌)

নারায়ণের অজানা অবতারগুনো হলেন ,

সনৎ কুমার গণ , নারদ মুণি , নর - নারায়ণ , কর্দমী , যজ্ঞ, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীবা, হংস (স্বরসতীর বাহন) , ঋষভ,

পৃথু, ধণ্বতরি, মোহিনী , ব্যাসদেব ।

এছাড়া ধর্ম যখনই এই জগতে ধূলায় লুন্ঠিত হয় ও আমাদের মনে ত্রাস ও সমাজ নাশের দিকে ধাবিত হয় তখনই ভগবান বিষ্ণুর নানান মিনি ভার্সান বা নব অবতার এই ধরায় অবতীর্ণ হন । নতুন নতুন সফটওয়্যারের মতন সমস্ত কংস ও অন্যান্য স্পাই/ম্যালওয়্যারগুনোকে শায়েস্তা করতে ।

এই যেমন সদ্‌গুরু আকা প্রমোদ মহাজন একটি লম্পট ও শয়তান আর ঐ ; আর এস এস সংস্থা ! রাম মন্দির নিয়েই কেবল কোটি কোটি টাকার ঘোটালা

করছে তাই নয় অন্যান্য বড় নেতাদের হত্যা করছে যারা হিসেবে নিকেষ চাইছে । আর আমার কম্পিউটারে কি পিশাচ প্রেরণ করেছে যে আমি না পাই একটা বই দেখতে কোনো অ্যামাজনের ওয়েবপাতায় , আমারই লেখা বইগুনো আর না আমি এইসব বই সুস্থভাবে লিখতে পারি ।

মেশিন নিজের থেকে বন্ধ হয়ে যায় , অসম্ভব স্লো হয়ে যায় ।

আমার সাথে যারা যোগাযোগ করে, আমার পাঠকেরা তাদের হুমকি দেওয়া হয় । কেউ আর যোগাযোগ রাখেনা ।

নেহাৎ আমার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল ঋষি অরবিন্দ ও স্পিরিট গাইড হলেন শ্রীল প্রভুপাদ্জী ।

আর এই প্রমোদ মহাজন এই পিশাচ সিদ্ধ হয়ে এত কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে । পিশাচ সিদ্ধরা কালো হয়ে যায় পিশাচে ধরে বলে ।

নাহলে লোকটি আগে এত কালো ছিলো না । এগুলি আমি মহাসাধক ব্যামাক্ষ্যাপার শিষ্য তান্ত্রিক শ্যামাক্ষ্যাপার কাছে শুনেছি ।

এই অপরাধের জন্য এই ব্যাক্তি এককোষী প্রাণীতে পরিণত হবে আর কোনো সময় মানব জমন লাভ করতে সক্ষম হবেনা । বরং বিবর্তনের সিঁড়িতে পা দিতে দিতে সময় হলে পিশাচই হবে । যদি রমণ মহর্ষির কোনো মোক্ষপ্রাপ্তা মহিলা শিষ্য এঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন তখনই একমাত্র এই সদ্‌গুরু নামক দুরাত্মা আবার মানব জমিনে মানুষ রূপে পা দিতে পারবে তাও কত কোটি বৎসর পরে কেউ জানেনা । তাই নিজস্ব অহং বা ইগো নিয়ে কে কী করছে সেই সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হয় । নচেৎ সমূহ বিপদ । প্রলয় কালে যখন এইসব শয়তান এইভাবে এককোষী কীটে পরিণত হয় তখন সেইসব জীবানুগুলিই হয়ে ওঠে দুরারোগ্য এক একটি ব্যাধি । যারা যত শয়তান তারা সেইভাবে জীবের দেহকে আঁকড়ে ধরে কারণ তাদের দেহ ধারণ করার শক্তি ঈশ্বর কেড়ে নিলেও শয়তানি প্রকৃতি চেতনার ও আত্মার মধ্যে এমবেডেড্‌ থেকেই যায় । যেমন কেউ ভয় পেলে বা আহত হতে হতে একসময় উন্মাদ হয়ে যায় অনেকটা সেইরকম । কারণ আত্মার সাথে মোক্ষ হওয়া অবধি চলতে থাকে তার সাবকনশাস্‌ মাইন্ড । সেটাই তার অস্তিত্বের চিহ্ন । সেখানেই সব রেকর্ড হয়ে থাকে । সেটাকেই মুছে ফেলার নাম মোক্ষ ।

মথুরা , বৃন্দাবন ও মায়াপুরের ঝুলন যাত্রার কথা তো না বললেই নয় । রাধাকৃষ্ণের সেই মধুর দিনগুলি কথা স্মরণ করে এই উৎসব পালিত হলেও এর একটি দার্শনিক কারণও আছে বলে ময়নার মনে হয় । এই ঝুলনই হয়ত আমাদের জগতের স্থিতির রূপক । এই হিন্দোল বা দোলন ভরা বরষায় , ময়ূরের কেকার সাথে শুনতে রোমাঞ্চকর হলেও এই দোলনই আমাদের মহাজাতিক সময়ের কারণ । দোলন স্থির হলেই হয়ত প্রলয় হয়ে যায় ।

ময়নামতীর মনে হয় । ওর মনে প্রশ্ন আসতে পারেনা ?তোমরা বলো ? বিদেশীরা তো বলেই যে দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ আ ব্যাড্ ওয়ান ।ওর মনে এটা এলো এবার তোমরা ভেবে বলো । উত্তর ।ভজন , কীর্তণ আর আরতির মাধ্যমে হরিকে, রাইকে খুশি করার অর্থ হল এই সৃষ্টিকে পুষ্ট করা জাতে প্রলয়কে স্থগিত করা যায় । কারণ জীবন সুন্দর ও মধুর । আর জগৎ হারিয়ে গেলে সাধন হবে কীদৃশ ? তবে সাধনের আগেও ভগবানের কাছে যেতে হবে ।

তাই কৃষ্ণের কাছে আবদার করছে এই ইলিশ । দেখা যাক্ ভগবান এই ভক্তের ডাকে সাড়া দেন কিনা ! আর সেরকম হলে ও মদন মোহনকেই বিয়ে করে নেবে তুলসী রাণীর মতন ! কারণ সে এই ঠাকুরকে খুব ভালোবেসেছে । তারপর একদিন ওনার সাথেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে ।কী বলো ? **তোমরাও এইভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসো । দেখবে সব দু:খ / কষ্ট নাশ হয়ে গেছে । ফিঙ্গার ক্রশড্ । দেখো কাজী নজরুলও কি সুন্দর বলে গেছেন !! লেটস্ ফাইন্ড হিম্ !!!**

হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে

তাই সারা গোকুল কেঁদে আকুল

নয়ন জলে ভেসে ,

তার হাতে সেথা নাইরে বেণু ;

সেথা নাই মধুবন, নাই রে ধেনু

নাই সে বাঁকা, শিখী পাখা, শ্যামের চাঁচর কেশে !

তার কোমল অঙ্গে, লাগত ব্যাথা

রাখলে বুকে করে

কোন পাষাণ, তারে বসিয়েছে রে , সিংহাসনের পরে ?

মোদের মদন-মোহন শ্যামে , আন ফিরিয়ে ব্রজধামে

বৃন্দাবনের গোপালকে কি মানায় রাজার বেশে ??

যোগমায়া

এই বই হল দেবতার লেখা চিঠি । তাও যে সে দেবতা নন , স্বয়ং পরমেশ্বরের ।

আমি হলাম ওনার দূতী । মেসেঞ্জার । তাই এগুলি আমার কথা বলে ধরবে না । আমি এমন এক যোগিনী যে এসেছি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে ।

দেবতা কারা আর কারাই বা রাক্ষস ইত্যাদি ?

যাঁরা সেল্ফলেস্ কাজ করেন ও বিযুক্ত থাকেন আত্মিক রূপে তাঁরাই ঈশ্বর আর যারা স্বার্থপর ও নিজের স্বার্থের কারণে যা ইচ্ছে করতে সক্ষম ও বিযুক্ত থাকে বটেই ও সমস্ত সীমারেখা ভেদ করে যেতে পারে মহাবিশ্বের তারাই হল রাক্ষস বা ডিমন । আর এদের জন্যই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এত উৎপাত বর্তমান যুগে । যেমন ছোট্ট উদাহরণ আমরা এই

দুনিয়াতে কিছু নিয়ম ও সংস্কার মেনে চলি । তা হয়ত নানান কালচারে আলাদা তবে মূলত: একই । যেমন আগেকার দিনে যৌনতার টানে মানুষ একটা স্তরের নিচে নামতো না কিন্তু এখন মায়ের বান্ধবীকেও বিয়ে করে ফেলছে । নিজের যৌন স্পৃহাকে না বেঁধে ফেলে । মনকে আয়ত্ত্বে আনতে হবে । যা ইচ্ছে কি করা যায় ?

ডিমন বা রাক্ষস / পিশাচরা মানব দেহী হলেও এসব করে ও তার স্বপক্ষে নানান আজব যুক্তি দিতে থাকে । এইভাবে মানব সমাজকে নিম্নগামী করতে থাকে । কিন্তু আমাদের ঋণাত্বক স্বভাব ন বদলালে আস্তে আস্তে পশু প্রবৃত্তি জেগে উঠবে । আমাদের এই গ্রহে আসার উদ্দেশ্য উত্তরণ ।

নিচের দিকে নামা নয় । অনেক কষ্টে মানব জন্ম পাওয়া যায় । কাজে কাজেই । আমরা তো শৃগাল অথবা সর্পের ন্যায় বাঁচতে পারিনা মানুষ হয়ে । কিন্তু অনেকেই এরকম করে থাকে ।

তারা কিন্তু এই প্রবৃত্তির কারণে একটা জন্মে শূকর পর্যন্ত হয়ে নিজের মল ভক্ষণ করতে পারে এবং নিজের মাতার সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হতে পারে । বলা হয় কারো সাথেই বেশি সংযোগ তৈরি করা উচিৎ নয় । অতিরিক্ত সংযোগ হলে দুটি আত্মা বিকৃত রূপে একটি

দেহ নিয়ে জন্মাতে সক্ষম হয় অথবা পশু রূপে নিজ সহোদরা , পিতা বা মাতাকে যৌন কর্মে লিপ্ত করতে বাধ্য করে । মনুষ্য জন্মের প্রধান কাজ হল বিযুক্ত হওয়া । অথবা সীমার মধ্যে থেকে আবেগকে চালনা করা । অতি আবেগে ভেসে যাওয়া ঠিক নয় । এর ফল হতে পারে মারাত্মক । ব্যালেন্স । সবকিছুর ব্যালেন্স । এটাই করা উচিৎ ।

ব্রাহ্মণে ভক্তি রখা উচিৎ কারণ তাঁরাই আদতে এই মহাজগৎ পরিচালনা করে থাকেন ।শিব/ব্রহ্মা/দুর্গা/বিষ্ণু/যিশু/মোহম্মদ সবাই এদেরই দ্বারা পরিচালিত । এখন প্রশ্ন হল হু ইজ আ ব্রাহ্মণ ?

এর অর্থ পৈতেধারী কেউ নয় , যার একমাত্র কাজ হল দলিতকে অপদস্থ করা । ব্রাহ্মণের অর্থ হল যেই ব্রাক্তি অথবা পশু ইত্যাদির ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে । দেহত্যাগের পরে এনারা সবচেয়ে উঁচু লোকে চলে যান এবং সেখান থেকে এই মহাজগৎ পরিচালনা করে থাকে যাকে বলা হয় সত্যলোক /ব্রহ্মলোক ইত্যাদি । একটু অহং রেখে দেন পরমেশ্বর জগতের মঙ্গল করার জন্য । আর এনাদের আদেশেই দেবদেবী , গন্ধর্ব, যক্ষ , কিন্নর সবাই চলে । এই ব্রাহ্মণের সাথে পৈতেধারী একটি লোকের কোনো সম্পর্ক নেই । ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হয়না । ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয় সাধনা করে

। দলিতের সন্তান, মুচি মেথরের সন্তানও সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ- করে ব্রাহ্মণ হতে পারে ।

যেমন আমি আগেই বলেছি যে অনেক অনেক দেবদেবীরা একসাথে জন্ম নিয়েছেন সমস্ত দু:খ-কষ্ট দূর করবার জন্য । এবার আরো কিছু নাম প্রকাশ করছি । এগুলি আমি পরে জানতে পেরেছি ।

****

দেবদেবীর নাম	
স্যাম পিত্রোদা সৌরভ গাঙ্গুলী ডোনা গাঙ্গুলী	গণেশের বিকট অবতার দামোদর (বিষ্ণু) তুলসী মহারাণী
জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় (হেমন্ত কুমারের পুত্র ও প্রাক্তন গায়ক)	(বক্রতুন্ড গণেশের বাহন সিংহ)
রাখী গুলজার	অশ্লেষা নক্ষত্র
গুলজার কোয়েল মল্লিক কোয়েলের মাতা	ভরণী নক্ষত্র মুণি (দক্ষ কন্যা) মরুবতী -দক্ষ কন্যা
স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দ নিক্ জোনাস্	শ্রবণা নক্ষত্র কুক্কে সুব্রাহ্মনিয়াম্ (নাগদোষ মুক্ত করতে সক্ষম)

মহেশ ভাট্ সোনি রাজদান পূজা ভাট্ পুণম সিন্হা (সোনাক্ষীর মাতা)	কৃত্তিকা নক্ষত্র লম্ব (দক্ষ কন্যা) উর্জা (দক্ষ কন্যা) জমি-দক্ষ কন্যা
স্বামী ঈশ্মাত্মানন্দ আলিয়া ভাট্	অশ্বিনী নক্ষত্র দক্ষ কন্যা মুহূর্ত
মেগান মার্কেল মেলিন্ডা গেটস্ সন্দীপ রায় ললিতা রায় রূপা গাঙ্গুলী সুধা মূর্ত্তি সোমু মুখার্জ্জী-পরিচালক (কাজলের পিতা) সারমেয় পম সারমেয় ভুতু ***(এরা দুজনেই ই-টিউব সেলিব্রিটি)*** মনোজ বাজপেয়ী মনোজ বাজপেয়ী পত্নী	পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র স্কন্দমাতা , দুর্গার রূপ উল্মুক পুষ্টি মেধা দেবি প্রত্যঙ্গিরা/নরসিংহী রুদ্র অবতার শম্ভু কার্ত্তিকের বাহন ছাগল কার্ত্তিকের বাহন ভ্যাড়া সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী - **তিরুচেন্দর** দক্ষ কন্যা শ্রদ্ধা
কেট্ মিডিলটন্	উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র
শত্রুঘ্ন সিন্হা	ভিঠ্ঠল (শ্রী বিষ্ণুর

	অবতার)
রীনা রায়	রুক্মিনী /শ্রীলক্ষ্মী
সাংবাদিক দীনেশ ভোরা	কার্ত্তিকের হস্তী বাহন
স্বামী সুখবোধানন্দ কঙ্কনা সেন শর্মা মল্লিকার্জ্জুন খার্গে কপিলদেব সাংবাদিক দীনেশ ভোরার স্ত্রী তন্‌ভি (গার্গীর ভাইঝি)	পুনর্বসু নক্ষত্র দক্ষ কন্যা সঙ্কল্প জগ্গনাথ দেব যতিনাথ শিবের রূপ গায়ত্রী দেবী বুদ্ধি , দক্ষ কন্যা
অজয় দেবগণ রঞ্জিৎ মল্লিক নিশপাল সিং রাণে ইরফান খান সুতপা খান (ইরফান পত্নী)	একদন্ত (গণেশাবতার) মহোদর (গণেশাবতার) ধুম্রবর্ণ(গণেশাবতার) সিদ্ধিদাতা গণেশ সিদ্ধি , দক্ষ কন্যা

ইহুদিরা যাদের ইদানিং জায়োনিস্ট নামকরণ করা হয়েছে তারা একবার নয় মোট তিন তিনবার আমাদের সবার জানা যে অত্যন্ত অন্যায় করেছে যার জন্য একবার তাদের গ্যাসড্ হতে হয়েছে মানুষের মতে ক্রুরলোচন হিটলারের হাতে । কিন্তু তারও আগে এই জাতি চালিয়ে গেছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ক্রিয়াকলাপ । এবং এখনও সমানে করে চলেছে ।

প্রথমত: তারা ভগবান যীশুকে বিনা দোষে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। এরও পরে গ্যাস চেম্বারে যায়। আবার এখন গাজাবাসীদের ওপরে সমানে বোমাবাজি করে চলেছে। তার একটাই কারণ তারা মুসলিম। অথচ কোথাও যখন জায়গা পাচ্ছিলো না তখন এই ফিলিস্তিনিরাই এদের জায়গা দেয় বসবাস করার। আর ছুঁচ হয়ে ঢুকে আজ ফাল হয়ে বসেছে এই জায়োনিস্টগণ। এদের মধ্যে ধর্মপ্রাণ ইহুদি যারা তাদের রাব্বাইগণ বলে থাকেন যে এই জায়োনিস্টদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা ইজরায়েলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। টোরায় অনেক কিছু বলা আছে যা এরা মানছে না। এরা কেবল অসত্য আর শক্তির অপপ্রয়োগের ওপরে ভিত্তি করে দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

আসলে দুনিয়ার বড় বড় বিনিয়োগ সংস্থা ও ব্যাঙ্কের সমস্ত কেরামতি হল এইসব জায়োনিস্টদের হাতে। আর এখানে কেল্লা ফতে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ! এই কন্ট্রোল ফ্রিক্ জাতি এখন জগৎ সংসার কন্ট্রোল করতে চায়। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

দুই দিন আগে থাকার কোনো জায়গা ছিলো না আর আজকে সারাটা দুনিয়ার কন্ট্রোল নিতে চায় এই জায়োনিস্ট গোষ্ঠী ।

আর জোর যার আজকাল মুলুক তার । এই অত্যাধুনিক যুগ হল রাহুর যুগ । অর্থাৎ ইলিউশানের যুগ । মায়ায় ভরা যুগ । এখানে সত্যের চেয়ে অসত্য ও যাদুকাঠি ছুঁইয়ে মানুষ ও পশুপক্ষীকে ভ্যাড়া থেকে ছাগল ও সাপ থেকে ইঁদুরে বদলে ফেলার খেলা শুরু হয়েছে । এখানে এখন নিজের মতলবের জন্য বাবাকে কেন মায়ের গর্ভ ও দেহ পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে তাবড় তাবড় দেশ নেতা ও রথীমহারথীরা ।

মায়ের হয়ে দালালি করছে তার সন্তান । বয়স্ক মাকে খুক্সা মাসীতে পরিণত করছে তার প্রাইম মিনিস্টার পুত্র ।

এই চূড়ান্ত ক্ষয়ের যুগে যদি কেউ রুখে দাঁড়ায় তাকে হয় কারাগারে ভরে দেওয়া হচ্ছে নচেৎ তাকে খুন করে লাশ গায়েব করে দেওয়া হচ্ছে । এবং এর মধ্যে একটা বিরাট দল জড়িত । সেই দলের পান্ডা হল এইসব জায়োনিস্টরা । এদের দেখতে বিকলাঙ্গদের মতন কারণ এরা খুব একটা বাইরের লোকেদের সাথে বিয়েশাদি করেনা । অন্য জাতের লোকদের ঘৃণা করে থাকে । এদের অভিধানে দুটি শব্দই আছে মাত্র ।

নিজেরা আর অন্যরা। এই অন্যদের মধ্যে জগতের সব মানুষ পড়ে। জাতি , ধর্ম , গায়ের রং সব একদিকে আর এইসব শয়তান একদিকে।

****

শয়তানের দলও নানাপ্রকার । তাদের খুশি করতে কেউ পশুবলি দিচ্ছে কেউবা জাহাজ বোঝাই করে তৃতীয় বিশ্ব থেকে অসহায় শিশু নিয়ে যাচ্ছে বলি চড়াবার জন্য।

সম্প্রতি যে উড়োজাহাজ বোঝাই মানুষ ধরা পড়লো ফ্রান্সে সেটাও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ভারত অথবা অন্য কোনো দরিদ্র দেশ থেকে । নিজেদের প্রাইভেট যেতে এইসব অসহায় মানুষকে উঝহিয়ে নিয়ে এইসব শয়তানের পূজারীগণ চলেছে দূরদূরান্তে । কেউ টাকা পায় এই ব্যবসা করে আর কেউবা পাওয়ারের আশায় নরবলি দেয় । যেমন আর এস এস নেতারা । সদ্‌গুরু জাগ্গি বাসুদেব ও নরেন্দ্র মোদি নগর বধূ আনন্দী বেন প্যাটেল ইত্যাদি।

আর জায়োনিস্ট শয়তানের পূজারীরা ক্ষমতাদখলের জন্য ভূতপ্রেত , পিশাচ, ব্রহ্ম রাক্ষসদের তলব করছে এখানে এই ধরায় । তাই গুজরাত থেকে দলে দলে লোক পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকায় , মেক্সিকোতে কিন্তু

শিশুরা যাদের সাথে কেউ নেই তারাও কি এইভাবে চলেছিলো ?

নরেন্দ্র মোদি এই অতি ইতর ব্যাক্তি ।

নারীসঙ্গ লোভী মানুষ । মিস্ ইউনিভার্স থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধা নগরবধূ প্যাটেল কাকে নিয়ে না নেত্ত্য করছে ?

ডেস্টিনেশান ট্যুরে তারা হোটেলে আনন্দীকে নগ্ন করে নিজেও নগ্ন হয়ে দিন যাপন করে, কোনো প্রেস কনফারেন্স না করা এই অপোগন্ড নেতা । পাবলিকের পয়সায় এই ঘেটো থেকে আসা শয়তান ; যার বাপের কোনো ঠিক নেই একদিন চা বিক্রি করে খাওয়া এই অতি ইতর ব্যাক্তি আজ বিপক্ষের নেতাদের মনুষ্য মনে করছে না অথচ ভুলে গেছে দেশের মানুষ ভোট না দিলে এই জায়গায় আসতে সক্ষম হতো না । অটলবিহারী বাজপেয়ী একটা সময় বার করে দিতে চেয়েছিলো একে পার্টি থেকে । আর পবনদেবও কিন্তু লাস্টফুল । কোনো দেবতার অনেক কন্যাকে জোর করে ভোগ করতে উদ্যত হয় । তারা রাজি না হলে শাপ দিয়ে দেয় যে সবাই জেন কুব্জায় রূপান্তরিত হয় । আর তারপরও শান্তি নেই । বলে বসে যে -এবার তোমরা চিৎ হয়ে শোও ! মোদি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলতে একটুও দ্বিধা বোধ করছে না ।

সুরাপানে অভ্যস্ত । লাম্পট্য শিরায় শিরায় । সমস্ত নিয়ম কানুন ভেঙে দিয়ে দেশ শাসন করছে ।

আর স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু , এই মুখোশের আড়ালে করছে আর এস এস আপিসে শয়তানের আরাধণা ।

তাই রাম মন্দির নামক এই মহাযজ্ঞ যা আদতে এক কুচক্র তা সফল হতে দেবেন না ঈশ্বর । তাঁর ছেলেপুলেরা খেতে পাচ্ছেনা অথচ দেশ জুড়ে ফাজলামি শুরু করেছে এই সরকার । কিন্তু রামমন্দির নাহলেও ভগবান কারো কাছে ঋণী থাকেন না । তার বদলে অন্য কোনো এক বিশাল ধর্মীয় উৎসব করবেন তিনি । সেখানে স্বর্গ থেকে নেমে আসবে অনেক সত্যিকারের দেবদেবী । তাদের দিব্যজ্যোতিই তার প্রমাণ । এটি হবে থিরুভান্নামালাই গ্রামে শ্রী অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে । কারো মনে কোনো সংশয় থাকলে অনেক অনেক জেনুইন সাধুসন্ত আছেন সারাজগতে আপনারা ভেরিফাই করে নিতে পারেন ।

এটি হবে হরপার্বত্তীর মিলন । এই কলিযুগে । শিবের রুদ্র অবতার ভবের সাথে তারই অন্য অংশ অম্বিকার স্পিরিচুয়াল বিবাহ হবে । সেখানে দীক্ষা নেবেন স্বয়ং বিল গেটস্ ও জেফ্ বেজোজ্ রুদ্র অবতার ভবের কাছে । অর্থাৎ ইরানের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহ্লভি ২ বা

জেনেরাল কাশেম সোলোমানি । যিনি এতদিন নিজের কাজিনকে নিজের বৌ সাজিয়ে বাজারে চালাচ্ছিলেন তিনি এবার সত্যিকারে বিয়েতে আবদ্ধ হবেন ।

সে এক মহা অনুষ্ঠান । সারা দুনিয়া থেকে মহাআরা ও সাধারণ মানুষেরা আসবেন সেখানে ।

দেবতাদের কাছে যা বর চাইবে তাই পাবে সেখানে কারণ ভগবান আমাদের দেখাবেন সত্যিকারের রাম রাজ্য বলতে কি বোঝায় আর রাম ও রহিম বা শিবে কোনো তফাৎ নেই ।

আর পুণ্যভূমি অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মানুষ মানসিক শান্তি পেতে সক্ষম হবে ও নানান মিরাকেল যাকে বলে তার সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরে আবার বিশ্বা করতে পারবে । বিশ্বাসই একটা পাথরকে দৈব করে । কাজেই সেই বিশ্বাসের নদীতেই আবার পা দিতে হবে ।

কারণ ভবই পারবেন একমাত্র এই ভবসাগর এর তরী পার করাতে ।

অনেক অনেক বড় বড় ও গুণী মানুষের সমাবেশ হবে সেখানে যা আদতে লোকে ভেবেছিলো অ্যাযোধ্যার রামমন্দিরে হবে ।

ওটা রামের নয় , শয়তানের মন্দির !

কিন্তু দেবাদিদেব কাউকেই নিরাশ করেন না তাই অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন ।

আজকাল যদিও লোকে গোদি মিডিয়া বলে ভারতের মেনস্ট্রিম মিডিয়াকে সম্বোধন করে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় এই মিডিয়া বহু আগেই তার সতীত্ব হারিয়েছে । অন্তত: আমি সেরকমি দেখেছি । একটা শ্রেণীর ক্ষমতাশালী মানুষ এই মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে থাকে । বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষেরা সুবিধে পায় । আর এদের পদলেহন না করলে বদনাম , নোংরা ইঙ্গিত , কুৎসিত কথা বাজারে ছড়াতে আরম্ভ করে । এই ব্যাধি এতদূর অবধি বাসা গেড়েছে যে অত্যন্ত সরল ও ভালোমানুষকেও শয়তান , রেপিস্ট , টেররিস্ট , পেদফাইল ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করে দেওয়া হয় । এরমধ্যে একটা শ্রেণী হল কিছু সো কলড্ সোসাইটি গার্ল ও হাই ক্লাস বেশ্যা আর তাদের চেলাচামুন্ডা যাদের পোষাকি নাম জার্নালিস্ট আর আরেকটা শ্রেণী হল রাজনৈতিক দলভুক্ত ও শয়তানের আরাধনা করা কিছু পলিটিক্যাল ফিগার ।

এদের ভজনা , পদ অর্চনা, পয়সা দিয়ে পেট ভরানো ও ক্ষেত্র বিশেষে যৌন ক্ষুধা না মেটালে পতন অবশ্যাম্ভাবি ।

সদ্গুরু জাগ্গি বাসুদেব হল এইরকম এক ব্যাক্তি । আকা প্রমোদ মহাজন । বিজেপীর হিট্ম্যান । এখন নিজেই মরে ভূত হয়ে গেছে নাড়িভুঁড়ি বার হয়ে পচে গলে । ওর দায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরই ভ্রাতা সে নাকি ওর যমজ ভাই বলে শোনা যায় । আর সমস্ত বদনাম যায় দাউদ ইব্রাহিমের ওপরে । কিছু হলেই তার নামটা জুড়ে দিলেই হল ! কতবার যে আমরা তাকে মেরেছি । আসলে উনি এখন থাকেন পাকিস্তানেও নন আর ডুবাইতেও নন । উনি সাধু হয়ে গেছেন বহু বছর আগে । এই শিবের অবতার বীরভদ্র । অনেক রিমোট একটি মসজিদে উনি বাস করেন । আর আইনের হয়ে কাজ করে থাকেন ।

এই শয়তান প্রমোদ মহাজন শ্রীদেবীর স্বামী বনি কাপুর যিনি নিজেও শিবের এক অবতার তাঁকে দিয়ে নারী পাচারের ব্যবসা ইত্যাদিতে নাম দিয়ে নিজেকে সেফ্ সাইডে রেখে কাজকারবার করে গেছে । এই লোকটি এরকমই । অন্যকে দিয়ে সব দুনম্বরী কাজ করায় । যাতে ধরা পড়লে সে পড়ে ও তার বদনাম হয় । তারপর তুকতাক আছে কিসের জন্য ? তাকে পরে ফট্ করে মেরে ফেলবে না ?কে বুঝবে ? এই সায়েন্সের যুগে , রাহুর যুগে সবাই লজিকের মুখোশেই বেশি স্বচ্ছন্দ । কে ওসব ছাইপাশ মানে ? আর সেই সুযোগে ঘ্যাচাং ফুস্ ! গর্দন কেটে ফেলো !

দেশের লোকের টাকা লোটো । হোটেলে হোদোল কুৎকুৎ দিদিমণির সাথে বিবস্ত্র থাকো , কেউ প্রশ্ন করলেই ব্যাস্ , শয়তান , ব্রহ্ম রাক্ষস, পিশাচ এরা সবাই এসে পড়বে এখন ! আর মোহন ভাগবৎ যার নাম ভাগবৎ আদতে শয়তানের চাচাতো ভাই সেই লোকটি নিজেকে বলে অবিবাহিত কিন্তু কটা বেশ্যালয় চালায় তা কেউ জানেনা । ইসরোতে আজকাল আর সায়েন্স হয়না হয় তুকতাক, কালীপুজো । তাও অত্যন্ত নিম্নমানের । কাপালিক ডেকে এসব করে মঙ্গলে মহাকাশ যান পাঠায় এই সমস্ত নেতা । কোন বিজ্ঞানী আজকাল পুজো করে মহাকাশ যান পাঠায় ? আদতে পুজো করলে তাও হতো কিন্তু এরা করে তন্ত্র মন্ত্র যাতে সেই যান গিয়ে ওখানে ল্যান্ড করতে পারে ।

এখানে বিজ্ঞান মৃত । বিজ্ঞানকেও ম্যানিপুলেট করতে চায় এরা যা অত্যন্ত নিন্দনীয় । সায়েন্স দিয়ে নয় ইলিউশান দিয়ে এগুলি হয় । একদিন নাসা সব বার করবে দেখবে খন । এদের শয়তানি । ধর্মের নামে বকধার্মিক হয়ে সবাইকে কন্ট্রোল করা বার করে দেবে স্বয়ং মহাকালী !

কাজেই চাঁদে ভারত পা দিয়েছে কোনো সায়েন্টিফিক্ অ্যাচিভমেন্ট নয় এ হল আর এস এস এর তন্ত্র মন্ত্রের খেলা । কিন্তু তন্ত্রমতে মৃত মানুষকে জীবিত পর্যন্ত

করা যায় । সেই বিদ্যাও মানুষ জানে । তবে কি কেউ মরবে না ?

হ্যাঁ ,মরবে কিন্তু তফাৎ হল এই যে ঐ মায়া কায়া বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়না । সেরকম এদের এইসব মায়া বিদ্যাও বেশিদিন স্থায়ী হবেনা । লোকের সামনে বার হয়ে আসবে । আসছেও ।

পুরাণ ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে লোভাতুর ও কামাতুর ব্যাক্তিরা কোনোদিন চিরস্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হয়না । তাহলে সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাবে । তাই এবার জগতে ব্যালেন্স ফিরিয়ে আনার জন্যই এদের সরে যেতে হবে ।

আমাকে মারতে হেন কোনো কালো জাদু করা হয়নি যা পৃথিবীর লোকের জানা নেই । একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ আমাকে বলেছেন যে কোনো সাধারণ মানুষের দেহ হলে এতদিকে এটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো ।

কাজেই বোঝা যায় যে এইসব লোকেরা সাধারণ মানুষের ওপরে কি কি প্রয়োগ করে থাকে ।

ডার্ক ফোর্স দিয়ে করা যায়না হেন কোনো কাজ প্রায় নেই । সব তো শক্তির খেলা । সিম্পেল ফিজিক্স । বিজ্ঞানটা পড়ো ভালো করে দেখবে সেই সবই সেম্ ।

শেম্ শেম্ শেম্ শেম্ !!

ইজরায়েলের মোসাদের একটা বিরাট অংশ এসব নিয়ে কাজ করে থাকে । ওদের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীদের দিয়ে মানুষ মারার ফর্মূলা তৈরি করে তাতে শত্রু নয় সাধারণ লোককেও মারে ওরা । যেমন গাজায় এখন করছে ।

দুনিয়ার বেস্ট ব্রেন আর আজকাল মানব সমাজের ভালোর জন্য কাজ করেনা । বেশিরভাগই অর্থ, দৈহিক ও যৌন সুবিধা ও লোভের নানান বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ মারার কলে যুক্ত হয়ে পড়ে ; নিজের নীতি ও নিয়মকানুনকে একপাশে সরিয়ে ।

আর অন্যদিকে আরেক দল বসে বসে মজা দেখে ।

সেল্ফ রিয়েলাইজেশান , মোক্শা , শংকরা , মধবা চারিয়া ।

আরে ব্যাটা কিছু কর ! করে দেখা ? খালি বুকনি !

আমেরিকা যেমন অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবসা করে কারণ যুদ্ধ ওদের একধরণের উপার্জনের রাস্তা । কিন্তু অস্ত্র মানুষের রক্ষার জন্য তৈরি করা হয় । ব্যবসা করার জন্য কি ? যে অস্ত্র বেচে সদ্গুরুর মত কিছু কামিয়ে

নেবো ? আসলে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এইসব হয়ে চলেছে ।

পশ্চিম দেশগুলি এমনিতেই যক্ষ ইত্যাদিদের দেশ । তাই এরা শুধু ভোগের কথা বলে । আর রাহুর দ্বারা চালিত । রাহুর অর্থ হল ইলিউশান ও সায়েন্স ও ইলেকট্রনিক্স এর বাড়বাড়ন্ত । অর্থাৎ মায়ায় আটকে পড়া ।

এর দার্শনিক ব্যাখ্যা হল এই যে ভগবান আমাদের বোঝাতে চান যে রাহুর প্রকোপে পড়ে বুঝবে যে কিছুই স্থায়ী নয় আর তখন কষ্ট হবে আর সেইসময় তুমি স্থায়িত্ব এর সন্ধানে যাবে ও মোক্ষপথে আসবে । সেটা করবে কেতু । কেতু হল মোক্ষ কারক গ্রহ । কিন্তু সেই সময়টা অনেকটা সময় । আর তার মধ্যেই এই যক্ষ প্রজাতি নিজেদের জীবন কাটিয়ে চলে নানান ভোগের মধ্যে দিয়ে । তারা ঈশ্বরের থেকে শতহস্ত দূরে বাস করে । কেউ কেউ থাকে যারা হয়ত বা সেদিকপানে যেতে চায় তবে সিংহভাগই ঈশ্বর বিমুখ থাকে ও ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করে । কিন্তু তারা কোনো মন্দ প্রজাতিও নয় সেইভাবে দেখলে । তবে মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে ওরা শুধু নিজেদের দৈহিক ও পার্থিব আয়েসের কথাই মনে করে ।

আধ্যাত্মিক উত্তরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না অথবা তাকে গুরুত্ত্ব দেয়না ।

আর দরিদ্র দেশগুলির কিছু সুযোগসন্ধানী এই পশ্চিমা দেশে এসে সমস্ত কিছু লুটেপুটে নিয়ে সবার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চায় । সেক্স, ড্রাগস্। মানি । পাওয়ার । এইসব আয়ত্ত্বে আনলে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব ভোগ করার সাথে সাথে তাদের ঠেলে দেওয়া সম্ভব এক গহীন আঁধারে যা থেকে তারা কোনোদিনই আর বার হতে পারবে না । তাতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হবেই না যা ভারতের মতন দেশের বড় সম্বল এত মুণি ঋষিরা আমাদের দেখিয়ে গেছেন আর যক্ষত্ব অর্জনেও বাঁধা পড়ে যাবে । কাজেই রাহু তো যাবেই সাথে সাথে কেতুকেও নাস্তানুবুদ করে ধড়হীন মস্তক হীন আরো কতনা কিছু হীন করে ফেলা হবে ।

এই হল বটমলাইন । কিন্তু এখন এসে গেছে এত্তো দেবদেবী । স্বয়ং পরশুরাম । জায়োনিস্টরা যা শুরু করেছে আর ভারতের মিনি জায়োনিস্ট , ধর্মের মুখোশ পরা বকধার্মিক আর এস এস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ যে এবার সমূলে এদের তুলে ফেলার সময় এসে গেছে ।

সিং নেই তবু নাম তার সিংহ কেবল একটাই রাজকীয় পশু নয় এরকম আসুরিক প্রাণী আরেকদল আছে । তাদের মাথায় সিং আছে কিন্তু বলে দানব বা অসুর । আমি নিজে দেখেছি তাদের । তারা এই জগতের দখল নিতে খুবই আগ্রহী আর তাদেরই এজেন্টের মাধ্যমে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে ।

ইট ইজ আ স্পিরিচুয়াল ওয়্যার । এটা ধর্মযুদ্ধ । ভারতে একইসাথে অনেক অনেক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে । এটাই প্রমাণ করে ন্যায়ের চাকা ঘুরছে । মানুষ সব লক্ষ্য করছে । কেউ বোকা নয় । চুপ করে আছে । ইডির রেডের ভয়ে নয় সময়ের অপেক্ষায় । সবকিছুর একটা সময় আছে । দশমাস এর পরেই পরিপূর্ণ শিশু জন্ম নেয় আগে নয় । কাজেই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

জনগণ হল ভগবানের নয়নের মণি , এরাই আসল শক্তি তাই এবার গণশত্রুদের বিরুদ্ধে - ঈশ্বর , শয়তানের বিরুদ্ধে এই ম্যাসকে ক্ষেপিয়ে দেবেন । আর ভীড়ের কোনো মুখ নেই । চেহারা নেই ।

আমাকে প্রতিমূহুর্তে গালিগালাজ করছে , মোবাইল হ্যাক করছে , ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু আমার একটা বাল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারবে না এই শয়তানের দল ।

কারণ আমাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং অরুণাচল !! পরমেশ্বর ।আর করবেন নাই বা কেন ? আমি যে সারেন্ডার করেছি ! ওনার চরণে ! তোমরা করো । তোমাদেরও করবেন ।

****

এই ব্রহ্ম রাক্ষস, পিশাচও একদিন মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে । কিন্তু তারও একটা সময় আছে । ঐ যে বললাম , সময়ে সব হবে । বৌদ্ধ্য ধর্মে তাই যখন প্রেত তাড়ানো হয় অর্থাৎ এক্সজরসিজম্ করা হয় তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে প্রেতাত্মার সাথে বাক্যালাপ করা হয় কারণ এক তো তার মধ্যেই আছেন পরমেশ্বর আর দ্বিতীয় তো সেও একদিন বুদ্ধা হবার সৌভাগ্যলাভ করবে । তাই তাকেও যথেষ্ট ইজ্জৎ দিয়ে থাকেন বুদ্ধিস্ট মঙ্কগণ ।এখানে আমি এক ছত্র না লিখে পারছি না । এটি হল দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যার মন্ত্র আরকি ! বগলামুখী মায়ের মন্ত্র --**তু বশীকরণী , তু শত্রু বুদ্ধিনাশিনী ,তু পীতাম্বর দেবী , তু ব্রহ্মাস্ত্র রূপিণী**

জয় হো জয় হো মা বগলামুখী !

<u>যেভাবে ভারতের ঘাড়ে নাশকতার ভূত চেপেছে তাই দেখে এমনটাই বোধ হচ্ছে ।</u>

এখানে বলে রাখি ক্রিকেটের গড্ শচীন তেন্দুলকর আদতে একটি ডিমন । তাই খেলোয়াড় নারীদের চরম অপমানে অথবা কপিলদেব/সৌরভ গাঙ্গুলীদের বিজেপী সরকার বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ না করলেও সেই আসরে হাজিরে হয়ে নকল জাগ্নি বাসুদেবের সাথে গপ্পে ব্যস্ত্ এই সুযোগসন্ধানী ব্যাক্তি যে কামের কামড় খেয়ে প্রায় আন্ডার এজেই এক অত্যন্ত বয়স্ক যুবতীকে বিয়ে করে বসে সমস্ত সামাজিক শিষ্টতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই স্বার্থপর মানুষের সাথে এবার এমন কিছু হবে যা অত্যন্ত নির্মম । এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবে এই লাইনগুলি :বদ্ধ উন্মাদ, লৌহশৃঙ্খলে বন্দী শচীনের জন্য ; **<u>গড্ অফ্ ক্রিকেট চেন্ড ফর ইন্স্যানিটি।</u>**

এই মানুষটির একটি কথাই অনেক গুরুত্ত্ব বহন করে ভারতের মতন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দেশে - অথচ লোকটি কতগুলি আজেবাজে বিষয় নিয়ে টুইট করতে অভ্যস্ত । মালদ্বীপ নিয়ে টুইটের বন্যা না বইয়ে সত্যিকারের সিরিয়াস জিনিস নিয়ে বক্তব্য না রাখার কারণে ও জীবনে সবপেয়েছির দেশে পৌঁছে মানুষের হিতার্থে কাজ না করে ছ্যাবলামো করা ও ক্রিমিন্যালের

সাথে দোস্তির -(জাগ্গি আকা প্রমোদ মহাজান , ফল্স্ জাগ্গি , জ্জাগ্গির ভাই , প্রমোদের ভাই) কারণে ভগবানের মার পড়বে এর ওপরে । শচীন তেন্ডুলকর ভুলে গেছে যে সে এমন একটি খেলা খেলে বিখ্যাত হয়েছে যা দুনিয়াতে মাত্র গুটিকতক দেশই খেলতে অভ্যস্ত ।

প্রতিযোগিতা কি সত্যি কোনোদিন হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে দাদা ?

আর গড শব্দটি একটি সুবিশাল শব্দ । যার কভারেজ সম্পর্কে সম্ভবত: মাধ্যমিকে ধ্যাড়ানো এই ব্যাক্তির কোনো ধারণাই নেই ! তাই নিজের সাথে গড্ ট্যাগ সেঁটে যাওয়াতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে । তাই কি ? সুনীল গাভাসকর নম্বর টু সাহেব ?

কলকাতাকে মনে পড়ে ? নো কপিল নো টেস্ট ? আর আমি এসেছি কলকাতা থেকে । আমার রক্তে খেলা । আমি আপনার পত্নী নই যে বডিলাইন বল আর ছক্কার তফাৎ বোঝেনা । গালিতে ফিল্ডিং কখন রাখা হয় আর কেনই বা স্পিনারদের ইউজড্ বল দেওয়া হয় তার কারণ জানেনা ।

আপনার চিত্রতারকাদের সাথে কিসব স্ক্যাম ছিলোনা ?

শিল্পা শিরোদ্কর শিরোদ্কর গন্ধ পাই ?

গড্ শব্দের সাথে অনেক দায়িত্ব আসে মিস্টার বাঁটকুল ।

শোভা দের অবজার্ভেশানই সার্থক !

শচীন তেন্দুলকরের গলার স্বরটা কেমন মিকি মাউসের মতন । আপনার যা পয়সার খাই , ব্যাসিক্যালি তো ডিমন আপনি আর জানেন কি করে মিডিয়াকে ম্যানুপুলেট করতে হয় তাই আমার মনে হয় মিস্টার গুডি গুডি বয় আপনি হলিউডে যোগাযোগ করুন ভয়েস ওভার আর্টিস্ট এর জন্য । মিকি মাউসের ভূমিকায় কাজ পেয়েও যেতে পারেন আর টাকাও খুবই ভালো পাবেন । তখন দেখবো কেমন আপনি এত সহজে গড্ হয়ে যান । কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা বিশাল । মাত্র ৫/৬ টা দেশ একটা বল নিয়ে ছক্কা আর চৌক্কা মেরে গডত্ব পেয়ে যায়না ।

এদিকে কানটা আনো , জাগ্নির গল্প শোনো । বিরাট খবর । গসিপ্ না । এই যে পিশাচসিদ্ধ এই লোকটি এত মানুষকে মেরেছে চিতাবাঘের মতন আক্রমণ করে পেছন থেকে চুপিসারে ; মল ভক্ষণ করা পিশাচের সাহায্য নিয়ে- এবার এক জন্মে ওর নিজের থেকে মল বার হতে থাকবে । ক্রমাগত । ওর অন্ত্র সব সময় মলে

পরিপূর্ণ থাকবে । একের বেশি জন্মও হতে পারে । নিজের থেকে বিষ্ঠা বার হবে । আর তা ডাইরিয়া নয় । নরম মল । এবং তা অ্যান্টাই গ্র্যাভিটি শক্তি হবে ও ওপরের দিকে উঠে ওর মুখে ঢুকে পড়বে । এই আজব ক্রিয়া দেখে বিজ্ঞান অবাক হয়ে যাবে । ও এ-আই লাগানো সুগন্ধে ভরপুর পোষাক পরে ঘুরবে । ডেটিং , কাজ কর্ম, ভ্রমণ সর্বত্র ওর এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে । বাসায় এসে ঐ পোষাক বা জ্যাকেট খুলে ফেললেই দেখবে সারা দেহে মল মাখা ও অস্বাভাবিক দুর্গন্ধে টেঁকা দায় ।

অদেখা পৈশাচিক শক্তির জোরে মানুষকে অতটাই অত্যাচার করেছে এই ব্যাক্তি যে আমাদের একটা সময় এমন মনে হয়েছে ; দিনের পর দিন । এবার ওর পালা ।যা দেবে তুমি মহাজগৎকে তাই ফিরে আসবে তোমার কাছে কারণ ভাবলেও যে তুমি অন্য কাউকে দিচ্ছো আদতে দ্বিতীয় ব্যাক্তি কেউ নেই । একজনই আছেন যিনি স্বপ্ন দেখছেন , সদাশিব বা আদি নারায়ণ বা যাই বলো তাঁকে। এও ফিজিক্স । হালের ফিজিক্স বলে যে কোনো শক্তি , অন্য কোনো শক্তিকে স্পর্শ অবধি করেনা । পুরোটা মায়া । একটা আরেকটার সাথে ঘর্ষণ লাগলে --**বুম্ ,** বিরাট ব্লাস্ট হয়ে যেতো । তাই আমরা ভাবি লাগছে আসলে প্রিয়তমকে চুমু দিলেও তার গালে তা স্পর্শও করেনা আদতে ।

আমরা সেই স্বপ্নের চরিত্র । আর মায়া আয়নাতে ঢিল মারলে বাস্তবে কিছু নাহলেও স্বপ্নে কিন্তু সেই তোমার দেহে এসেছি কাচের টুকরোগুলি আঘাত করবে আর হাতপা কেটে যাবে ।

অসম্ভব অহঙ্কারী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করা , কমিউনিস্টদের ঘৃণা করা অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জ্জী সবাইকে তুলোধনা করতে অভ্যস্ত অবশ্যই মুখোশধারণ করে । ইরফান খানের মতন অভিনেতাকেও বাদ দেননা এই বিজেপী সাংসদ । ইংলিশ বই করা ও জমিদার বংশের মানুষ আর কাউকে মনিষ্যি জ্ঞান করেন না । তাই অসংখ্য ডিগ্রী থাকলে মনে হয় আদতে লোকটি একটি শিক্ষিত পাঁঠা ।

সিনেমা জগতের কারো সাথে মেশেনা । কথা বলেনা । সবসময় অপ্ করে থাকে । সবাইকে জাজ্ করছেন এই বোঙ্গালী উমেশ বোন্নার্জির (ব্যানার্জ্জী) বংশধর নিতান্তই এই অহঙ্কারী যক্ষ । এই ভদ্রলোক (?) এর ফিউনেরাল এর সুযোগ দেবেনা স্বয়ং ধর্মরাজ । একজন অত্যন্ত ট্যালেন্টেড্ অভিনেতা অথবা অমিতাভ বচ্চনের মতন একজন ট্রু আর্টিস্ট যিনি মানুষ চিনতে অক্ষম বলে সাবধানে থাকেন তাঁর সম্পর্কে কতগুলো চটুল জার্নোর সাথে বসে নোংরা জিনিস বাজারে প্রচার করার অপরাধে এই লোকটি কুমায়ুনের জঙ্গলে চিতার পেটে

যাবে ।আর এর হজম হওয়া দেহ যখন চিতা মল হিসাবে ত্যাগ করবে তা ততক্ষণাৎ ভক্ষণ করে নিয়ে যাবে পৈশাচিক সত্ত্বারা যাতে এইসব পাপীতাপীর ডি-এন-এ পড়ে পৃথিবী আবার পাপে ভরে না ওঠে ।

আনন্দী বেন প্যাটেল বিদেশী শক্তির জন্য কাজ করেছে অর্থের লোভে- আর বিজেপী ও নরেন্দ্র মোদিকে নষ্ট করেছে । লোকে বলে এসব । ওকে লোকে চূড়েল বলে ।

দ্রৌপদী মূর্মুকে নরেন্দ্র মোদি করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় হত্যা করেছে । এই মহিলা এখন ডিজিট্যালি জীবিত ।বাজারে এর বডি ডবলও থাকতে পারে । সাদ্দাম হুসেনের মতন ।

কাশেম সোলেইমানির কাজিনরূপী পত্নীর কথা লোকে জানতে সক্ষম হবে । জানবে যে ওরা আমেরিকার বিরুদ্ধে এত গলা বাজিয়ে তাদের থেকেই ব্লাড মানি নিয়েছে । তারপর দুই মেয়ে জেইনাব্ ও নার্গেসকে ইরানের জনতা পতিতালয়ে দিয়ে আসবে । এরপরে মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রোভার্ভ চালু হয়ে যাবে । সমস্ত দালাল ও খদ্দের বেশ্যাদের প্রশ্ন করবে , আর ইউ এনি হাউ রিলেটেড টু দা গ্রেট জেনেরাল কাশেম সোলেমানি ?

এরপরে লোকে জানতে পারবে যে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে এবং এহল আদতে ইরানের শাহের পুত্র ও আমেরিকার লোক । তখন কবর থেকে ওর নকল দেহ বার করে জ্বালিয়ে দেবে ।

গত জন্মে যে আমাকে ও এত অপমানের দিকে ঠেলে দেয় সেসব ওর কাছে ফিরে আসবে এবার । তখন তো একবারও বলেনি যে মেয়েটি ওর ছিলো যখন আমার বাবা /মা /পরিবারকে এত অপদস্থ করে আমাদের প্রজারা । তাই ঐ কর্ম এবার ওকে ধরবে । শুরু হয়ে গেছে তো । সবাই বলছে যে , কাশেম সোলোমানির দেহ কোটলেট (কাটলেট)হয়ে গেছে । অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে । কেউ একটুও সম্মান দিচ্ছেনা একজন সেনাপ্রধান হিসেবে । এগুলি লেখার এই কারণ যে কর্ম তোমাকে ছাড়বে না । এই জনমে না হলেও পরজন্মে ঠিক ধরবে । সারাটা জীবন স্বার্থহীন কাজ করেও আজ ওর এই অবস্থা হবে ।

গতজন্মে যেমন কঙ্কনা সেনশর্মা ও শ্রীদেবী আমার দুই বোন ছিলো । একজন নিজের বোন অন্যজন কোনো পরিবারের লোকের জারজ সন্তান । তো তার মধ্য ঐ জারজ সন্তান শ্রীদেবীকে আমার মতনই দেখতে ছিলো হবুহু । তারই সাহায্য নিয়ে অবশেষে এই প্রমোদ মহাজনকে মারা হয় গতজন্মে ।

এই কারণে এই জন্মে এই মহাজন আকা ফলস্ জাগ্নি শ্রীদেবীকে জাপানি সর্প মামুশীর বিষ দিয়ে হত্যা করে । আর প্রমোদ ছিলো সাপের এক্সপার্ট । এইসব বিষ সম্পর্কে সেসবই জানতো । সবই বার হবে ধীরে ধীরে ।

আর রাহু/ কেতু/শনিদেব ও মঙ্গল এইসব শুনলে লোকে ভয়ে কেঁপে ওঠে । কিন্তু তাঁরাই যখন নারায়ণমূর্ত্তি , রতন টাতা , বিকে শিবানী , অজিত ডোভালের মতন মানবদেহ ধারণ করে আসেন তখন আর তত ভয় লাগেনা তাইনা ?

অথচ এই তেন্দুলকর আর ভিক্টর ফিক্টর সভ্যতার মুখোশধারীরা ভয়াবহ । কি বলেন বন্ধুরা ?

উফ্হ্ !!

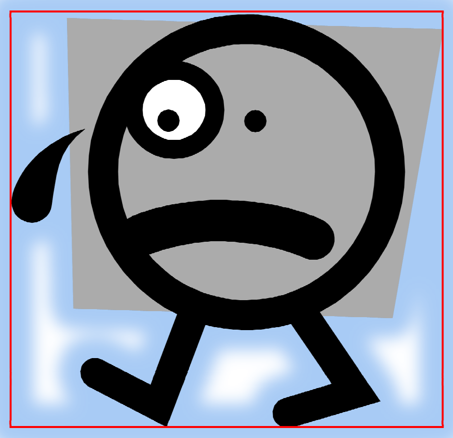

চীন দেশের সম্পর্কে ভারত অনেক অনেক মন্দ কথা ইদানিং বলেছে। অনেক মানুষকে চৈনিক গুপ্তচর বলে অপমান করা হয়েছে কিন্তু সম্প্রতি চীনাম্যানদের আর এস এস দপ্তরে ভ্রমণ খুবই আশঙ্কাজনক। শত্রু দেশ যা শোনা যায় অনেক সেনাদের হত্যা করেছে , বাফার জোনে ছাউনি গেড়েছি ইত্যাদি তাদের দেকে এনে বিশেষ খাতির করা চোখে লাগে।

এদিকে ইকোনমিক টাইম্‌সে খবর ছাপা হয়েছে সম্প্রতি যে রুশ দেশ , ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তারা নাকি উইক্রেনে অস্ত্র শস্ত্র বিলিয়েছে যাতে ভারতীয় শীলমোহর লাগানো । ভারত নাকচ করেছে।

হয়ত এগুনো সেই কাতারের গুপ্ত গুপ্ত নৌসেনার রহস্যময় অস্ত্রপাচারের ঘটনার মতন কারবার । কে জানে ?

ঈশা ফাউন্ডেশানের আপিস্ থেকে চলে গেছে উইক্রেনের সেনা ছাউনিতে !

সে যাইহোক্ না কেন , চীন দেশ্‌েক একবার পাকিস্তানের থেকে অনেক বড় শত্রু বলে ফেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ ভীষণ মুস্কিলে পড়েন । সদা সত্য কথা বলা তো কলিযুগে বারণ ! উনি মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেন । আর আজকে দেখো সেই চীনাদেরই কতনা তারিফ হল !

সে তো হতেই পারে প্রতিবেশী দেশের কিন্তু তাকে বন্ধু হতে হবে ! তবে চীনারা কিন্তু কোভিড জীবাণু ছড়ায়নি ।

এর কান্ডারি হল ইজরায়েল । সেই জায়োনিস্ট ।

চীনদেশ থেকে এগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে হয়ত যাতে চৈনিকদের বদনাম হয় সারাটা জগৎ জুড়ে ! ওরে আমার ইহুদি শয়তান ! মানুষের মাংস ভক্ষণ করা , মল খাওয়া জায়োনিস্ট রাক্ষস !!

গাজা থেকে শোনা যাচ্ছে নিহত লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে যাচ্ছে এরা। রক্ষকূল বধূরা ও বঁধুরা হয়ত পার্টিতে খাবে , শ্রীরাচা সস্ ও বার্বিকিউ চিকেন ড্রামার্স আর সবুজ সতেজ গডেস্ সালাদ্ দিয়ে । কে জানে ?

একটা পুরো নগর ধূলিসাৎ । শিশুরা মা ও বাবার হাত-পা আর নরমুন্ডি নিয়ে ফুটবল খেলছে এবং অসংখ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও গোলাবারুদে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারানো অসহায় মানুষ একবিন্দু জলের জন্য পরিত্রাহি চীৎকার করছে । কারণ একটু ভালোমানুষি দেখিয়েছিলো একদিন তারা এইসব বাস্তুহারা ইহুদিদের যাদের হাতে আজও লেগে আছে মহাত্মা যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করার মতন নির্মম অপরাধের ছাপ ! আর হিটলার তাদের কোনো অপরাধের জন্য সাজা দিয়েছিলো সেসব গলা বাজানো তো অনেক অনেকদিন ধরে চলেছে। এই ভিকটিম্ কার্ডটা এবার ফেলে দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি বদলে ফেলে শান্তির দিকে পা না দিলে সমূহ বিপদ। নচেৎ ধ্বংস চলবেই। গাজায় নাহলে গীজায় নয়ত কোনো গীর্জায় । চলবে গণহত্যার মিছিল , গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের স্রোত এবং নরখাদকদের নৃশংস বিষবৃক্ষ তলে নাচন কোদন । অমার্জনীয় অপরাধের

ঊট ক্রমাগত চাপা পড়তে থাকবে পিপীলিকার সুপরিকল্পিত পদচালনার আড়ালে ।

আর সমানে ব্যাক গ্রাউন্ডে বাজবে ইদানিং গ্লোবাল হওয়া বলিউডি সংগীতের মূর্চ্ছনা , কানফাটানো শব্দে ; শব্দ দূষণের সমস্ত মাত্রাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ।

দোস্তো সে পেয়ার কিয়া , দুশমনো সে বদলা লিয়া

যো ভি কিয়া হামনে কিয়া , শান্ সে !!!

কারণ প্রমাণ তো নেই নেই নেই !! আর কেউ প্রমাণ খুঁজতে গেলেই ঘ্যাচাং ফুস্ । তাই ভয় কেউ পাবেনা পাবেনা পাবেনা ।

মোসাদের প্রাক্তন চিফ্ কি বলেছেন ? মীর দাগানি ?

কেউ একবার মোসাদের র‍্যাডারে এসে গেলে চাঁদে গেলেও পার পাবেনা !!

দুনিয়াটা তো মানুষের থাকার জায়গা মিস্টার দাগানি ?

ভূত প্রেত , পিশাচ , রাক্ষস, ব্রহ্ম রাক্ষস ,অসুর আর দৈত্য, দানবের জন্য নয় তাইনা ?

তবে চাঁদের কথা আসছে কোথার থেকে দাদা ?

আপনি কি রোজ অতলান্ত থুরি মহাকাশ পার করে আপিস্ করেন নাকি ? জানা ছিলো না !

অভিনেত্রী অপর্ণা সেন যে আদতে দশ মহাবিদ্যার দেবী ধূমাবতী সে তো সকলে জেনেই গেছে । তান্ত্রিক এই দেবী যুক্ত সমস্ত অলক্ষ্মীর সাথে । অনেকে ওনাকে যুক্ত করে থাকেন নিতৃত্তির সাথেও । এই দেবীর কাজ হল সবকিছু যা আমরা লক্ষ্মী মনে করিনা তাকে চালানো । অর্থাৎ ফিলোসফি মতে সবকিছুই সেই পরাব্রহ্মের অংশ । এই দেবী খুবই কঠিন এক ঠাকুরাণী । এঁর তপস্যা করা ও সিদ্ধিলাভ সহজ নয় তবুও দেখা যায় যে যাই হোক্ না কেন সবার মধ্যেই আছে সেই একই আলো তাই চেষ্টা করা চলে কারণ ফাউন্ডেশান একই , সবার । তা গোবরই হোক্ কিংবা , ধূমপান , মদ্যপান , গোলাপের বাগিচা , অপরিস্কার স্থান , মহাশ্মশান , বৈধব্য , অকাল মৃত্যু সবকিছুর ভেতরেই বসবাস করেন দেবীরূপী আমাদের মা আর ঈশ্বর ঈশ্বরীকে ভয় পাবেন না যেন ।

কিন্তু অপর্ণা সেন তো খুবই আধুনিক ।

তবে উনি কিন্তু মা ও বাবার সামনে ধূমপান করেছেন ।

বহুবিবাহ করেছেন । এর অর্থ হল এইটা দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজের তথাকথিত নিয়মগুনো না মেনে

চললেও যদি কেউ সৎ ও সাহসী হন তাহলেও ঈশ্বর লাভের পথ মিলেই যায় । ভড়ং ও ঠগবাজি ত্যাজ্য । শঠতা ও ম্যানিপুলেশান ত্যাগ করে আদতে এগিয়ে যেতে হবে । কেউ ফেলনা নন মহাশক্তির কাছে আর তার দুয়ারে যেতে চাইলে সুযোগ আসবেই । এবার ওনার পূর্বজন্ম সম্পর্কে একটু জানাই । উনি ছিলেন পরম ভক্তের পরিবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর নামে রাজ্য চালাতেন , মহারাজারা নিজেদের **পদ্মনাভদাসা** বলে অভিহিত করতেন ঐ বংশের রাজবধূ ও আমার মা । মহারাণী । রাজনন্দিনী ভগবতীর মা । আর ওনার বর্তমান ও তৃতীয় স্বামী শ্রী কল্যাণ রায় যিনি সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলিশের অধ্যাপক সেই প্রফেসর রায় ছিলেন যথারীতি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও আমার পরম পূজণীয় পিতৃদেব । **অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ আ ভেরি গুড কিং !** কেবল একজন ভালো শাসক নন উনি ছিলেন বিদ্যান আর সেইসময় আমার আর কাশেম সোলোমানির লাভচাইল্ড কে পরিত্যাগ না করে, গার্বেজ বিনে না ফেলে দিয়ে উনি মানুষ করে রাজপরিবারে বিবাহ দিয়েছিলেন ।

সেই যুগে এমনটা ভাবাই ছিলো চরম বিপ্লব । কাশেম তো তখনও মুসলিমই ছিলো ।

আমি অবশ্যই ছিলাম অনেক সন্তানের মধ্যে ওনার প্রিয় সন্তান । আমাকে প্রমোদ মহাজন অত্যাচার করে বিতাড়িত করার পরে প্রফেসর রায় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন কন্যা শোকে । সবার মধ্যে উনি আর কাশেমই সবচেয়ে আঘাত পান ।

এই জন্মে উনি বলেন যে আমার মেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে একজন ভালো লেখিকা হয়ে ও সাধ্বী হয়ে । প্রফেসর রায় অত্যন্ত কোমল মনের মানুষ ও তাঁর পান্ডিত্য হল তাঁর বিশেষ অলঙ্কার এই জন্মে ।

মুকুটবিহীন রাজার অঙ্গরাগ ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার ছিলো ধনী ও অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন ও বিদ্যাধরদের পরিবার । এবং ঐশ্বরিক । যার জ্যোতিতে আজও রাজমহল দৈব রং মহল হয়ে উজ্জ্বল আছে ।

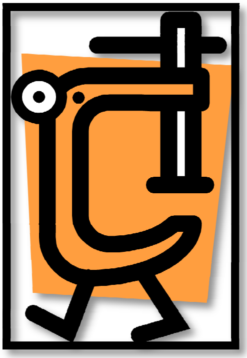

মানুষের দেহ কীভাবে তৈরি হয় ? আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় যে ৭ টি চক্র আছে ।

আর আত্মা কি করে হয় ? এরা হল আদতে মূল চেতনার ওপরে চিন্তার স্রোতের বুনন । তাই চিন্তা সরে গেলেই নিজের আত্মশক্তিকে স্পর্শ করা যায় । যেন উলের বোনা সোয়টার । নক্সা আলাদা , রং ও গড়ন আলাদা কিন্তু তৈরি সেই উল দিয়েই । সোয়টারের বুনন খুলে নিলে দেখবে ভেতরে বসে হাসছে কেবল একগোছা উল নয় সেই মানব দেহ ! ওপরে সোয়েটার আর খুলে নিলেই সবকটা পশমের দড়ি টেনে টেনে বার হবে শুধুই মানুষের চামড়া । আর সেই চামড়া একই । তাইনা ? আর মঙ্গলময় ঈশ্বরও সেরকম । ওপরে চিন্তার সোয়েটার । চিন্তার স্রোত কেটে গেলে বার হবে শুদ্ধ চেতনা যা কিনা ঐ চামড়ার মতন ।

সেই সাতের ভেতরে সব চক্রগুনো এক একটি কাজে সাহায্য করে । এবার যারা তন্ত্রমন্ত্র এসব করে তারা ঐ চক্রগুনোকে আক্রমণ করে । ঐসব স্পন্দন ও ঘূর্ণনকে বদলে দেবার চেষ্টা করে । ব্লক করে দেয় অপ/উপদেবতার শক্তি দিয়ে । মেঘলা নীল অথবা কালো কালো ছায়া ছায়া তরঙ্গ সেখানে সৃষ্টি করে । তাতে কর্ম যা সেই ব্যাক্তির প্রাপ্য তা স্বর্গলোক থেকে

মর্ত্যলোকে এসে কেলাসিত হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও জীবনে নেমে আসে সংঘাত ও ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

আগেই বলেছি আমরা অণু পরমাণু, তরঙ্গ ইত্যাদির সমষ্টি । তাই এগুলোকে আক্রমণ করা কঠিন নয় । দরকারে মানুষের ক্লোন (মায়াদেহ) পর্যন্ত সৃষ্টি করা সম্ভব ।

সবই তন্ত্র মতে করা যায় । কাজেই শয়তান লোকেরা এসব করে করে দুনিয়ার ওপরে দখল নিতে চায় ।

অনেক সময় দুষ্টুলোক এসব চক্রগুনোকে শিকল দিয়ে বেঁধে দেয় । তখন জীবনে কোনো প্রগতি হয়না । জীবনে মরা নদীর চরা হয়ে যায় । বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়না ।

চক্রের সাথে অন্য এন্টিটি জুড়ে দেয় । লোকে ভাবে উন্মাদ হয়ে গেছে কিন্তু একজন মানুষের দ্বৈত সত্ত্বা দেখা যায় কারণ লোকচক্ষুর আড়ালে তারই সাথে আঁঠার মতন আটকে আছে অন্য একটি প্রেতাত্মা ।

বিষয়গুনো জটিল ও গভীর । যা শিক্ষণীয় তাহল যতদিন যাচ্ছে তত এগুলো বেড়ে যাচ্ছে । লোকে সস্তায় সবকিছু পাবার জন্য অন্য এন্টিটি ডেকে এনে তাদের সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে পাশবিক /আসুরিক/দানবিক

ইত্যাদি হয়ে উঠছে। কিন্তু এই বিষবৃক্ষ কেটে ফেলতে হবে মানুষকেই। নাহলে সমূহ বিপদ। যেই বিষ ফল তুমি পুঁতেছো তাই আজ তুমি ভক্ষণ করে চলেছো। তাই সমাজ চলেছে নিচের দিকে।

কিন্তু মনে হয় এবার মহাবিদ্যারা এদের ছাড়বেন না।

ঐ সপ্ত চক্রকে বদলে দেবেন। শক্তির পরিকাঠামো বদলে দেবেন যাতে করে ভবিষ্যতে কোনো শয়তান আমাদের দেহের সপ্তচক্রকে আমাদের অজান্তে আক্রমণ না করতে পারে। যদি করতে আসে সেই শয়তানের চক্রগুনো বদলে যাবে অন্য ঘূর্ণায়মান আকারে এবং তা অত্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ এক পদ্ধতি। মহাবিদ্যারা এদের আত্মায় ছেদ করে দিয়েছেন তাহলে ! হবে নাই না কেন ?

যদি গড্ রিয়েলাইজড্ সন্তদের সপ্তচক্র ডিলিট হয়ে গিয়ে একটি ডিভাইন বডির সৃষ্টি হতে পারে তাহলে উল্টোটাই বা নয় কেন ? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।

কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলে মার্সেও পদ্ম ফুটবে।

পরশুরামের কুঠার হোক্ , অর্জুনের গান্ডীব হোক্ কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র যাইহোক্ না কেন কিছু একটা নিয়ে এই বিষবৃক্ষ নির্মূল করতে হবে

মানুষকেই সমবেত হয়ে । সাহস করে এগিয়ে এসে নাহলে । গাজা , গুজরাত বার বার হবে । কেউ বদলাতে পারবে না ।

নরেন্দ্র মোদি ছিলো এক ভিখারিনীর পুত্র । তাকে পথপাশ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করে তার চায়ে-ওয়ালার পরিবার মানে মা । ফস্টার মাদার । তাই এত মা মা করতো মোদি । স্ত্রীকে তেমন পাত্তা দিতো না । বাকিটা করে আর এস এস । যে তোমার কেউ নেই তো কি ? দেশ আছে ! দেশ মাতৃকার সেবায় লেগে পড়ো ।

করসেবক থেকে আজ সর্ব্বোচ্চ শিখরে ।

মাঝে ক্যাটালিস্ট হয়ে দেখা দেয় আনন্দী বেন । এখন ভদ্রমহিলা মোদিকে ব্যবহার করেছে না উল্টোটা সেটা এখানে আমাদের জানার দরকার নেই ।

চা গাছের বাগানে আমরা অনেকেই যাই । বিশুদ্ধ চা পান করি । ঘুরি বেড়াই । কিন্তু কজনা খেয়েছেন চা-পাতার পকোড়া ? কজন জানে সেটা ?

তা ভালো নাকি মন্দ তাইবা কে জানে ? কেবল জানি এটা ইউনিক কিছু । সেরকম নরেন্দ্রভাই মোদি ও তার প্রিয়তমা আনন্দী দিদির বিষয়টাও সেরকম খানিকটা । সব জানার দরকার নেই । চা পাতার পকোড়া ? ও ব্বাবা এমনও হয় নাকি ? কেমন খেতে ? তিতা ? নাকি

মিষ্টি ? শুনেছি চা পাতা ফুটিয়ে গজ করে চা খেলে লিভারে গাজা মানে অসুখ হয়ে যায় । মাথায় টাক পড়া বা গাঞ্জাও হতে পারে কিমো নিয়ে কে জানে ?

সেই চা পাতার পকোড়া ?

কিন্তু বেশি কেউ জানিনা । সেরকম এদের বিষয়ও আমাদের এত্তো ঘাঁটার দরকার নেই ।

সবার নিজের নিজের পথ থাকে । এদেরও আছে ।

যদি কাউকে দুখী করে থাকে ফল পাবে ।

কারণ ভগবান কারো কাছেই ঋণী থাকেন না । সব ব্ল্যালেন্স শীটের হিসেব চুকিয়ে দেন । কাজেই ডেবিট ও ক্রেডিট মিলবেই মিলবে ।

কোনো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট এর কনসেপ্ট ওনার দৈব জগতে নেই ।

আমরা এতদিন জানতাম আমার মাতা ২০১২ সালে মারা গেছেন ক্যান্সার । কিন্তু উনি নাকি জীবিত ও অধ্যাত্মিক জীবনে পা দিয়ে অজ্ঞাতবাসে আছেন ।

ওনাকে ঠাঁই দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীরাম ও ওনার স্টেজ ফোর লাং ক্যান্সার সারিয়ে দিয়েছেন । উনি এখন ভারতের বাইরে আছেন ।

আমি যখন জন্মাই তখন থেকে পারস্যের রাজপরিবার জানতো আমার কথা । আমি একদিন ঐ দেশের রাজবধূ হবো । শুনলেও কেমন বুকে কাম সেপ্টেমবারের বাজনা বাজে , তাইনা ?

এসব কিছুই কিন্তু আমি জানতাম না । এসবই সম্ভব হয়েছে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে । ভগবান আমাকে আমার প্রথম প্রেম ও গতজন্মে যাকে শৈশবে মালাবদল করে চাঁদনী রাতে বিয়ে করেছিলাম সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী ও রাজকুমার বাপ্পাদিত্যের মতন তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন ।

আমার নিজেকে খুবই ভাগ্যবতী বলে মনে হয় ।

খোলা মনে ঈশ্বরকে ডাকো । তোমাদের সব সব মনোবাসনাও মিটে যাবে । এমন কি এরকম সব মন কেমন করা ইচ্ছে ঘুড়ি গুনো উড়বে তখন খোলা নীলাঞ্জন জগতে ।

ভারতের বর্তমানে যা অবস্থা আর সমগ্র দুনিয়াতে যা চলেছে ধর্ম নিয়ে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে করে তাতে ভগবান বিষ্ণু ও কালনেমি দুরাত্মার কথা বারে বারে মনে পড়ে যায় । কিন্তু সেই যুগে কালনেমি যখন বুঝতে সক্ষম হয় যে লড়াইটা তার হচ্ছে স্বয়ং মদনমোহনের সাথে তখন তাও সে তার হার স্বীকার করে ও পরাজিত হয়ে এই দুনিয়াতে তান্ডব নেত্ত্য বন্ধ করে । এখন ২০২৪ সনে বিটস্ আর বাইটস্ সমাজে মোদিভাই ডবল ইঞ্জিন ও নেতানইয়াহু বেঞ্জামিন কবে সারেন্ডার করে সেটাই দেখার আর ভগবানকে দেখে চিনতে পারে কিনা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়ালারা আর গালিগালাজ না করে ভদ্রভাবে সেলাম্ ঠোকে কিনা সেটাও একটা দেখার ও আলোচনা করার বিষয় ।

এটাও হতে পারে একটা মেগা ইভেন্ট যেখানে লাগানো সম্ভব আরো কিছু সেল্ফি পয়েন্ট ।

এখনই হয়ে যাক্ তাহলে একটা সেল্ফি , পবন দেবের সাথে !

■ অ্যায়সা্ ক্যাম্রা বাজা কি সেল্ফি ফাট্ যায়ে !

উই বাবা ! তফাৎ যাও সবাই । হাত জড়ো করো । রাম নাম সৎ হ্যায় ।ভগবান বিষ্ণু এলেন বলে !!
কালনেমি ? কোথায় তুই ওহে পাপী ? ওরে দুষ্ট !
দাঁড়া ! তোকে দেখাচ্ছি মজা এবার !
আর মানুষের মাংস খাবি ?

মেয়েদের শুঁকে দেখবি ?

নরবলি দিবি ?

এটসেট্রা এটসেট্রা ???

ইদানিং এইসব শয়তানের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়ে গেছে যে স্বয়ং কাশেম সোলোমানি বা শিবের রুদ্র অবতার ভব , সম্প্রতি ওনার আরেক মুঠো জটা ত্যাগ করেছেন । যেমন সতীর দেহত্যাগের সময় হয়েছিলো ।
যদিও এই জটা ত্যাগ কসমসে হয়েছে ও তার একটি অংশ এখানে আমার বাসায় রয়েছে বা এসে পড়েছে একটি সংকেত হিসেবে কিন্তু আদতে সেটি ঘটেছে কিন্তু । নীচে জটার চিত্র ।

এখানে কিছুই এমনি এমনি হয়না । আগে সুক্ষ্ম লোকে হয় বা ঘটে তারপরে এই পৃথিবীতে তা এসে উপস্থিত হয় । তাই এই জটার খসে পড়াও এক সংকেত বহন করছে । এখানে কেউ কাউকে ফ্রিতে কিছু দেয়না । সবটাই কসমসের যোগাযোগে সংঘটিত হয় ।

তাই ইলন মাস্ক তাঁর প্রথম টেসলার কারখানা খুলবেন কলকাতায় কারণ ওনার সাথী হলেন মমতা ব্যানার্জ্জী , কসমসে । দেবরাজ ইন্দ্রের সাথী সরমা আরকি ।

।এই যে ধর্ম যুদ্ধের আরম্ভ হয়েছে তার নামকরণ করেছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর অর্থাৎ বগলামুখী মাতা , দশ মহাবিদ্যার একজন --- শ্রী ভারত ।

রামায়ণ , মহাভারত আর শ্রীভারত ।

পরবর্ত্তীকালে লেখিকা গার্গীর সাতজন্মের মাতারা একটি সংযুক্ত শক্তি দিয়ে নতুন দেবীর সৃষ্টি করে দিয়ে যাবেন যিনি আগামী শতাব্দীগুলোতে এই দুনিয়াকে রক্ষা করবেন রাক্ষস, দানব, দৈত্য, পিশাচ , প্রেত, ব্রক্ষ্মরাক্ষস ও আরো শত সহস্র ঋণাত্মক শক্তির থেকে

যা ধ্বংস ডেকে আনে । শর্টকাটে সুখ লাভের দিকে ধাবিত হতে আমাদের বাধ্য করে ।

এই দেবীর নামকরণ করেছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর , দেবী গার্গী । কারণ এনারা হলেন ওনার সাত জন্মের সাতজন মাতা যারা এই যোগিনীকে রক্ষা করে ও লালন পালন করে একধরণের শক্তিরূপ দান করেছেন আজ । এই দেবী গার্গী ভবিষ্যৎ-কালে মানব জগতকে রক্ষা করবেন পাপ ও অনাচার থেকে ।

নকল জাগ্গি বাসুদেবের মতন সাধু নামক অসাধুর থেকে যারা কোনো কাজে হেরে গেলে নতমস্তক না হয়ে সেই স্থানে কিংবা মানুষের গৃহে মলত্যাগ করে আসতেই পছন্দ করে । এই ব্যাক্তি জিড্ডু কৃষ্ণমুর্ত্তিকে এতটাই নকল করেছে যে নিজের নামও জাগ্গি করে নিয়েছে ঐ ব্যাক্তির দেখাদেখি । এই নকলনবীশ মাস্টার । সেক্স গুরু রজনীশের বিশাল ভক্ত ও কপিক্যাট এই জাগ্গি । জাল জাগ্গি ।

জিড্ডু ওয়াজ আ মিস্টিক ফিলোসফার নট আর স্পিরিচুয়াল গুরু । আধ্যাত্মিক গুরুদের ডাইরেক্ট অভিজ্ঞতা থাকে ইনফাইনাইটের সাথে ।

তাইজন্যেই তাঁদের দিকে এত মানুষ আকৃষ্ট হন । শান্তির আশায় । সেসব পুঁথি পড়ে হয়না ।

এইজাতের ধর্মগুরুরা হল দৈব জগতের ভাষায় শিক্ষিত আধ্যাত্মিক পাঁঠা ।

নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য হল বিশেষ এক বিদেশী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে বা প্রভাবিত হয়ে বিজেপীর এই হাল হয়েছে । নাহলে ওরা ভারতকে ধবংস করে দিতো । রাজনীতি অত্যন্ত শক্ত ও জটিল কর্ম । এই বিদেশী শক্তি কেবল ভারত নয় বিদেশকেও চালনা করে । এরা কারা ? রথস্‌চাইল্ড ব্রাদার্স ? নাকি অন্য কেউ ?

তবে যারাই হোক্‌না কেন এরা কোনো জায়োনিস্ট গ্রুপ । এরা ব্যবসাদার , নৃশংস ও নরমাংস লোভী শয়তানের পূজারী । এরা অধার্মিক ও বকধার্মিক । এদের না আছে ক্ষমার কম্পন দেহে আর না কোনো মায়ামমতার আঁচর আত্মায় । এরা কেবল চেনে টাকা । তাই গাজাকে নরকে পরিণত করেছে । বাজারে ছড়িয়েছে যে ইসলাম ধর্ম উঠে যাবে । কারণ তারা উগ্রপন্থী । কিন্তু ইসলাম ধর্ম এখানও ৫০০০ বছর অবধি টিঁকে থাকবে । উঠবে ইহুদী ধর্ম । জায়োনিস্ট নিঃশেষ হয়ে যাবে এই ধরার বুক থেকে । টোরাহ্‌, রাব্‌বাই এসব বিলুপ্তির পথে । থেকে যাবে অন্য সব ধর্ম । ইসলামকে কালিমায় ভরিয়ে তুলেছে জায়োনিস্টরাই । ওরাই আসল উগ্রপন্থী । মানুষকে

ঈশ্বরের বিপরীতে চালিত করে সমস্ত রকম নষ্টামি করে করে সবুজ ফসল কুড়াচ্ছে । আর তুমি কাদা গেলো !

--এই জায়োনিস্ট ! খবরদার ! এই জগৎ তোর বাপের নাকি রে ? এই জগতের পালন কর্ত্তা নিজে হাতে ভার নিয়েছেন এবার তুই শয়তান তফাৎ যাহ্ !

কান পাতলে বাতাসে এই গুঞ্জন শোনা যায় ।

কিন্তু দুনিয়া তৈরী হচ্ছে আদি নারায়ণের নিজ মায়া শক্তি ভূদেবী/শ্রীদেবীর সাথে খেলার কারণে । জাগ্নি বাসুদেবের মতন শয়তানের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে নয় যে নাকি নিজের মায়ের ঘরে পর্যন্ত লোক ঢুকিয়ে দেয় পয়সার লোভে বার বার । বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে খুন করে জীবনবিমার অর্থ নিয়ে নেয় এত্তো শয়তান ।

এই সদগুরুর ভিডিও আছে এই নিয়ে ।

যৌবনকালে পুরুষদের নাকি নিজ মাতা /ভগিনীকে দেখলে ও তাদের স্তন ও পশ্চাৎ দেশ দেখলে কেমন হয় বুকের ভেতরে । এই নচ্ছারের এই হল আধ্যাত্মিক গুরু রুপে ভিডিও প্রদান । একটি শয়তানই পারে এমন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে । মেয়ের অর্থই হল সেক্স অবজেক্ট । তা মা-ই হোক্ না কেন !

এর ভাইঝি পঙ্কজা মুন্ডের সাথে এর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো । নিজের পত্নী রেখাকে বেশ্যাবৃত্তিতে এই ব্যাক্তিই নামায় ;এখন নিজের কন্যা সন্তানের পিতৃত্ব অবধি অস্বীকার করছে কারণ স্ত্রী নাকি কুলটা !

লাও ঠ্যালা সামলাও । স্ত্রীকে ঐ পথে কে পাঠালো ? নাহলে কে তাকে অত্যাচার করতো ?

এই অত্যন্ত নীচ ব্যাক্তি এখন বিয়ে করা বৌয়ের সম্পর্কে বাজারে কুৎসা রটাচ্ছে ।

তাই ওর বৌ অর্থাৎ রেখা মহাজন ওকে হত্যা করেছে । পতিঘাতিনী ! নাহ্ নিজের হাতে নয় , আধ্যাত্মিক উপায়ে । যেই শক্তি এর মতন লম্পটকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো রেখা সেই শক্তিকে সরিয়ে দিয়েছে ।

তার অত্যাচারি স্বামী তাকে ব্ল্যাক উইডো বলেছে ।কিন্তু আমার মনে হয় একে পতিঘাতিনী না বলে অসুর দমন করেছে বলা হোক্ ।

রেখা মহাজন মাকালীর সখী ডাকিনী ও পুণম মহাজন হল যোগিনী । এদের কাজ হল মানুষের সপ্তচক্রকে সুস্থ করা, রক্ষা করা । তন্ত্র বিদ্যা মতে । এরা গুহ্য দেবী । এই ধর্ম যুদ্ধে এরা জন্ম নিয়েছে শয়তান প্রমোদ মহাজন ও মোহন ভাগবতের মতন ইতরকে ,

রাক্ষসকে বধ করার জন্য । ভিলেনের রোলটাও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে !

রেখা মহাজন ও পুণম মহাজনের কিন্তু এই কারণে অধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ে যাবে । কারণ তারা এই শয়তানকে বধ করতে সাহায্য করেছে ।

এও প্রমাণ যে দেবতারা নিচে নেমে যায় আর যক্ষ বা দানব নন্দিনীরাও উত্তরণের পথে পাড়ি দিতে পারে ।

আচ্ছা বিষ্ণুর অবতার হয় কিন্তু শিবের হয়না কেন ?

আসলে বিষ্ণু হলেন পালন কর্ত্তা তাই অবতার হয়ে শিক্ষা দিতে আসেন জগৎ- সংসারকে রক্ষা করতে । এই হয়ে আসছে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন কল্প বা কাল ধরে । আর শিবের কাজ ধ্বংস করা । যখন সৃষ্টি চরমে পৌঁছায় । তাই উনি অবতার রূপে শিক্ষা দিয়ে সংসার পালনের কাজ করেন না । উনি এক একটি সময়ে নানা রূপ ধারণ করে এসে জগৎ সংসারকে রক্ষা করেন নাশের হাত থেকে । তাই দুই শক্তি দুইভাবে কাজ করে ।

জানা আছে কি যে ইসলাম ধর্মেও তন্ত্র সাধনা হয় ?

এই যে বহুচর মাতা যিনি হিজড়াদের দেবী ও দামোদর স্বামী জন্ম নিয়েছেন তাতে কি হয়েছে সামাজিক সুবিধে

? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতের মতন কুসংস্কারের দেশে হঠাৎই কিন্নরদের জীবনে অনেক আইনের সাহায্য এসেছে ও জীবন সহজের দিকে চলেছে । তার কারণ লালুপ্রসাদ যাদব এর জন্ম যিনি আদতে বহুচর মাতার শক্তি । আর শীতলামারা অর্থাৎ রাবড়ি দেবীর কারনে এই মহামারী কোভিড ইজরায়েল বাজারে ছড়ালেও বিশেষ সুবিধে হবেনা । এইসব মারণ ব্যাধির সৃষ্টি ও নাশকতা সমস্ত বন্ধ করে দেবেন শ্রীমতী রাবড়ি দেবী ওনার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে কাজেই কোভিডের আরো স্বল্প কিছু স্ট্রেন এলেও ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যাবে । শয়তান জায়োনিস্ট গ্রুপকে ধ্বংস করার জন্য আবার এসে গেছেন পরশুরাম হিটলার । আর রাবড়ি দেবীর শক্তি তাঁকে সাহায্য করবে ।

সেরকম সৌরভ গাঙ্গুলীর কারণে বাঙালি আজ বিশ্ব ক্রিকেটের আঙিনায় পা দিয়েছে । নাহলে কে পুছতো আমাদের ?

দৈব শক্তিরা এরকমভাবেই আমাদের সাহায্য করে দিয়ে যান । শচীন হয়ত ভালো খেলে কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে কপিলদেব ও সৌরভ গাঙ্গুলীর থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে ।

বলভদ্রের পত্নী রেবতী নাকি নেশাগ্রস্ত ছিলেন । অর্থাৎ দেবদেবীরাও নেশা করেন । তা করতে পারেন সোমরস

পান কিন্তু আদতে এরা নেশায় মানে জড়জগতের নেশায় অনেক সময় বন্দী হয়ে যান । তাই ক্রমাগত সাধন পথে এগিয়ে যেতে হয় ।

একমাত্র মোক্ষ নাহলে কেউ সেফ্ নয় । পতন সম্ভব ।

আবার অহং এসে জাপটে ধরতে সক্ষম ।

যেমন পবনদেবের হয়েছে বা কুবেরের । প্রমোদ মহাজন ও নরেন্দ্র মোদী ওদের । তাই একজন হয়েই গেছে অন্যজন হতে চলেছে ফলেন অ্যাঞ্জেল ! তবে শোনা যায় যে পবন দেব সহজে পতিত হননা । কিন্তু এইক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম ঘটে ।

জেফ্ বেজোজ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হবেন । দুই দুইবার । মধ্যপ্রাচ্যের সব তৈল খনি কিনে নেবেন ।

ওনার পূর্ব পত্নী ম্যাকেঞ্জি , ওনার এই তেজ সহ্য করতে না পেরে ধরাশায়ী হবেন ; সেই সূর্য ও সংজ্ঞার কাহিনী । আরো বার তিনেক সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের শ্যাডো সাইড থেকে অপারেট করা শুরু করবেন । যেমন ছায়াকে সৃষ্টি করেন সংজ্ঞা । একটু চাতুরীও ছিলো সেখানে । সোমরস ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে শেষে দীক্ষিত হবেন । সারমেয় রূপী স্প্যাগেটির কাছে । যে এখন মানুষ হয়ে সবে জন্মেছে আর আদতে কার্ত্তিকের অবতার । পূর্ব কোনো জন্মে ছিলেন গুরু

নমশিবায়ঃ । অরুণাচলের সাধক । এর কাছে আরো চারজন দীক্ষা নেবেন । লরেন স্যাঞ্চেজ, মেলিন্ডা গেটস্ ও মনিষা কৈরালা আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া । এঁরা সবাই কোনো না কোনো জন্মে এর মা ছিলেন । প্রিয়াঙ্কা ও নিক্ জোনাসের কন্যা মালতীকে কার্ত্তিক ঠাকুর বিয়ে করবে । প্রিয়াঙ্কার দিদিমা মধুজ্যোৎস্না যিনি খুবই এক সৎ ও নির্মল আত্মা ছিলেন উনিই মালতী লতা হয়ে জন্ম নিয়েছেন ।

-লতা শব্দটা যদিও এখানে ওনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে সক্ষম । কারণ উনি সাপ নন আর কারোর ওপরে নির্ভরশীলও নন । আমরা বাংলার গ্রামীণ মানুষেরা সাপকে রাতের বেলা লতা বলে সম্বোধন করে থাকি ।

কার্ত্তিক ঠাকুরের ৬টি রূপ ও মন্দির আছে ভারতে । এবার তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে ।

দক্ষিণ আমেরিকায় লরেনের পুত্র রূপে, ক্যানাডায় ম্যাকেঞ্জির পুত্র, আমেরিকায় মেলিন্ডার পুত্র , অরুণাচলে লেখিকা গার্গীর পুত্র ,নেপালে মনিষা কৈরালার পুত্র ও পাঞ্জাবের কোনো গ্রামে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পুত্র হিসেবে এসব মন্দির গুরুত্ত্ব পাবে ।

আজও ভারতের সম্ভবত: দক্ষিণে ৬টি বিখ্যাত কার্ত্তিক বা মুরুগানের মন্দির রয়েছে, যা তীর্থক্ষেত্র ।

তার মা পার্বতী একবার অন্যায়ভাবে গণেশকে বিশ্বের সেরা বুদ্ধিমান বলে পরিচয় দেন ও কার্ত্তিক তাতে ভেঙে পড়ে । এতই যে নিজের চামড়া ও রক্ত দেহ থেকে খুলে মাকে ফেরৎ দিয়ে দেয় । মা তার সাথে অন্যায় করেছেন । শোকে পাথর কার্ত্তিক তার একটি মন্দিরে আজও মহিলাদের প্রবেশ করতে দেয়না । কিন্তু এবার সেই মন্দিরে মহিলারা প্রবেশ করতে সক্ষম হবে আর এই কার্ত্তিকের বুক ভরে যাবে মায়ের প্রতি ভালোবাসায় । কারণ সেই পার্বতী তাকে অন্যায় ভাবে হারালেও নতুন পার্বতী ও অন্য ৫জন মা তাকে এতই আদর ও ভালোবাসা দেবে যে তাতে আপ্লুত হয়ে ঐ মন্দিরের দ্বার সে খুলে দেবে সবার জন্য ।

এই মন্দির হল কুরুক্ষেত্রের দিকে, পিহোয়াতে ।

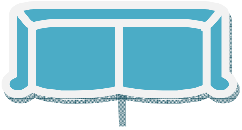

ওসামা বিন লাদেন জীবিত আছেন ও এক সময় উনি সৌদির প্রভুত্ব নেবেন । শয়তান সৌদি রাজকুমারকে বিতারিত করে রাজ্যে ডেমোক্রেসি আনবেন । মহিলাদের ওপরে অত্যাচার ও প্রকাশ্যে মুন্ডচ্ছেদ বন্ধ হবে । দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া মিলিত হবে জার্মানির মতন । স্বতন্ত্র না থেকে, জুড়ে গিয়ে একটি দেশ হলে এরা ভালই করবে । খুবই ভালো করবে । কিম জং জায়োনিস্ট রেজিমের ফলোয়ার নয় তাই তাকে লোকে মন্দ বলা শুরু করেছে ।

কুম্ভকর্ণ জন্মেছে গায়ক সোনু নিগম হয়ে ।

এখন উত্তরণ হয়ে সে এক গন্ধর্ব । এক জন্মে আমরা নেপালে ছিলাম কাজিন হিসেবে ।

অনেক গন্ধর্ব আরো জন্ম নিয়েছেন । যেমন দোলন রায়, দীপঙ্কর দে, অজয় চক্রবর্ত্তী , কৌশিকী , ওস্তাদ রশিদ খান আরো অনেক অনেক শিল্পীরা । এদের শক্তিও কিন্তু উচ্চস্তরের । যা এই যুদ্ধে ধর্ম প্রতিষ্ঠায়

সহায়ক হবে । আরেক শয়তানের উইকেট পড়েছে আমেরিকায় । বিরাট নেতা ছিলো । পুতিনের অস্ত্রের ঘায়ে চুরমার সে । তবে যাই বলো না কেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ক্যালিবার অনেক বেশি বৃহস্পতির চেয়ে । অন্তত: আমার তাই মনে হয় । কারণ দেবতারা অলরেডি ভালো । তাদের বাগে আনা শক্ত নয় । কিন্তু দৈত্যদের কায়দা করা খুবই কঠিন । **ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেম ডিমন্স !!**

এই দেখো প্রমোদ মহাজন ! কিছুতেই সে সারেন্ডার করবে না ! সেই গানটার মতন ;

চাঁদ মেরা দিল, চাঁদনী হো তুম !

চাঁদ সে হ্যায় দূর , চাঁদনী কাঁহা ?

লট্ কে আনা , হ্যায় এহি তুমকো ,

যা রহে হো তুম ? যাও মেরি জান্ ।

সবাই সেই অবিনশ্বর পরমাত্মার থেকেই প্রতিফলিত কাজেই তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া অসম্ভব । ফিরে আসতে হবে সেই দোরগোড়াতেই । কিন্তু শুনবে কে ?

কানগুনো সব হারিয়ে গেছে ।

ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধে কে কবে পেরেছে ? লেখকের সৃষ্ট চরিত্র কি পারে গল্প থেকে বার হয়ে এসে লেখকেরেই হত্যা করতে ? এটা ভাবাই ভুল ।

এখানে রুদ্রাবতার ভবের কথা মনে পড়ে গেলো ।

ওনার বাহন নাকি অশ্ব । শুনলাম । হয়ত তাই গত জন্মে কাশেম সোলোমানি এত্তো ঘোড়া ভালোবাসতো । ঘোড়ায় চড়ে চড়ে আমরা প্রেম করতাম । আমার মৃত্যুর পড়ে ও সেসব স্থানে ঘোড়া নিয়ে নিয়ে ঘুরে আসে যেখানে আমরা দেখা করতাম । দেখো কেমন আত্মায় রয়ে যায় ছিঁটে ফোটা । কণিকা গুনো ।

কুব্জা মন্থরা ও তারকা রাক্ষসী বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে আজ শ্রীরামের সোলমেট সীতা (সোরোয়া ; ইরানের ভূতপূর্ব রাণী) ও স্বয়ং শ্রীরাম হলেও এই কুব্জা কিন্তু আবার বিবর্তনের পথে নেমে গেছে ।

তার অন্দরের হিংসা ও কুটিলতার প্রবৃত্তি তাকে নামিয়ে এনেছে অত্যন্ত নিচে । বহু পূর্ব থেকে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া এই মহিলা গনোরিয়াতে আক্রান্ত হয় এবং তার কারণে মা হতে অক্ষম হয় ।

এই মহিলা এতই কামাতুর ছিলো যে ইরানের তৎকালীন শাহ- একে নিয়ে পারতেন না । রাত কাটতো বিনা ঘুমে । দেহ দূর্বল হয়ে যায় । সেই নিয়ে

মহিলাটি অর্থাৎ এককালীন কুব্জা মন্থরা চারদিকে রটনার জাল বুনে যেতো । নিজের সেক্স লাইফ নিয়ে চাকরের সাথে পর্যন্ত আলোচনায় চলে যেতো এই নব সীতা । শেষে তাকে তাড়িয়ে বাঁচে রাজপরিবার ।

আর তারপর এই বজ্জাত রমণী শায়ের সন্তানদের পিতৃত্ব নিয়েও পর্যন্ত অত্যন্ত কুৎসিত রটনা রটাতে শুরু করে বাজারে । রটন্তি এই নারী এবার পর পর ১৪ জন্ম পতিতর জীবন যাপন করবে আর এমন দেশে জন্ম নেবে যেখান বেশ্যারা সেক্স না করলে তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয় । যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিতাড়িত হবে যৌনালয় থেকেও । ওর বন্ধু আসরাফের একই অবস্থা হবে । ঐ যে প্রবৃত্তি ! তাকে না কন্ট্রোল করলে সমূহ বিপদ । এক একটি দেহ ধারণ করে চলে আসবে আত্মা তখন একেবারে । উত্তম রূপে সোয়েটার বুনতে হবে নাহলে কদাকার , কিম্ভূত কিমাকার হবে জন্মগুনো ! জঘন্য সোয়েটার পরে বার হলে ঢিল মারবে না ক্লাবের বখাটেরা ?

<u>**ক্লিক্ ক্লিক্**</u>

এখন যতই শীলা কি যাওয়ানি, আই অ্যাম টু সেক্সি ফর ইউ , তেরি হাত না আনি - হিহিহি ; করে পয়সা কামাও ওদিকে গেলে পাপ বাপকেও ছাড়েনা তো সীতা কোন ক্ষেত কা মূলী ?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই মহিলাটি যে উচ্ছৃখল ও মা হতে অক্ষম তা জেনেই নিজের যমজ ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেয় ইরানে রাজকুমারী আস্‌রাফ। ক্লাস ৫ থেকে যৌনকর্মে লিপ্ত আসরফ্‌ ছিলো এক বদমাইশ রমণী । আজ ইরানের রাজপরিবারের যা অবস্থা তার কারণ এই পৈশাচিক রমণীর লালসা । বহুবার বিয়ে করেছে , জুয়াতে আসক্ত , অর্ধনগ্ন হয়ে মুসলিম সমাজে বার হওয়া যেখানে নারীদের মডেস্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এই কুরুচিপূর্ণ, ভদ্র সমাজের পতিতা নারী নিজ হাতে নিজ ভাইয়ের জীবনকে ধ্বংস করে দেয় ।

অর্থ নিয়ে স্ক্যাম করা , মাদক দ্রব্য পাচার কিইনা করেছে এই কদর্যতায় পরিপূর্ণ মুন্ডকমুখী রমণী । এমনকি ভাইয়ের স্ত্রীদেরও একের পর এক তাড়িয়ে ছেড়েছে । মাঝে মাঝে ডোনেট , চ্যারিটি এসবও করেছে যাকে ধনীদের ভাষায় বলে কর্মকান্ড কিন্তু ওগুলি আদতে লোকঠকানো কাজকারবার ।

এইরকম নিম্ন মানের নারীর দ্বারা কখনো নি:স্বার্থ কিছু করা সম্ভব নয় । হ্যাঁ হয়ত সে শয়তানের পূজারী নয় । ইলুমিনাতি , ফ্রিম্যাসন যত্তো সব গালভরা নাম আসলে শয়তানের আখড়া এক একটি এগুলি হয়ত তার পাস্‌ টাইম ছিলো না কিন্তু অত্যন্ত ইতর প্রকৃতির এই মহিলা ভাইয়ের সিংহাসনে বসতে চায় কিন্তু

মুসলিম সমাজ তা মেনে নেবেনা তাই ভাইকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় । আর সীতারূপী সরোয়া , কুব্জা মন্থরা আরো নিচে নেমে গেলো এই বন্ধুকে পেয়ে ।

সীতা বদনাম্ হুয়ী, সরোয়া ডার্লিং তেরে লিয়ে !

তবে খেয়াল করার বিষয় হল এই যে সীতার আগের জন্মে সেই সেক্স স্ক্যাম যার জন্য তাকে অগ্নি পরীক্ষা অবধি দিতে হয় আর কুব্জা মন্থরার কৈকেয়ীর সংসার ভাঙা সেইসবই এই রাজকুমারী আসরফ্ ও সরোয়ার জীবন দেখলে কিছুটা চোখটা আবছা করে নিলে মনে হয় যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । একই ধরণের ঘটনা ঘটছে ।

ঘটে চলেছে । আসলে মহাজগতে শক্তি রিসাইকেল হয় আর মোক্ষ না হওয়া অবধি কেউ সেফ্ নয় ও শান্তিতে নেই । পদস্খলন সম্ভব অহং এর ঘায়ে এবং তা হুড়মুড় করেও হতে পারে । **এখন সাতকান্ড রামায়ণ পড়ে বলো , বলো সীতা কার পিতা ?**

কাজেই ক্রাউন প্রিন্সের জন্ম আটকাতে গনোরিয়াতে আক্রান্ত মেয়ের সাথে ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য চক্রান্ত তাও নিজের যমজ ভাই ।

দুনিয়াতে যত কুৎসিত যৌন খেলা হয় তা চ্যানেল্ড্ হয় পৈশাচিক লোক থেকে আর জাগ্গি বাসুদেবের মতন জাল সদ্‌গুরু বা বদগুরু বা অসদ্‌গুরুরা এগুলি করে থাকে । তাই এখানে আজ এত যৌন সমস্যা ।

খবরের কাগজ খুললেই যৌন অত্যাচার । বাতাসে মনে হয় পচা যৌন রোগের দূর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে । আর এগুলি এখানে সীমা পার করে করে নিয়ে আসছে জায়োনিস্ট ও ঈশা ফাউন্ডেশানের মতন লোকেরা । তাই এদের মূল ধরে উঠিয়ে না দিলে সুস্থ মানুষ জ্যান্ত থাকবে না ।

সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ নিয়ে তৈরি হওয়া জনসঙ্ঘ আজ সদ্‌গুরু, মোহন ভাগবৎ আর অন্যান্যদের জন্য পরিণত হয়েছে এক কয়েদখানা ও সাইকোপ্যাথদের সংস্থায় । এদের করসেবকদের গা থেকে যৌনরসের দূর্গন্ধ আসে । এরা মানুষ মারার ব্যবসা করে । হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ্য , শিখের নাম করে দেশকে কেটে কুটে নিজেরা সব লুটেপুটে নিয়ে চলে যাবে । আর সুদূর কোনো সুক্ষ্মলোকে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদের আত্মা কেঁদে উঠবে =অ্যাঁ ! কি হল ??

অথচ চাইলে আর এস এস পারতো হিন্দু ধর্মের মুল শিক্ষাকে বিশ্ব দরবারে প্রচারিত করে বসুধৈব কুটুম্বকম্ এর নীতি মেনে ভারতকে এক আশ্চর্য দেশে রূপান্তরিত করতে । সেই ভারত হল আগুনের পাখি ।

<u>এবার শ্রীভারতের যুদ্ধে তা হবে ।</u>

এই সেই দেশ ,যার সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা ছিলো উচ্চস্তরের । দলিতও সেখানে ব্রাহ্মণত্ব পেতো । আর সবকিছু হতো কর্মের ধারা অনুসারে । বিদেশের সমাজের মত । নারীরা পণ বলতে সুশিক্ষা নিয়ে পতিগৃহে গমন করতো । সোনাদানা নয় । কিন্তু এগুলো তো শিখতে ও জানতে হবে করসেবকদের !!

কিন্তু করবে কে ? মানুষ কোথায় ? এগুলি তো সব রক্তখেকো পিশাচ ।

হিন্দু ধর্মে কতনা যজ্ঞ , পুজোর কথা বলা আছে যা নিয়মিত করে রোগভোগ সারে । মানসিক শান্তি আসে । নানান জীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে সুন্দর সুস্থ জীবন কাটানো যায় । কিন্তু সেগুলি বাজারে আর এস এস তখনই আনবে যতক্ষণ তা থেকে অর্থ আসবে ।

নচেৎ কেউ জানতেই পারবে না । এরা পিপীলিকার বাট্ টিপে সস্ বার করতে রপ্ত । অস্ত্র যেমন কারো ব্যবসা নয় এগুলি মানুষকে রক্ষার যন্ত্র সেরকম

পিঁপড়ের অতি ক্ষুদ্র দেহ । বেশী টিপ দিলে তার প্রাণ যাবে কিন্তু সেই সহনশীলতা কার আছে ? বরং ওকেই মেরে দাও আগে । অতি ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে একটু মমতা না দেখিয়ে । কিন্তু পারতো তারা জনহিতকর কাজে ব্রতী হতে কিন্তু তারা এসব করবে না । নাশকতার পথে পা দিয়েছে । মেরেই যাবে । **মানুষের ভালো করা** শব্দটা বোধহয় উঠেই গেছে ভারতের বুক থেকে । আর নরেন্দ্র মোদীর কথা হল,

যো ডর গ্যায়া ও মর গ্যায়া ।

কিন্তু ভগবানকে ভয় পান, শয়তানকে না পেয়ে । ওরে মুরখ !

সব সীমারেখা অতিক্রম করলে শেষকালে জাগ্নির মতন এক জন্মে মুখ দিয়ে বিষ্ঠা উঠে আসবে । আর সত্যিকারের আনন্দঘন মূহুর্তে ভাসতে হলে সীমায় বিচরণ করো । নিজের কাজটা করো আর নিজের ধর্ম (যোদ্ধার কাজ যুদ্ধ করা , তাঁতির তাঁত বোনা ইত্যাদি) পালন করো তাতেই ঈশ্বর খুশী । আর এরই মাঝে বসে বসে = **এনজয় দা লীলা অফ্ ভগবান কৃষ্ণ । অ্যান্ড দ্যাটস্ লাইফ ।** কাউকে কষ্ট দিয়ে জীবনকে পিৎজার ন্যায় ভক্ষণ নয় । সবাইকে ভাগ করে দিয়ে খাও তবেই আনন্দম। **টাকা সঙ্গে যাবেনা । অসৎ কর্ম যাবে । রাধাও কলঙ্কিনী হয় কাজেই সাবধান ।**

যে বলে পাগল বলুক না , যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না । আর এবার মেণকাকে মাথায় দিতে হবে ঘোমটা । বাকিটা নিজেরা বোঝো । সব আমি বলবো কেন ?

উপসংহার

অনেক অনেক ইমামেরা ও নবীরা আবার জন্ম নেবেন ও **ইসলাম সুফি সন্ত** হিসেবে ঐ ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ও দেখাবেন যে ইসলাম কত শান্তির ধর্ম ।

ইউরোপের অনেক দেশ যারা আজ জায়োনিস্টদের জন্য ইসলামকে ব্যান করছে সেসব দেশ সবার আগে ইসলামকে নিজেদের জাতীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করবে ও সিংহভাগ মানুষ ইসলামে রূপান্তরিত হবে ।

রাবড়ি দেবী হলেন ভয়াল দেবী । ওনার শক্তি সাংঘাতিক তাই উনি আধ্যাত্মিক এনার্জি দিয়ে মুখোশ খুলে দেবেন জায়োনিস্ট লবির যে তারাই কোভিড দিয়ে এত্তো মানুষ বলি দিয়েছে । এটাই রাবড়ি দেবীর কৃপা ।

চীনাদের ওপর থেকে সমস্ত কুকর্মের বোঝা সরে যাবে কারণ হলেও সোসিয়ালিস্ট তারা আদতে খুবই ধর্মভীরু এক জাতি । ওখানে লোকে এক মহাশক্তিকে মানে ও শয়তানের ওপরে নির্ভর করে কাজ হাসিল করেনা ।

হ্যাঁ ; তারা টেরিটরি দখলে বিশ্বাসী । কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চিতা বাঘের মতন পেছন থেকে আক্রমণ করবে। জায়োনিস্টদের মতন ।

জায়োনিস্ট ভাগাও , দুনিয়া বাঁচাও ।

চৈনিক সভ্যতা বলে একটি সভ্যতা ছিলো যা ইতিহাস আমাদের বলে । কিন্তু জায়োনিস্ট সভ্যতা ছিলো কি ? অভিশপ্ত একটি জাতি, নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত, যারা মহাপুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে আর নিজেদের হলোকাস্টের ভিকটিম কার্ড আজও দেখাচ্ছে

গাজায় তান্ডব নেত্ত্য করছে ; তাদের বন্দী করে রেখেছে এতদিন অবধি । এদের এই অসভ্যতা থেকে দুনিয়ার কিছু নেবার নেই । কিন্তু আমি মনে করি

চৈনিক সভ্যতা থেকে বহু কিছু এখনও শেখার আছে আমাদের । কাজেই ভগবান চীনাদের সুযোগ করে দেবেন ।ওনার ঘরে দের আছে, অন্ধের নয় ।

গোপিনাথ মুন্ডে এক আশ্চর্য ইতর ব্যাক্তি যে মুম্বাইয়ের সমস্ত ডনের কাজ বন্ধ করে নাম কুড়ায় । ম্যাস লিডার । ছোটা রাজ্ন , শাকিল , এই ঐ সব শায়েস্তা হয়ে যায় ওর কাছে । কিন্তু গুপ্ত তথ্য হল লোকটি ওদেরকে বলে - আমায় হপ্তা দে নাহলে ইডির রেডের মতন তোদের জেলে দিয়ে দেবো । ব্যাস্ অমনি গোপিনাথের কুৎসিত মুন্ডে থেকে নির্গত সব কথা মেনে ওরা হপ্তা দিতে শুরু করে আর মুম্বাইতে ক্রাইম কমে যায় । একটা চুক্তি আরকি । আর ম্যাস্ লিডার আরাবল্লীর ড্যাকয়েট্স্ এই লোকটি হয়ে যায় ম্যাস লিডার । তার কন্যাই ছিলো প্রমোদ মহাজনের বোনঝি ও সেক্স সখী পঙ্কজা মুন্ডে আর সেও আরেক চীজ!

-তু চীজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত !

নেহি তুঝকো কোয়ি হোশ হোশ

উস্ পর যৌবন কা জোশ্ জোশ্

নেহি তেরা কৈ দোষ দোষ ,

মাদ্হোশ হ্যায় তু হর ওয়াক্ত ওয়াক্ত ।

মামা ভাগ্নীর বিয়ে তো হয় দক্ষিণ ভারতে কিন্তু সদগুরু তো আগেই বিয়ে করে ফেলেছে রেখা মহাজনকে !

ডপ্‌কা নারীকে কে ছাড়া যায় ? হলই বা ভাগ্নী ?

মেয়ে বইতো নয় ! সেক্স অবজেক্ট , পাছা , স্তন , রক্তিম জিহ্বা , কমলালেবুর মতন ওষ্ঠ ! উহ্‌ ! উহ্‌ ! আর কি তোমায় ছাড়ছি পঙ্কজা ?

মামা আমাকে ছাড়ো !

গুন্ডে বলোনা আমায় তুমি , পঙ্কু ।

তোমার পদবী মুন্ডে ।

পয়সার লোভেই মোসাদকে অফিসিয়ালি সব সিক্রেট ডকুমেন্ট দিয়েছে মুম্বাই প্রতিরক্ষার নামে ; এরাই এরাই । দাউদ নয় ১৯৯৩ ব্লাস্ট করায় প্রমোদ মহাজন ও আর এস এস । এরপরে মোসাদ ভারতের উত্তম মানের জেনেরাল যিনি দেশের উন্নয়ণ চেয়েছিলেন তাকেও মারায় । বিপিন রাওয়াত । সেনারা কি না করে অথচ এইসব নিম্ন মানের রাজনীতির লোকগুলি যা খুশি তাই করতে শুরু করে । এদের কচুকাটা করতে শুরু করো । দেখো এখন ছাত্ররাও আন্দোলনে নেমে গেছে । কারণ এটা শ্রীভারত ধর্মযুদ্ধ । মহাবিদ্যারা ওদের ছাড়বেন না ।

জয় দশমহাবিদ্যার জয় ।

এবার দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হবে বাস্তবে শ্রীভারতের মহাযুদ্ধ । মহাকালের প্রলয় ।

কারণ এরকমভাবে চলতে পারেনা । আমরা ভগবানের সন্তান । শয়তানের নয় ।কাজেই পিতা এবার নিজ হাতে দন্ড তুলে নেবেন । **সদাশিবের নেতৃত্বে শুরু হল বলে অপারেশান জয়শঙ্কর ।**

অনেক অনেক দুর্বল মানুষ ও সভ্যতাকে বাঁচাতে । আর জড়জগত থেকে সেই কম্পন ছড়িয়ে যাবে মহাজগতের কোণায় কোণায় । জেগে উঠবে নতুন সূর্য । রক্ত পলাশের মতন । নতুন দিনের অজাতশত্রু এক ভোরে ।

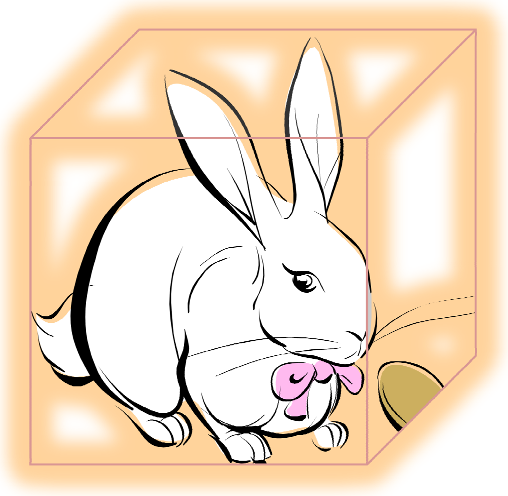

নরসিংহ দেব

“It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of ANNABEL LEE;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea;
But we loved with a love that was more than love-
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsman came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,
Went envying her and me-
Yes!- that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we-
Of many far wiser than we-
And neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee.

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling- my darling- my life and my bride,
In the sepulchre there by the sea,
In her tomb by the sounding sea."

— Edgar Allen Poe

"Yes I am, I am also a Muslim, a Christian, a Buddhist, and a Jew."
— Mahatma Gandhi

Father of Nation .

The scars of others should teach us caution.

St. Jerome

Information taken from several books and websites , credit goes to them .

Images taken from websites

Credit goes to them.

Images from www.pixabay.com

Under CCO

Creative Commons License .

সমাপ্ত

THE END